X- U নিভার্স: ফেমিনিন ফিউশন

এ এইচ লিহন

X-ইউনিভার্স: ফেমিনিন ফিউশন

লেখক: এ এইচ লিহন

প্রচ্ছদ: সজল চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ:

২৭ চৈত্র্য ১৪২৯ / 2023-04-10

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

প্রকাশনী

হাইপারস্পেস

চিশতিয়া মঈনিয়া কলেজ রোড, বারাহীগোবিন্দ, ফেনী

পরিবেশক

জনান্তিক প্রকাশনী, আজিজ সুপারমার্কেট

বানান সংশোধন, অক্ষরবিন্যাস ও অলংকরণ

অনুপমা

'Hyperspace'

A Science Book Written By A.H LeeHon

Published By A H LeeHon, Hyperspace

ISBN Number: 978-984-97710-5-0

উৎসর্গ

“হাইপারস্পেস ম্যাগাজিনের অন্যতম সমর্থক, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের দর্শন ও মানবতার এক নীরব রোডস্ট্যার, বস্তুবাদী কবি ও সাহিত্যিক মাহবুব সাঈদ মামুনের প্রতি”

বিগ ব্যাং | ৫

অধ্যায় ১ | ৯

ডিল্যুশন অব জেন্ডার

অধ্যায় ২ | ৪৭

বিজ্ঞান কেন নারীকে একগামী প্রমাণ করতে চেয়েছিল?

অধ্যায় ৩ | ৬১

নারীর পুসিতে একটি পেনিস ক্যামেরা

অধ্যায় ৪ | ৭৫

ফোর-ডি আল্ট্রাসাউন্ড ও

সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের পর মৃত একজন নারীর যোনি পর্যবেক্ষণ

অধ্যায় ৫ | ৯১

পুরুষের পর্নোগ্রাফিক মনের সমীকরণ

অধ্যায় ৬ | ১১৯

ডিকোডিং দ্য মাইন্ড অব ফিমেইল

অধ্যায় ৭| ২০৪

নারীর মনের লজিক গেট

অধ্যায় ৮| ২৪৫

কেন সুন্দর মানুষদের কন্যা সন্তান বেশি থাকে?

অধ্যায় ৯ | ২৬০

নারী পৃথিবীর সকল সন্ত্রাসী ও বিজ্ঞানীর গড মাদার

"বিগ ব্যাং" অব দিস বুক

আপনি কী জানেন, একজন মেয়ে যখন নীরব ও নিস্তব্ধ পায়ে রাস্তায় হেঁটে যায়, তখন সে বিশ্বের সামগ্রিক জিডিপিতে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার যোগ করে? একজন মেয়ের হাসিতে ডলার, একজন মেয়ের কান্নায় ডলার, একজন মেয়ের অভিমান, লজ্জা আর রাগান্বিত টববগে চেহারায় বকুল ফুলের মতো ঝরে পড়ে অজস্র ডলার এবং একজন মেয়ের পীনোন্নত বুক থেকে যখন কাল বৈশাখির তীব্র ঝড়ো হাওয়ায় গোলাপী রঙের ওড়নাটা এক ঝাপটায় উড়ে যায়, তখন বিশ্বের অর্থনীতিতে মিলিয়ন মিলিয়ন জিডিপি কাউন্ট হয়? আপনি কী জানেন, একজন নারীর প্যান্টির আড়ালে লুকিয়ে আছে জগতের সকল কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী এবং ঈশ্বর সমীকরণ? একজন নারীর মুখ থেকে শব্দ বা কবিতা নয়, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার নিঃস্বরণ হয়? তার প্রতিটি অর্গ্যাজম বিশ্বের অর্থনীতি বুস্ট করে।

পৃথিবীর অর্থনীতি এবং এর সামগ্রিক অর্থনৈতিক ইতিহাস একটা ফুয়েল বা জ্বালানী দ্বারাই চালিত হয় এবং সেটা হলো – সেক্স। বিশেষ করে একজন পুরুষ একজন তরুণী এবং আকর্ষণীয় নারীর সাথে সেক্স করতে চায়। সৌন্দর্য হলো একটি নারীর হেলথ সার্টিফিকেট। এটি তার উর্বরতার সংকেত। একসময় সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেছিল, সৌন্দর্য স্কিনে নয়, সৌন্দর্য থাকে ডিপ স্কিনে, সৌন্দর্য মানুষের মনে কিন্তু এই ধারণা ভুল। নারীর চামড়াই পুরুষের মস্তিষ্ককে তার উর্বরতার সিগন্যাল দিয়েছে। আর নারীর তারুণ্য এবং সৌন্দর্যের এই সিগন্যাল বিশ্বের অর্থনীতিকে সময়ের শুরু থেকেই জ্বালানি দিয়ে এসেছে। পুরুষ হলো এই বিশ্বের অর্থনীতির ইকোনোমিক ইঞ্জিন, যারা এটিকে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছে।

একজন নারী যখন রাগ, অভিমান অথবা ঘৃণা করেছিল, যখন সে মন খারাপ করে পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন পুরুষ কেবল বিশ্বের জিডিপিতে একটি একটি করে পেনিই অ্যাড করেনি, বিশ্বের সকল প্রযুক্তিগত বিপ্লব সে প্রায় একাই ঘটিয়েছিল, সে রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, রকেট, বিমান, সেলফোন, স্পেসশিপ ও কোয়ান্টাম কম্পিউটার আবিষ্কার করেছিল।

তারা নারীর মুখ থেকে শুধু একটি বার "হ্যাঁ" শোনার জন্য গড়ে তুলেছিল সমস্ত সিভিলাইজেশন। তারা নারীর মন জয় করার জন্য ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার বিপক্ষে প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছিল, তারা মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের জীবন রক্ষা করেছিল ভয়াবহ সব রোগ থেকে, তারা পৃথিবীতে মিলিয়ন মিলিয়ন মেডিসিন ও মেডিক্যাল

ডিভাইস নিয়ে এসেছিল কেবল একবার, কেবল একটিবার নারীর পক্ষ থেকে একটি পজেটিভ রিভিউ পাওয়ার জন্য, তার মুখ থেকে "না" শব্দটি অনন্তকালের জন্য না শোনার জন্য। নারী যদি পুরুষের প্রতি রাগ ও অভিমান না করতো, যদি সে সকল পুরুষকে এক শব্দে "হ্যাঁ" বলে দিত, তবে পৃথিবীতে কোনো সিভিলাইজেশনই তৈরি হতো না, পুরুষের একমাত্র কাজই হতো সেক্স, সে অনন্তকাল নারীর সাথে সেক্স করত, তাকে সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্স থেকে কোনোভাবেই দূরে সরানো যেত না।

নারীর পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয়ে অথবা কোনো একজন তরুণী নারীর মুখ থেকে "না" নামক পারমাণবিক বোমার আঘাতে হিরোশিমা ও নাগাসাকির মতো ক্ষতবিক্ষত হওয়ার তীব্র আতঙ্কে পুরুষ মাল্টি ট্রিলিয়ন ডলারের ট্র্যান্সপোর্টেশন এবং কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্র্যাকচার তৈরি করেছিল। নারীর মুখ থেকে "না" শব্দটি না শোনার জন্য আইনস্টাইন স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি ও জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি লিখেছিল, তার ইকুয়েশন থেকে ব্ল্যাকহোল, ওয়ার্মহোল, গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং, কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি, প্যারালাল ইউনিভার্স এবং টাইম ট্রাভেল বেরিয়ে এসেছিল, কেবল মাত্র একজন তরুণী নারীর পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আতঙ্কে অথবা কোনো একজন সুন্দরী নারীর মন জয় করার তীব্র নেশায়!

আপনার কাছে কী এটাকে একবারের জন্যেও মহান মনে হয়নি? আপনার কাছে কী একবারের জন্যেও এটাকে হারকিউলিয়ান অর্জন মনে হয়নি? যদি মনে না হয়ে থাকে, তবে শুনুন, দিনের প্রতিটি ঘন্টা, প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি পিকোসেকেন্ড বিলিয়ন বিলিয়ন পুরুষ অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত কেবল তার প্রেমিকা ও পরিবারকে সমর্থন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে, স্কুলে গমন, কমিউটের সাথে যুদ্ধ, ওভারটাইম, জিমে ঘন্টার পর ঘন্টা কঠিন শারীরীক হিট, STEM ফিল্ডে আধিপত্য, যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া এবং এমনকি একদম তুচ্ছ পর্যায় থেকে যদি বলি, একটি ছেলের টি-শার্ট, একটি ছেলের শখের গাড়ী, প্রায় সকল পুরুষের বয়সন্ধীকাল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একজন নারীর উদ্দেশ্যে পরিচালিত।

যদি পৃথিবীতে কোনো নারী না থাকত, যদি নারীর বুকে ও পেছনে গাইনোয়েড ও অ্যান্ড্রোয়েড ফ্যাট জমাট বেঁধে লোভনীয় বিগ ব্রেস্ট ও পীনোন্নত বুটস তৈরি না হতো, যদি নারী টাইট জিন্স ও প্যান্টি পরে রাস্তায় না বের হতো, যদি নারীর বুটস ও বুবস তার জামা ভেদ করে পাবলিক প্লেসে আন্দোলিত না হতো। যদি নারী নিচে জিন্স এবং উপরে হিজাব না পরে নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে ফেলত, যদি নারীর বোরখা তার দেহের অভয়ব প্রকাশ করতে ব্যর্থ হতো, যদি নাইট ক্লাব ও বারে নারী ওয়েট ড্যান্স না করত, যদি জিম সেন্টারগুলোতে নারী ট্রিডমিলে না দৌড়াত, যদি তার ব্রেস্ট ও বুটস মাতালের মতো পুরুষের সামনে নাচানাচি না করত, যদি নারী স্কুল, কলেজ ও

ইউনিভার্সিটিতে পুরুষের কাছে তার রক্তাক্ত গোলাপি সিমেট্রিক্যাল চেহারাটি উন্মুক্ত না করত, তবে পৃথিবীতে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও দর্শন কোনোকিছুই সৃষ্টি হতো না, সবকিছু চোখের পলকে মহান ডায়নোসরের মতো বিলুপ্ত হয়ে যেত।

যদি নারী গণতান্ত্রিকভাবে সকল পুরুষকে "হ্যাঁ" বলে দিত, যদি নারী পৃথিবীর কোনো পুরুষকেই "না" বলতে না পারত, তবে গ্লোবাল জিডিপির ৯০ ট্রিলিয়ন ডলার এবং আমাদের এই গ্রহের ৩৬০ ট্রিলিয়ন সম্পদ মুহূর্তেই উধাও হয়ে যেত। পৃথিবীর ৫০ বিলিয়ন পুরুষ আছে বর্তমানে যারা সৈনিক, তারা পৃথিবীর জিডিপিতে ঐতিহাসিকভাবে ৩ কোয়াড্রিলিয়ন ডলার অ্যাড করেছে। নারী যদি সকল পুরুষকে "হ্যাঁ" বলে দিত, তবে ৫০ বিলিয়ন সৈনিকের ৩ কোয়াড্রিলিয়ন ডলার নিঃশেষ হয়ে যেত নিমিষেই। নারীর তারুণ্য এবং নারীর চামড়ার সৌন্দর্য যদি না থাকত, খুব সরলভাবে মানব সভ্যতার কোনো অস্তিত্বই থাকত না।

কিন্তু বিশ্বের এই সামগ্রিক জিডিপির একটি অপজিট সাইড আছে। পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষ এই সম্পত্তির জন্য লড়াই করে, রক্তারক্তি ও খুন করে। তারা বলে, নারীর তুলনায় পুরুষের আয়ের পরিমাণ বেশি। কিন্তু একজন মানুষও যে প্রশ্নটি করতে চায় না, সেটা হলো, কোথায় থেকে আয়ের এই অসমতার জন্ম? পুরুষ চোর, পুরুষ বাটপার, পুরুষ ক্রিমিনাল, পুরুষ খুনি, পৃথিবীতে প্রায় ১০.৮ মিলিয়ন প্রিজনার আছে, যার মধ্যে ৯.৮ মিলিয়ন প্রিজনারই পুরুষ____ কিন্তু কেন? কেউই প্রশ্ন করেনি। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানী সাতোশি কানাজাওয়া আবিষ্কার করেছেন, পৃথিবীতে প্রতিটি ধর্ম টিকে থাকার পেছনে নারীর অবদান সবচেয়ে বেশি, নারীরাই সবচেয়ে বেশি ঈশ্বর, ধর্ম, স্পিরিচুয়ালিটিতে বিশ্বাস করে, নারীরাই সবচেয়ে বেশি সামাজিক প্রথার প্রতি সংবেদনশীল। নারীরাই সবচেয়ে বেশি ফলস পজেটিভ প্যাটার্ন দেখে।

কিন্ত কেন? পৃথিবীর নারীরা এজন্যেই ধার্মিক কারণ পুরুষ তাদের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে পরিণত হয়েছে এক একজন সন্ত্রাসী ও সিরিয়াল কিলার। পৃথিবীর সকল চোর, ডাকাত, খুনি এবং ফাঁসির আসামির ঈশ্বর হলো ধার্মিক নারীর পিনোন্নত বুবস ও বুটসের মোড। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পুরুষ বৈশ্বিক সম্পদে একটি লায়ন বা সিংহ শেয়ার করে। আর এর একমাত্র কারণ হলো, সে তার প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে এক একটি পেনি তৈরি করেছে। সকল প্রকার প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের জন্য পুরুষ সময়, পরিশ্রম, অধ্যাবসায় এবং মানসিক শক্তি পরিশোধ করেছে। আজকের পৃথিবীর ৯০ ট্রিলিয়ন গ্লোবাল জিডিপিকে আপনি হয়তো সাংকেতিকভাবে বলতে পারেন "টোটাল ইকোনোমিক প্রোডাকশন অব দ্য ওয়ার্ল্ড", কিন্তু এটাকে আরও একভাবে দেখা যায়, আর তা হলো, নারীর মন জয় করার জন্য পৃথিবীর সকল পুরুষের সামগ্রিক পরিশোধিত মূল্য। কিন্তু নিজের সমস্ত রক্ত কণিকা লিখে দেয়ার পরও, পুরুষ কী নারীর মন পেয়েছে? উত্তর হলো, না!

কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, নারীর মস্তিষ্ক কম্পিউটারের And Gate কে অনুসরণ করে। আর পুরুষের মস্তিষ্ক কাজ অনুসরণ করে কম্পিউটারের OR Gate। একজন নারীর মনকে তুলনা করা যায়, একটি সুপার কম্পিউটারের সিকিউরিটি লকের সাথে। একটি স্পেসশিপের সিকিউরিটি লক খুলতে হলে, আপনাকে বিশাল একটি ডিজিট জানতে হবে। আপনি যদি একটি পাসওয়ার্ডের সকল ডিজিট ইনপুট না করেন, এই স্পেসশিপ আপনাকে মহাকাশে উড়তে দেবে না। নারীর মন একটি ১০০১ ডিজিটের পাসওয়ার্ডের মতো। একজন পুরুষের সাথে সম্পর্ক করার পূর্বে একজন নারী প্রায় ১০০১টি প্রশ্ন করে। আর পুরুষের মন হলো একটি মোবাইলের পাওয়ার বাটনের মতো। এক ক্লিকেই অফ ও অন হয়ে যায়। কোনো বিশাল ডিজিটের সিকিউরিটি লক দরকার হয় না। একজন পুরুষ নারীর কাছে কেবল তার তারুণ্য আর স্কিনের সৌন্দর্য চায়, একটাই ইনপুট। কিন্তু একজন নারীকে ৩০ সেকেন্ডের একটি পর্ণোগ্রাফি দেখিয়ে জাগানো সম্ভব না। কারণ একজন নারী পুরুষের দেহ চায় না, পুরুষের দেহকে সে ভয় পায়, একজন নারী পুরুষের কাছে দেহ থেকে আরও বেশিকিছু চায়, এজন্য তাকে জাগাতে ১৮০ পাতার রোম্যান্টিক উপন্যাস লাগে। আর নারীর মনের And গেট থেকেই আজকের বিশ্বের ৯০ ট্রিলিয়ন গ্লোবাল জিডিপি যুক্ত হয়েছে কিন্তু তারপরও পুরুষ মাঝেমাঝে পাসওয়ার্ডের বিভিন্ন ডিজিট ভুলে যায়, নারীর মনের কম্পিউটার স্ক্রিন কখনো ওপেন হয় তো, কখনো ক্লোজ হয়ে যায়, সে বারবার নারীর মনের ওয়েব ব্রাউজারে স্ক্রল করতে ব্যর্থ হয়। নারীর নীরবতা, নারীর অভিমান, নারীর একটি জাজমেন্টাল ও টক্সিক মন্তব্য পুরুষটিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, তার মস্তিষ্ক এলোমেলো হয়ে যায়, টেস্টোস্টেরন আর ডোপামিনের তীব্র উন্মাদনায় সে কখনো ছুটে যায় ল্যাবরেটরিতে, কখনো জিমনেস্টিক সেন্টার আবার কখনো তার অভিমানী রক্তাত্ব কলম চলতে থাকে নন-ফিকশন, সায়েন্স ফিকশন, ইন্টারস্টেলার, পিকাসোর দ্য থ্রি মিউজিশিয়ান অথবা ইলিয়াম-অডিসির পাতায় পাতায়।

অথবা তার দেহের কোষগুলো ১০০ ট্রিলিয়ন ভাগে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, সে প্যারানয়েড ও সিজোফ্রাইড হয়ে যায়, মিশে যায় অনন্ত মহাবিশ্বের অসীমতায়, তার দুঃখিত মস্তিষ্ক বেরিয়ে আসে ফিজিক্সের ইকুয়েশন, সৃষ্টি হয় শ্রডিঙ্গার এবং আলবার্ট আইনস্টাইন। এই বিশ্বের অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য, নারীর একটা শব্দ অপচয় করারও প্রয়োজন নেই, সে কেবল এক সেকেন্ডের জন্য একজন আলফা পুরুষের চোখে তার নীরব দুটি চোখ স্থির রাখবে আর তারপর পরম উপেক্ষা আর অবহেলার সাথে তার সকল আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসাকে একটি হিংস্র পশুর মতো প্রত্যাখ্যান করবে!

প্রথম অধ্যায়

ডিল্যুশন অব জেন্ডার

Delusion of Gender

পৃথিবীতে আট বিলিয়ন মানুষ। আর প্রতি আটজন মানুষের মধ্যে একজনের জন্য একটি বারবি ডল আছে। ম্যাটেল কোম্পানির রুথ হ্যান্ডলার সর্বপ্রথম তার মেয়ে বারবারার কাছ থেকে বারবি ডলের ধারণা পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, তার মেয়ে নিজ হাতে তৈরি একটি কাগজের পুতুলের সাথে কথা বলছে। এখান থেকে তার মাথায় ধারণা আসে, কেমন হয়, যদি আমরা নন-ফাংশনাল একটি পুতুল তৈরি করি? শিশুটির যা ইচ্ছা সে পুতুলটিকে তাই করবে কিন্তু তার নিজের কোনো মুভমেন্ট থাকবে না! যাই হোক, এর পরের ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন, এই পুতুল এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, ম্যাটেল বারবির গোটা একটি ইউনিভার্স তৈরি করে ফেলেছিল। ১৯৫৯ সালে ম্যাটেল কোম্পানি আনরিয়ালিস্টিক বিউটি স্ট্যান্ডার্ড প্রচারের জন্য সমালোচনার শিকার হয়েছিল! পরবর্তী সময়ে ম্যাটেল নারীর বড় ব্রেস্ট, হিপ সাইজ, চিকন ও লম্বা পায়ের স্ট্যান্ডার্ড তৈরির জন্য সমালোচিত হয়েছিল কারণ এটি কোনো নারীর পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব নয়।

যাই হোক, একটা সময় তারা বৈচিত্র্যময় কালার ও প্রফেশনের বারবি তৈরি করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং সাইবর্গ থেকে শুরু করে হাজার হাজার প্রকারের বারবি তৈরি করে ম্যাটেল। যে যুগের ট্রেন্ড যেটা ছিল, তারা সেটাকেই ফলো করেছিল। বারবি পুতুলের একটি বিশেষ ব্যাপার ছিল, এটি এমন একটি ইউনিভার্স শো করে, যেখানে একজন নারীর পক্ষে সম্ভাব্য যা কিছু আছে, সবকিছু হওয়া সম্ভব! আর বারবি মুভি এই ঐতিহাসিক ম্যাটেল কোম্পানির তৈরি। তারা নিজেরাই তাদের ইউনিভার্সকে এখন জীবিত করে তোলার চেষ্টা করছে, তারা তাদের পুতুলগুলোকে ফিল্মের মাধ্যমে জীবন্তভাবে উপস্থাপন করতে চাইছে! আর এজন্যই এ মুভি নিয়ে এত হাইপ! কিন্তু আপনি কী জানেন, এ মুভির ইনার মেসেজ কতটা শক্তিশালী?

বারবি মুভিতে আমরা দুটি ইউনিভার্স দেখতে পাই। একটি ইউনিভার্স ছিল পারফেক্ট। এখানে নারী তার আনরিয়ালিস্টিক বিউটি স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করেছে, এ জগত

হলো নারীর সেলফ এক্সপ্রেসন ও ফ্রিডমের চূড়ান্ত স্তর। এটি ছিল অনেকটা স্বর্গের মতো। এ জগতে গোসল করতে হয় না, সুইমিং করতে হয় না এবং কোনোকিছু খেতেও হয় না।

তারা মনে মনে যা কল্পনা করে তাই বাস্তব হয়ে যায়। এটি ছিল একটি মন নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব, অনেকটা ফেসবুক মেটাভার্সের মতো, চিন্তা দিয়েই তারা এক্সটারনাল ইউনিভার্সের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। আসলে এই গোটা ইউনিভার্স ছিল নারীর ইউনিভার্স এবং নারীর মস্তিষ্কের ফ্রিকোয়েন্সিতেই সে ইউনিভার্স চালিত হয়। সে চাইলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা নভোচারী সব হতে পারে এবং আমরা দেখতে পাই মাধ্যাকর্ষের নিয়মও সে জগতে নারীর সাথে অন্যরকম আচরণ করে। বারবি বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে স্বাচ্ছন্দে ভাসতে ভাসতে গাড়িতে এসে বসে কিন্তু ফিজিক্সের আইন তাদের বিপক্ষে যায় না। এ ইউনিভার্স নারীর জন্য এতটাই পারফেক্ট ছিল, যে পদার্থবিদ্যার আইনও যেন নারীবাদী, সমস্ত ইউনিভার্সই নারীবাদী। এ ইউনিভার্স নিজেই ছিল এক্স-ক্রোমোজম!

এক্স –ক্রোমোজোম শাসিত জগতে পুরুষ নারীর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই করতে পারে না। এ মুভিতে বারবির প্রেমিক কেন (KEN) সারাদিন বারবির পেছনে পড়ে থাকে, তার নিজস্ব কোনো জগত নেই, সে প্যারাসাইটের মতো সম্পূর্ণরূপে বারবির ওপর নির্ভরশীল। বিষয়টা এমন যে নারীবাদী ইউনিভার্সে ওয়াই-ক্রোমোজোম হলো একটি প্যারাসাইটের মতো। তারা নারীর দেহের প্যারাসাইট হিসেবে টিকে থাকে, তাদের কোনো নিজস্ব চিন্তার ওয়ার্ল্ড থাকে না, নারীকে কেন্দ্র করেই তার সবকিছু আবর্তিত হয়। বারবি যখন অন্য পুরুষদের সাথে কথা বলে, তখন কেন (KEN) জেলাসি অনুভব করে এবং মানসিক ভাবে রিজেক্টেড হয়। এটা অনেকটা এমন যে এক্স-ক্রোমোজোমের বিশ্বে ওয়াই-ক্রোমোজোমের কোনো প্রাধান্যই নেই।

যাই হোক, বারবির ইউনিভার্স সাইকোলজিক্যালি রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্টেড ছিল। বারবি ছিল রিয়েল ওয়ার্ল্ডের একজন মেয়ের খেলার পুতুল। যে তাকে নিয়ে খেলত, বারবির মধ্যে টেলিপ্যাথিক্যালি তার ইমোশন দেখা দেয় এবং তার দেহ ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে যায়।

এক্স-ক্রোমোজোমের এই পারফেক্ট বিশ্বের সাথে সে ধীরে ধীরে বেমানান হয়ে ওঠে, তার পায়ের তালু মানুষের মতো ফ্ল্যাট হয়ে যায়। সে যখন বারবিল্যান্ডের অন্যান্যদের কাছে তার পায়ের তালু প্রদর্শন করে, তখন তারা আতঙ্কিত হয়। যাই হোক, একসময় সে বুঝতে পারে, তার এ সমস্যা সমাধান করতে হলে, তাকে রিয়াল ওয়ার্ল্ডে যেতে হবে। একজন অদ্ভুত ওম্যানের পরামর্শে সে মানুষের জগতে ফিরে যায় এবং তার সাথে তার ওয়াই ক্রোমোজম বন্ধু কেন (ken) পিছু নেয়।

বারবি ও কেন (ken) সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করে, এই ইউনিভার্স পুরুষতান্ত্রিক, এটি ওয়াই-ক্রোমোজম শাসিত। বারবি সেখানে গিয়ে দাঁড়ানোর কিছুক্ষণ পরই একজন পুরুষ এসে তার পেছনে একটা থাপ্পড় মারে। এখানে নারীদের অবজেক্টিফাই করা হয় এবং বারবির সাথে তুলনা করে এখানকার নারীদের অপমান ও তাচ্ছিল্য করা হয়। নারীরা আনরিয়ালিস্টিক বিউটি স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সমন্বিত হতে না পেরে ডিপ্রেশনের মধ্যে থাকে। এটি এমন একটি ইউনিভার্স, যেখানে কোনো নারীই পারফেক্ট নয়, এখানে নারীদের আনরিয়ালিস্টিক বিউটি স্ট্যান্ডার্ড ফলো করার জন্য অযথাই প্রেসার করা হয়। আর তাই বারবি যখন রিয়েল ওয়ার্ল্ডের মেয়েটির কাছে ফিরে যায়, যে ছোটবেলায় তাকে নিয়ে খেলত, সে বারবিকে তিরস্কার করে বলেছিল, আমি এখন তোমার প্রতি আর আকৃষ্ট না, তোমরা অনেক বেশি পারফেক্ট, এজন্য আমাদের বিশ্বে আমাদের অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় এবং আমি এখন তোমাকে পছন্দ করছি না ইত্যাদি।

এদিকে বারবির নির্মাতা কোম্পানি তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় কিন্তু তার প্রেমিক পুরুষ (ওয়াই ক্রোমোজম) তাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যায় না। কারণ কেন (KEN) অবাক হয়ে দেখেছিল, এই ইউনিভার্স ওয়াই ক্রোমোজম শাসিত। সে এখানকার সকল ম্যান পাওয়ার সংক্রান্ত গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে এবং তার নিজের জগতে ফিরে যায়। আর সে বারবিল্যান্ডকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পরিণত করে। এখন নারীরা আর ওয়াই ক্রোমোজমকে শাসন করে না, ওয়াই ক্রোমোজম তাদের শাসন করে। বারবি তার কোম্পানির লোকদের থেকে পালিয়ে আসে। তাকে সহযোগিতার জন্য তার রিয়েল জগতের ফ্যামিলি এগিয়ে আসে এবং বারবি তাদের নিয়ে পারফেক্ট ইউনিভার্সে চলে যায়, এটা দেখানোর জন্য যে, সেখানে এক্স ক্রোমোজম কত ক্ষমতাবান! কিন্তু বারবি

বিস্মিত চোখে দেখে, এ জগত এখন পুরুষ শাসিত। এ মুভির হাস্যকর একটি দৃশ্য হলো, বারবির প্রেমিক সার্জারি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকার পরও, একজনকে সার্জারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এজন্যই যে সে একজন পুরুষ। দুঃখ ও শোকে বারবি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এ সময় তার রিয়েল ওয়ার্ল্ডের পরিবার, বারবিওয়ার্ল্ডের নারীদের জাগানোর চেষ্টা করে, তাদের বোঝানোর চেষ্টা করে, ওয়াই ক্রোমোজম শাসিত ইউনিভার্সে তারা কতটা নির্যাতিত ও শোষিত!

তখন তারা সবাই মিলে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা প্ল্যান করে বের করে, কীভাবে কেনের কাছ থেকে বারবিল্যান্ডকে উদ্ধার করা যায়। তারা বুদ্ধি খাটিয়ে একটি উপায় খুঁজে পায় আর তা হলো, নারীর প্রতি পুরুষের জেলাসিকে ব্যবহার করেই, তারা পুরুষের মধ্যে যুদ্ধ সৃষ্টি করবে আর এতে করে পুরুষের একতা ভেঙে যাবে আর এই ফাঁকে তারা তাদের ইউনিভার্সের কন্ট্রোল নিয়ে নেবে। তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী, নিজ নিজ বয়ফ্রেন্ডকে ছেড়ে, তাদেরই সামনে তাদের প্রতিযোগী পুরুষের সাথে রোম্যান্স করতে শুরু করল। পুরুষের মধ্যে সাধারণত ম্যাট গার্ডেনিং-এর জন্য একটি ডিফেন্স মেকানিজম থাকে, আর তখন এই ডিফেন্স মেকানিজম সক্রিয় হয়, তাদের জেলাসি জাগ্রত হয়, আর তারা তখন থেকে একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করতে শুরু করে! বারবি আবিষ্কার করল, এ পদ্ধতি খুবই পাওয়ারফুল। তারপর তারা এটাকে নিয়মিত ব্যবহার করতে থাকে। নারীর বহুগামিতার প্রতি পুরুষের যে সাইকোলজিক্যাল বিদ্বেষ, সে বিদ্বেষের দুর্বলতাকে ব্যবহার করেই, তারা তাদের ইউনিভার্সে এক্স – ক্রোমোজমের শাসন প্রতিষ্ঠা করে!

পুরুষ তার জেলাসির কারণে ইউনিভার্সের ওপর তাদের কন্ট্রোল হারায়, যা পুরুষকে আবারও পরনির্ভরশীল একটি দুর্বল সেক্সচুয়াল প্যারাসাইট প্রমাণ করে। এটি প্রমাণ করে যে, একজন নারী পুরুষকে ছাড়াও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে, সে যা খুশি তাই হতে পারে কিন্তু একজন পুরুষ নারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ ও নির্ভরশীলতা ছাড়া একা একা সার্ভাইভ করতে পারে না, পুরুষ সাইকোলজিক্যালি খুবই দুর্বল ও নাজুক প্রকৃতির একটি জীব।

মুভির শেষে আমরা দেখতে পাই, বারবি কেনকে একটি প্রস্তাব দিয়েছে আর তা হলো, আমি রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার পর থেকে আমার ভেতর একটি পরিবর্তন দেখেছি, আমার ইমোশন পরিবর্তন হয়ে গেছে, তোমার প্রতি আমার কোনো ভালোবাসা বা আবেগ নেই। সে বলে, তুমি বারবির ওপর নিয়ন্ত্রণ ও নির্ভরশীলতা অতিক্রম করে তোমাকে আবিষ্কার কর, আর আমি আমাকে আবিষ্কার করি।

আমরা মুভির শেষে দেখতে পাই, বারবির ক্রিয়েটর তার সামনে এসেছে, বারবি তার কাছে তার জটিলতার কথা উপস্থাপন করেছে। তার ক্রিয়েটর রুথ হ্যান্ডলার তাকে বলেছিল, তুমি যদি কল্পনা কর, তবে তুমি একজন পারফেক্ট বারবি হতে পার

আর তুমি যদি কল্পনা কর, তবে তুমি মানুষ হতে পার। বারবি পারফেক্ট কোনো বারবি হতে চায়নি, সে একজন ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মানুষ হতে চেয়েছে।

পুরুষতন্ত্র কী সমাজের সৃষ্টি অথবা এটি প্রকৃতির একটি প্যাটার্ন?

গলদা চিংড়ী এ পৃথিবীতে ৩৫০ মিলিয়ন বছর টিকে আছে! কিন্তু কেন? কী এমন ক্ষমতা ছিল তাদের? এটি একটি প্রশ্ন! জর্ডান পিটারসন তার "টুয়েলভ রুলস অব লাইফ" বইতে দাবি করেছিলেন, গলদা চিংড়ীর নার্ভাস সিস্টেমের সাথে মানুষের সাইকোলজির একটি গভীর সম্পর্ক আছে। আপনি কী জানেন সেটি কী? সামাজিক অনুক্রম ও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব! আপনি সম্ভবত আমার এ কথা শুনে কিছুটা বিস্মিত হয়েছেন কিন্তু আমাকে ৫ মিনিট সময় দিন, আমি আপনার মস্তিষ্ক ফাটিয়ে দেব!

গলদা চিংড়ী পৃথিবীর একমাত্র জীব, যার নার্ভাস সিস্টেম খুবই সিম্পল, তার মস্তিষ্কের ম্যাজিক সেলগুলো খুব সহজেই দেখা যায়। আর এজন্য বিজ্ঞানীরা তার মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ নিউরাল ম্যাপ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ম্যাপ দিয়ে বিজ্ঞানীরা মানুষসহ অনেক জটিল প্রাণীর ব্রেন রিড করতে পারেন!

একটি গলদা চিংড়ী যখন বেড়ে ওঠে, তারা তাদের খোলস বদলায়। এই সময় তাদের দেহ নরম হয়ে ওঠে। এই নরম শরীর নিয়ে তারা শিকারী প্রাণী ও প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করতে পারে না। তাই তারা পাথরের নিচে আশ্রয় নেয়, কারণ এটি তাদের জন্য নিরাপদ। যখন তারা ভালো কোনো জায়গা খুঁজে পায়, তখন তারা কোনো খোলস বা কোনো বস্তু দিয়ে দুয়ার বন্ধ করে দেয়। যেন অন্য কেউ তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু ভালো জায়গা পাওয়া খুবই কঠিন, অন্যান্য গলদা চিংড়ীরাও সেটা দখল করতে চায়। আর তাই গলদা চিংড়ী নিজেকে লুকানোর জন্য সবসময় আরও ভালো জায়গা অনুসন্ধান করে!

কিন্তু গলদা চিংড়ী খুব বেশিদিন শান্তিতে তার বাসস্থানে বসবাস করতে পারে না। সবসময় কেউ না কেউ তার টেরিটরি দখল করার জন্য লেগেই থাকে। যখন কোনো শত্রুপক্ষ তাকে আক্রমণ করতে আসে, সে এক জটিল প্রতিরোধ ও আগ্রাসী মনোভাব প্রদর্শন করে। প্রথম পর্যায়ে, যখন সে শত্রুর মুখোমুখি হয়, সে একজন বক্সারের মতো নৃত্য করে। সে তার নখর উঁচু করে, তার দেহকে সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে মুভ করে এক জটিল নৃত্য রচনা করে! একই সাথে সে তার প্রতিপক্ষের নৃত্য অনুকরণ করে নিজের নৃত্য মোডিফাই করে। আর আকস্মিক সে তার শত্রুকে উদ্দেশ্য করে, তার চোখের নিচে লুকিয়ে রাখা কেমিক্যাল ছুঁড়ে মারে। এই তরল পদার্থ শত্রুপক্ষের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে শত্রুপক্ষ তার আকার, সেক্স, স্বাস্থ্য ও মেজাজ সম্পর্কে ইনস্ট্যান্ট ধারণা পেয়ে যায়।

এভাবে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। যদি সে বুঝতে পারে, সে তার প্রতিপক্ষ থেকে দুর্বল মুহূর্তেই পশ্চাদপসরণ করে, আর যদি সে বুঝতে পারে, সে তার প্রতিপক্ষ

থেকে কোনো অংশেই কম নয়, তখন সে এই যুদ্ধের সেকেন্ড লেভেলে প্রবেশ করে, সেও কেমিক্যাল নিঃস্বরণ করে জানায়, আমি তোমাকে পরাজিত করতে প্রস্তুত!

এই পর্যায়ে এসে যুদ্ধের তৃতীয় ধাপ শুরু হয়। তারা একে অন্যকে উপড়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন কেউ কোনোভাবে আত্মসমর্পণ করে না, তখন যুদ্ধের চতুর্থ ধাপ শুরু হয় এবং তারা একে অন্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিষ্ঠুরভাবে টেনে ছিঁড়ে ফেলে! এতে করে প্রতিপক্ষ মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং অনেকের মৃত্যু ঘটে।

যাই হোক! চতুর্থ ধাপ শেষ হওয়ার পর একটি হাড় শীতল করা ঘটনা ঘটে, যা কল্পনা করা খুবই আতঙ্কজনক ও বিস্ময়কর! যেই গলদা চিংড়ী এতদিন তার টেরিটরির টপ লেভেলে ছিল, সে যদি পরাজিত হয়, তার পূর্বের মস্তিষ্ক টোটালি ভ্যানিস হয়ে যায় এবং ইমিডিয়েটলি নতুন একটি সাব-অর্ডিনেট ব্রেন তৈরি হয়, যেন সে নতুন লিডারের অধীনতা স্বীকার করে নিতে পারে! এতদিন সে ছিল প্রাইমিনিস্টার আর এখন সে একজন সামান্য নাগরিক, এটা তার মস্তিষ্কের পক্ষে কিছুতেই মেনে নেয়া সম্ভব হয় না। এজন্য তার মস্তিষ্ক নিজেই নিজেকে খুন করে, নতুন একটি ব্রেন জেনারেট করে! সে ফিজিক্যালি কেবল টপ লেভেল থেকে পতিত হয় না, তার ব্রেনও টপ লেভেল থেকে নিচে নেমে যায়। এর কারণ হলো গলদা চিংড়ী যখন যুদ্ধে পরাজিত হয়, তখন তার মস্তিষ্কে সেরোটোনিন কমে যায় এবং অক্টামিন বৃদ্ধি পায়। আর সেরোটোনিন হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে, তার ব্রেন কানেকশনও বদলে যায়।

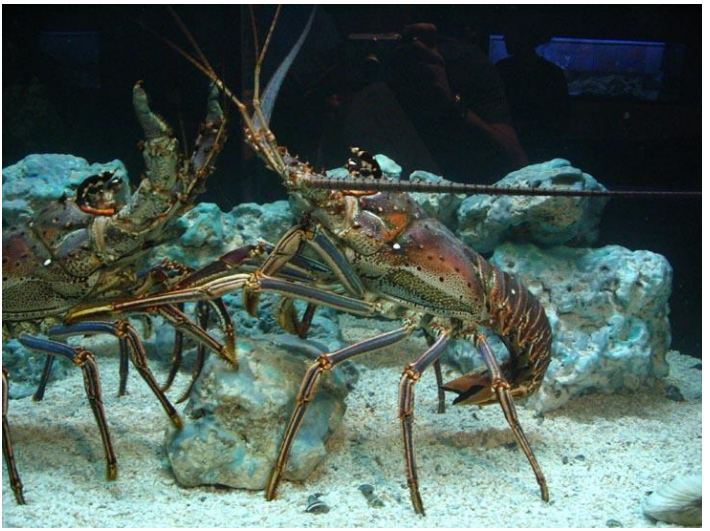

ফিগার: দুটি গলদা চিংড়ির মধ্যে সামাজিক অনুক্রম নিয়ে যুদ্ধ

কিন্তু কিছু কিছু গলদা চিংড়ী তারপরও যুদ্ধ করে কারণ তাদের ব্রেন থেকে সেরেটোনিন লেভেল তখনও কমে না। কিন্তু যতবারই সে যুদ্ধ করে, ততবারই সে পরাজিত হয় এবং নতুন লিডারের সাথে অন্য কেউ যুদ্ধ করেও খুব বেশি সুবিধা করতে পারে না। কারণ যার মস্তিষ্কে একবার সেরোটোনিন লেভেল বেড়ে যায়, সে সাইকোলজিক্যালিও টপ লেভেলে চলে যায়, আর গ্রুপের অন্যান্য সদস্যের ব্রেন তাকে লিডার বলে মেনে নেয়।

মানব সমাজেও আমরা একই ব্যাপার দেখতে পাই, যে একবার টপ লেভেলে চলে যায়, বিশ্ব তাকে মেনে নেয়। তাদের মস্তিষ্কের কানেকশন সাব-অর্ডিনেট হয়ে যায়। আপনি খেয়াল করে দেখুন, পৃথিবীর বেশিরভাগ সায়েন্টিফিক গবেষণা খুবই ক্ষুদ্র একটি দল প্রকাশ করেছিলেন। অল্পকিছু মিউজিশিয়ান পৃথিবীর অধিকাংশ কমার্শিয়াল মিউজিক তৈরি করেছেন। বাখ, বিথোভেন, মোজার্ট এবং চাইকোভস্কির মিউজিকগুলোই সারাবিশ্বের সকল অর্কেস্ট্রাতে বাজানো হয়। এই প্রিন্সিপ্যালকে মাঝেমাঝে প্রাইজ আইন বলা হয়! আজকাল টাকা অথবা অস্ত্রের ক্ষমতা দিয়েও মানুষ উচ্চমাপের সামাজিক মর্যাদা পেয়ে যেতে পারে, টাকা ও অস্ত্র তাদের মস্তিষ্কে সেরেটোনিন বুস্ট করে, তাদের মস্তিষ্কে আলফা পুরুষের আচরণ প্রদর্শিত হয়। আকস্মিক কোনো একজন ব্যক্তি সামাজিক ভাবে উঁচু লেভেলে প্রবেশ করলে বায়োকেমেক্যালি তার দেহ পরিবর্তন হয়ে যায়, তার স্পার্মের কোয়ালিটি ও সেক্স ডিউরেশন পরিবর্তিত হয়, সে সেক্সচুয়ালি ডোমিন্যান্ট হয়ে ওঠে।

নারীরাও পুরুষের মতো টেরিটরি নিয়ে একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করে, বিশেষ করে, তাদের ম্যাটারনাল দশায়। তারা খুব দ্রুতগতিতে প্রভাবশালী পুরুষকে নির্বাচন করে এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই কৌশল কেবল গলদা চিংড়ীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। এটি মানুষ ও অন্যান্য প্রজাতির ওপরও প্রযোজ্য। নারীরা একজন পুরুষকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ না করে, তার প্রতিষ্ঠিত সামাজিক অবস্থান দেখে, নারী পুরুষকে নয়, তার স্ট্যাটাস দেখে। যখন নারীরা প্রেম করার জন্য রেডি হয়, তারা প্রভাবশালী পুরুষের কাছে আবেদনময় ঘ্রাণ প্রেরণ করে কিন্তু প্রভাবশালী পুরুষটি তার অধিপত্য নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আর তাই পুরুষকে আকর্ষণ করা নারীর জন্য কঠিন হয়ে যায়। যখন পুরুষটিকে সে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, তার খোলস বদলে যায়, তার দেহ নরম হয় ও ভদ্র পুরুষটি তার দেহে স্পার্ম রিলিজ করে। কিন্তু এই পুরুষটি খুবই প্রভাবশালী ও আত্মবিশ্বাসী কারণ তার মস্তিষ্কে সেরোটোনিনের পরিমাণ বেশি। তাই সে আরও অজস্র নারীর সাথে স্পার্ম শেয়ার করে। এভাবেই পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব সূচিত হয়, যেখানে একজন ক্ষমতাবান পুরুষ নারীকে অধীনস্ত করে রাখে।

জর্ডান পিটারসন বলেন, আমাদের মাথার ভেতর একটি আদিম ক্যালকুলেটর আছে। এটি বুঝতে পারে, আপনি সমাজের কোন সারিতে আছেন, আপনি কী দশজনের টপ লেভেলে আছেন অথবা আপনি সবচেয়ে নিচের সারিতে আছেন। আপনি যদি টপ লেভেলে থাকেন, আপনি ভালো বাসস্থান পাবেন, ভালো খাবার পাবেন আর নারীরাও টপ লেভেলের পুরুষ পছন্দ করবে! এটা অনেকটা অটোম্যাটিক। যে জয়ী সে যেখানেই যাক, সেখানেই জয় লাভ করবে, তাকে সবাই সমীহ করবে!

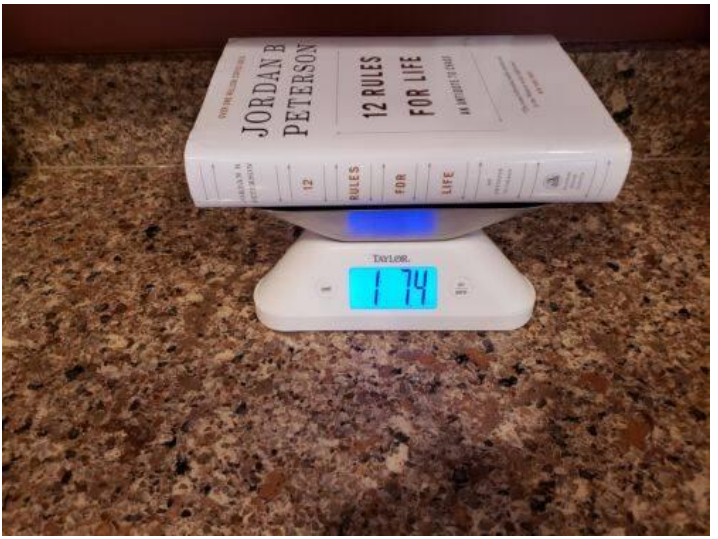

ফিগার: জর্ডার পিটারসনের বই "টুয়েলভ রুলস ফর লাইফ"। এ বইটি এ পর্যন্ত ১০ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে

আর একজন গরীব মানুষ, সে যত যাই হোক, সে বেশিরভাগ কিছুই করতে পারে না, সামাজিক অনুক্রমের নিচু পর্যায়ের মানুষগুলোর সেরোটোনিন লেভেল কম, ন্যাচারালি তারা দাস, তারা যে দাস সেটা তারা নিজেরাই বুঝতে পারে না। তাদের ব্রেন কানেকশন সামাজিক সিস্টেমের সাথে কানেক্ট হতে গিয়ে নিজের অজান্তেই দাস হয়ে যায়! এজন্যই, মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে একজন ক্ষুদ্র মানুষ নির্যাতন করে, তাদের ব্রেন কোনো প্রতিবাদই করে না, কারণ তারা সাইলোজিক্যালি সাব-অর্ডিনেট। বাংলাদেশের প্রাইমিনিস্টারকে কেবল ফুঁ দিলেই সে উড়ে যাবে কিন্তু আমরা তাকে উড়িয়ে দিতে পারি না। আমরা অনেকটা গলদা চিংড়ীর মতো মেটামরফোসিসের শিকার।

একটি গলদা চিংড়ী ৩৫০ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে পৃথিবীতে বাস করছে। ৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে ডায়নোসর বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আধিপত্য ও সামাজিক অনুক্রম বিলুপ্ত হয়নি, এটা অনেকটা অনন্ত। এই পৃথিবীতে মানব নর-নারী বিবর্তনেরও মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পূর্বে সামাজিক অনুক্রম ছিল, ছিল নারীর প্রতি পুরুষের বৈষম্যমূলক আচরণ। জর্ডান দাবি করেন, পুরুষতান্ত্রিকতা আমাদের শেখানো হয়নি, আর এটা আমাদের আবিষ্কৃত কোনো ঘটনাও নয়। ৩৫০ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকেই এটি অস্তিত্বশীল ছিল, যখন পৃথিবীতে কোনো মানব নারী ও পুরুষই উপস্থিত ছিল না!

আর তাই এটি সাংস্কৃতিক নয়, এটি একটি ন্যাচারাল সিলেকশন, এটি প্রকৃতির একটি শৃঙ্খলা, একটি প্যাটার্ন। ৩৫০ মিলিয়ন বছর গলদা চিংড়ী টিকে আছে কেবল তাদের আধিপত্য ও সামাজিক অনুক্রম দিয়ে। সে সময় আমাদের পূর্বসূরিদের নার্ভাস সিস্টেম খুবই সিম্পল ছিল কিন্তু তারপরও তাদের আধিপত্য ও সামাজিক অনুক্রম ছিল। জর্ডার পিটারসন দাবি করেছিলেন, খুব সুকঠিনভাবে এটি একটি ফ্যাক্ট! জর্ডার পিটারসনকে বর্তমান বিশ্বের অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন চিন্তাশীল মনে করা হয়। তার বই "টুয়েলভ রুলস ফর লাইফ" ২০২৩ সাল নাগাদ ১০ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে। আর এ বইতে আমরা ক্রিটিসাইজ করব, বর্তমান বিশ্বে অন্যতম চিন্তার এই ডায়নোসরকে!

বিজ্ঞান কী নারীর প্রতি নিরপেক্ষ?

এ প্রশ্নের উত্তরে আমি যদি বলি, না, বিজ্ঞানীরা এক একজন নিউরোসেক্সিস্ট, তবে আমার কথা অনেকেরই মেনে নিতে কষ্ট হবে! আমি নিজেও যার অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু ২০১১ সালে অ্যানালিস বিরি এবং আরভিং জুকার একটি ইন্টারেস্টিং গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। তারা আবিষ্কার করেছিলেন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিচালিত প্রতি ১০টি গবেষণার মধ্যে ৮টি গবেষণায় পুরুষের প্রতি ফোকাস করা হয়েছিল!(১) উদাহরণস্বরূপ, ড্রাগ কীভাবে মানুষের দেহে কাজ করে, এ টপিকের ওপর অসংখ্য আর্টিকেল লেখা হয়েছিল পুরুষকে কেন্দ্র করে, নারী কেন্দ্রীক গবেষণা ছিল না বললেই চলে! কিন্তু কেন? কেন নারীর দেহের প্রতি বিজ্ঞান ফোকাস করেনি? এখান থেকে কী প্রমাণ হয় না, এ সকল গবেষণা বিজ্ঞানীদের ওয়াই ক্রোমোজম বায়াসডে আক্রান্ত?

পরের গবেষণাটি ছিল খুবই বিস্ময়কর ও আতঙ্কজনক! যখন বিজ্ঞানীরা প্রজননাঙ্গের বিবর্তনের ওপর পরিচালিত গবেষণাগুলো অনুসন্ধান করেছিলেন, তারা দেখেন, এই গবেষণাগুলো নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করেছে!

২০১৪ সালে হাম্বল্ট ইউনিভার্সিটি এবং ম্যাককুয়ারি ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে ১৯৮৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রজননাঙ্গের বিবর্তনের ওপর প্রকাশিত ৩০০টি গবেষণাপত্র অনুসন্ধান করেছিলেন।

তাদের গবেষণা থেকে একটি হাড় শীতল করা সত্য বেরিয়ে এসেছিল। ৩০০টি পেপারের মধ্যে প্রায় ৫০% পেপারে পেনিসের বিবর্তনকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছিল আর অন্যদিকে নারীর ভ্যাজাইনার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল ৮% পেপারে! এটাকে তারা "দ্য কেইস অব মিসিং ভ্যাজাইনা" নামে অভিহিত করেছিল!

এখান থেকে প্রশ্ন জাগে, নারীর যে একটা ভ্যাজাইনা আছে , বিজ্ঞানীরা কী সেটাই স্বীকার করতে অপ্রস্তুত ছিলেন?(৩)

নারীর ভ্যাজাইনা নিয়ে স্টাডি করতে গিয়ে আমাকে ভীষণ কাঠখোট্টা পোহাতে হয়েছিল কারণ আমাদের তথ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত ডেটা নেই। আমি যখন সায়ানোব্যাক্টেরিয়া থেকে সাইবারসেক্স বইটি লিখছিলাম, আমি খুবই রাগান্বিত ও বিরক্ত হয়েছিলাম।

আমি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিলাম, যখন আমি ভেবে দেখেছি, যদি এই বৈষম্য চিকিৎসাক্ষেত্রেও করা হয়, তবে নারীর ওপর কী ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে! আপনি যোনির বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে অবহেলা করেছিলেন, তাতে তার তেমন ক্ষতি হয়নি কিন্তু আপনি যদি নারীর শারীরীক রোগ ও জটিলতা নিয়ে গবেষণা করার সময়ও ওয়াই ক্রোমোজমকে গুরুত্ব দেন, তবে নারীরা কার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করবে?

বিজ্ঞান ছাড়া আর বিশ্বস্ত কোনো প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে একজন নারী এই সমাজে আশ্রয় পেতে পারে? কিন্তু আমাদের আশাহত করে বিজ্ঞানী আর্নল্ড একটি মন খারাপ করা ফ্যাক্ট জানান। তিনি বলেন, চিকিৎসা ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা পুরুষকে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দিয়েছে। তাদের যুক্তি ছিল, নারীর খুব দ্রুত হর্মোনাল ফ্ল্যাকচুয়েশন হয়। দ্রুত হর্মোনাল পরিবর্তনের কারণে ড্রাগও প্রভাবিত হতে পারে।

আর তাই এক্সপেরিমেন্টের জন্য নারী নির্ভরযোগ্য কোনো পার্টিশিপেন্ট নয়। এজন্য তারা নারীদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট না করে, পুরুষের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেছিল। তাদের যুক্তি ছিল, পুরুষের হর্মোন স্থিতিশীল। তাই বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলোও ওয়াই-তান্ত্রিক হয়ে যায়। আর এটি নারীর স্বাস্থ্যের ওপর ভয়াবহ ইফেক্ট সৃষ্টি করে!

যদিও বিজ্ঞানীদের এই যুক্তি বৈধ যে নারীর চেয়ে পুরুষের হর্মোন স্থিতিশীল। কিন্তু তারা অনিচ্ছাকৃত কেবল পুরুষের দেহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিল, নারীর দেহ সম্পর্কে তাদের মস্তিষ্কে বিশাল একটি জ্ঞানগত শূন্যস্থান থেকে যায়। আর এর প্রভাব আমরা দেখতে পাই, অটোইমিউন ডিজিজের সময়, নারীরা বেশিরভাগ সময় এই রোগে ভোগে! এটি এমন একটি রোগ, যেখানে ইমিউন সিস্টেম নিজের দেহকেই নিজে শত্রু মনে করে আক্রমণ করে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা নারীর এই রোগের রিস্ক ফ্যাক্টর ও প্রতিরোধ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না!

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নারী ও পুরুষের ওপর সুনির্দিষ্ট কিছু ড্রাগ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে। কিন্তু বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ভেবেছিল, এটা কোনো সমস্যাই নয়! তারা নারীকে নারী ভাবেনি, ভেবেছিল, পুরুষের একটা ছোট ভাই অথবা লিটল ভার্সন। পুরুষের ওপর যে মেডিসিন কাজ করবে, নারীর ওপরও একই মেডিসিন কাজ করবে! ইতিহাসে এর থেকে ভয়ানক উপহাস আর কি হতে পারে!

দর্শন কীভাবে নারীকে ধর্ষণ করেছিল?

আমার একজন ফেমিনিস্ট ফ্রেন্ড ছিল। সে সবসময় ফেমিনিজম সম্পর্কে আমার কাছে উচ্চমাত্রিক সব বক্তব্য রাখত। আমি তার সামনে গেলে আতঙ্কিত ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠতাম! কখন কোন প্রাইভেট ডিবেট নারী স্বাধীনতার নামে পাবলিক প্লেসে এক্সপোজ করে, আমাকে হ্যারাস ও বুলিং করে তা ছিল আনপ্রেডিক্টেড! তার বেশিরভাগ বক্তব্যই ছিল জ্বালাময়ী ও বিদ্রোহী! উদাহরণস্বরূপ, নারীরা বিয়ের আসরে সিগারেট খেতে পারবে, তারা চাইলে পুরুষের মতো অ্যালকোহল ও গাঁজা সেবন করতে পারবে, এটা নারীর কুলনেস, তার ন্যাচারাল এক্সপ্রেসন ইত্যাদি।

এছাড়া বিভিন্ন সময় আরও বিভিন্ন অস্বাস্থ্যকর ও অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা বলতো, যেটাকে নারী স্বাধীনতার চূড়ান্ত এক্সপ্রেসন মনে হতে পারে কিন্তু মেডিক্যালি অথবা সায়েন্টিফিক্যালি এগুলো বৈধ কোনো বক্তব্য নয়। সে নারী স্বাধীনতা বলতে বুঝত, প্রচলিত বিউটি ট্রেন্ড ফলো করা, ইন্ডাস্ট্রির বিউটি স্ক্রিপ্টের দাসত্ব করতে গিয়ে, নিজের ন্যাচারাল এক্সপ্রেসন বিকৃত করা।

যাইহোক, আমি একদিন তাকে সরল একটি প্রশ্ন করেছিলাম, পৃথিবীর ৫ জন নারী দার্শনিকের নাম বলুন। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। সে আমাকে গভীর আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দিয়েছিল, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টোটল,হবস ও হিউম! তাও মুখস্ত বলেনি। চ্যাটজিপিটির সাপোর্ট নিয়ে বলেছে। কারণ তার কাছে সবসময় উত্তর রেডি থাকে (সে আসলে এআইকে পুরুষ দার্শনিকের নাম জিজ্ঞেস করেছিল কারণ তার অবচেতন মন দার্শনিক শব্দটি বলার পর "পুরুষ দার্শনিক" ভেবে নিয়েছিল)।

পরে যখন সে তার ভুল বুঝতে পারে, দ্বিতীয়বার সে আর কখনো আমাকে মেসেজ করেনি। আজ প্রায় ৬ মাস আমি তার পক্ষ থেকে কোনো মেসেজ পাইনি। আমার বান্ধবী ফেমিনিজম বলতে অ্যালকোহল ও পাবলিক প্লেসে সিগারেট খাওয়ার স্বাধীনতা বুঝেছে কিন্তু সাইকোলজিক্যালি সে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব থেকে বের হতে পারেনি!

তার অবচেতন মন এখনো বিশ্বাস করে না যে, পৃথিবীর কোনো নারী দার্শনিক হতে পারে! এটি আমার বান্ধবীর অন্যায় নয়, আসলে হাজার হাজার বছর পৃথিবীর গোটা দার্শনিক সমাজই বিশ্বাস করেনি, নারী দার্শনিক বলতে কোনো বস্তু থাকতে পারে।

দর্শনের ইতিহাস নারীর প্রতি সুবিচার করেনি। আর এটি দেখতে হলে, আপনাকে শুধু সম্প্রতি এই বিষয়ে প্রকাশিত কিছু বইয়ের দিকে চোখ রাখতে হবে। 'ফিলোসফি: হানড্রেড এসেনশিয়াল থিংকার্স' বইটিতে আমরা মাত্র দুইজন নারীর উপস্থিতি লক্ষ করি, মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট এবং সিমোন দ্য বোভোয়া, সন্মানসূচক এই দুটি আসনে আসীন হতে পেরেছেন। 'দ্য গ্রেট ফিলোসফার: ফ্রম সক্রেটিস টু ট্যুরিং' বইয়ে কোনো নারীরই স্থান হয়নি।

এখান থেকে প্রশ্ন আসে, তবে কি নারী ও পুরুষ দুটি আলাদা প্রজাতি? নারী ও পুরুষ কী ৫০ আলোকবর্ষ দূরত্ব দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুটি আলাদা গ্রহে বিবর্তিত হয়েছিল যে, তাদের মস্তিষ্কের নিউরাল কানেকশন সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাদের একজন স্যাপিয়েন্স আর অন্যজন নিয়ান্ডারথাল! আর নারী নিয়ান্ডারথাল "ফিলসফার" শব্দটি ডিজার্ভ করে না? আমি সেটা বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করি না, "Men Are from Mars, Women Are from Venus" ! ফিলসফার কুইন (কাজী মাহবুব হাসান অনুদিত) একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বই, যেটি সবশেষে নারীদের তাদের সম্মান ও স্বীকৃতি ফিরিয়ে দিয়েছে, যে সম্মান তারা ডিজার্ভ করে। এ বইতে ২০ জন প্রখ্যাত নারী দার্শনিকের বায়োগ্রাফিক সংগ্রহ করা হয়েছে, যারা তাদের চিন্তা ও দর্শনের আলোয় বিশ্বে নতুন পথ উদ্ভাবন করেছে___ কিন্তু যাদের বেশিরভাগ আনক্রেডিটেড।

দ্য ফেমিনিন পাওয়ার

নারী পুরুষের চেয়ে দুর্বল? ইয়েস! একটি ভাইরাস যেমনি ডায়নোসর থেকে দুর্বল। একটি ভাইরাসের পক্ষে সম্ভব নয়, ডায়নোসরের নাকে ঘুষি মেরে তার নাক ফাটিয়ে দেয়া কিন্তু সে চাইলে ডায়নোসরের ইমিউন ফাংশন হ্যাক করতে পারে। ক্ষমতা ব্যাপারটা আসলে ৬ ইঞ্চি উচ্চতা, শারীরীক শক্তি অথবা আগ্রাসী মনোভাবের ভেতর নয়, এটি আণুবীক্ষণিকও হতে পারে, আর তাই নারীর ক্ষমতা দেখতে আপনার একটি মাইক্রোস্কোপ প্রয়োজন হতে পারে। একটি কম্পিউটার ভাইরাসের ক্ষমতা তার সাইজ নয়, প্রোগ্রামের ওপর নির্ভর করে আর একে বুঝতে কোডিং বুঝতে হয়। নারী যদি পুরুষের চেয়ে সত্যি দুর্বল হয়, তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেন পুরুষের চেয়ে নারী টিকে থাকার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পারদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছে? কেন নারীর গড় আয়ু পুরুষের চেয়ে ৬ বছর বেশি? একটি জিরাফের লম্বা গলা আছে বলেই কী সে লুকোচুরি খেলতে পারে?

মানুষের চেয়ে একটি বিড়ালের নাইট ভিশন ভালো বলে কী সে "Horror" মুভি দেখে? যাই হোক। কথা বাড়াতে চাই না। সংক্ষেপে এক্স-ক্রোমোজোমের ক্ষমতার সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই:

- এক্স ক্রোমোজমের ক্ষমতা: একজন পুরুষের দেহে X এবং Y ক্রোমোজম থাকে। কিন্তু নারীর দেহের ক্রোমোজম XX। মনে করুন, নারীর দেহ কোষের একটি এক্স–ক্রোমোজমে মিউটেশন দেখা দিল। এই মিউটেশনের ফলে তার ক্যান্সার, টিউমার সৃষ্টি হতে পারে অথবা অন্য কোনো জটিল শারীরীক ও মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু একটি ক্রোমোজমে মিউটেশন ঘটলেও, আর একটি ক্রোমোজম ফাংশনাল। এর মানে দেখা যাচ্ছে, নারীর দেহে ব্যাকআপ হিসেবে এক্সট্রা-এক্স ক্রোমোজম আছে। কিন্তু পুরুষের দেহের এক্স –ক্রোমোজমে যদি কোনো নেগেটিভ মিউটেশন ঘটে, তবে তার জন্য কোনো ব্যাকআপ নেই। এটা অনেকটা ওয়েবসাইটের মতো। কোনো কারণে যদি আপনার ওয়েবসাইট হ্যাক হয়, তবে আপনি আপনার তথ্য হারাবেন কিন্তু ব্যাকআপ থাকলে, আপনি আপনার ওয়েবসাইটকে পুনরায় জীবন দিতে পারবেন। পুরুষের সেটা নেই। তাই এক্স-ক্রোমোজমের কোনো একটি নেগেটিভ মিউটেশন পুরুষের জীবন কেড়ে নেয়, সে তার জীবনের কোনো ব্যাকআপ ফাইল খুঁজে পায় না।

- এক্স-ইনঅ্যাকটিভেশন প্রসেস: নারীদের দেহে দুটি এক্স ক্রোমোজম থাকে। একজন নারী শিশুর জন্মের পর তার দেহ কোষের মধ্যে দুটি এক্স–ক্রোমোজম সক্রিয় থাকে কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিটি সেলে একটি এক্স-ক্রোমোজম এক্সপ্রেস হয় আর অন্যটি সাইলেন্স হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় এক্স–ইনঅ্যাকটিভেশন প্রসেস। এ প্রসেস নিয়ন্ত্রণ করে MECP2 নামক একটি জিন। কিন্তু কেন নারীর দেহে বয়সের সাথে অসংখ্য এক্স-জিন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়? যদি কোনো কারণে MECP2 জিন, যেটি কোষের ভেতর একটি এক্স–ক্রোমোজমকে সাইলেন্ট করে দেয়, সেটি মিউটেশনের শিকার হয়, তবে দুটি এক্স-ক্রোমোজম একসাথেই অ্যাকটিভ হয় অথবা অপর ক্রোমোজমগুলো পুরোপুরি সাইলেন্ট হয় না। যে সকল মানুষের দেহে দুটি এক্স ক্রোমোজম একসাথে সক্রিয় (isochromosome X) তারা তাদের মোটর স্কিল হারায়, তাদের মস্তিষ্কের বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা দেখা দেয়, সহজে

বেড়ে উঠতে চায় না, সিজার, ক্যান্সার ও হৃদরোগের শিকার হয়। এছাড়া এক্সট্রা এক্স-ক্রোমোজম দেখে মাঝেমাঝে ইমিউন সিস্টেম কনফিউজড হতে পারে। আমাদের দেহে T কিলার সেল নামক একটি সেল আছে। তার কাজ হলো, দেহের মধ্যে কোনো শত্রু এসেছে কিনা সেটা শনাক্ত করা। ইমিউন সিস্টেম মাঝেমাঝে এক্সট্রা এক্স-ক্রোমোজম দেখলে তাকে শত্রু মনে করে। অনেকটা বাঘের সামনে তার সমান আর একটি বাঘ এসে দাঁড়ালে বাঘ যেমন তার সাথে হিংসাত্মকভাবে ফাইট করে। এটাকে অটোইমিউন ডিজিজ বলে। এজন্য বয়স বাড়ার সাথে সাথে কোষের ভেতর একটি ক্রোমোজম সক্রিয় ও একটি ক্রোমোজম নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু এখানে একটা ম্যাজিক আছে!! দেহের এক একটি কোষে এক এক ধরনের এক্স–ক্রোমোজম সাইলেন্স ও এক্সপ্রেস হয়। মনে করুন, আপনার দেহের মধ্যে একটি এক্স-ক্রোমোজম সাইলেন্ট হয়ে গেছে, যে জন্য আপনার ক্যান্সার হতে পারে কিন্তু আর একটি কোষে সেটার একটি কপি আছে!! এটা অনেকটা ক্রোমোজোমাল মোজাইকের মতো। নারীর দেহের কোষে ক্রোমোজমগুলো অনেকটা বাছবিচারহীনভাবে অফ ও অন হয়। এজন্য তাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুবই জটিল ও ডেঞ্জারাস। নারীর দেহে কোনো জীবাণু প্রবেশ করলে, সে নিজেই কনফিউশনে পড়ে যায়! আর একটি মজার ব্যাপার হলো, MECP2 নামক জিনটি কোষের ভেতর সবগুলো এক্স-ক্রোমোজমকে সাইলেন্ট করতে পারে না, কোনো কোনো কোষে দুইটা এক্স ক্রোমোজমই সক্রিয় থাকে। এতে করে নারীর ইমিউন সিস্টেম আরও জটিল হয়ে ওঠে। নারীর দেহের এই এক্স ক্রোমোজম তার প্রোটেক্টর।

- সেক্স ক্রোমোজম এবং বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান: পুরুষের ওয়াই ক্রোমোজম নারীর এক্স-ক্রোমোজম থেকে আকারে ক্ষুদ্র। কিন্তু কেন? এর কারণ হলো ৩০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে প্রথম এক্স-ক্রোমোজম থেকে ওয়াই-ক্রোমোজম আলাদা হয়েছিল। তার আগে এক্স ও ওয়াই-ক্রোমোজমের মধ্যে তারতম্য ছিল না। কিন্তু কেন ওয়াই ক্রোমোজম আলাদা হলো? আসলে ওয়াই-ক্রোমোজমে একটি জিন আছে, যেটাকে বলে SRY জিন। ৩০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে এই জিনটি প্রথম সক্রিয় হয়। এই জিনটি সক্রিয় হওয়ার সাথে সাথে ইতিহাসে

প্রথম জেনেটিক লেভেল থেকে একজন মানুষের দেহে পুরুষালী দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন ঘটে। তিনশত মিলিয়ন বছর পূর্বে এক্স ক্রোমোজমই কেবল অস্তিত্বশীল ছিল। ওয়াই ক্রোমোজম ছিল না। এ সময় জিন ডুপ্লিকেশন নামক একটি ঘটনা ঘটে আর এক্স-ক্রোমোজম ওয়াই-ক্রোমোজমে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, যদি তার আগে ওয়াই-ক্রোমোজম না থেকে থাকে, তবে কী সে সময় পুরুষ ও নারী ছিল না? উত্তর হলো, হ্যাঁ। তখনও নারী ও পুরুষ দুজনেই ছিল, তবে দুজনের ক্রোমোজমই এক্স-ক্রোমোজম ছিল। এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, আজব! ওয়াই-ক্রোমোজম ছাড়া কীভাবে পুরুষের দেহ তৈরি হওয়া সম্ভব? উত্তর হলো, টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা। এ সময় আমাদের পূর্বসূরী ছিল সরীসৃপ। এরা ডিম পাড়ত। এ ডিমগুলো ইনকিউবেট বা তাপ দেয়ার সময়, তাপমাত্রার তীব্রতার ওপর নির্ধারিত হয়েছিল, ডিমটি ফুটে ছেলে হবে অথবা মেয়ে। যদিও তাদের ক্রোমোজম এক্সই ছিল। এখনো কিছু কচ্ছপ আছে, যাদের ডিম ছেলে হবে কি মেয়ে সেটা তাপমাত্রা দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি ডিমটি ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হয়, তবে সেটি ফুটে ছেলে হবে আর যদি ডিমটি ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হয়, তবে এটি ফুটে একটি মেয়ে বের হবে। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে একসময় জিন ডুপ্লিকেশনের মাধ্যমে ওয়াই-ক্রোমোজম তৈরি হয়। ওয়াই ক্রোমোজমে SRI নামক জিন ছিল, যেটি একটি ভ্রুণকে পুরুষে পরিণত করে। এতদিন যে কাজটা বাহিরের পরিবেশ বা তাপমাত্রা দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল, এখন সে দায়িত্ব SRI জিন পালন করে। সন্তান ছেলে হবে অথবা মেয়ে সেটি পরিবেশে দ্বারা নয়, দেহের জিন দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ৩০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে নারী ও পুরুষ ছিল না বলতে বোঝানো হচ্ছে, এ সময় নারী ও পুরুষের ক্রোমোজমে পার্থক্য ছিল না। তার মানে দেখা যাচ্ছে, SRY জিন যদি সক্রিয় না হতো, তবে পুরুষের ডিফল্ট সেক্স হতো একজন নারী (যদিও ক্রোমোজম আলাদা)। একটি জেনেটিক মিউটেশন বা ভুলের কারণে মানুষ ৩০০ মিলিয়ন বছর আগে দৈহিকভাবে পুরুষে পরিণত হয়েছিল। এখনো তার প্রমাণ মাতৃগর্ভে পাওয়া যায়। একটি ভ্রুণ জন্মের ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত বায়োলজিক্যালি নারী হিসেবে অস্তিত্বশীল থাকে। ৩০০ মিলিয়ন বছর আগের সেই আদিম স্মৃতি আজও মাতৃগর্ভে একটি ফিটাস স্মরণ করে। ৬ সপ্তাহ পর SRY জিন অ্যাকটিভ হয় এবং বায়োলজিক্যালি যে ভ্রুণটি এতদিন নারী ছিল, তার দেহে স্পার্ম মেশিন ও অন্যান্য পুরুষতান্ত্রিক অর্গানের বিবর্তন ঘটে। কিন্তু কেন ওয়াই ক্রোমোজম ক্ষুদ্র হলো! একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখুন। পুরুষের দেহের সাথে ওয়াই-ক্রোমোজমের সকল জিনের সম্পর্ক নেই, কেবল একটি জিনের সম্পর্ক

আছে, আর সেটা হলো SRY। এটাই কেবল পুরুষের দেহ তৈরির জন্য কাজে লাগে, বাকিগুলো লাগে না, বা তারা এক্ষেত্রে নন-ফাংশনাল। ন্যাচারাল সিলেকশন অনুসারে, যে সকল জিন পুরুষের জন্য কাজে লাগে, সেগুলো টিকে আছে, আর যেগুলোর ফাংশন নেই, সেগুলো ডিলিট হয়ে যাচ্ছে! এতে করে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে পুরুষের ওয়াই ক্রোমোজম তার জিন হারাচ্ছে। প্রতি এক মিলিয়ন বছরে ওয়াই-ক্রোমোজম থেকে একটি করে জিন ডিলিট হয়ে যাচ্ছে! আর একটি বিষয় স্মরণ করুন, একটা ছেলে পিতার কাছ থেকে একটাই ওয়াই ক্রোমোজম পায়, মায়ের কাছ থেকে পায় না। পিতার জিনে যদি ক্যান্সারের প্রবণতা থাকে, পুত্রের জিনেও সেটা থাকবে, ছেলেটি মায়ের কাছ থেকে কোনো ব্যাকআপ পাবে না। কিন্তু একজন নারী পিতা-মাতা দুজনের কাছ থেকেই ব্যাকআপ পায়। তাই সময়ের সাথে ওয়াই-ক্রোমোজম যে কেবল তার জিনগুলো হারিয়ে ফেলছে তাই নয়, ওয়াই-ক্রোমোজম ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে! এছাড়া ওয়াই-ক্রোমোজম আকারে এক্স-ক্রোমোজম থেকে ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়ার কারণে তার জিনের সংখ্যা কম, তাই এটি এক্স-ক্রোমোজমের সাথে নিজেকে রিকম্বাইন করতে পারে না কারণ ক্ষুদ্র ও বড় ক্রোমোজম একে অন্যের সাথে ম্যাচ করে না। যার ফলে ওয়াই-ক্রোমোজমের ক্ষমতা আরও কমে যাচ্ছে। মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পর ওয়াই-ক্রোমোজম হয়তো, তার সকল জিন হারিয়ে ফেলবে। এমন একটি সময় আসবে, পুরুষ আর সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। কিন্তু নারী তখনও টেকনোলজিক্যালি সন্তান জন্ম দিতে পারবে, তবে এক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল মানুষই হবে নারী, পৃথিবীতে কোনো ওয়াই-ক্রোমোজমের অস্তিত্ব থাকবে না।

- ইস্ট্রোজেন এবং ইমিউন ফাংশন: ইস্ট্রোজেনের কারণেই আমরা নারীকে আলাদাভাবে ডিফাইন করি। ইস্ট্রোজেনের কারণে নারীর দেহে চর্বির পরিমাণ বেশি। তার চামড়া নরম। আর এই সফট দেহ পুরুষকে লাখ লাখ বছর সেক্সচুয়ালি টর্চার করেছে। কিন্তু কেন? কারণ আদিম জীবনে খাবারের প্রচুর অভাব ছিল, নারীর দেহের এই অতিরিক্ত চর্বি তাদের শক্তির যোগান দিত। পুরুষটি মারা গেলেও নারী জীবিত থাকত, সন্তান মায়ের কাছ থেকে খাবার পেত। আর তাই পুরুষ নারীর নরম চামড়ার পূজা করে আসছে মিলিয়ন বছর। এছাড়া বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, নারীর ইমিউন সিস্টেমে ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর আছে, এটি একটি ইমিউন সেল। এই সেল ইনফেকশনের বিপক্ষে দস্যুর মতো

আক্রমণ করে। আর এই হর্মোনাল কারণে নারীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরুষের চেয়ে উন্নত!

- ইমিউন সেল অ্যাকটিভিটি: গবেষণা দেখিয়েছে, নারীর ইমিউন সিস্টেমের দুটি সেল পুরুষের চেয়েও পাওয়ারফুল যেমন T সেল এবং ন্যাচারাল কিলার সেল (NK)। এই সেলগুলো দেহ কোষে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখলে হিংস্রভাবে আক্রমণ করে! এজন্য নারীর ইমিউন সিস্টেম পুরুষের চেয়ে উন্নত! নারীর দেহের ন্যাচারাল কিলার সেল শক্তিশালী হওয়ায়, তার মধ্যে ক্যান্সারের ঝুঁকি কম। কিন্তু ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হওয়ার নারীর একটি বিপদ দেখা দেয়। আমরা জানি, টি-কিলার সেলের কাজ হলো, দেহের মধ্যে কোনো ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়া অথবা অন্য কোনো এলিয়েন অর্গান প্রবেশ করছে কি না সেটা ডিটেক্ট ও আক্রমণ। মর্মান্তিক ব্যাপার হলো, নারীর দেহে যখন তার ভ্রুণ বিকশিত হয়, টি-কিলার সেল সন্তানকে কুকুরের মতো আক্রমণ করে। কারণ সে এই দেহকে তার নিজের দেহের একটি টিউমার বা ক্যান্সার হিসেবে ট্রিট করে। টি-কিলার সেলের হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য, নারীর দেহ সন্তানকে প্ল্যাসেন্টার ভেতর লুকিয়ে রাখে। যেন টি-কিলার সেল তার ওপর সরাসরি আক্রমণ করতে না পারে! এ সময় ভ্রুণকে প্রোটেক্ট করার জন্য মাতৃদেহ থেকে একটি সেনাবাহিনী জেগে ওঠে, যার নাম ট্রেগ বা রেগুলেটরি টি-সেল। ভ্রূণ যখন পেটে আসে টি-কিলার সেলকে শায়েস্তা করার জন্য দলে দলে ট্রেগ নামক এই নতুন সেল সৃষ্টি হয়। এরা টি-কিলার সেলের আগ্রাসী আচরণ ডিটেক্ট করে ও তাকে আক্রমণ করে। এছাড়া একদল আর্মি জেগে ওঠে প্লাসেন্টাকে প্রোটেক্ট করার জন্য, যার সাম সাইটোকিনস। সাইটোকিনস নামক এই অণুটি ভ্রুণ গর্ভে আসার পর নিজেই ইমিউন সিস্টেমে পরিণত হয়ে যায় এবং সে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেশন ও টলারর্জেনিক দশায় চলে যায়, যেটি ফিটাসের প্রতি টি-কিলার সেলের আগ্রাসী আচরণকে প্রতিরোধ করে! টি-কিলার সেল হলো নারীর দেহের ব্লাইন্ড প্রোটেক্টর! এটা একজন নারীর দেহের ভেতর সেকেন্ড লাভারের মতো, যে অন্ধভাবে নারীর দেহকে সকল প্রকার বিপদ থেকে সুরক্ষা করে। কিন্তু বায়োলজিক্যাল সন্তান গর্ভে আসার পর, নারীর দেহ তার একমাত্র প্রোটেক্টরের (অন্ধ ভক্ত) বিপক্ষে চলে যায় এবং নিজেকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়। কারণ টি-কিলার সেলের ওপর চতুর্দিক থেকে এই আক্রমণের কারণে ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হয়ে যায় এবং গর্ভকালীন অবস্থায় নারীর ইনফেকশনের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, নারী ক্রমাগত দুর্বল হয়ে যেতে থাকে! সন্তানের

জন্মের পর মায়ের দেহে সন্তানের দেহ থেকে পরিত্যাক্ত মাইক্রোকাইমেরিজম নামক একপ্রকার সেল থেকে যায়। এগুলো মায়ের দেহের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করে, টিস্যু মেরামত করে এবং বিভিন্ন রোগের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই সেলগুলো টি-কিলার সেলকে ভয় দেখায়, আর এতে করে টি-কিলার সেলের মধ্যে একটি মেমরি তৈরি হয়, যেন সে ভবিষ্যতে সন্তান জন্ম হওয়ার পর এই অসভ্য আচরণ না করে!

- হর্মোনাল ফ্ল্যাকচুয়েশন: নারীর মাসিকের এক একসময় তার হর্মোনাল কন্ডিশন এক একপ্রকার। এমনকি নারীর দেহের ওপর মেডিসিনও এক একসময় এক একভাবে কাজ করে। হর্মোনাল ফ্ল্যাকচুয়েশনের কারণে নারীর ইমোশন দ্রুত শিপট করে। কিন্তু আপনি শুনলে অবাক হবেন, এটা তার দুর্বলতা নয়, এটা তার শক্তি! কেমন? আসলে এক একসময় হর্মোনাল সিচুয়েশন এক একরকম থাকায়, নারীর দেহের ইমিউন সিস্টেমও এক একসময় এক একভাবে রিয়েক্ট করে। নারীর দেহের ইমিউন সেল এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যেন মাসিকের এক এক সময় সে পরিবেশের পরিবর্তন অনুযায়ী এক একভাবে ফাইট করতে পারে। অন্যকথায়, নারীর দেহের ইমিউন সিস্টেম মাল্টি ডায়মেনশনাল ও জটিল।

- পুরুষের চেয়ে নারী অবশ্যই টেকনিক্যালি শক্তিশালী কিন্তু তারপরও অধিকাংশ সময় নারীকে দুর্বলতা ও শারীরীক রোগে ভুগতে দেখা যায়। কিন্তু কেন? আসলে এক কথায় এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া অসম্ভব। আমি তারপরও সংক্ষেপে তিনটি পয়েন্ট উপস্থাপন করছি। আফ্রিকার জঙ্গলে যখন খাবারের অভাব দেখা দিত, তখন একজন নারী পুরুষের চেয়ে বেশি টিকে থাকত। কিন্তু কীভাবে? নারীর দেহের ইস্ট্রোজেন বেশি, যেজন্য তাদের দেহে চর্বির পরিমাণও বেশি। এই অতিরিক্ত চর্বি ক্যালোরির অভাব পূরণে তাদের সাপোর্ট দিয়েছিল কিন্তু এর একটি সাইড ইফেক্ট আছে। এই সাইড ইফেক্ট খুবই ভয়াবহ। অতিরিক্ত চর্বির কারণে নারীর দেহ নরম ও তুলতুলে হয়ে যায়। তারা শারীরীকভাবে পুরুষের চেয়ে কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়, আর পুরুষ তাদের ইনফারিয়র ভাবতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত, আফ্রিকার জঙ্গলে যখন খাবারের অভাব দেখা দিত, নারীর দেহের মেটাবলিজম হ্রাস পেত, এতে করে অত্যন্ত

কম ক্যালোরির উপস্থিতিতেও নারীর দেহ অল্প পরিমাণ শক্তি খরচ করে টিকে থাকতে সক্ষম ছিল, যেখানে পুরুষের মৃত্যু ছিল নিশ্চিত। এই ক্ষমতা নারীকে আদিম পরিবেশে সহনশীলতা, ধৈর্য ও ক্ষমতা প্রদান করেছিল। কিন্তু মেটাবলিক ক্ষমতা স্লো হয়ে যাওয়ার কারণে নারীর দেহ দুর্বল হয়ে যেত, তাকে বিভিন্ন ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ করত। তার দেহের মধ্যে সবসময় স্ট্রেস ও স্ট্রেইন কাজ করত। যেটা নারীকে আজও বহন করতে হচ্ছে! পুরুষ আজ নারীকে দুর্বল মনে করে কিন্তু একই পরিস্থিতিতে পড়লে পুরুষ টিকে থাকা তো দূরে থাক, বিলুপ্তই হয়ে যেত। এজন্যই নারীর সামনে ব্যাথা ও প্রতিবন্ধকতা লেগেই আছে। নারীর ইমিউন সিস্টেম ভীষণ শক্তিশালী। কিন্তু ভীষণ শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেমের একটি ব্যাকফায়ার বা সাইড ইফেক্ট আছে। নারী দেহের ইমিউন সেলগুলো দেহের ভেতর কোনো ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়া প্রবেশ করলে দুর্দান্তভাবে ফাইট করে, কিন্তু মিলিয়ন মিলিয়ন জীবাণুর সাথে ফাইট করার সময়, সে ভুলক্রমে নিজের দেহ কোষের সাথে নিজেই ফাইট করে। কারণ শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেম সুপার সেনসেটিভ ও আনকন্ট্রোল। অটোইমিউন রোগের ফলে একজন নারীর রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, লুপাস এবং মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসের মতো অবস্থা হতে পারে। হর্মোনাল ফ্ল্যাকচুয়েশনের কারণে নারীর দ্রুত মুড সুয়িং হয়। হর্মোন লেভেলের এই পরিবর্তন তার জন্য কখনো কখনো ক্ষতিকর হতে পারে। যুগ যুগ ধরে সন্তান গর্ভধারণের জন্য নারীকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল এবং তাকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছিল। ভাবা হয়েছিল সন্তান হলো নারীর সবচেয়ে কোমল জায়গা। কিন্তু না, ভুল। একজন নারীর ইমিউন সিস্টেম কেবল তার নিজের দেহকেই প্রোটেক্ট করে না, সে আর একটি জীবনকেও প্রোটেক্ট করে। নারীর ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আছে। আর একজন সন্তান জন্মের পর মায়ের দেহে তার যে কোষগুলো রেখে যায়, সেটা মায়ের দেহের ক্ষতস্থান পূরণ করে এবং তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় (অটোইমিউন ডিজিজ ব্যতিক্রম)। এক্স-ক্রোমোজমের বৈচিত্র্যতার কারণে একজন নারী বৈচিত্র্যময় পরিবেশে টিকে থাকতে পারে, যেটা পুরুষ পারে না। পুরুষের হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি। সমাজে নারীদের মধ্যে গভীর বন্ধন আছে কিন্তু পুরুষ একাকীত্ব ও ডিপ্রেসনে ভোগে কারণ পুরুষ আগ্রাসী এবং স্বার্থপর। পুরুষ মদ, গাঁজা, ইয়াবা ও পর্নোগ্রাফিতে গভীরভাবে আসক্ত হয়, তারা খুবই বিপজ্জনক আচরণ করে, আর এরা অল্প বয়সেই মরে যায়।

নারীর এত বিপুল ক্ষমতা থাকার পরও আমাদের সমাজে নারীকে চরম অযত্ন করা হয়েছে। আমি নিজ চোখে দেখেছি, আমাদের গ্রামে কোনো একটি পরিবারে মেহমান আসলে, সবার খাওয়া শেষ হওয়ার পর পরিত্যাক্ত খাবার ঘরের মা ও বোনদের খেতে দেয়া হয়েছিল! আমি নিজের চোখে দেখেছি, গর্ভাবস্থায় পরিবার কন্যা সন্তানকে ইনটেনশনালি হত্যা করেছিল! আমি দেখেছি, নদীর পাড়ে কন্যা শিশুর লাশ! আমি নিজের চোখে দেখেছি কীভাবে আমার সমাজ উপার্জনক্ষম পুরুষ সন্তানের প্লেটে সবচেয়ে পুষ্টিকর খাবার তুলে দেয়! এখনও অসংখ্য সমাজ আছে, যেখানে পুরুষের চেয়ে নারীর মৃত্যু হার বেশি কারণ নারীদের রোগের জন্য কোনো ট্রিটমেন্টই করা হয় না!

তাদের অল্পবয়সে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়! তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হয়! শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করা হয়! তাদের সাথে সংঘর্ষ করা হয়, তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়! নিজের ভালোবাসার মানুষটির সাথেও তাদের বেশিরভাগ সময় একসাথে থাকা হয় না! উত্তরাধিকারসূত্রে তাকে পর্যাপ্ত সম্পত্তি দেয়া হয় না। বহুগামিতার ফ্রিডম না দিয়ে, গাড়ি ও বাড়ির মতো তাকে একটা পুরুষের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়।

ডিল্যুশন অব জেন্ডার

আমার জীবনে একটি অদ্ভুত প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, তখন আমি আমার একজন ক্লাসমেটের প্রেমে পড়েছিলাম। মেয়েটির নাম ছিল রাত্রি । পরে যাকে তার নিজ পরিবারেই ধর্ষণ করা হয়েছিল!

যাই হোক! মেয়েটি ছিল খুবই ইন্টেলেকচুয়াল। সবসময় প্রথম স্থান অধিকার করত। বিতর্ক থেকে শুরু করে কবিতা সর্বত্র সে আনপ্যারালাল! আমি আমার স্কুল লাইফে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি, আমাদের স্কুলের মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিভাবান ও স্মার্ট ছিল। তাদের কথা বলার ধরন ছিল অস্বাভাবিক পরিপক্ক ও অনবদ্য! বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, মেয়েটির প্রতিভা এতটাই শার্প ছিল যে, ক্লাস নাইনে এসে আমি তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলাম!

কী হাস্যকর ব্যাপার! কিন্তু মেয়েটি ফার্স্ট ইয়ারে একজন প্রভাবশালী পুরুষের প্রেমে পড়ে এবং তাদের বিয়ে হয়। ২৮ বছর পর একদিন আমি আবিষ্কার করি, সে তিন সন্তানের মা। একসময় যে মেয়েটি ফিজিক্সে ৯০-৯৮ স্কোর করেছিল, আজ সে মেশিনের

মতো সংসারের জন্য খেঁটে যাচ্ছে, সে এখন শুদ্ধ ভাষায় কথাটাও বলতে পারে না! অথচ আমি তার থেকে নকল করে পাশ করা ছাত্র আজ ফিজিক্সের ওপর কয়েকটি বই লিখে ফেলেছি। আমি তাকে যখন প্রশ্ন করেছিলাম, রাত্রি, তোমার না ফিজিক্স অনেক ভালো লাগত? সে আমাকে বিরক্তির সাথে উত্তর দিয়েছিল, এই বালের কথা ছাড়া আর কোনো কথা নেই?

আমাদের সমাজে একটি ধারণা প্রচলিত যে, পুরুষের মস্তিষ্ক নারীর থেকে শক্তিশালী। এ পৃথিবীতে নারীরা বিশেষ কোনো অবদান রাখেনি। কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গেলমেন্ট থেকে শুরু করে মানব মনের গভীর প্রদেশ পর্যন্ত সর্বত্র পুরুষের অবদান। বাংলাদেশের একদল মানুষ মনে করে, আমাদের দেশে কোনো প্রভাবশালী নারী কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক অথবা বিজ্ঞানী দেখা যায় না, আর এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীরা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পুরুষের চেয়ে দুর্বল। এছাড়া আমরা যদি বিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসন্ধান করি, তবে আমরা আইনস্টাইন, নিউটন, ম্যাক্সওয়েল, প্ল্যাঙ্ক এবং শ্রডিঙ্গার দেখতে পাই, কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে খুব কম সংখ্যকই নারী আছেন, যারা মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের মধ্যে গভীর বোধ তৈরিতে সহযোগিতা করেছিলেন! এখান থেকে প্রশ্ন জাগে, নারী ও পুরুষের মস্তিষ্ক সত্যি কী মৌলিকভাবে আলাদা? ফিজিক্স ও ম্যাথম্যাটিক্সে কেবল পুরুষরাই কী তবে পারদর্শী? পুরুষের মস্তিষ্ক কী ফিজিক্স ও ম্যাথ বোঝার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা? নিউরোসেক্সিজম এতদিন আমাদের তাই বলে এসেছিল।

একবার এক পুরুষতান্ত্রিক মেয়ে আমাকে মেসেজ করে বলেছিল, নারীর মস্তিষ্কের ওজন পুরুষের থেকে ১১০ গ্রাম কম, তাহলে আপনি যে মূর্খের মতো অপপ্রচার করছেন, নারী ও পুরুষ দুজনই চাইলে বিজ্ঞানী ও ম্যাথম্যাটিশিয়ান হতে পারে? আপনার মতো একজন মানুষের এ ধরনের আনসায়েন্টিফিক স্টেরিওটাইপ প্রচার করা উচিত? আমার তো ম্যাথ মাথাই আসে না! এরপর দেখি আমি ব্লক! এখন খুব দুঃখ হচ্ছে। আমি প্রাইভেট প্লেসে খুবই কনজারভেটিভ। পাবলিকে খোলামেলা কথা বলতে পারি। যাইহোক, আপনাকে প্রাইভেট প্লেসে বলতে পারিনি কিন্তু আমার এ-বইতে আজ আমি পাবলিকলি বলছি, সাইজ কোনো ফ্যাক্টর নয়, ছয় ইঞ্চি দিয়েও প্র্যাগনেন্ট হয়নি এমন হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে!

নিউরোসেক্সিস্টদের ধারণা ছিল, নারী ও পুরুষের মস্তিষ্ক আলাদা আলাদা করে ডিজাইন করা! কিন্তু নিউরোসেক্সিজম ব্যাপারটা কী? বলছি শুনুন। মাঝেমাঝে

ম্যাজিশিয়ানরা মঞ্চ থেকে বিশাল হাতি অদৃশ্য করে ফেলে। কিন্তু আমরা বুঝতেই পারি না যে, এটি একটি ট্রিক্স ছিল। তারা এটি কীভাবে করে? তারা মূলত, মঞ্চের মধ্যে আকস্মিক বিশেষ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, দর্শকের মনোযোগ মিসডিরেক্ট করার জন্য, তারা স্মোক ও লাইট ব্যবহার করে, যখন দর্শকের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে মুভ করে, তখন তারা পেছনের বিশাল একটি কালো পর্দা নামিয়ে দেয়, ধীরে ধীরে আলোর পরিমাণ কমে যায়, হাতিটির রঙ ব্যাকগ্রাউন্ডের রঙের সাথে মিশে যায় এবং কোনো এক গুপ্ত দরজা দিয়ে হাতিটিকে বের করে নিয়ে আসে! ম্যাজিকের মাধ্যমে যেমন আমরা মঞ্চ থেকে হাতি অদৃশ্য করে দিতে পারি অথবা টুপির ভেতর থেকে খরগোশ বের করে আনি, নিউরোসেক্সিস্টরা নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের অল্পকিছু গঠনগত তারতম্য দেখিয়ে, তাদের মাঝে বিশাল এক ম্যাজিক্যাল তারতম্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে!

কিন্তু কর্ডেলিয়া ফাইন তার "ডিল্যুশন অব জেন্ডার" গ্রন্থে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেছিলেন, নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা একই, পৃথিবীতে নারীর মস্তিষ্ক ও পুরুষের মস্তিষ্ক বলতে কোনো মস্তিষ্কের অস্তিত্ব নেই, নারীর ইন্টেলেকচুয়াল ক্ষমতা কোনো অংশেই পুরুষের চেয়ে কম নয় এবং পুরুষের ব্রেন ফিজিক্স অথবা ম্যাথের জন্য কোনোভাবেই ডিজাইন করা নয়!

এখান থেকে একটি গুরুতর প্রশ্ন জন্ম হয়, যদি নারী ও পুরুষের মস্তিষ্ক একই হয়, তাহলে কেন, পৃথিবীতে আমরা প্রভাবশালী কোনো নারী বিজ্ঞানী ও দার্শনিক দেখতে পাই না? তাদের কী হত্যা করা হয়েছিল? একই ব্রেন পাওয়ার নিয়েও কেন, নারী বিজ্ঞান ও দর্শনে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকাই পালন করতে পারেনি? কেন এখনো পর্যন্ত আমরা নারীদের মাঝে হীনমন্যতা, সংকীর্ণতা ও রক্ষনশীলতা দেখতে পাই?

এই ভয়াবহ প্রশ্নটির উত্তর হলো "নিউরোপ্লাস্টিসিটি"। এখন প্রশ্ন হলো, নিউরোপ্লাস্টিসিটি জিনিসটা কী? কীভাবে এটি নারীদের বিজ্ঞান ও দর্শনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে দেয়নি?

কল্পনা করুন, আপনার মস্তিষ্ক বিলিয়ন বিলিয়ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড দিয়ে গঠিত একটি পাজল। পাজলের এই খণ্ডগুলোর নাম হলো "নিউরন"। এ সকল নিউরন থেকেই আপনার চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের তাড়না তৈরি হয়। এবার আসুন, আপনাকে নিউরোপ্লাস্টিসিটি বিষয়টি বোঝাই। মনে করুন, আপনার মস্তিষ্কে সুপারপাওয়ার আছে__ আপনার অভিজ্ঞতা যখন পরিবর্তন হয়, তখন আপনার ব্রেন নিজেকে সেই পরিবর্তিত অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বিত করার জন্য নিজেও বদলে যায়।

ব্যাপারটা এমন যে, মস্তিষ্কের এমন একটি পাওয়ার আছে, সে যে কোনো সাইজের পোশাকের সাথেই নিজেকে ফিট করে নেয়, বড় পোশাক দিলে সে ফুলে মোটা

হয়ে যায়, চিকন পোশাক দিলে সে সংকুচিত হয়ে চিকন হয়ে যায়। মোটকথা, সে পরিবেশের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে পরিবেশের কাঠামো কপি করে। আর আপনার এই ম্যাজিক্যাল ক্ষমতার কারণে আপনার ব্রেন নিজেই নিজেকে ডিজাইন করতে পারে এবং আপনি যখন নতুন কিছু শেখেন মস্তিষ্ক একটি নিউরনের সাথে অন্য নিউরনের এক একটি নতুন কানেকশন তৈরি করে।

এবার আপনি স্মরণ করে দেখুন, যেদিন আপনি প্রথম গিটার বাজানো শিখছিলেন, সেদিনের কথা। আপনার ব্রেন কত স্ট্র্যাগল করেছিল, হাতগুলো গিটারের তারের সাথে কোনোভাবেই অ্যাডজাস্ট হচ্ছিল না। কারণ এই সময় আপনি মাত্র গিটার বাজানো শুরু করেছিলেন, আপনি এটা শিখছিলেন। আপনার মস্তিষ্কের নিউরনের ভেতর কীভাবে গিটার বাজাতে হয়, সে কানেকশগুলো এখনো তৈরি হওয়া শুরু করেনি। এর কারণ হলো আপনার ব্রেন গিটারের আওয়াজ শুনছে, আঙুল চালাচ্ছে এবং মিউজিক রিড করছে। আপনি একসাথে এতগুলো কাজ কিছুতেই সামলাতে পারছেন না। এ সময় ধীরে ধীরে আপনার নিউরনগুলোর ভেতর কানেকশন বিস্তার হচ্ছে, একটি চারাগাছের শিকড়ের মতো। আপনি ক্রমাগত প্রাক্টিস করতে করতে নিউরনগুলোর ভেতর এই শিকড় জটিল থেকে জটিলতর উপায়ে বিস্তারিত হতে থাকে আর এভাবে আপনার মস্তিষ্কে মিলিয়ন মিলিয়ন নতুন কানেকশন তৈরি হয়।

এই কানেকশনগুলোর ভেতর গিটার বাজানোর সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কম্পিউটার কোডিং এর মতো খোদাই হয়ে যায়! এক বছর পর, আপনি চোখ বন্ধ করে গিটার বাজাতে পারেন, আপনার ব্রেন বুঝতেই পারে না, আপনার হাতগুলো কত দ্রুতগতিতে চলছে, আপনি অবচেতনভাবেই গিটার বাজাতে পারেন। এর কারণ হলো আপনার মস্তিষ্কের মিলিয়ন মিলিয়ন কানেকশন আপনাকে অটোম্যাটিক্যালি গিটার বাজাতে হেল্প করছে, আপনার এখন নতুন কানেকশন দরকার নেই।

কার্ডেলিয়া তার "ডিল্যুশন অব জেন্ডার" বইতে দাবি করেছিলেন, সাংস্কৃতিক শিক্ষা আমাদের মস্তিষ্কের এই প্লাস্টিসিটিকে প্রভাবিত করে। আমাদের ব্রেন হলো একটি স্পঞ্জের মতো, এটি তার চারপাশের পরিবেশকে শোষণ করে। ঠিক যেমনি আপনি গিটার বাজানো শেখার সময় আপনার ব্রেন গিটার বাজানোর অভিজ্ঞতার সাথে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করেছিল। এর মানে হলো, আমাদের সংস্কৃতিতে আমরা যা দেখি এবং শুনি সেটাই আমাদের মস্তিষ্কের কানেকশন ও কাঠামোকে তৈরি করে।

আমার ক্লাসমেট রাত্রি যখন ছোটবেলায় উন্নত পরিবেশ পেয়েছিল, তখন তার ব্রেন স্পঞ্জের মতো সে পরিবেশকে শোষণ করেছিল, তার মস্তিষ্কে কোটি কোটি কানেকশন তৈরি হয়েছিল। তখন সে আমার থেকেও শত শতগুণ বেশি প্রতিভাবান ছিল। একসময় সে একটা ধনী ছেলের প্রেমে পড়ে, বিয়ে করে, ছেলেটি মদ খায়, ইয়াবা সেবন করে, তার মা প্রচণ্ড ধার্মিক ও রক্ষনশীল। ছেলেটির বাবা রাত্রির সাথে অনেকবার

শারীরীক সম্পর্ক করার চেষ্টা করে। এরকম একটি পরিবেশে রাত্রির মস্তিষ্কের কানেকশগুলো পরিবর্তন হয়ে যায়। একসময় যে "মেয়ে" ছেলেদের চেয়েও বেশি জ্ঞান রাখত, আজ সে তার থেকেও নিকৃষ্ট ও জঘন্য একটি মস্তিষ্কে পরিণত হয়। এখান থেকে শিক্ষনীয় ব্যাপার হলো এই যে, ইতিহাসে হাজার হাজার নারী পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। তাদের সাংস্কৃতিক ফ্যাক্টরই, তাদের মস্তিষ্কের "নিউরাল" কানেকশন তৈরি করেছিল। এর অর্থ হলো, আপনি কোন জেন্ডার ও ব্রেন স্ট্যাকচার নিয়ে জন্মেছেন, সেটা কোনো ব্যাপার না। আপনার ব্রেন আপনার অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের সাথে কীভাবে অভিযোজিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে, সেটাই এখানে মূখ্য বিষয়।

TESTOSTERON REX

পুরুষতান্ত্রিক হর্মোনের বিপক্ষে এ-পর্যন্ত লেখা খুবই প্রভাবশালী, চিন্তা উস্কানীমূলক ও বিতর্কিত একটি। কিন্তু এ-বইয়ের নামে "রেক্স" শব্দটি কোথা থেকে এলো? উত্তর হলো, T-Rex নামক একপ্রকার ডায়নোসর থেকে!

এ বইতে কর্ডেলিয়া লিখেছেন, T-REX (টাইরানোসরাস রেক্স) ডায়নোসরের দেবতা বা রাজা বলে বহুল প্রচলিত গল্পটি যেমন একটি মর্মান্তিক মিথ, তেমনি টেস্টোস্টেরন পুরুষতান্ত্রিক হর্মোন এবং পুরুষ নারীর চেয়ে শতগুণ আগ্রাসী ও নারীর শাসক বলে বহুল প্রচলিত গল্পটিও, একটি পুরুষতান্ত্রিক মিথ।

কর্ডেলিয়া ফাইন এ-বইতে দাবি করেছিলেন, আমাদের গ্রহে "পুরুষের ব্রেন" অথবা "নারীর ব্রেন" বলতে কোনো ব্রেন নেই, ব্রেন একটি স্পেক্ট্রাম।

আমরা পূর্বে ব্রেনকে যেমনটি ভেবে এসেছিলাম, আসলে ব্রেন তার থেকেও প্লাস্টিক, নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের পার্থক্য যতটা নিউরোলজিক্যাল, তার থেকে বেশি সোশ্যাল এবং এনভায়রমেন্টাল।

টেস্টোস্টেরন পুরুষকে নারীর চেয়ে আগ্রাসী করে, এটি একটি পুরুষতান্ত্রিক স্টেরিওটাইপ, যেটি নারী নির্যাতন এবং পুরুষের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব জাস্টিফাই করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

কর্ডেলিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে দেখিয়েছেন, আগ্রাসনের পেছনে কেবল টেস্টোস্টেরনই দায়ী নয়, খুবই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের টেস্টোস্টেরনই আগ্রাসনে ভূমিকা রাখে, আগ্রাসনের পেছনে আরও অসংখ্য হর্মোন ও নিউরোট্রান্সমিটার জড়িত। একজন ব্যক্তির আগ্রাসনের পেছনে তার শিক্ষা ও পরিবেশগত ফ্যাক্টরও জড়িত।

আর এজন্য টেস্টোস্টেরনকে পুরুষতান্ত্রিক হর্মোন দাবি করা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও উদ্দেশ্যমূলক। তিনি বলেছেন, টেস্টোস্টেরন কেবল পুরুষের মধ্যেই তৈরি হয় না, এটা নারী ও পুরুষ দুজনের মধ্যেই তৈরি হয়। টেস্টোস্টেরন পুরুষের আগ্রাসনে সামান্য ভূমিকা পালন করে বলে, এটাকে জাস্টিফাই করা উচিত নয়, কারণ আগ্রাসন সবসময় ভালো কিছু উপহার দেয় না।

তিনি রিচার্ড ডকিন্সের সেলফিশ জিন গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে বলেন, জিন স্বার্থপর, সে নিজের অনুলিপি তৈরি করার জন্য মানুষের মধ্যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য জন্ম দেয়, যা তার ডিএনএ ডেমেজ করতে পারে, ক্যান্সার ও টিউমার সৃষ্টি করতে পারে!

একজন ব্যক্তির দেহে ক্যান্সার যেমন নোবেল প্রাইজ ডিজার্ভ করে না, পুরুষের আগ্রাসনও তাকে অনেক উন্নততর গ্রহের প্রাণী প্রমাণ করে না, যে তাকে নিয়ে আমাদের গ্রহে প্ল্যানেটারি সমাবেশ আয়োজন করতে হবে।

"Men Are from Mars, Women Are from Venus" নামক একটি বইতে লেখক জন গ্রে বলেছিলেন, নারী ও পুরুষের রিপ্রডাক্টিভ অ্যানাটমি ও ব্রেন স্ট্র্যাকচার আলাদা আর তাই, তাদের ইমোশনাল নিড ও মানসিকতায় কিছু ভিন্নতা আছে। যেজন্য, তারা একে অন্যকে মিলিয়ন মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্ব দ্বারা বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রহের প্রাণী মনে করে, যার কারণ হলো মিসআন্ডারেস্টিং ও মিসকমিউনিকেশন।

হার্ডির একটি সাহসী পদক্ষেপ

সারাহ ব্লাফার হার্ডি ছিলেন একজন প্রাইমাটোলজিস্ট এবং নৃতত্ত্ববিদ, স্যাক্রামেন্টোতে একটি আখরোটের খামারে তিনি বসবাস করতেন। তিনি প্রাইমেটদের আচরণের ওপর গবেষণা করে মানুষের আচরণ বোঝার চেষ্টা করেছিলেন, যেজন্য তিনি ডারউইনিয়ান ফেমিনিস্ট হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৭০ সালের পূর্বে প্রাইমাটোলজি ছিল পুরুষের অধিকারে। এ সময় মানুষ বিশ্বাস করেছিল, মানব বিবর্তনে পুরুষের আচরণই প্রভাবশালী। তাদের থিওরি পুরুষের প্রতিযোগিতা, আগ্রাসন ও বুদ্ধিমত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল পুরুষকে শক্তিমান প্রমাণ করা। কিন্তু হার্ডির পর্যবেক্ষণ এই ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তিনি ইন্ডিয়ার হনুমান ল্যাঙ্গুরদের আচরণ নিয়ে স্টাডি করতে শুরু করেন। বিদ্যমান বিশ্বাসের বিপরীতে গিয়ে তিনি

আবিষ্কার করলেন, নারী ল্যাঙ্গুর পরোক্ষ অথবা অনুগামী নয়। তারা ছিল প্রোঅ্যাকটিভ ও প্রোটেক্টিভ এক একজন মা।

হার্ডি গবেষণা করে দেখলেন, আউটসাইড গ্রুপের একটি ল্যাঙ্গুর তার নিজ সন্তান হত্যা করছে এবং এমনকি তারা অন্য গ্রুপের শিশুদের খুন করে গ্রুপের কোনো একজন মায়ের সাথে সেক্স করার জন্য। এই আচরণ ছিল খুবই দুঃখজনক এবং এটি আমাদের একটি প্রথাগত চিন্তায় আঘাত করে যে প্রাণীরা তাদের গ্রুপের উপকার করার জন্য বিবর্তিত। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, নারী ল্যাঙ্গুর এই হুমকির বিপক্ষে রুখে দাঁড়ায়। তারা চুপচাপ এই হত্যাকাণ্ডকে গ্রহণ না করে, সবাই মিলে সংঘবদ্ধ হয় এবং আগ্রাসী পুরুষটিকে আক্রমণ করে। এটি আমাদের একটি প্রচলিত বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পুরুষতান্ত্রিকতাই যদি প্রকৃতির একটি প্যাটার্ন হয়ে থাকে, তবে কেন নারী ল্যাঙ্গুর পুরুষতন্ত্রকে জুতাপেটা করছে? এটি আমাদের কাছে প্রমাণ করে যে, আগ্রাসন ও আধিপত্য পুরুষের আচরণের একটি প্যাটার্ন হতে পারে কিন্তু প্রকৃতি কোনো প্যাটার্নকে যাদৃচ্ছিকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ দেয় না। ভাইরাসের বিপক্ষে যেমন আমাদের দেহের ইমিউন সিস্টেম প্রোটেকশন তৈরি করে, তেমনি পুরুষের আগ্রাসী ও অধিপত্যবাদী সেক্সিয়েস্ট মনোভাব দূর করার জন্য নারীও ডিফেন্স মেকানিজম গড়ে তুলতে পারে। নারী পুরুষের আগ্রাসনকে মোকাবিলা করার জন্য সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ হতে পারে।

সারাহ হার্ডি বুঝতে পারলেন, তার দৃষ্টিকোণ তার গবেষণাক্ষেত্রে এতদিন উপেক্ষা করা হয়েছিল। একজন নারী হিসেবে তিনি একটি চ্যালেঞ্জ নিলেন। তিনি এটা নিয়ে আরও গভীরভাবে গবেষণা করতে শুরু করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, পুরুষ আসলে তার নিজস্ব ক্রোমোজমের পক্ষপাত দ্বারা আক্রান্ত। তারা এতদিন ল্যাঙ্গুরের এই আচরণ দেখেও না দেখার ভান করে এসেছিল। কিন্তু তার কৌতুহল হলো, তিনি এটার একটা শেষ দেখবেন। হার্ডির ব্যক্তিগত জীবন শুরু হয়েছিল টেক্সাসের একটি রক্ষনশীল পরিবার থেকে। তিনি একটি ভাবনায় পড়ে গেলেন, ল্যাঙ্গুর নারীরা যদি এত আত্মপ্রত্যয়ী এবং প্রতিযোগীতামূলক হয় মানব নারীরা কেন এমন সংকীর্ণ, দুর্বল ও রক্ষনশীল। তিনি নারীর আচরণ এবং তার পর্যবেক্ষিত ডেটার সাথে একটি অসংযোগ দেখতে পেলেন। প্রাইমাটোলজিস্টরা মানব আচরণ বোঝার জন্য প্রাইমেটদের নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করছেন, বিশেষ করে শিম্পাঞ্জি ও বনোবোর মতো গ্রেট এইপ নিয়ে। মানুষ ও এইপের মধ্যকার এই জেনেটিক সাদৃশ্য থাকার পরও, মানুষের আচরণ বিস্ময়করভাবে তাদের থেকেও আনুগত ও পরোক্ষ। মানুষের সাথে শিম্পাঞ্জি ও বনোবোর জেনেটিক সাদৃশ্য ৯৮.৮%। কিন্তু ১.২% জিনের মধ্যে কী এমন তারতম্য ছিল, যা মানব নারীদের পুরুষের দাসে পরিণত করে? হার্ডির কাছে তার পুরুষ সহকর্মীদের প্রাইমেটদের আচরণের

নারীবাদী দৃষ্টিকোণ বোঝানো চ্যালেঞ্জিং ছিল কারণ এটি ছিল এমন একটি সময় যখন বিজ্ঞান পরিচালিত হয়েছিল পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব দ্বারা।

তো তিনি একদল নারী সহকর্মী যোগাড় করলেন। তারা সবাই একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি প্রাইভেট কনভারসেশনে যোগ দিলেন। তারা আলোচনা করলেন, কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক বিজ্ঞানকে এই নতুন ধারণাটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া যায়।

একদিকে হার্ডি ছিলেন বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী আর অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন নারীবাদী, তাই তাকে ইভল্যুশনারী থিওরির আলোকে দুজনের আচরণই বুঝতে হবে। বিবর্তনীয় গতিশীলতা বোঝার জন্য নারী ও পুরুষ দুজনের ওপর ক্রিয়াশীল সিলেকশন প্রেসারগুলোই বুঝতে হবে।

নারী কেন সন্তানের ব্যাপারে আতঙ্কিত?

এতদিন ভাবা হয়েছিল, একজন নারীর বহুগামিতা করা প্রাকৃতিক নয় কারণ তাকে সন্তান লালন-পালন করতে হবে। কিন্তু সে সময় বিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ দেয়, আর সেটা ছিল সিলেক্টিভ ব্রিডিং। মানব নারীদের মধ্যে সন্তান-লালন পালনে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্ন আবিষ্কার করে। তারা দেখেন, একজন মানব মা সন্তান জন্ম দেয়ার পর সামাজিক নেটওয়ার্ক থেকে সহযোগিতা পায়। হার্ডি কুং, হাদজা এবং এফে নামক শিকারী সংগ্রাহক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এই প্যাটার্ন দেখতে পান।

একটি থিওরি অনুসারে, হোমো ইরেক্টাসদের সময় শিশুদের মস্তিষ্ক অস্বাভাবিক বড় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু মায়ের জন্মনালী ছিল সরু। এত সংকীর্ণ জন্মনালী দিয়ে বড় মস্তিষ্কের সন্তান বের হতে চাইত না। এতে হাজার হাজার মা ও শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। এ উভয়সংকট মোকাবিলা করার জন্য প্রাকৃতিক নির্বাচন একটি অপশন খুঁজে পায়। যে সকল শিশু অপরিণত মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায়, তারাই কেবল টিকে থাকে। কিন্তু অপরিণত মস্তিষ্ক মা ও সন্তানের জীবন রক্ষা করলেও, এটি আর একটি নতুন সমস্যা জন্ম দেয়। এত কোমল ও নরম মস্তিষ্কের শিশু মায়ের পক্ষে একা লালন-পালন করা সম্ভব ছিল না।

আর তাই নারীর পাশে সবসময় একজন পিতার প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। এভাবে ১.৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে প্রথম পিতার আইডেন্টিটি সৃষ্টি হয়। সন্তান জানতে পারে, পিতা বলতে একটা কিছু পৃথিবীতে আছে। কিন্তু যদি সত্যি পিতা সন্তান-লালন

পালনে সহযোগিতা করতে গিয়ে একগামী সম্পর্ক গঠন করে থাকে, এটি তার জিনের জন্য ক্ষতিকর ছিল, তার জিন নিজের সর্বোচ্চ অনুলিপি তৈরি করতে পারত না!

আর তাই এটা খুবই অযৌক্তিক বলে মনে হয় যে, পিতা কোনোদিন সন্তানের লালন-পালনে সহযোগিতা করেছিল। আসলে হোমো ইরেক্টাসের সময়ও পৃথিবীতে পার্ম্যানেন্টলি পিতার কোনো আইডেন্টিটি ছিল না। এখন প্রশ্ন হলো, সন্তান কে দেখে রাখবে? নারী কী একা একা এই শিশুটিকে আফ্রিকার জঙ্গলে রক্ষা করতে পারবে? উত্তর হলো, না, পারবে না! আর এজন্যই একজন সন্তান ছিল কমিউনিটির সবার সন্তান, বায়োলজিক্যাল প্যারেন্টস ছাড়াও কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যরা একটি শিশুর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছিল। এটাকে বলা হয় "অ্যালোপ্যারেন্টিং"! একজন নারী সন্তান জন্ম দেয়ার পর, যদি তাকে লালন-পালনের কোনো দায়ভারই তার না থাকে, তবে এক পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকারও কোনো প্রশ্ন আসে না। যেখানে পুরুষটি সন্তানকে নারী ও অ্যালোপ্যারেন্টসের কাছে ছেড়ে দিয়ে নিজেই বহুগামিতায় লিপ্ত হচ্ছে, সেখানে কোন যুক্তিতে একজন নারী একগামী সম্পর্কে আটকে থাকবে? হার্ডির এই কো-অপারেটিভ ব্রিডিং-এর আবিষ্কার আমাদের একটি প্রথাগত ধারণায় প্রশ্নবিদ্ধ করে আর তা হলো, একজন মানব শিশুর জন্য উচ্চমাত্রিক উর্বরতা ও দীর্ঘকালীন যত্নশীলতা প্রয়োজন।

জন্মের পর কেন মায়ের মস্তিষ্ক সন্তানকে ভালোবাসে না?

অতীতে বিশ্বাস করা হয়েছিল যে একজন শিশু জন্মের পরপরই মায়ের মস্তিষ্কে সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধন তৈরি হয়। তারা ভেবেছিল, এটি একটি অটোম্যাটিক সুইচ। কিন্তু সারাহ হার্ডি এই ধারণাটিকে চ্যালেঞ্জ করলেন। ২০১০ সালে এই প্রসঙ্গটির ওপর ন্যাচার জার্নালে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে বিজ্ঞানীরা দেখান যে, একজন শিশু যখন কান্না করে মায়ের মস্তিষ্কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকটিভিটি দেখা যায় না, যার অর্থ হলো এই যে, মা শিশুকে জন্মের পর পুরোপুরি সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে না। তারা ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রিজোন্যান্স ইমেজিং (FMRI) পদ্ধতিতে মায়ের মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহ পরিমাপ করেছিলেন।

একজন মানুষের মস্তিষ্কের কোনো অংশ যখন বেশি সক্রিয় হয়, তখন সেখানে রক্তপ্রবাহও বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা একজন মাকে তার শিশুর কান্নার রেকর্ড শোনান এবং তার মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন, তারা দেখতে পান, মায়ের মস্তিষ্কের রক্তস্রোত স্বাভাবিক!

এটি আমাদের কাছে প্রমাণ করে যে, একজন আগন্তুক পুরুষের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হতে যেমন একজন নারীর সময় লাগে, তেমনি নবাগত সন্তানের সাথে মায়ের ভালোবাসার বন্ধন তৈরি হতেও ৭-১০ দিন সময় লাগে, আবার কখনো কখনো এই বন্ধন তৈরিই হয় না। আর একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়েছিল "Evolutionary Anthropology" জার্নালে ২০১২ সালে। এই গবেষণা অনুসারে, একজন মা যদি গর্ভকালীন অবস্থায় স্ট্রেস ফিল করে, তবে জন্মের পর সন্তানের সাথে তার বন্ধন তৈরি করতে সমস্যা হয়। এর অর্থ হলো, সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার প্রবণতা সহজাত নয়, এটি পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত হয়!

এখন প্রশ্ন হলো, এই ধরণের সংকটজনক একটি পরিস্থিতিতে একটি শিশুকে আফ্রিকার সাভানায় কে দেখে রেখেছিল? আপনি ভাবতে পারেন, তার পিতা! কিন্তু আপনার চিন্তা ভুল। পুরুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না, এ শিশুটির দেখাশুনা করার। এ শিশুটিকে তখন দেখে রেখেছিল, কমিউনিটির অন্যান্য নারীরা। অ্যালোপ্যারেন্টিং-এর সবচেয়ে মজার দিকই হলো, এই ধরনের সামাজিক পদ্ধতিতে একজন শিশুর দায়ভার পিতা ও মাতা কারও ওপরই পড়ে না, পড়ে কমিউনিটির ওপর।[1] আর তাই নারী ও পুরুষ দুজনই তাদের নতুন সঙ্গী অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে স্বাধীন! কো-অপারেটিভ ব্রিডিং শুধু মানুষ কেন, এটি হায়েনা, নেকড়ে এবং মৌমাছির মধ্যেও দেখা যায়।

আমরা এক্ষেত্রে প্রাচীন মিশর, প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম, মধ্যযুগীয় ইউরোপ, কলোনিয়াল আমেরিকা এবং ১৯ শতকের ইংল্যান্ডের উদাহরণ দিতে পারি, যারা সন্তান জন্মের পর তার নিজ সন্তানকে দুধ মায়ের কাছে প্রেরণ করত, যাদের বলা হয় "wet-nursed"। এমনকি আমরা হজরত মোহাম্মদ (স) কে'ও দুধ মা হালিমার কাছে প্রেরণ করতে দেখেছি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে আদিম সমাজে সন্তান লালন-পালনে পুরুষের কোনো ইমিডিয়েট ভূমিকা ছিল না।

ফিগার: ঊনিশ শতকে ইংল্যান্ডে ওয়েট নার্সিং

গবেষণা আমাদের বলছে যে, কিছু কিছু মা সংকটজনক পরিস্থিতির কারণে ইচ্ছাকৃত তার নবাগত সন্তানকে উপেক্ষা ও ক্ষতি করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন তরুণ মায়ের কথাই চিন্তা করুন, সে যদি সামাজিক অনুমোদন ও সমর্থন না পায়, সে তার নিজের সন্তানকে নিজেই হত্যা করে। আমাদের সমাজে একটি টার্ম আছে, আর সেটা হলো "জারজ সন্তান"। একজন তরুণী নারী যদি সামাজিক অনুমোদনের বাহিরে গিয়ে কারও সাথে গোপন যৌনতার সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তার প্ল্যাসেন্টা থেকে কোনো বাচ্চা জন্ম হয়, তবে সে সামাজিক উপেক্ষা এবং লোকলজ্জার ভয়ে, সেই শিশুটিকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলে অথবা রাতের অন্ধকারে নদীতে ফেলে দেয়। আমি আমার গ্রামে এরকম অসংখ্য মৃত শিশু দেখেছি, যাদের একটি কাপড়ের মধ্যে মুড়িয়ে নদীর পাশে ফেলে দেয়া হয়েছিল। এখান থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, একজন নারী কখনোই একা একা সন্তান লালন-পালন করতে পারে না, সামাজিক নেটওয়ার্ক না থাকলে একজন নারী কখনো কখনো নিজেই নিজের সন্তানকে মেরে ফেলে। আর তাই এটা ভাবা খুবই অযৌক্তিক যে, একজন নারী তার সন্তানের জন্যই একজন পুরুষের সাথে পড়ে থাকে। আসলে নারীর একজন পুরুষের সাথে থাকার কোনো দরকারই নেই, এমনকি নারীকে তার নিজের আপন সন্তান পর্যন্ত আটকাতে পারে না, যে সন্তান তার নিজ দেহের বায়োকেমিক্যাল থেকে তৈরি হয়েছিল! নারী তার স্বামী ও সন্তান কারও কাছেই আটকা ছিল না।

গবেষণা দেখিয়েছে, সহযোগিতামূলক সন্তান পালন পদ্ধতিতে বাবা নয় কেবল, দাদা-দাদি ও ভাইবোনও সহযোগিতা করেছিল। সন্তান লালন-পালনে পিতার একেবারেই ভূমিকা ছিল না, সেটা আমরা বলছি না। যদিও বাবা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু

আমাদের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে যে, পিতার চেয়েও ভাইবোন এবং দাদা-দাদির ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। আসলে সন্তানের জন্য পিতার তেমন কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সহযোগিতামূলক সন্তান লালন-পালন আদিম সমাজে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির ধারণাকে অস্বীকার করে। এটি আমাদের নির্দেশনা দেয় যে, এই বিন্যাস এক এক সমাজে এক একরকম এবং একগামিতা কখনোই প্রকৃতির কোনো নিয়ম ছিল না। সারাহ হার্ডি আরও একটি মিসকনসেপশনে আঘাত করেছিলেন, আর তা হলো পুরুষ একজন শিকারী আর নারী সংগ্রাহক। তিনি বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করে আদিম সমাজে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন!

নারী কেবল সেবিকা ছিল না, সে ছিল একজন আবিষ্কারক!

অ্যাড্রিয়েন জিহলম্যান, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্রুজের একজন নৃতাত্ত্বিক, যিনি নারীদের নৃবিজ্ঞানের জগতে দৃশ্যমান করার ক্ষেত্রে স্যালি লিন্টনের কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। জিহলম্যান নিজে, শিকারী সংগ্রাহক গোষ্ঠী, প্রাইমেট এবং ফসিল পর্যবেক্ষণ করে মানব বিবর্তনে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোকিত করেছিলেন। দীর্ঘকাল বিজ্ঞান সমাজে একটি ভুল বিশ্বাস ছিল যে পুরুষই আবিষ্কারক এবং যন্ত্র ব্যবহারকারী।

তিনি দাবি করেছিলেন, টিকে থাকার জন্য টুলস তৈরিতে নারীও প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। মানুষ আদিম কালে যে সকল পাত্র, গুলতি এবং খননের কাঠি তৈরি করেছিলেন, সেগুলো অর্গ্যানিক ম্যাটারিয়াল যেমন কাঠ ও ফাইবার দিয়ে তৈরি, যেগুলো নারীরা খাবার সংগ্রহ এবং সন্তান বহন করার জন্য ব্যবহার করেছিল। যাই হোক, অর্গানিক বা জৈব উপাদান দিয়ে তৈরি টুলসগুলোর ফসিল রেকর্ড আমাদের কাছে নেই, কারণ পাথরের টুলসের মতো সেগুলো দীর্ঘদিন সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে না। এটি বিজ্ঞানীদের প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় পক্ষপাত তৈরি করে।

অন্যান্য প্রজাতিদের ওপর পর্যবেক্ষণ করার পর আমাদের একটি প্রথাগত দৃষ্টিকোণ প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল আর তা ছিল, শিকার ও যন্ত্র তৈরি সম্পূর্ণভাবে একটি পুরুষতান্ত্রিক কাজ। জেন গোডেল শিম্পাঞ্জিদের ওপর গবেষণা করে দেখেছিলেন, নারী শিম্পাঞ্জি একজন দক্ষ টুলস ইউজার এবং নাট ক্র্যাকার। তরুণ শিম্পাঞ্জি তাদের মায়ের কাছ থেকে টুলসের ব্যবহার শেখে এবং নারীরা সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় খুবই দক্ষ।

শিকারী সংগ্রাহক সোসাইটিগুলোর ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে, একজন নারী সংগ্রাহকের ভূমিকা পালন করে পরিবারে বিশাল পরিমাণ ক্যালোরি যোগান দিতে সক্ষম ছিল। পুরুষের পক্ষে শিকারের মাধ্যমে পরিবারকে সবসময় ক্যালোরি দেয়া সম্ভব ছিল না কারণ চারপাশের সমাজ ও পরিবেশ ছিল নিয়ত পরিবর্তনশীল। কখনো দলের আন্তঃকলহ ও ঐক্যের অভাব আবার কখনো সূর্যের প্রখর তাপ অথবা বৃষ্টি। পরিবেশ যেমন দৌদুল্যমান ছিল, তাদের ক্যালোরির যোগানও ছিল দোদুল্যমান।

ডায়াগ্রামে যদি আমরা এটা প্রকাশ করি, তবে দেখতে পাব, ক্যালোরির স্লোপ বা ঢাল আকস্মিক উলম্ব হয়ে আবার নিচের দিকে পতিত হচ্ছে। কিছু কিছু সমাজে একজন পুরুষ পারিবারিক ক্যালোরির মাত্র ৩০% যোগান দিতে সক্ষম হয়েছিল আবার কোনো কোনো সমাজে এই পরিমাণ ছিল ৬০%। যাই হোক, শিকার মাঝেমাঝেই একটি অবিশ্বাসযোগ্য খাবারের উৎস আর একটি পরিবার মৌলিকভাবে খাবারের জন্য গ্যাজেল অথবা বাইসনের মাংসের ওপর নির্ভরশীল ছিল না, তারা নির্ভর করেছিল নারীর ওপর! আসলে নারীদের খাবার সমাবেশ করা, পুরুষের শিকারের চেয়ে মোটেও কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল না, কারণ পুরুষ নিজেও ক্ষুদ্র এবং অধিক নির্ভরযোগ্য প্রাণীকে টার্গেট করত, তারা বিশাল কোনো প্রাণীকে টার্গেট করে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে চায়নি। আর তাই পুরুষ নারীকে আকর্ষণ করার জন্য নিজের পরাক্রম ব্যবহার করে এই ধারণাটিও এখানে বিতর্কিত হয়।

সারাহ হার্ডি স্বীকার করেছিলেন যে, ভাষা ও বুদ্ধির বিবর্তন ঘটেছিল কেয়ার গিভার ও শিশুর মধ্যকার জটিল মিথস্ক্রিয়া থেকে। যে সকল শিশু অন্যদের ভালোভাবে বুঝতে ও অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিল, তারাই যত্ন পেয়েছিল ও টিকে ছিল। এটি আমাদের নির্দেশনা দেয়, মানুষের সাথে যোগাযোগের এই আদিম তাড়না ও মিথস্ক্রিয়া থেকেই ভাষা বিবর্তিত হয়েছিল। রচেস্টার ইউনিভার্সিটির স্টিভেন পিয়ানতাডোসি এবং সেলেস্ট কিডের সাম্প্রতিক গবেষণা আমাদের বলছে, শিশুদের প্রতি যত্নের গভীর প্রয়োজনীয়তা থেকেই জটিল বুদ্ধিমত্তার বিবর্তন ঘটে। বিষয়টি বোঝানোর জন্য আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি। একটি কড মাছ প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন ডিম দেয় এবং তাদের মধ্যে অল্পকিছু কড খাবার ও সুবিধার জন্যে লড়াই করে টিকে থাকে। কিন্তু একজন মানুষ প্রতি বছর বাচ্চা দেয় একটি।

একটি দেশের প্রাইমিনিস্টার যেমন সামগ্রিক দেশের মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের নাম মনে রাখে না, কারও সাথে তার ফেস টু ফেস কমিউনিকেশন নেই, একটি কড মাছেরও তার সন্তানদের সাথে কোনো কমিউনিকেশন নেই। একজন প্রাইমিনিস্টার যেমন দেশকে সামগ্রিক সংবিদানের ওপর ছেড়ে দেয়, আর সংবিদানই দেশের মানুষকে দেখে রাখে, কড মাছও তার সন্তানকে সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমের কাছে ছেড়ে দেয়। মিলিয়ন মিলিয়ন কড মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও দু-একজন ঘটনাক্রমে টিকে যায়।

মানব সন্তান সংখ্যায় খুবই কম। আর একইসাথে দেড় মিলিয়ন বছর আগে হোমো ইরেক্টাসের সময় বড় মস্তিষ্কের জরিমানা দিতে গিয়ে, তারা এখন অপরিণত অবস্থায় জন্মায়।

মানব নারীর যোনি থেকে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডিম বের হয় না যে কোনোপ্রকার প্রিমিয়াম প্যারেন্টাল কেয়ার ছাড়া এই একটি সন্তান সার্ভাইভ করবে। কোনো কারণে যদি আফ্রিকার জঙ্গলের সংকটজনক পরিবেশে এই শিশুটি মারা যায়, আর একটি সন্তানের জন্য তাকে দীর্ঘ ১ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এছাড়া প্রতি বছর চার বছর বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই বেশিরভাগ শিশুই মারা যেত। তাই এ সময় মানব সন্তানকে ইকোসিস্টেমের নিয়মের কাছে ছেড়ে দেয়ার কোনো উপায় ছিল না, তার জন্য প্রিমিয়াম প্যারেন্টাল কেয়ার দরকার ছিল। একটি কড মাছের কাছে সেন্স অব হোলনেস কাজ করে আর মানুষের মাঝে কাজ করে সেন্স অব ইন্ডিভিজুয়ালিটি। স্বাতন্ত্রতার অনুভূতির কারণেই সমাজের অজস্র নারী একসাথে একটি নবাগত শিশুকে আগলে রেখেছিল, এই অতিরঞ্জিত যত্নশীলতার কারণেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং উৎপত্তি লাভ করে ভাষা।

মানব সভ্যতার মস্তিষ্ক পুরুষের কারণে বুদ্ধিমান হয়নি। যন্ত্র তৈরি, বুদ্ধিমত্তা এবং জটিল ভাষার বিবর্তনের পেছনে অবদান ছিল নারীর। একজন শিশুর মা একজন নয়, একজন শিশুর মা ছিল অজস্র। কারণ জন্মের পর অধিকাংশ শিশু লালিত হতো সামাজিক গ্রুপে। এজন্যই সম্ভবত, আমরা আজও প্যারেন্টস ফিগারদের সম্মান করি, আমাদের কাছে সমাজের বয়স্ক নারীদের নিজের ক্রোমোজম কমরেড বা মায়ের মতোই মনে হয়! আবার একইসাথে আমরা মম লাইক ফিগারদের প্রতি সেক্সচুয়াল ফ্যান্টাসি অনুভব করি।

কেন নারী আজ শারীরীকভাবে এত দুর্বল?

বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানীরা নারীকে স্থবির, দুর্বল ও নির্ভরশীল হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছিল, যা নারীর আদিম শিকারী-সংগ্রাহক জীবনের সাথে সরাসরি দ্বৈত করে। অ্যাড্রিয়েন জিহলম্যান জোর দিয়ে বলেছিলেন, এ সকল সমাজে নারী উল্লেখযোগ্য দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করে। আমাদের আজকের যুগের বিউটি স্ট্যান্ডার্ড এবং উপবিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায়ই নারীর দৈহিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। জিহলম্যান একজন সাত মাস বয়সী প্র্যাগনেন্ট নারীর কথা আলোচনা করেছিলেন। একজন কুং নারী কালাহারী মরুভূমিতে একইসাথে সন্তান বহন করে, লাঠি দিয়ে মাটি

খুঁড়ে এবং খাবার সংগ্রহ করে। এ ধরনের জীবনাচার জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে জীবন যাপন পদ্ধতির সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, এটি এমন একটি জীবনাচার যা কৃষির উদ্ভাবনের মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকেই অস্তিত্বশীল ছিল। নারীর দক্ষতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, তাদের প্রবল দৌড়ানোর ক্ষমতা। নারীদের এই ক্ষমতা বয়সের সাথে হ্রাস পায়, আবার কিছু কিছু নারী প্রেগন্যান্ট হওয়ার পরও দৌড়াতে পারে। মাইগ্রেশন ও জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা থেকেই নারী বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষমতা অর্জন করে, মাঝেমাঝে সংকটজনক পরিবেশেও। এটি একজন নারীর টিকে থাকার দক্ষতার পেছনে জৈবিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারে। আমাদের আদিম মানব ইতিহাসে, একজন নারী বিশাল দূরত্বে ভ্রমণ করতে সক্ষম ছিল, মাঝেমাঝে তারা গর্ভবতী অবস্থায় অথবা সন্তানকে সাথে নিয়েও বিশাল বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিত।

গর্ভবতী নারী ও শিশুদের ওপর এ সময় যথেষ্ট চাপ পড়ত। এটি তার প্রজনন ও টিকে থাকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। আর এজন্য প্রাকৃতিক নির্বাচন তাদের দেহ ও মনকে বিশেষভাবে ডিজাইন করে, তার মধ্যে কিছু বিশেষ গুণের বিবর্তন ঘটে। বিপদজনক পরিস্থিতিতে, নারী ও পুরুষ একে অন্যের সাথে কাজের লোড শেয়ার করেছিল। শিকারী-সংগ্রাহক সমাজে, কঠোর শ্রম বিভাজন ছিল না। প্রতিটি ব্যক্তি একইসাথে বিভিন্ন কাজ শেখার চেষ্টা করেছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীরাই শিকার ও সংগ্রহের কাজে বেশি জড়িত হয়েছিল, যেখানে একজন পুরুষ দায়িত্ব নিয়েছিল সন্তানের। ফিলিপাইনের নানাদুকান আগতার শিকারী সংগ্রাহক কমিউনিটি আমাদের প্রচলিত লিঙ্গের বিভাজনকে অস্বীকার করে। এ সকল সমাজে নারী পুরুষের পাশাপাশি শিকার ও মাছ ধরে। কিছু কিছু নারী আছে, যারা খুবই জীবনীশক্তিসম্পন্ন ও সফল শিকারী। এটি আমাদের কাছে বর্ণনা করে, সাংস্কৃতিক ফ্যাক্টর লিঙ্গের ভূমিকা ও কার্যকারীতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নানদুকান আগতার এই নমনীয় শ্রম বিভাজন আমাদের ঐতিহ্যবাহী লিঙ্গের প্রথাকে প্রতিহত করে। এ সকল সমাজে নারী ও পুরুষ একই ধরনের কাজ করতে পারে, তাদের মধ্যে নির্ধারিত কোনো বিভাজন নেই। কেবল সুনির্দিষ্ট কিছু পরিবেশে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় যেমন যুদ্ধ। নানদুকান আগতার এ সমাজব্যবস্থা আমাদের কাছে লিঙ্গের ভূমিকা নির্ধারণে সাংস্কৃতিক প্রভাব উপস্থাপন করে এবং নারী ও পুরুষের লিঙ্গের ভূমিকার বায়োলজিক্যাল ধারণাকে দুর্বল করে তোলে। যাই হোক, এখানে একটি প্রশ্ন আসে, এ ধরনের লিঙ্গ সমতা কী কোনো ব্যতিক্রম অথবা নিয়ম? কেন সকল শিকারী সংগ্রাহক জনগোষ্ঠীর নারীরা শিকার করে না এবং কেন সকল শিকারী সংগ্রাহক সমাজ সাম্যবাদী নয়? এ প্রশ্ন বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ করেছে জীববিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সামাজিক গতিশীলতার মধ্যকার জটিল মিথস্ক্রিয়া বোঝার জন্য।

সেক্সচুয়াল ইকুয়ালিটি

আমাদের আধুনিক যৌন সমতার ধারণার বাহিরে গিয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা আমাদের দেখিয়েছে, কৃষির উদ্ভাবনের পূর্বে শিকারী-সংগ্রাহক সমাজ উচ্চমাত্রিক যৌন সমতা প্রদর্শন করে। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের নৃবিজ্ঞানী মার্ক ডাইবল একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন, ফিলিপাইনের পালানান আগতা সম্প্রদায় এবং কঙ্গোতে বায়াকার এমবেন্ডজেল উপগোষ্ঠীর ওপর। তার এই গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছিল যে, যৌন সমতা আমাদের আদিম সমাজের একটি সাধারণ চরিত্র। ২০১৫ সালে ডাইবল এ সকল সমাজের প্রায় শতাধিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বংশবৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছিলেন। বংশবৃত্তান্তের মানচিত্র পড়ে দেখা যায়, এই সকল কমিউনিটির মানুষগুলো প্রায়শই একে অন্যের সাথে সম্পর্কহীন। নারী ও পুরুষ কেউই সবসময় তাদের নিজের পরিবারের সাথে ও কাছাকাছি বসবাস করত না, তারা প্রায়শই দুটি পরিবারের মধ্যে সুইচ করত এবং কোনোপ্রকার পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়াই তাদের সাথে বসবাস করত। যদিও মানুষ সবসময় নিজের আত্মীয় স্বজনের সাথেই বসবাস করতে চায়, এ ধরনের পছন্দ আত্মীয়ের সম্পর্কের নৈকট্যে থাকার ক্ষেত্রে একটি সীমাবদ্ধতা তৈরি করে। আর তাই এ ধরনের সমাজে কে কোথায় থাকবে, এটা তারই সিদ্ধান্ত ছিল এবং এটি একটি যৌন সমতা জন্ম দেয়।

এ ধরনের সমাজব্যবস্থা যেখানে মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কহীন কারও সাথে বসবাস করতে পছন্দ করে, এটি জটিল সমাজব্যাবস্থার বিবর্তনে ভূমিকা পালন করে। এটি মানুষকে তার নিকটবর্তী সম্পর্কের সীমানা পেরিয়ে বিস্তৃত পাল্লায় সম্পর্ক স্থাপন করার অনুমোদন দেয়। এটি এমন একটি ঘটনা যেটি সিভিলাইজেশন গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয়। নৃতাত্ত্বিক কিম হিল এবং তার সহকর্মীরা এই ধারণা সমর্থন করেছিলেন। তারা দেখিয়েছিলেন, প্রাইমেটদের সীমিত পরিসরের যোগাযোগের তুলনায় শিকারী-সংগ্রাহকরা আরও বিস্তৃত পাল্লা থেকে মিথস্ক্রিয়া করেছিল।

পালানান আগাতা সামাজিক ব্যবস্থা আমাদের সাক্ষী দেয়, যৌন সমতা আমাদের মানব ইতিহাসে খুবই সাধারণ ছিল। যদিও ঐতিহাসিকভাবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব খুবই দুর্লভ, এটি এই ধারণাকে অস্বীকার করেনি যে, আমাদের আদিম মানব সমাজ সাম্যবাদী। এটা ঠিক যে এই সকল সমাজ সামগ্রিকভাবে সাম্যবাদী নয়, কিন্তু এ ধরনের সাম্যবাদী সমাজে অসাম্যের পরিমাণ কম ছিল, বিশেষ করে লিঙ্গের ভূমিকা ও অবদানের দিক থেকে।

নৃতাত্ত্বিক মেলভিন কনার যিনি আফ্রিকার শিকারী ও সংগ্রাহক জনগোষ্ঠীর ওপর গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন, তিনিও স্বীকার করেছিলেন, শিকারী-সংগ্রাহক জনগোষ্ঠী তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায়ে যৌন সমতা প্রদর্শন করে। তিনি হাইলাইট করেছিলেন, এই সমাজে বিশেষায়নের ভূমিকা খুবই মিনিমাল। এ ধরনের সমাজে কোনো বণিক, ধর্মযাজক অথবা সরকারী অফিসারের অস্তিত্ব নেই। এ ধরনের ক্ষুদ্র সমাজে পুরুষের পক্ষে নারীকে এড়িয়ে চলা কঠিন, আর তাই এটি দুটি লিঙ্গেরই সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। এ ধরনের সমাজে, নারীরের অবদান ছিল লক্ষ্যনীয়। তারা দৈনান্দিন কাজের ৩০-৪০% লোড গ্রহণ করে, যেটি আবারও লিঙ্গের ভূমিকার ঐতিহ্যবাহী ধারণাকে অস্বীকার করে।

সমাজ ও পরিবেশই নির্ধারণ করে দেয় নারীর ভূমিকা কী হবে

একজন নারী শিকার করবে কি করবে না, সেটি বিভিন্ন ফ্যাক্টরের ওপর নির্ধারিত হয় যেমন পরিবেশ, সামাজিক প্রথা এবং অন্যান্য দায়বদ্ধতা। আসলে একজন নারী শিকার করছে কি করছে না, তার ওপর ভিত্তি করে, তার বিবর্তনীয় ইতিহাস জাজ করা যায় না। কারণ এটি অনেক সময় নারীর নিজস্ব ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়।

- **পরিবেশগত কারণ:** একজন নারী শিকার করবে কী করবে না, এটি পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। যে সকল স্থানে বড় ও বিপজ্জনক প্রাণীর পরিমাণ কম, সেখানে নারীরা শিকারে অংশগ্রহণ করে যেমন লুজনের মতো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন। এ সকল জায়গায় নারীদের মধ্যে শিকার করার প্রবৃত্তি বিবর্তিত হবে, কারণ বিপজ্জনক এলাকার তুলনায় এখানে ঝুঁকির কারণের সংখ্যা সীমাবদ্ধ।
- **ঝুঁকি ও মাতৃত্ব:** বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী মাইকেল গার্ভেন এবং কিম হিল নির্দেশনা দেন যে, নারীদের শিকার করার প্রবণতা শিকার করার সময় মৃত্যুঝুঁকির তীব্রতার ওপর নির্ভরশীল। যে সকল পরিবেশে সন্তানের জীবন মায়ের জীবনের সাথে সরাসরি জড়িত, সেখানে নারীর মৃত্যু সামগ্রিক গ্রুপকেই বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে একজন নারী যদি শিকারে বের হয়, তাকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘরের বাহিরে থাকতে হবে এবং সন্তানের প্রতি সে কোনো যত্ন করতে পারবে না।
- **সাংস্কৃতিক সমর্থন:** একজন নারীর শিকারের ইচ্ছা সে যে সমাজে বাস করে, সেই সমাজের সাংস্কৃতিক সমর্থনের ওপর নির্ভর করে। আগাতা সমাজের মতো

সমাজে, যেখানে শিকার নারীরের ওপর তেমন কোনো ঝুঁকি সৃষ্টি করে না, সেখানে নারীরা খুব সহজেই শিকারে যোগ দেয়।

- **অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা:** একজন নারী শিকার করবে কি করবে না, এটি অনেক সময় অর্থনৈতিক ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভর করে। যে সকল সমাজে বড় কোনো শিকার করা উৎপাদনশীল নয়, সেখানে নারীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী শিকারে বের হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে টেকশই অন্যান্য কর্মকাণ্ডে যোগ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সমাজ মেরিয়াম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল ও খোলসযুক্ত মাছ শিকারকে অগ্রাধিকার দেয়।
- **দক্ষতা ও চর্চা:** একজন নারী তার দক্ষতা ও প্রতিপত্তি অর্জন করার জন্যেও শিকারে যোগ দিতে পারে। যেমন অস্ট্রেলিয়ার মার্তু সমাজের মতো কিছু সমাজ আছে, যেখানে নারীরা নিজের দক্ষতা ও কুখ্যাতি প্রদর্শন করার জন্য বন্য বেড়াল শিকার করে, এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, শিকার সবসময় অর্থনৈতিক ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভরশীল নয়।
- **অভিযোজন ও অন্যান্য কাজ:** এমনও সমাজ আছে যেখানে নারীদের শিকার করার ক্ষমতা থাকার পরও তারা সেটাকে অবদমন করে। অ্যাচে সমাজের নারীদের মাঝেমাঝে শিকার করতে দেখা গেলেও, বেশিরভাগ সময় তারা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সব কাজে জড়িত থাকে। এটি আমাদের কাছে প্রমাণ করে যে নারীর শিকারের ক্ষমতা সংস্কৃতি ও পরিবেশের সাথে অভিযোজিত।
- **লিঙ্গের ভূমিকার জটিলতা:** পরিবার ও সমাজে নারীদের আসলে নির্ধারিত কোনো ভূমিকা নেই। যদিও বায়োলজিক্যাল কারণ যেমন সন্তান জন্মদান ও দুধপান করানোর প্যাটার্ন ধ্রুব, সাংস্কৃতিক কারণও নারী ও পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **চ্যালেঞ্জিং স্টেরিওটাইপ:** আদিবাসী সমাজের ওপর গবেষণা করার পর আমাদের প্রথাগত লিঙ্গের স্টেরিওটাইপ প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল, যা গবেষকদের মধ্যে পর্যাপ্ত অন্তদৃষ্টি ও ব্যক্তিগত রূপান্তর সৃষ্টি করেছিল। তারা এমন সমাজও পর্যবেক্ষণ করেছিল, যেখানে লিঙ্গভেদে কোনো শ্রমবৈষম্য নেই, যেমন নানাদুকান আগাতা, যেটি তাদের লিঙ্গের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিকল্প একটি দৃষ্টিকোণ উপহার দেয়।

অধ্যায় ২

বিজ্ঞান কেন নারীকে একগামী প্রমাণ করতে চেয়েছিল?

Why did science want to prove that women are monogamous?

একটি যুগান্তকারী এক্সপেরিমেন্ট

১৯৭৮ সালে গবেষক রুসেল ক্লার্ক এবং এলানিন হ্যাটফিল্ড ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে একটি যুগান্তকারী পরীক্ষা করেছিলেন।[2] তারা আপেক্ষিক (অপরিকল্পিত সেক্স যেমন ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড) সেক্সের প্রতি নারী ও পুরুষের সেক্সচুয়াল রিসেপ্টিভিটি দেখতে চেয়েছিলেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী নিয়োগ করেছিলেন একই পিকআপ (ডেট, তাদের অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়া ও শোয়া) লাইন অনুসারে কোনো আগন্তুককে সেক্স অফার করার জন্য। পরীক্ষাটি সেটআপ করা হয়েছিল নিম্নোক্ত উপায়ে:

- **এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ:** গবেষকরা স্বেচ্ছাসেবক নিয়েছিলেন এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজির ক্লাস থেকে। যে সকল স্বেচ্ছাসেবক দেখতে আকর্ষণীয় ছিল না, তাদের একটি আদর্শিক পিকআপ লাইন ও রিকোয়েস্ট দেয়া হয়েছিল।

- **ফলাফল:** পরীক্ষার ফলাফলটি ছিল অনমনীয়। নারী ও পুরুষ দুজনেই আগন্তুকের কাছ থেকে ডেট ইনভাইটেশন গ্রহণ করেছিল, কিন্তু কোনো নারীই একজন আগন্তুকের সাথে সেক্স করতে রাজি হয়নি। অন্যদিকে, তিন-চতুর্থাংশ পুরুষ সেক্স করার জন্য সম্মতি প্রকাশ করেছিল।

- **লিঙ্গের পার্থক্য:** এই পরীক্ষাটি আমাদের দেখিয়েছিল, নারী ও পুরুষের যৌন প্রতিক্রিয়া সমান নয়। পুরুষ যেই অফার গ্রহণ করে, একজন নারী একই অফার রিজেক্ট করে।

- **পরবর্তী পরীক্ষা:** ১৯৮২ সালে গবেষকরা এই পরীক্ষাটি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন এবং মৌলিক আবিষ্কারের সাথে ফলাফল সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। পুরুষরা নারীর তুলনায় আপেক্ষিক সেক্স করার ক্ষেত্রে বেশি রিসেপ্টিভ ছিল।

- **প্রকাশ ও প্রভাব:** প্রাথমিকভাবে, গবেষকরা তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন, কারণ কিছু প্রকাশক বিষয়টিকে খুব তুচ্ছ বলে মনে করেন। যাই হোক, যখন অবশেষে ১৯৮৯ সালে "সাইকোলজি অ্যান্ড হিউম্যান" সেক্সুয়ালিটি জার্নালে গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তখন এটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মনোযোগ লাভ করতে সক্ষম হয় এবং যৌন গবেষণায় একটি ক্লাসিক হয়ে ওঠে।

- **বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ:** এই গবেষণাটি বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে বলা হয়েছিল, নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ম্যাটিং স্ট্রাটেজি তাদের জৈবিক ভূমিকা দ্বারা পরিচালিত হয়। পুরুষ প্রতিদিন ১০০ থেকে ২০০ মিলিয়ন স্পার্ম তৈরি করে আর একজন নারী জন্মের সময় ১-২ মিলিয়ন ডিম নিয়ে জন্মায়। জীবনের শেষ পর্যায়ে তার প্রায় ৪০০-৫০০ ডিম অবশিষ্ট্য থাকে। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন পুরুষ তার অধিক সংখ্যক জিনের অনুলিপি তৈরি করতে চাইবে আর একজন নারী যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে, পুরুষের কোয়ালিটি বা গুণকে বেশি অগ্রাধিকার দেবে কারণ তার ডিমের পরিমাণ হবে ফিক্সড।

- **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:** ভিন্ন ভিন্ন যৌন কৌশলের এই ধারণাটি ডারউইনের একটি বইয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex"। এ বইটি ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

- **এক্সপেরিমেন্টাল কনফার্মেশন:** মানুষের মাঝেই যে কেবল লিঙ্গভিত্তিক প্রেমের ভিন্নতা দেখা যায়, সেটা কিন্তু সঠিক নয়। ১৯৪৮ সালে ফল মাছির ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেও তারা তাদের এই থিওরির সাপেক্ষে প্রমাণ পেয়েছিলেন। তাদের এই পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়, লিঙ্গভিত্তিক প্রেমের এই অসমতা অন্যান্য প্রজাতির মধ্যেও দেখা যায়।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানে এই গবেষণাটির প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এটি আমাদের কাছে জীববিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও মনোবিজ্ঞানের একটি জটিল মিথস্ক্রিয়া উপস্থাপন করেছিল।

মাছি নিয়ে বেটম্যানের একটি গবেষণা ও যৌনতার গভীর রহস্য উন্মোচন

বিজ্ঞানীরা যখন অন্য কোনো প্রাণীর যৌনতা নিয়ে গবেষণা করেন, তখন তারা এমন কোনো প্রাণী নির্বাচন করেন যে খুব দ্রুত প্রজনন প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি করে। এ ধরনের একটি জীবের উদাহরণ হলো "common fruit fly"।[3] ১৯৪৮ সালে লন্ডনের জন ইনেস হর্টিকালচারাল ইনস্টিটিউটের একজন উদ্ভিদবিদ এবং জিনতত্ত্ববিদ অ্যাঙ্গাস জন বেটম্যান এই কাজটি করেছিলেন, তিনি মাছির সেক্সচুয়ালিটি নিয়ে একটি দুর্দান্ত গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। মাছিদের জীবন চক্র এবং জিনগত বৈচিত্রতা যৌনতার নির্বাচন ও প্রেমের প্যাটার্ন বোঝার জন্য তাকে একজন সেরা প্রার্থীতে পরিণত করে। ব্যাটম্যান এ পরীক্ষাটি করার সময় যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন:

- **বেটম্যানের পরীক্ষা:** বেটম্যান এ পরীক্ষাটি করার জন্য প্রথমে ৫ টি নারী ও ৫ টি পুরুষ মাছি ধরে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বিশেষ করে এটা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন, যৌনতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের আচরণ কেমন হয়।

- **মূল আবিষ্কার:** বেটম্যান ১০ জন নারী ও পুরুষ মাছিকে একসাথে প্রেম করার সুযোগ দেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, ২০% পুরুষ কোনো সন্তানই উৎপাদন করতে পারেনি কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে একই ইস্যু মাত্র ৪% ক্ষেত্রে দেখা গেছে। কিন্তু কেন? এর কারণ ছিল, নারী মাছি ৫ জন পুরুষের মধ্যে ৫ জনের সাথে সেক্সই করেনি। সে সেক্স করেছিল ৫ জনের মধ্যে যে সবচেয়ে টপ লেভেলের তার বা তাদের সাথে। এজন্য একজন টপ লেভেলের পুরুষ একজন নারীর তুলনায় তিনগুণ বেশি সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম হয় আর সে হয় বহুগামী! কারণ পুরুষটি দলের একজন নারী নয়, প্রায় সকল নারীর সাথেই সেক্স করার সুযোগ পায়। আর নারীরাও একে অন্যকে কপি করে সে পুরুষটির সাথেই সেক্স করতে চায়, যে দলের একদম টপ ক্লাসের। মানুষের সমাজে এ

পদ্ধতিটি মেট কপিং স্ট্র্যাটেজি বলে পরিচিত। দলের অধিকাংশ নারী যে পুরুষকে পছন্দ করে, তাকেই অন্য নারীরা পছন্দ করতে শুরু করে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলিউড ও বলিউড মেগাস্টার। যদি কোনো না কোনোভাবে এই গবেষণা মানুষের ওপর প্রয়োগ করা যায়, তাহলে এর প্রভাব কতটা ভয়ানক হবে, আপনি ভাবতে পারেন? এটি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করবে, কেন হাজার হাজার গরীব ও অনাকর্ষণীয় ছেলে মাস্টারবেট করছে! কেন কোটি কোটি মানুষ সেক্সচুয়াল ডিসফাংশনে আক্রান্ত হচ্ছে! কেন বিশ্বের মিলিয়ন মিলিয়ন পুরুষ পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়! উদাহরণস্বরূপ, একজন নারী বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১০০০ পুরুষের মধ্যে কেবল একজন প্রাইমিনিস্টারের ছেলেকে পছন্দ করবে অথবা কোনো আকর্ষণীয় সেলিব্রেটি আর অন্যদিকে ৯৯৯ জন পুরুষ তার ছবি দেখে দেখে মাস্টারবেট করবে! তার আর কোনো উপায় নেই! তার পারিবারিক জীবনেও এই অসঙ্গতির প্রভাব পড়বে। সে তার স্ত্রীকে অত্যাচার ও নির্যাতন করবে কারণ সে তার পছন্দের নারীকে জয় করতে পারেনি। এই এক্সপেরিমেন্ট চার্লস ডারউইনের একটি বিখ্যাত ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর সেটি হলো পুরুষ অধিক সংখ্যক নারীর সাথে সেক্স করতে চায় আর নারী তার সেক্সচুয়াল নির্বাচনে খুবই সিলেক্টিভ। আপনি যদি একজন পুরুষকে ১০০ জন নারী অফার করেন, সে ১০০ জনের সাথেই সেক্স করতে চাইবে আর আপনি যদি একজন নারীকে ১০০ জন পুরুষ অফার করেন, সে একশজনের মধ্যে সবচেয়ে টপ লেভেলের কাউকে পছন্দ করবে! পুরুষ চায় মিলিয়ন মিলিয়ন ভ্যাজাইনা আর নারী চায় একজন সামাজিক পদমর্যাদাসম্পন্ন ও আকর্ষণীয় পুরুষ। পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট কিন্তু নারীর আকর্ষণ মৌলিকভাবে পুরুষ নয়, তার সামাজিক স্ট্যাটাসের প্রতি। এজন্যই ফেমিনিজম এত সফল একটি মুভমেন্ট!

- **যৌনতার নির্বাচন ও বিবর্তন:** বেটম্যানের এই পর্যবেক্ষণ যৌনতার নির্বাচনের ধারণাকে সমর্থন করে। ডারউইন প্রস্তাব করেছিলেন, যখন একটি সেক্স অন্যের সাথে সঙ্গীর জন্য প্রতিযোগিতা করে, তখন তাদের মধ্যে একটি বিবর্তনীয় চাপ তৈরি হয় বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে, যেন তারা কোনো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উন্নত করতে পারে। এ ধরনের বিবর্তনীয় চাপ থেকে অতিরঞ্জিত শারীরীক চরিত্র ও আচরণ বিবর্তিত হয় যা তাদের প্রেমের সফলতা বৃদ্ধি করতে পারে। সেক্সচুয়াল সিলেকশনে পুরুষ যেন নারীর মস্তিষ্ক জয় করতে পারে, এজন্য তার দেহের মধ্যে প্রতারণামূলক বিভিন্ন সাজসজ্জা

বিবর্তিত হয় যেমন পুরুষ ময়ূরের বিশাল লেজ অথবা বার্ড অব প্যারাডাইসের জটিল নৃত্য । মানব পুরুষদের ময়ূরের মতো বিশাল লেজ নেই কিন্তু তারা নারীর সামনে সবচেয়ে দামী বাইক ছোটায়, মারসিডিজ গাড়ি চালিয়ে তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, মিউজিক কম্পোজ করে অথবা গরীবদের হেল্প করে তার মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চায়। পুরুষের মধ্যে আমরা যে অতিরঞ্জিত আবেগ ও প্রদর্শনী দেখি, তার পেছনে একমাত্র কারণ হলো নারীর ডিম কম, তাই সে পুরুষ নির্বাচনের সময় খুবই সিলেক্টিভ আচরণ করে! আর আমরাও নিজেদের নারীদের কাছে সবচেয়ে দামী অথবা প্রিমিয়াম পুরুষ প্রমাণ করার চেষ্টা করি।

- **বেটম্যানের অবদান:** বেটম্যানের পরীক্ষা যৌনতার নির্বাচন ও প্রজনন আচরণের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া হাইলাইট করে। যদিও তার প্রাথমিক পেপার কোনো তাৎক্ষণিক মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পারেনি, তার কাজ পরবর্তী সময়ে গবেষক রবার্ট ট্রিভার্স জনপ্রিয় করেছিলেন, যিনি যৌনতার নির্বাচনে এই গবেষণার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

- **বেটম্যানের পরীক্ষার উত্তরাধিকার:** মাছির ওপর ব্যাটমেনের এই এক্সপেরিমেন্ট যৌনতার নির্বাচন তত্ত্বকে নতুন পথ দেখায়। তার এই পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন প্রজাতির ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, যার মধ্যে মানুষও রয়েছে। এটি আমাদের সহযোগিতা করেছিল, প্রাণীদের প্রেমের আচরণ, শারীরীক বৈশিষ্ট্য ও প্রজনন কৌশল বিবর্তনের পেছনে সিলেকশন প্রেসার বোঝার জন্য ।

বেটম্যানের থিওরির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা এবং বহুগামী নারীর উত্থান

বেটম্যানের এ থিওরি বছরের পর বছর বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের গবেষণাকে প্রভাবিত করেছিল। মানুষ প্রচার করতে শুরু করেছিল যে নারী একটি একগামী জীব। শুধু মানুষ নয়, পৃথিবীর সকল জীবই একগামী। এমন একটা সময় আমাদের আদিম পূর্বসুরীরা এক্সটারনাল ফার্টিলাইজেশনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করেছিল, নারীরা ডিম ছেড়ে দিয়েছিল আদিম সমুদ্রে আর পুরুষের স্পার্ম এসে সেগুলো নিষিক্ত করেছিল। কিন্তু সমুদ্রের ওপর নারীর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

সমুদ্রের ইকোসিস্টেম এক একসময় এক একরকম। সমুদ্র স্রোত, তাপমাত্রা অথবা কোনো শিকারী প্রাণী এসে তার ডিমগুলো খেয়ে ফেলত। এছাড়া এক্সটারনাল ফার্টিলাইজেশনের সময় নারীর ডিম এমন কোনো পুরুষের জিন দ্বারা নিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যার জিনগুলো ভালো নয়। এজন্য ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশনের বিবর্তন ঘটে। এ সময় নারী পেটের মধ্যেই ডিম রেখে দেয়। সে সরাসরি ডিম পাড়ে ও বাচ্চা জন্ম হয়। আর এভাবেই বিবর্তন ঘটে আদিম ভ্যাজাইনা। তার আগে নারীর কোনো ভ্যাজাইনাও ছিল না (বিস্তারিত জানতে, আমার বই সায়ানোব্যাক্টেরিয়া থেকে সাইবারসেক্স পড়ুন)।

যাই হোক, ডিম পাড়ার পর ডিমকে তাপ দিতে হয় এবং ম্যামালদের ক্ষেত্রে সন্তান জন্ম দেয়ার পর সন্তানকে দুধ পান করাতে হয়। আর এভাবেই নারীর পক্ষে বহুগামিতা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। নারীরা এখন তার যোনির ওপর সকল পুরুষকে অ্যাকসেস দেয় না। তারা এখন বিশেষ কিছু পুরুষকে অ্যাকসেস দেয়। তারা নিজের জন্য উপযুক্ত সঙ্গী নির্বাচন করার চেষ্টা করে সঙ্গীর শারীরীক কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে। এক্ষেত্রে আমরা সিলক ওয়ার্মের কথা বলতে পারি।

পুরুষরা নারীকে উদ্দেশ্য করে রাসায়নিক সিগন্যাল প্রেরণ করে এবং নারীর যদি সেই সিগন্যাল পছন্দ হয়, তবে সে পুরুষটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। বার্ড অব প্যারাডাইসের মধ্যে আমরা বিশেষ লেজ, পাখার রঙ ও নৃত্য দেখতে পাই এবং এমনকি তারা নারীকে সন্তুষ্ট করার জন্য জঙ্গলে একটি নির্দিষ্ট স্থান পরিস্কার করে ও জটিল নৃত্য পরিবেশন করে, নারী যদি তার নৃত্য দেখে সন্তুষ্ট হয়, সে তার প্রতি উত্তেজনাবোধ ও সঙ্গম করে। একমাত্র ম্যামালদের মধ্যেই আমরা দীর্ঘকালীন নার্সিং-এর প্রবণতা দেখতে পাই।

আসলে আমি যেটা বলতে চাই, ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন ও ভ্যাজাইনার বিবর্তন ঘটার পর থেকেই নারী পুরুষ নির্বাচনে সিলেক্টিভ হয়ে ওঠে আর এটা ভালো পুরুষ নির্বাচনের জন্য একটি দুর্দান্ত কৌশল। বেটম্যানের মাছির ওপর গবেষণাও আমাদের এই হাইপোথিসিসকে সমর্থন করছে যে, নারী অপরিকল্পিতভাবে কোনো পুরুষকে নির্বাচন করে না, সে কোয়ান্টিটির থেকে, কোয়ালিটিকে বেশি প্রাধান্য দেয়।

যাই হোক, বেটম্যানের মাছির এক্সপেরিমেন্ট ও মানব আচরণের ওপর এ গবেষণার প্রভাব ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এটি আমাদের সমাজের অবচেতন মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, পুরুষ জেনেটিক্যালি বহুগামী আর নারী একগামী। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি নারীর একগামিতাকে জাস্টিফাই করতে চায়।

বেটম্যানের এই গবেষণা সে সকল ধর্ম ও সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করেছিল। পূর্বে যে সকল নারী তাদের নিজের বহুগামী মানসিকতার কথা প্রকাশ করেছিল, এখন তারাও প্ররোচিত হচ্ছে, এটা ভেবে নিতে যে, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এ গবেষণা থেকে ব্যাপক সাপোর্ট পেয়েছিল, তারা নিজের বহুগামিতার সাপেক্ষে বায়োলজিক্যাল একটি গ্রাউন্ড খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু অল্প কয়েকটি জীবের ওপর গবেষণা করে পৃথিবীর ৮.৬ মিলিয়ন প্রজাতির নারীকে বহুগামী প্রমাণ করা যায়?

মাছির ওপর গবেষণা কী মানুষের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য? শিম্পাঞ্জি ও বনোবো মানুষের সাথে সাধারণ পূর্বসূরী শেয়ার করেছে, তাদের প্রায় ৯৮% জেনেটিক্যাল সামঞ্জস্য। আর একটি মাছির সাথে মানুষ শেয়ার করেছে মাত্র ৬০% জিন। কিন্তু তারপরও রবার্ট ট্রিভার্স কোন যুক্তিতে শিম্পাঞ্জি ও বনোবোর পরিবর্তে মাছির ওপর পরিচালিত গবেষণা মানুষের ওপর অ্যাপ্লাই করতে চেয়েছিলেন, আমি জানি না।

ট্রিভার্সের এই গবেষণাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন নৃতাত্ত্বিক সারাহ হার্ডি। তিনি দেখিয়েছিলেন, একজন মানব নারীর আচরণ খুবই জটিল ও গতিশীল। প্রাইমেট নারীরা একাধিক পুরুষের সাথে সেক্স করে। একজন বনোবো নারী দলের মধ্যে তার ক্রোমোজম কমরেড ছাড়া আর সবার সাথেই সেক্স করে। আর এই বনোবোর সাথে আমরা ৯৮.৭ শতাংশ জিন শেয়ার করেছি। তারা আমাদের ডিএনএ কমরেড। আমরা তাদের সাথে একই কমন অ্যানসেস্টরের জিনোম শেয়ার করেছি। অতএব, একই জেনেটিক লাইন বা জিনোম থেকে আসার পরও বনোবো নারী যৌনতার ক্ষেত্রে এত আধিপত্যবাদী আর মানব নারী রক্ষনশীল, এটা কিছুটা বিভ্রান্তিকর। একইসাথে এটাও বিভ্রান্তিকর যে, আমরা মানব নারীকে তার ডিএনএ কমরেড বনোবো ও শিম্পাঞ্জির সাথে তুলনা না করে, একটি মাছির সাথে তুলনা করছি!

ট্রিভার্সের ধারণা বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, ক্রমশ বিজ্ঞানীরা উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তারা বুঝতে পারেন, মাছির যৌন আচরণ মানুষের ওপর প্রয়োগ করা একটি অতিসরলীকরণ এবং পক্ষপাত। মানব নারীর যৌন আচরণ কেবল বিবর্তনীয় চাপ দ্বারাই প্রভাবিত নয়, এর পেছনে আরও বৈচিত্র্যময় কারণ লুকিয়ে আছে। পুরুষ বহুগামী আর নারী পুরুষের পেনিসের জন্য মরিয়া হয়ে বসে আছে, এটি মানব আচরণের পরিপূর্ণ জটিলতা ক্যাপচার করতে ব্যর্থ হয়।

আদিবাসী সোসাইটিগুলোর ওপর গবেষণা

আমাদের সমাজে নারীরা সাধারণত তাদের বহুগামিতার কথা স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানীরা একবার ১২০ জন অংশগ্রহণকারীর ওপর একটি এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করেছিলেন। নারীরা সাধারণত তাদের বহুগামিতার ব্যাপারে মিথ্যা তথ্য দেয়। এটা হতে পারে সামাজিক জাজমেন্ট অথবা রিজেকশনের ভয়ে। কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্টে ৮৩% ক্ষেত্রে নারীর বহুগামিতা শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। এমন কি হেলেন ফিশার নিজেও লাই ডিটেক্টরের মেশিনের নিচে বসিয়ে, নারীর রক্তপ্রবাহ ও হৃদপিন্ডের স্পন্দন পড়ে তার বহুগামিতার ডেটা বের করে আনে।[4]

বিশ্বের প্রায় অর্ধেক সোসাইটি নারীর বহুগামিতাকে কমন মনে করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা করে দেখেছি, উদার ও নাস্তিক মেয়েরা বহুগামিতার ব্যাপারে খুবই উন্মুক্ত এবং তারা এটাকে উপভোগ করে। কিন্তু সামাজিক বিচার ও প্রত্যাখ্যানের ভয়ে তারা সেটা শিকার করে না। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলসের মানব আচরণ বিজ্ঞানী ব্রুক স্কেলজা বিভিন্ন সংস্কৃতির ওপর গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। তিনি নারীদের বৈচিত্র্যময় সেক্সচুয়াল আচরণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। নাম্বিয়ার হিম্বা জনগোষ্ঠীর নারীরা অন্যান্য সংস্কৃতির মানুষের তুলনায় যৌনতার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী। হিম্বা নারীরা বিয়ের পরও অন্যান্য পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক করে। এটি আমাদের কাছে প্রমাণ করে যে, মানব নারী যৌনতার ক্ষেত্রে কখনোই রক্ষনশীল অথবা সংকীর্ণ নয়। হিম্বা সংস্কৃতিতে নারীর প্রেমকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়, যা বেটম্যানের থিওরিকে চ্যালেঞ্জ করে।

হিম্বা সোসাইটিতে কোনো জারজ সন্তান নেই। তারা কোনো বৈবাহিক সম্পর্কে না জড়িয়েই সন্তান জন্ম দিতে পারে, যেটাকে বলা হয় "ইউফেমিসম্স"। এ ধরনের আচরণ বেটম্যানের থিওরিকে আবারও প্রশ্নবিদ্ধ করে। ব্রুক স্কেলজা নারীর সতীত্বের

অতি-সরলীকৃত দৃষ্টিকোণকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন। বিশ্বে এমন আরও সোসাইটি বর্তমান, যে সকল সমাজে নারী বহুগামী, যেমন চীনের মসুও এবং সে সকল সমাজ, যেখানে নারীরা পারিবারিক সম্পত্তিকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, যেটি আবারও যৌনতার ঐতিহ্যবাহী মডেলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বিশ্বব্যাপী আমরা মানুষের যৌনতায় এমন আরও বৈচিত্র্যতা দেখতে পাই, যা বেটম্যানের পূর্বাভাসের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। হিম্বাদের ওপর গবেষণা করে স্কেলজা বুঝতে পারেন, যৌন আচরণ নির্ধারণে সংস্কৃতির একটি ব্যাপক প্রভাব আছে। তার গবেষণা নির্দেশনা দিয়েছিল যে, জীববিজ্ঞান ছাড়াও সাংস্কৃতিক নিয়মও যৌনতার সম্পর্ক প্রভাবিত করে। হিম্বাদের বিকল্প যৌনতার সংস্কৃতি এটা প্রমাণ করে না যে, তারা ভালোবাসাকে সেক্সে প্রতিস্থাপন করেছে। এটি আমাদের কাছে এটাই প্রদর্শন করে যে, সাংস্কৃতিক নিয়ম মানব আচরণ পরিচালনা করতে পারে।

জর্ডান পিটারের প্রতি প্রশ্ন

নারী ও পুরুষ মৌলিকভাবে সমাজের সৃষ্টি নয়। ১৪০ মিলিয়ন বছর পূর্বে ক্রিটেশিয়াস যুগে পৃথিবীর আদি ফুল এনজিওস্পার্ম ফোটার মিলিয়ন বছর পূর্বেই দুটি সেক্স একে অন্য থেকে বিভাজিত হয়েছিল। নারী ও পুরুষের এই বিভাজন ডায়নোসর থেকেও প্রাচীন। এমন কী পৃথিবীতে যখন হোমো ইরেক্টাস, ডেনিসোভান, নিয়ানডার্থাল ও হোমো স্যাপিয়েন্স ছিল না, তখনও পৃথিবীতে নারী ও পুরুষ ছিল। তুমি ও তোমার প্রেমিকার জন্মের ৩০০ মিলিয়ন বছর পূর্বেও নারী ও পুরুষের অস্তিত্ব ছিল। পৃথিবীর ৮.৬ মিলিয়ন প্রজাতির মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ জীবই যখন অনুপস্থিত ছিল, তখন থেকেই নারী ও পুরুষের আদি বিভাজন আণবিক পর্যায় থেকে শুরু হয়েছিল আদিম সমুদ্রে। এ সময় এক্স ও ওয়াই ক্রোমোজম ছিল না। তাদের কাছে কেবল এক ব্যাগ জেনেটিক ম্যাটারিয়াল ছিল। এরা ছিল প্রোক্যারিয়ট। এদের কোনো নিউক্লিয়াস ও মেমব্রেন ছিল না। ৩.৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে আদিম সমুদ্রে সায়ানোব্যাক্টেরিয়া নামক একটি জীব দেখা দেয়। তারা বিশ্বকে বিস্ময়কর উপায়ে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তারা পানি, কার্বন-ডাই অক্সাইড ও সূর্যের আলোকে সুগারে পরিণত করেছিল শক্তি উৎপাদন করার জন্য। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফটোসিন্থেসিস।

কিন্তু এই প্রক্রিয়ার একটি সাইড ইফেক্ট ছিল, আর তা হলো- এটি অক্সিজেন তৈরি করে! সে সময় পৃথিবীর অধিকাংশ জীবনের জন্য অক্সিজেন ক্ষতিকর একটি টক্সিন ছিল। এ টক্সিন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, অণুজীব জগতে একটি বিরাট ঘনবিলুপ্তি সংঘটিত হয়েছিল। এটাকে গ্রেট অক্সিড্যাশন ইভেন্ট বলে (২.৪৫ বিলিয়ন বছর থেকে ২.০৬

বিলিয়ন বছর)। এটি পরিবেশে নতুন একটি সম্ভাবনার দুয়ার খোলে, অক্সিজেন সমৃদ্ধ আবহাওয়া তৈরি করে, যে টক্সিনটি আজ টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু সমুদ্রে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে প্রোক্যারিয়টদের জেনেটিক ম্যাটারিয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ তাদের চারপাশে কোনো মেমব্রেন নেই, অক্সিজেন ফ্রি-রেডিক্যাল সরাসরি ডিএনএ অণুকে আঘাত করে এবং জেনেটিক উপাদান নষ্ট করে দেয়।

অক্সিজেনের হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য প্রোক্যারিয়টের জিনোম বিবর্তিত হয়ে ইউক্যারিয়ট বিবর্তিত হয়েছিল, এরা তাদের চারপাশে একপ্রকার খোলস বা মেমব্রেন তৈরি করে, যেটা আজ আমাদের দেহের এক একটি সেল হিসেবে কাজ করে। যখন এরা তাদের দেহের চারপাশে মেমব্রেন তৈরি করে, তখন তারা চারপাশের পরিবেশ থেকে নিজেকে এই মেমব্রেন দিয়ে প্রতিরক্ষা করে। কিন্তু সমস্যা হলো, অক্সিজেনের অস্থিতিশীল অণু তারপরও তাদের দেহ ভেদ করে ডিএনএর ক্ষতি করার চেষ্টা করে, এছাড়া সমুদ্রে ছিল প্রচুর পরিমাণ টক্সিন। তাদের কাছে এটা থেকে বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। কী করবে তারা এখন? তাদের সামনে একটাই পথ খোলা ছিল, আর সেটা হলো সেক্স। তাদের সেক্স করতে হবে? কিন্তু কেন?

কারণ সে সময় তারা বাইনারী ফিশন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করেছিল। একটি কোষ সরাসরি দু-ভাগে ভাগ হয়ে যেত, নতুন যে সকল কোষ তৈরি হতো, তাদের জেনেটিক ম্যাটারিয়াল পূর্বের কোষগুলোর কপিপেস্ট। তাই অক্সিজেন ফ্রি রেডিক্যাল, তাপমাত্রা, রেডিয়েশন অথবা কোনো টক্সিন দ্বারা প্যারেন্টস ডিএনএ যদি ক্ষয় হতো, সেটা সরাসরি নতুন অনুলিপিগুলোর মধ্যেও ছড়িয়ে যেত, কোনো ভ্যারিয়েশন নেই। এ ক্ষতিকর বা ডিলেটোরিয়াস মিউটেশনগুলো জমতে জমতে একসময়, মিলিয়ন মিলিয়ন ইউক্যারিয়টের বিলুপ্তি ঘটেছিল। আর এজন্য একটি মেকানিজম বিবর্তিত হয়।

দুটি ব্যাক্টেরিয়া একে অন্যের শরীরের সাথে টানেল তৈরি করে। আর এই টানেলের ভেতর দিয়ে একজন অন্যজনের দেহে নিজের কিছু জেনেটিক ম্যাটারিয়াল পাঠানো শুরু করে। যে এই জেনেটিক ম্যাটারিয়াল প্রেরণ করেছিল, সে ছিল ডোনার আর যে জেনেটিক ম্যাটারিয়াল রিসিভ করেছিল সে ছিল রিসিপিয়েন্ট, এভাবে সামগ্রিক প্রজাতির মধ্যে পপুলেশন লেভেলে জেনেটিক বৈচিত্র্যতা তৈরি হতে শুরু করে। এরা নারী বা পুরুষ ছিল না, এরা কোনো সেক্স বা জেন্ডারও ছিল না__ তবে এরা ছিল সেক্স এবং নারী ও পুরুষের প্রথম ন্যাচারাল প্যাটার্ন। এরাই ছিল নারী ও পুরুষের আদিম নীলনকশা।

মিলিয়ন মিলিয়ন বছর প্রকৃতি পরম বিশৃঙ্খলা ও অসংখ্য ভুলের পর, একসময় নির্ধারণ করতে পেরেছে, প্রকৃতিতে এমন একটি প্যাটার্ন থাকা উচিত, যেখানে একটি স্ট্র্যাকচার জেনেটিক ম্যাটারিয়াল প্রদান করবে আর অন্য স্ট্র্যাকচার সেটি রিসিভ করবে। এভাবে নতুন নতুন যে সকল জিনোম তৈরি হবে, সেটি হবে পূর্ববর্তী জিনোম থেকে পাওয়ারফুল। আর এই পদ্ধতিতে একসময় ডোনার জীব পরিণত হয় পুরুষ এবং রিসিপিয়েন্ট পরিণত হয় একজন নারী। যদিও প্রকৃতিতে এমন অনেক প্রজাতি আছে, যেখানে পুরুষ রিসিপিয়েন্ট এবং নারী হলো একজন ডোনার যেমন অ্যালিফেন্ট সীল।

নারী অ্যালিফেন্ট সীল পুরুষের দেহে ঝুলে থাকা একটা থলের ভেতর জেনেটিক ম্যাটারিয়াল রেখে চলে যায় এবং পুরুষই সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন করে।

আনুমানিক ৫০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে প্রথম এক্স-ক্রোমোজমের বিবর্তন ঘটেছিল। এই সময় পুরুষ ও নারী দুজনেরই এক্স-ক্রোমোজম ছিল, ক্রোমোজম লেভেল থেকে নারী ও পুরুষের পার্থক্য নির্ধারিত হয়নি। কেম্ব্রিয়ান যুগে নারী ও পুরুষের পার্থক্য নির্ধারিত হয়েছিল, এক্সটারনাল পরিবেশ বা তাপমাত্রা দ্বারা। এ সময় আমাদের আদিম পূর্বসূরীরা ডিম পাড়ত। মনে করুন, ডিমটি যদি ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফুটত, তবে সন্তান হতো নারী এবং ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ডিমটি ফুটে একটি পুরুষের দেহ বের হতো। এভাবে বাহিরের পরিবেশই নির্ধারণ করেছিল এক্স-ক্রোমোজমটির এক্সপ্রেসন পুরুষ অথবা নারী।

৩০০ মিলিয়ন বছর আগে, এক্স-ক্রোমোজমে একটি জিনের ডুপ্লিকেশন ঘটে, জিনটি ডুপ্লিকেশন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন হয়ে যায়, যার নাম SRY। SRY জিনের বিবর্তনের পর জেনেটিক লেভেল থেকেই ক্রোমোজমের এক্সপ্রেসন প্রকাশিত হতে শুরু করে, কে নারী হবে বা কে পুরুষ হবে, সেটা ডিমের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় ইন্টারনাল জিন দ্বারা।

২০০-১৫০ মিলিয়ন বছর পূর্বে ট্র্যায়াসিক যুগে, প্রোটো ম্যামাল বা সিন্যাপসিডদের ডায়নোসরদের সাথে দেখা হয়েছিল। ডায়নোসরের চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্য, প্রটোম্যামালদের আকার ক্ষুদ্র হয়ে যায়। তাদের আকারের ক্ষুদ্রতার কারণে তাদের ডিমও ক্ষুদ্র হয়ে ওঠে, হ্রাস পায় ডিমের ভেতর পুষ্টির পরিমাণ।[5] যে সকল শিশু এত ক্ষুদ্র ডিম থেকে বের হত, তারা পর্যাপ্ত পুষ্টি পেত না। আর তাই ইন্টারনাল গেস্টেশন বা অভ্যন্তরীণ গর্ভধারণের বিবর্তন ঘটে, যেটি সরাসরি মা থেকে ফিটাসে পুষ্টি স্থানান্তরের অনুমোদন দেয়। এ সময় একজন নারীর ব্রেস্ট,প্ল্যাসেন্টা ও ভ্যাজাইনার উপস্থিতি দেখা যায়, কারণ সন্তানকে গর্ভধারণ করার জন্য একটি প্ল্যাসেন্টা দরকার আর দেহ থেকে সন্তানকে বের করার জন্য দরকার একটি ভ্যাজাইনা। একটি সন্তান মায়ের গর্ভে আসার সাথে সাথে, মায়ের দেহের ইমিউন সিস্টেম তাকে ভাইরাস বা থ্রেট হিসেবে ডিটেক্ট করে ও তাকে হত্যা করার জন্য টি-কিলার সেল পাঠায়। এতদিন টি-কিলার সেলের হাত থেকে সন্তানকে রক্ষা করেছিল ডিমের খোলস আর এখন রক্ষা করছে প্ল্যাসেন্টা।

পৃথিবীতে যখন নারীর দেহের যোনি, স্তন ও প্লাসেন্টার বিবর্তন ঘটেছিল, তখন পৃথিবীতে কোনো মানব নারী তো দূরে থাক, একটি অস্ট্রোলোপিথিকাসও উপস্থিত ছিল না! প্রকৃতি তার চলার পথে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পর্যন্ত অসীম অজানা ও অন্ধকারের মুখোমুখি হয়েছিল, সে বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হয়েছিল, সে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়েছিল। নারী, পুরুষ, পিতা, মাতা এই সকল প্যাটার্ন বিবর্তিত হয়েছিল সেই বিশৃঙ্খলা ও অসীম অনিশ্চয়তাকে মোকাবিলা করার জন্য। নারী ও পুরুষ নামক এই ক্যাটাগরি বিবর্তনের কারণেই জেনেটিক ডায়ভার্সিটি সৃষ্টি হয়, যা আমাদের পূর্বসূরীদের অজানা রেডিয়েশন ও টক্সিন থেকে বাঁচায়। প্রকৃতি যখনই কোনো অপটিম্যাল বা বিশ্বস্ত

প্যাটার্ন পেয়েছে, সেই প্যাটার্নকেই সে জেনেটিক ম্যাটারিয়ালে এনকোড করেছে, সেই প্যাটার্নই বিলিয়ন বিলিয়ন বছর সে পুনরাবৃত্তি করেছে।

জর্ডান পিটারসন মনে করেন, পুরুষতন্ত্রও একটি প্যাটার্ন। যেটি আনুমানিক ৫০০-৩০০ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকেই প্রকৃতিতে উপস্থিত। নারী ডিম পেড়েছে, সে সন্তানকে দুধ দিয়েছে, সে সন্তান লালন-পালন করেছে এবং তার বহুগামিতার সুযোগ ছিল কম। সে ছিল পুরুষ নির্বাচনে সিলেক্টিভ। সে সবসময় দলের টপ লেভেলের পুরুষকেই পছন্দ করেছে। এমনকি একটি গলদা চিংড়ির মধ্যেও প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বছর এই প্যাটার্ন উপস্থিত। নারী গলদা সে পুরুষের সাথেই সেক্স করে, যে টেরিটরি জয় করতে সক্ষম, যে আলফা পুরুষ। যেমন ধরুন, ১০০ জন পুরুষের মধ্যে নারীরা টপ লেভেলের পুরুষের জন্যই প্রতিযোগিতা করেছে। একজন পুরুষ ১০০ জন নারীর মধ্যে একশজনের সাথে সেক্স করলেও, ১০০ জন নারী ১০০ জন পুরুষের সাথে কখনোই সেক্স করেনি, তারা সবাই টপ লেভেলের পুরুষকেই চেয়েছে। আর তাই পুরুষতন্ত্র হলো একটি প্যাটার্ন। এটি মিলিয়ন মিলিয়ন বছর প্রকৃতিতে উপস্থিত, আর নারীবাদ হলো একটি বিশৃঙ্খলা। এটি একটি অনিশ্চয়তা। এটি একটি আতঙ্ক। হর্মোনাল ফ্ল্যাকচুয়েশনের কারণে নারী ভীষণ আনপ্রেডিক্টেবল!

তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, পৃথিবীর সকল ধর্মই নারীকে বিশৃঙ্খল বলেছে। এমনকি অ্যাডামের গল্পেও আমরা দেখতে পাই যে, ইভের প্ররোচনায় পড়েই আদমকে স্বর্গ ছাড়তে হয়েছে! তিনি পরোক্ষভাবে এটাই ইঙ্গিত করার চেষ্টা করেছেন, নারীবাদ একটি বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি গলদা চিংড়ির উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, যখন একটি গলদা চিংড়ি কোনো একটি টেরিটরি জয় করে এবং আর অন্যজন পরাজিত হয়, তখন পরাজিত রাজার মস্তিষ্কে সেরেটোনিন কমে যায় ও অক্টামিন বেড়ে যায় এবং মুহূর্তেই তার পুরাতন ব্রেন সুইসাইড করে ও একটি নতুন ব্রেন তৈরি হয়, যেন সে নিজেকে দাস হিসেবে মেনে নিতে পারে। তিনি আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, সামাজিক অনুক্রম, সামাজিক সংস্কার ও সামাজিক ঐতিহ্যও একটি প্যাটার্ন, এই প্যাটার্ন প্রকৃতি প্রিজার্ভ করেছে, আমাদের সেলফ সিমিলারিটি প্রদান করার জন্য, আমাদের পরিচিত একটি সামাজিক স্ট্র্যাকচার দেয়ার জন্য, আমাদের মধ্যে একটি কমন কনসাসনেস তৈরি করার জন্য, যেন আমরা অসীম বিশৃঙ্খলা ও অন্ধকারে তলিয়ে না যাই।

কিন্তু জর্ডান পিটারের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, আসলেই কী পুরুষতন্ত্র একটি প্যাটার্ন? আমরা এক্ষেত্রে কেবল শিম্পাঞ্জি ও বনোবোর উদাহরণ দিতে চাই। শিম্পাঞ্জি ও বনোবো দুজনই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত দুটি প্রাইমেট। তারা দুজনেই একটি সাধারণ পূর্বসুরী শেয়ার করেছে। তারা যে আচরণ ও সামাজিক কাঠামো প্রদর্শন করে, সেটি পিতৃতান্ত্রিকতার উদ্ভব সম্পর্কে আমাদের গভীর একটি ধারণা প্রদান করে। শিম্পাঞ্জির সমাজে গলদা চিংড়ির মতোই সামাজিক পরম্পরা আছে। পুরুষ এখানে আগ্রাসী আচরণ করে, তারা মাঝেমাঝে তাদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য মৈত্রী গঠন করে। একজন নারী এ সমাজে আনুগত, তারা পুরুষের প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না। সঙ্গী ও

সম্পদের জন্য পুরুষের মধ্যে সবসময় প্রতিযোগিতা লেগেই থাকে। উদাহরণস্বরূপ, শিম্পাঞ্জির সমাজে তারা নারীর প্রতি আগ্রাসন ও ভয় প্রদর্শন করে, তার প্রেমিক নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। তারা একজন রিসেপ্টিভ নারীর প্রতি নিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই আচরণ ঐতিহ্যবাহী পিতৃতান্ত্রিক পদ্ধতির সাথে সমন্বিত, যেখানে পুরুষ নারীর প্রজনন পথের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

আর অন্যদিকে বনোবো, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গালে ঠাস করে একটা থাপ্পড় মেরে দেয়। এই সমাজে নারীদের প্রভাব সর্বাধিক। তারা পরস্পর সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গঠন করে ও দলবদ্ধ হয়। বনোবোদের সাধারণত সাম্যবাদী বলা হয়। কিন্তু নারী বনোবো একে অন্যের সাথে দল গঠন করে এবং সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যে তারা দলবদ্ধ শক্তি ব্যবহার করে। বনোবো নারী বাইসেক্সুয়াল। তারা নারী ও পুরুষ দুজনের সাথে সমানে সেক্স করে। সমকামিতার মাধ্যমে বনোবো নারী রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে। একটি বনোবো নারী যখন এস্ট্রাসে আসে বা যখন সে সেক্সের জন্য রেডি হয়, সে নিজের ক্রোমোজম কমরেড ছাড়া অবশিষ্ট যত পুরুষ আছে সবার সাথে সেক্স করে। কোনো পুরুষ ঝগড়া করলে, সে সেখানে গিয়ে দুজনের সাথেই তার পুসি শেয়ার করে। তারা কমিউনাল সেক্স করে সামাজিক টেনশন দূর করা এবং সামাজিক সঙ্গতি তৈরি করার জন্য। একজন বনোবো নারীর কাছে সেক্স হলো একটি রাজনৈতিক শক্তি। আমরা সমাজের মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করি, আর একটি নারী বনোবো ব্যবহার করে তার পুসি। সে কেবল সোসাইটির মস্তিষ্কের স্ট্রেস হর্মোন কমিয়ে দেয় ও অক্সিটোসিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এখান থেকে প্রমাণিত হয়, শিম্পাঞ্জির জগতে যেটা প্যাটার্ন, বনোবোর জগতে সেটা প্যাটার্ন নয়।

শিম্পাঞ্জি ও বনোবোর সাথে মানুষ প্রায় ৯৮% জিন শেয়ার করেছে। প্রশ্ন হলো, কেন মানব নারী বনোবোর মতো, সমাজের মস্তিষ্কের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারছে না? তারা কী শিম্পাঞ্জি ও বনোবোর থেকেও দুর্বল? পুরুষতন্ত্র যদি প্যাটার্ন হয়, তবে কেন অ্যালিফেন্ট সী হর্স নারীর দাসত্ব করে, কেন বনোবো পুরুষতন্ত্রের গালে চপেটাঘাত করে?

এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষতন্ত্র সর্বজনীন কোনো প্যাটার্ন নয়। বিলিয়ন বিলিয়ন বছর প্রকৃতিতে কোনো একটি প্যাটার্ন উপস্থিত থাকলেই যে, সেটি সকল প্রজাতির ওপর অ্যাপ্লাই করা যাবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মানব নারী কখনোই ইনফারিয়র নয়, তাকে জোরপূর্বক ইনফারিয়র করে রাখা হয়েছে।

অধ্যায় ৩

নারীর পুসিতে একটি পেনিস ক্যামেরা

A penis camera in a woman's pussy

আর্টিফিশিয়াল পেনিস প্রমাণ করেছিল নারী একজন বহুগামী

নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা মানুষের পেনিসের বিবর্তনীয় উদ্দেশ্য বোঝার উদ্দেশ্যে একবার গবেষণা করেছিলেন। এক সময় তারা "সিমেন ডিসপ্লেসমেন্ট থিওরি" নামক একটি থিওরি প্রতিষ্ঠা করে। এ থিওরি অনুসারে, পুরুষের পেনিসের খাঁজবিশিষ্ট গ্লান বা মাথা (ridged glans) বিবর্তিত হয়েছিল, নারীর যোনি থেকে প্রতিযোগী পুরুষের সিমেন বের করার উদ্দেশ্যে।

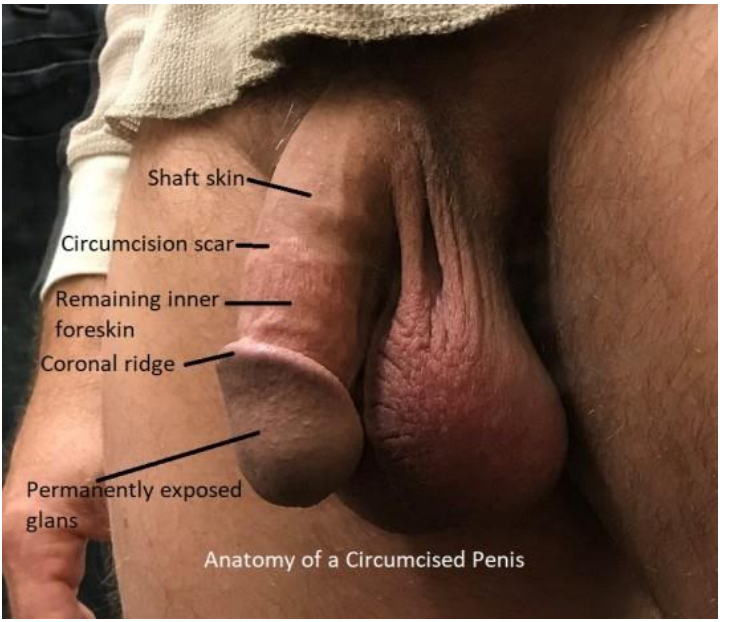

ফিগার: পেনিসের মাথাকে গ্ল্যান বলে, গ্ল্যানের চারপাশে ব্যাঙের ছাতার মতো ফোলা অংশটি করোনাল রিজ, যেটি প্রতিযোগী পুরুষের সিমেন বের করতে সাহায্য করে।

তাদের এ হাইপোথিসিস প্রমাণ করার জন্য এমন একটি ভ্যাজাইনা প্রয়োজন ছিল, যেখানে অন্য কোনো পুরুষের সিমেন থাকবে। কিন্তু এমন একটি ভ্যাজাইনা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আর তাছাড়া তারা সিমেন পাবে কোথায়? তাই তারা উপায় না পেয়ে সিমুলেটেড সিমেন তৈরি করল। তারা একটি লুব্রিকেটেড আর্টিফিশিয়াল ভ্যাজাইনা তৈরি করে, সেখানে সিমুলেটেড সিমেন রেখে দিল। তারা বিভিন্ন সাইজের

আর্টিফিশিয়াল পেনিস তৈরি করেছিল। এগুলোর কোনো কোনোটিতে রিজ গ্ল্যান ছিল, আবার কোনো কোনোটিতে রিজ গ্ল্যান ছিল না। তারপর তারা মানুষের ইন্টারকোর্সের প্যাটার্ন অনুকরণ করে ভ্যাজাইনার মধ্যে পেনিস ইনসার্ট ও রিজেক্ট করেছিল। ফলাফল ছিল খুবই বিস্ময়কর। যে সকল পেনিসের রিজ গ্ল্যান ছিল, সে সকল পেনিস প্রতিযোগী পেনিসের চেয়ে সফলতার সাথে নারীর ভ্যাজাইনা থেকে সিমেন ডিসপ্লেস করতে পারে। আর এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের আদিম নারীরা বহুগামী ছিল। নারী যদি বহুগামিতা না করে থাকে, তবে পুরুষের রিজ গ্ল্যান বিবর্তিত হতো না। পুরুষের দেহেই লেখা আছে নারী বহুগামী।

কেন ইতিহাসে অসংখ্য নারীর ক্লাইটোরিস কেটে ফেলা হয়েছিল?

পুরুষ সবসময় নারীর যোনিকে ভয় পেয়েছে। পৃথিবীর প্রতি তিনজন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ তার পেনিস সাইজ ও পারফর্ম্যান্স নিয়ে আতঙ্কিত। আর এর পেছনে লুকিয়ে আছে গভীর বিবর্তনীয় ইতিহাস, নারীকে একগামী করে রাখার প্রচেষ্টা, তীব্র ঈর্ষা এবং হিংসা। পুরুষ আসলে অন্য পুরুষের প্রতি আতঙ্কিত। আপনি আপনার প্রেমিকাকে নিয়ে একটি বেঞ্চে বসে থাকাকালীন যদি আর একজন পুরুষ এসে উপস্থিত হয়, আপনি নিশ্চয়ই সে অপরিচিত পুরুষটিকে আপনার প্রেমিকার পাশে জায়গা ছেড়ে দিয়ে অন্যপাশে গিয়ে বসবেন না। আপনি চেষ্টা করবেন, দুজনের মাঝখানে দেয়াল হয়ে বসে থাকার জন্য। এটাকে বলে মেট গার্ডেনিং। কিন্তু যখন একজন নারী অসংখ্য পুরুষের মাঝখানে যায়, তখন সে এই দেয়ালটি সঠিকভাবে তুলতে পারে না, তাই সে নারীর দেহের চারপাশেই দেয়াল তুলে দেয়, তাকে আপাদমস্তক আবৃত করে ফেলে। এটাই হলো এই প্যারাডক্সের সহজ সল্যুশন (কবুতরের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেও এটার সত্যতা মিলেছে)।

আসলে পুরুষ নারীকে ভয় পায়। এমনকি পুরুষ নারীর ক্লাইটোরিস নিয়েও ভীতসন্ত্রস্ত। একজন পুরুষের পেনিসে আনুমানিক ৪০০০ রিসেপ্টর থাকে, আর নারীর ক্লাইটোরিসে রিসেপ্টরের সংখ্যা প্রায় ৮,০০০ থেকে ১০,০০০। একজন পুরুষের পেনিসের চেয়ে নারীর ক্লাইটোরিসের সেক্সচুয়াল সংবেদনশীলতা ডাবল। ক্রিস্টোফার রায়ান ও ক্যাসিলডা জেঠা বলেছিলেন, নারীর ক্লাইটোরিস যৌন সুখের জন্য বিবর্তিত। যৌন সুখ ছাড়া নারীর এই ১০,০০০ রিসেপ্টরের জীবনে আর কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই। এগুলো বিবর্তিতই হয়েছে মজা নেয়ার জন্য, ক্লাইটোরিসের সাথে সন্তান

জন্মদানের কোনো সম্পর্ক নেই। এর অর্থ হলো, নারী কেবল প্রজননের জন্য সেক্স করে না, যৌনসুখ নারীর যৌনতার অপরিহার্য একটি অংশ, সে সুখ চায় এবং তার সুখ দরকার! নারীর ভ্যাজাইনা হলো প্রাকৃতিক সুখবাদী বা হেডোনিস্ট, তাকে সুখ না দিলে তার মস্তিষ্কে বিশেষ কারও প্রতি অ্যাডিকশন গ্রো করবে না।

আর এখানেই ছিল পুরুষের আতঙ্ক! তারা ভেবেছিল, যেভাবেই হোক নারীর যৌন সংবেদনশীলতা নষ্ট করে দিতে হবে। তাদের মস্তিষ্কের মধ্যে একগামী সম্পর্ক খোদাই করে দিতে হবে, আর এজন্য বিশ্বের অজস্র দেশে নারীর ক্লাইটোরিসকে যোনি থেকে কেটে ফেলে দেয়া হয়। তারা নারীর যোনির ওপর অস্ত্রপ্রচার করে, তার বহুগামিতা অবদমন করার জন্য। তারা নারীর যোনির ১০,০০০ রিসেপ্টর রিমুভ করে দেয়, যোনিকে তার দুর্বল ও অসহায় পেনিসের সাথে অ্যাডজাস্ট করার জন্য। তারা নারীর ক্লাইটোরাল স্টিমুলেশন থেকে পেনিট্রেশনের দিকে বেশি জোর দেয়, তারা নারীর যৌন সুখ থেকে, শারীরীক ও মানসিক নির্যাতনকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়। আর অধিকাংশ নারীর মস্তিষ্কের ভেতর একটি মিসকনসেপশন ঢুকে যায় যে, পেনিট্রেশনেই সুখ, যত গভীরে পেনিট্রেশন ততই আনন্দ!

তারা নারীকে একটি মেশিন হিসেবে ব্যবহার করতে চায়! উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা, বিশেষ করে জিবুতি, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া এবং সুদানে এখনো এই নীতি প্রচলিত আছে, যেটাকে বলা হয় "Female Genital Mutilation"! একজন নারীর মস্তিষ্কে এই ট্রমা সারাজীবন বসবাস করে। সে এই ট্রমা থেকে কোনোদিন বের হতে পারে না, যার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল হিবো ওয়ার্ডের, যে সারাজীবন এই ট্রমা বহন করেছিল। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এই সকল দেশের নারীরা এটাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে, তারা ক্লাইটোরিস অপসারণকে তাদের পবিত্রতার প্রতিক মনে করে এবং তারা মনে করে ক্লাইটোরিস অপসারণ নারীর পক্ষে কল্যাণকর।

একজন নারী যে কিনা ছোটবেলায় ক্লাইটোরিস অপসারণের কারণে তীব্র যন্ত্রণায় ছটপট করেছিল, একই নারী তার সন্তানকে ফোর্স করে, ক্লাইটোরিস অপসারণ করার জন্য। তারা এটা জোরপূর্বকভাবে করছে তা নয়, তারা এটা স্বেচ্ছায় করছে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব তাদের মস্তিষ্কের গভীরে গেঁথে গেছে, পুরুষের অনৈতিক ও অমানবিক ইচ্ছা, তাদের মস্তিষ্কের নিউরনে সংযোগ তৈরি করেছে আর নারীর নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে দখল করে নিয়েছে।

নারীর ক্লাইটোরিস আসলে বহুগামিতা ও সমকামিতা দুটোর জন্যেই অনুকূল___ এটা পুরুষের মন কখনো মেনে নিতে পারেনি, তাই প্রায় প্রতিটি সমাজে বহুগামিতাকে পাপ ও ট্যাবু হিসেবে ডিফাইন করা হয়েছে। আমি বুঝতে পারি না, একুশ শতকে এসেও, এদেশের অধিকাংশ নারী কেন নিজেকে একগামী দাবি করছে! কেউ তাদের ভ্যাজাইনা থেকে ক্লাইটোরিস রিমুভ না করার পরও, তারা পূর্ব আফ্রিকার

ক্লাইটোরিসহীন নারীদের মতো নিজেকে সেক্সচুয়ালি আনরিসেপ্টিভ ও প্যারালাইজড প্রমাণ করার চেষ্টা করছে!

তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, তারা এক পুরুষে সীমাবদ্ধ, তারা একাধিক পুরুষ চায় না, এটা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা, এটা তাদের পছন্দ, এটা তাদের ভালোলাগা এবং এটা তাদের ভ্যাজাইনার হ্যাপিনেস! এমনকি আমি উচ্চশিক্ষিত, বিবর্তন সম্পর্কে অবগত নারীদেরও বলতে শুনেছিলাম, তার একগামিতা সমাজ আরোপিত নয়, এটা তার ইচ্ছা, এটা তার ফ্রি উইল! কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না, পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক স্ট্র্যাকচার তাদের মস্তিষ্কের ক্লাইটোরিস কেটে ফেলে দিয়েছে। তাদের মস্তিষ্ক থেকে তাদের সত্যিকার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিকে কেটে ফেলে দিয়েছে, যৌন সুখের প্রতি তার রিসেপ্টিভিটিকে পুরুষ কেটে ফেলে দিয়েছে, পুরুষ একজন নারীর প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সকে কেটে ফেলে দিয়েছে, এজন্য সে যুক্তিসংগতভাবে নিজের দেহের চাওয়াগুলোকে অনুধাবন করতে পারছে না।

পুরুষতন্ত্র তার মাথার ভেতর কয়েকটি বাস্ট্যার্ড কনসেপ্ট ঢুকিয়ে দিয়েছে আর সেগুলো হলো, আত্মসম্মান, ভার্জিনিটি, পবিত্রতা, সৌন্দর্য, স্থিতিশীলতা এবং সন্তান! এদেশের নারীদের শেখানো হয়েছে বহুগামী নারীর যোনি একটি নষ্ট যোনি, বহুগামিতা একটি নষ্ট চর্চা, বহুগামিতা বিশৃঙ্খল এবং অমানবিক! কিন্তু তারা একবারও দেখার চেষ্টা করেনি, পৃথিবীতে কোনো বহুগামী সম্পর্ক ব্রেক আপ হয়নি, কারণ যেখানে কোনো স্থিতিশীল সম্পর্কই নেই, সেটা কোনোদিন ব্রেক আপ হতে পারে না, যেখানে কোনো সম্পর্কই নেই, সেখানে সম্পর্ক ভাঙার কোনো আতঙ্কই নেই। একগামিতাই একটি নষ্ট সম্পর্ক, একগামী নারীর যোনি একটি নষ্ট যোনি কারণ সে ভ্যারিয়েশন বোঝে না, একগামী সম্পর্কই বিশৃঙ্খল, একগামী সম্পর্কই হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্ম দেয়। একগামী নারী তার বন্ধু ও বান্ধবীদের সাথে অমানবিক আচরণ করে। সে একজন অমানবিক ও অনৈতিক, সে তার দেহের ওপর অন্যের সুখ পাওয়ার অধিকারকে অস্বীকার করে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি গবেষণা বলছে, প্রতি বছর আমেরিকাতে ৪৯% একগামী সম্পর্ক ভেঙে যায়। কিন্তু পৃথিবীর এমন কোনো রিসার্চ পেপার দেখানো সম্ভব নয়, যেখানে বলা হয়েছিল, প্রতি বছর ১০% বহুগামী সম্পর্ক ভেঙেছে, কারণ বহুগামী সম্পর্ক ভাঙার জন্য নয়, এটি একটি প্রবাহ, এটি একটি গতি, এটি একটি নিরবচ্ছিন্নতা! প্রশ্ন হলো, একগামী সম্পর্ক যদি সুশৃঙ্খলই হতো, কেন একগামী সম্পর্কে এত নির্যাতন, এত অত্যাচার, এত হাজার মানুষ এই সম্পর্ককে লাথি মেরে ত্যাগ করছে?

মায়ানমারের কায়ান নামক একটি গোষ্ঠীর নারীরা নৃশংসভাবে তাদের ঠোঁট ছিদ্র করে বিশাল একটি প্লেট ঢুকিয়ে দেয় এবং তারা মনে করে, এটা নারীর সৌন্দর্য ও নারীত্বের প্রতিক! এই অপারেশনের পর সারাজীবন তারা শক্ত কোনো খাবার খেতে পারে না, কোনোদিন তারা মাংস খেতে পারে না এবং তাদের একমাত্র খাবারই হলো

নরম খাবার। তারা হাত ব্যবহার করে খেতে পারে না, তারা খাবার খায় চামুচ দিয়ে। এই সৌন্দর্যের কনসেপ্ট তাদের মস্তিষ্কের নিউরনে ভালোভাবে সেলাই করে দেয়া হয়েছে, এটা তাদের মস্তিষ্কের মিলিয়ন মিলিয়ন কানেকশনের মধ্যে নীলনকশার মতো গেঁথে গেছে, আর তাই তারা স্বেচ্ছায় তাদের সন্তানের ঠোঁট ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে, একটি বিশাল প্লেট ঢুকিয়ে দেয়! আমি মনে করি, এদেশের তথাকথিত একগামী নারীরাও ওদের মতোই মানসিক প্রতিবন্ধী। তাদের মস্তিষ্কের ভেতর একগামিতা, বিশুদ্ধতা ও সম্মান নামক একটি বিশাল ও প্রশস্ত প্লেট ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু সামাজিক হ্যালুসিনেশনের কারণে নারী এখনো বুঝে উঠতে পারছে না, একজন পুরুষ তার জন্য যথেষ্ট না, তার আরও লাগবে, সে তার নিজস্ব ডিমান্ডকে অস্বীকার করে নিজেকে নিজেই মানসিক ধর্ষণ করছে।

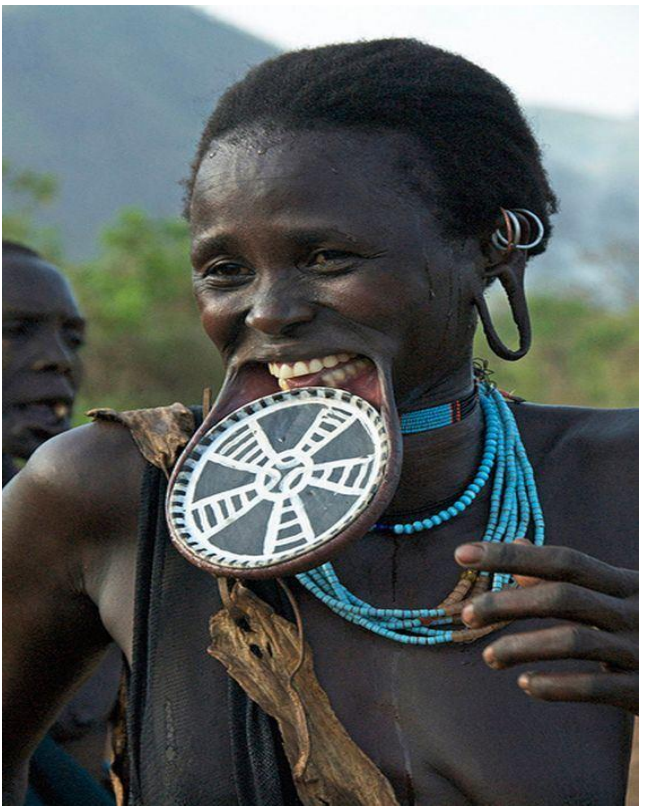

এদেশের অসংখ্য নারী এমনকি সম্পূর্ণ নিরাপদ পরিবেশে নিজেকে বহুগামী পরিচয় দিতে চায় না, এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের মস্তিষ্ক হ্যাকড, তারা অমানবিক ও অসভ্য! আর এই অসভ্যতার দায় সে স্বীকার করতে চায় না! সে বলে বেড়ায়, পুরুষ চরিত্রহীন ও লম্পট বলেই, সে তাদের সাথে একটি নিরাপদ দূরত্ব তৈরি করতে চায়! কিন্তু যদি আপনি তাকে প্রশ্ন করেন, কেন এই দূরত্ব? নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একজন অসভ্য ও লম্পট পুরুষের সাথে একগামী সম্পর্ক তৈরি করার জন্য যে আপনাকে আটকে রাখতে চায়?

মাস্টার জনসনের পেনিস ক্যামেরা

সেক্স রিসার্চে মাস্টার জনসন ছিলেন খুবই শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব । তিনি একবার একটি আর্টিফিশিয়াল পেনিস তৈরি করেছিলেন, যা নারীর অর্গ্যাজম সম্পর্কে হাজার বছরের প্রচলিত বিশ্বাসে আঘাত হানে। তিনি এই আর্টিফিশিয়াল পেনিসের মাথায় একটি ক্ষুদ্র ক্যামেরা সেট করেছিলেন, যেটি একটি ভ্যাজাইনার ভেতর প্রবেশ করার পর, সেখানকার পরিবেশের ছবি তুলবে। কিন্তু এজন্য তার একটি ভ্যাজাইনা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নারী কোথায় পাওয়া যায়? এজন্য তিনি প্রস্টিটিউটের আশ্রয় নিলেন। তাদের তিনি প্লাস্টিকের তৈরি এই পেনিস অফার করলেন। তারা এই মেকানিক্যাল পেনিস ব্যবহার করেছিলেন।

আর মেকানিক্যাল পেনিসের মাধ্যমেই তারা অর্গ্যাজম অর্জন করেছিল। একটি থিওরি অনুসারে, নারীর অর্গ্যাজমে পৌঁছানোর জন্য লেবিয়াল ট্র্যাকশন গুরুত্বপূর্ণ। ল্যাবিয়ার মুভমেন্ট বা গতিশীলতা নারীর অর্গ্যাজমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যাই হোক, কলোম্বিয়ান গবেষক এখানে বিকল্প একটি দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করলেন। তাদের গবেষণায় তারা ভ্যাজাইনার এরোজেনাস জোন ও ম্যানুয়াল স্টিমুলেশনের প্রভাব গবেষণা করলেন। তারা ভ্যাজাইনার দেয়ালের চারপাশে বিভিন্ন উদ্দীপনা প্রয়োগ করলেন। তাদের ফলাফল ছিল ভিন্নরকম, আর তা ছিল ক্লাইটোরিস, জি-স্পোট ও অন্যান্য উত্তেজনাদায়ক প্রাইভেট স্পেসে স্টিমুলেশন প্রদান না করলে একজন নারী অর্গ্যাজমে রিচ করতে পারে না। এটি একটি প্রশ্ন জন্ম দেয়, কেন মাস্টার জনসন ও কলোম্বিয়ান গবেষকদের গবেষণা ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল প্রদর্শন করেছিল? তাহলে কী যৌন সুখের জন্য কেবল মেকানিক্যাল পেনিট্রেশনই যথেষ্ট, ক্লাইটোরিস ও ল্যাবিয়ায় কোনো স্টিমুলেশন প্রয়োজন নেই?

একজন যৌন অসন্তুষ্ট রানীর গবেষণাপত্র প্রকাশ

একদা একসময় অনেক দূরে একটি রাজ্য ছিল (ইংল্যান্ড, ১৫১৬-১৫৫৮)। সে রাজ্যে বাস করত একজন অতিমানবিক সুন্দরী রাণী, যার নাম ছিল প্রিন্সেস ম্যারি। তার জীবনে কোনোকিছুর অভাব ছিল না। তাকে দেখলে মনে হবে, এই গ্যালাক্সির সবচেয়ে সেরা সুন্দরী, তার দেহ যেন এক খণ্ড কসমিক বিউটি। কিন্তু তার একটি অ্যানাটমিক্যাল ক্রায়সিস ছিল__আর সেটা ছিল তার ক্লাইটোরিসের অবস্থান!

রাণী ম্যারির ক্লাইটোরিস তার ভ্যাজাইনা থেকে তিন সেন্টিমিটার দূরে ছিল। এই ক্ষুদ্র অ্যানাটমিক্যাল ডিজাইনের কারণে সে সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় কখনোই অর্গ্যাজমে রিচ করতে পারত না। কিন্তু সে ছিল খুবই ধৈর্যশীল এবং তার ব্যাপক যৌন আকাঙ্ক্ষা তাকে প্রতিনিয়ত তীব্রভাবে নির্যাতন করছিল। সে অনুসন্ধান করেছিল, কোথায় বা কার কাছে গেলে তার যোনি অর্গ্যাজমে রিচ করতে পারবে। কিন্তু না! তার জীবনে অর্গ্যাজম চিরকাল অস্পৃশ্যই থেকে গেলো।

এই তীব্র যৌন অসন্তোষ থেকে ম্যারি গ্রীসের রাজা জর্জকে বিয়ে করেছিল, সে ছিল এমন একজন ব্যক্তি যে একজন সাইলেন্ট হোমোসেক্সচুয়াল। বিয়ের রাতে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল। প্রিন্সেস জর্জ ছিল অতি উৎসাহী এবং খুব দ্রুত তার মনোযোগ সুইপ করে, সে প্রিন্সেস ম্যারিকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রেখে চলে যায়। কিন্তু তার এই যৌন অসন্তোষের মৌলিক কারণ কেবলই তার স্বামী ছিল না। তিনি পরবর্তীতে আরও অসংখ্য পুরুষের সংস্পর্শে গিয়েছিলেন, কেউই তাকে যৌন সন্তুষ্টি দিতে পারেনি, নেভাতে পারেনি অনন্ত আগুন। তিনি জর্জের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে থাকাকালীন ফ্রান্সের প্রাইমিনিস্টার দ্বিতীয় ফিলিপের সাথেও সেক্স করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনোভাবেই অর্গ্যাজমে রিচ করতে পারছিলেন না!

তার যৌন হতাশা সমাধান করার জন্য তিনি সবশেষে বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছিলেন। যদিও তিনি কোনো চিকিৎসক ছিলেন না কিন্তু তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেছিলেন এবং ১৯২৪ সালে "Bruxelles-Médical" নামক একটি বিখ্যাত মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল জার্নালে তার গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তিনি গবেষণাপত্রে একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন "A. E. Narjani"। তার স্বতন্ত্র লেখার ধরনই বলে দিয়েছিল তার সত্যিকার আইডেন্টিটি।

জার্নালের একটি পেজে তিনি লিখেছিলেন, তার মতো নারীরা কখনোই যৌন সুখ পায় না, তাদের দেহ শাশ্বতকালের জন্য ক্ষুধার্তই থেকে যায়। এ ধরনের নারীদের জন্য আনন্দের চূড়ান্ত শিখর কেবল যন্ত্রণাই ডেকে আনে, অনেকটা প্রাচীন পৌরাণিক চরিত্র ট্যান্টালাসের মতো। তারা এক প্রেমিক থেকে অন্য আর একজন প্রেমিকের কাছে ছুটে যায়, সারাজীবন তাদের যোনি তাদের প্রতারিত করে, আর একসময় তারা দেখতে পায় যে তারা বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে (নারীবাদীরা মাঝেমাঝে পুরুষকে এজন্য নিষ্ঠুরভাবে ব্লেইম দেয়)।

প্রিন্সেস ম্যারি একজন ডাক্তারের সাথে কোলাবরেট করেছিলেন, যাকে তিনি বিশ্বাস করতেন। তার উদ্দেশ্য ছিল নারীর শরীর নিয়ে গবেষণা। আর এজন্য তার প্রয়োজন ছিল নারীর ভ্যাজাইনা। তিনি ২৪৩ জন নারী যোগাড় করেছিলেন। খুব সতর্কতার সাথে তিনি তাদের ভ্যাজাইনার মুখ থেকে ক্লাইটোরিসের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করেছিলেন।

এই পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে, তিনি নারীদের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করেছিলেন। প্রথমত, তিনি ২১% নারীর মধ্যে এক ধরনের ক্লাইটোরিস খুঁজে পেয়েছিলেন, যেটার নাম দিয়েছিলেন "টেলিক্লিটোরিয়ান্স (téléclitoridiennes)"। এ ধরনের নারীদের ক্লাইটোরিস ও ভ্যাজাইনার দূরত্ব ছিল আড়াই সেন্টিমিটার থেকে বেশি (যা এক ইঞ্চির সমান)। প্রিন্সেস ম্যারির মতে, এ সকল নারী ইন্টারকোর্সের সময় অর্গ্যাজমে রিচ করতে পারে না।

পরবর্তী ক্লাইটোরিসের নাম ছিল "প্যারাক্লিটোরাল (Paraclitoridiennes)", যেটি ৬৯% নারীর প্রতিনিধিত্ব করে। এ ধরনের সৌভাগ্যমান ব্যক্তিদের ভ্যাজাইনার মুখ থেকে ক্লাইটোরিসের দূরত্ব এক ইঞ্চি থেকে ছোট এবং তারা পেনিসের মাধ্যমে যোনির ভিতরে ও বাহিরে খোঁচা দেয়ার মাধ্যমে আনন্দ ও অর্গ্যাজমের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে (আধুনিক গবেষণা বলছে, ইন্টারকোর্সের সময় ২০% থেকে ৩০% এর কম নারী অর্গ্যাজম অনুভব করে)।

আর অবশিষ্ট ১০% "মেসোক্লিটোরিয়াল (Mesoclitoridiennes)"। এদের ক্লাইটোরাল ডিস্টেন্স এক ইঞ্চির কাছাকাছি ভাসমান। তারা "হিমশীতলতার প্রান্তিকতায়" অবস্থান করে, তাদের যৌন সন্তোষ নির্ভর করে স্বামী বা পুরুষের দক্ষতার ওপর। প্রিন্সেস ম্যারি অবাক হয়ে দেখেন, প্রকৃতি মানুষের তুলনায় গরুর প্রতি বেশি করুণা করেছিল! একটি গরুর ক্লাইটোরিস তার যোনির একদম কাছাকাছি, আর এজন্য তার পক্ষে অর্গ্যাজমে রিচ করা সহজ!

এখান থেকে একটি ব্যাপার পরিস্কার যে, নারীর অর্গ্যাজম পুরুষের হাতে নয়। একজন পুরুষ যতই দক্ষ খেলোয়াড় হোক না কেন, তার পক্ষে একজন নারীকে কখনোই পরিপূর্ণ অর্গ্যাজম দেয়া সম্ভব নয়, যদি তার ক্লাইটোরাল দূরত্ব বেশি হয়। আমাদের

সমাজে, পুরুষদের দোষারোপ করা হয় যে তারা অদক্ষ, তাদের পেনিস সাইজ যথেষ্ট নয়, তারা ভালো ফোর প্লে করতে পারে না অথবা তারা নারীর প্রতি যত্নশীল নয়। আর এটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে, অসংখ্য নারী তার আন্তরিক ও সহনশীল ভালোবাসার মানুষটিকে ছেড়ে চলে যায়। অনন্ত যৌনতার আগুনে পুড়তে পুড়তে সে অসংখ্য প্রেমিক পরিবর্তন করে!

আল্টিমেটলি আবিষ্কার করে, সে তারপরও অর্গ্যাজমে রিচ করতে পারছে না, নেভাতে পারছে না সুপারনোভার আগুন। তখন তারা জুনিয়র নারীদের শেখায়, পুরুষ দুর্বল, তারা নারীকে অর্গ্যাজম দিতে ব্যর্থ। কিন্তু সে নিজের অ্যানাটমি নিজেই বুঝতে পারে না। এভাবে ঈশ্বর অথবা ভূতে বিশ্বাসের মতো মানব সমাজে পুরুষের পেনিস সম্পর্কে একটি মিথ ছড়িয়ে যায়, আর তা হলো, পুরুষ নারীকে অর্গ্যাজম দিতে অক্ষম!

প্রিন্সেস ম্যারির এই গবেষণা আমাদের কাছে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে, পেনিস সাইজ অথবা স্টিমুলেশন ছাড়াও আরও একটি ফ্যাক্টর আছে, যা নারীর মাঝে চিরস্থায়ী অসন্তোষ জাগিতে তুলতে পারে। এটা তার যৌন ক্ষমতার প্রকাশ নয়, এটি তার বায়োলজিক্যাল ডিজাইনের একটি মিসম্যাচ।

একজন নারীকে কোনো পুরুষের পক্ষেই অর্গ্যাজম দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, এটি সেই নারীর জন্য অহংকার অথবা গর্বের কোনো বিষয় নয়। ব্যাপারটা এমনও নয় যে সে বিশাল সেক্সি! এজন্য পুরুষের প্রতি একজন নারীর আরও বিনীত ও সহনশীল হওয়া উচিত। নারীর উচিত পুরুষের সাথে উন্মুক্ত ও সৎ যোগাযোগ তৈরি করা। একজন নারীর ক্লাইটোরাল দূরত্ব বেশি হলে পৃথিবীর বিলিয়ন বিলিয়ন পুরুষের কোনো পুরুষই (রেগুলার পেনিট্রেশনের মাধ্যমে) তাকে অর্গ্যাজম দিতে পারবে না, তার পেনিস এবার যত বড়ই হোক না কেন!

আর একইসাথে এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, যে সকল নারীর ক্লাইটোরিস (Female genital mutilation or FGM) কেটে ফেলা হয়, তাদের জীবনে কী অমানবিক বিপর্যয় নেমে আসে! তাদের যোনি ব্যথা অনুভব করে, তাদের অনেকেই সেক্সচুয়াল ডিসফাংশনের শিকার হয় এবং তারা কখনোই অর্গ্যাজমে রিচ করতে পারে না।

ফিগার: ইংল্যান্ডের রানী প্রিন্সেস ম্যারি

এমোরি ইউনিভার্সিটির একটি বিস্ময়কর গবেষণা

এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহেভিয়রাল নিউরোএন্ড্রোক্রোনোলজির প্রফেসর কিম ওলান যৌন সহবাসের শরীরবিদ্যা সম্পর্কে একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। ক্লাইটোরাল-ভ্যাজাইনাল ডিস্টেন্সের ওপর পরিচালিত প্রিন্সেস ম্যারি বোনাপার্টের গবেষণাপত্র দেখে তিনি স্তব্ধ হয়ে যান। ওয়ালেন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিনি ম্যারির ডেটাগুলো পুনর্মূল্যায়ন করবেন। ওয়ালেন স্বতন্ত্রভাবে একই গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন এবং তিনি ক্লাইটোরিস ও ভ্যাজাইনার মধ্যকার দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য অজস্র নারীর ভ্যাজাইনা টেস্ট করেছিলেন। কিম ওলান আবিষ্কার করেছিলেন, ইন্টারকোর্সের সময় কোন ধরনের নারী অর্গ্যাজম অর্জন করবে, এই সংক্রান্ত তার গবেষণা সঠিক ছিল।

এখানে কাটঅফ পয়েন্ট ছিল ১ ইঞ্চি, যেটি একটি বৃদ্ধাঙ্গুলের প্রস্থের সমান। ইউ.কে. গাইনোকোলজিস্ট জিলিয়ান লয়েড এবং তার সহকর্মীরা আরেকটি একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন, যেটি ম্যারির দূরত্বের রেঞ্জ সংক্রান্ত গবেষণার সত্যতা নিশ্চিত করে। তাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীর প্রজননাঙ্গের ফিচারগুলোর

আকার ও আকৃতির বৈচিত্র্যতা নির্ণয় করা, যেটি বিশেষত অর্গ্যাজমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। ওয়ালেন আবিষ্কার করেছিলেন ভ্যাজাইনাল অর্গ্যাজম বলতে কিছু নেই, আমরা যেটাকে ভ্যাজাইনাল অর্গ্যাজম মনে করি, সেটা মূলত ক্লাইটোরাল অর্গ্যাজম। যে সকল নারীর ভ্যাজাইনা থেকে ক্লাইটোরিসের দূরত্ব কম তারাই ভ্যাজাইনাল অর্গ্যাজম অর্জন করে। আর এজন্যই মাস্টার জনসন যখন মেকানিক্যাল আর্টিফিশিয়াল পেনিস দিয়ে প্রস্টিটিউটদের যোনিতে স্টিমুলেট করেছিল, তারা অর্গ্যাজম অর্জন করেছিল কারণ তাদের ক্লাইটোরিস ছিল ভ্যাজাইনার এক ইঞ্চির কম দূরত্বে। কিম ওয়ালেন এভাবে আবিষ্কার করলেন যে, এক একজন নারীর অ্যানাটমিক্যাল গ্রুপ এক একরকম, আর এজন্য তাদের সেক্সচুয়াল রেসপন্সও এক একরকম! একজন নারী যদি অর্গ্যাজমে রিচ করতে ব্যর্থ হয়, তার জন্য পুরুষকে অন্ধভাবে দোষারোপ করা যায় না, আর বহুগামিতাও এর সল্যুশন নয়!

গবেষণায় বেরিয়ে আসে খাটো নারী সেক্সি: তাহলে অন্য নারীদের করণীয়?

কিন্তু প্রিন্সেস ম্যারির গবেষণা থেকে একটি বিস্ময়কর তথ্য বেরিয়ে এসেছিল। প্রিন্সেস ম্যারি বোনাপার্টের গবেষণা নারীর উচ্চতা ও ভালভার ফিচারের মধ্যে একটি সম্পর্ক নির্দেশ করে। বিশেষ করে ক্লাইটোরিস এবং ভ্যাজাইনার মুখ। তিনি দেখান, যে সকল নারীর উচ্চতা কম, তাদের ক্লাইটোরিস ও ভ্যাজাইনার মুখের মাঝে দূরত্ব কম, আর অন্যদিকে যে সকল নারী লম্বা তাদের ক্লাইটোরিস ও ভ্যাজাইনার দূরত্ব বেশি। উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন, আমাদের কাছে এক গ্রুপ নারীর ক্লাইটোরিস ও ভ্যাজাইনার দূরত্বের স্যাম্পল আছে। যে সকল নারীর উচ্চতা ৫ ইঞ্চি বা তার কম(১৫২সেন্টিমিটার), তাদের ক্ষুদ্রতর ক্লাইটোরাল-ভ্যাজাইনাল ডিস্টেন্স দেখা যায়, আর সেটা এক ইঞ্চি থেকে কম। উচ্চতাসম্পন্ন নারী, যারা ৬ ফুটের কাছাকাছি (183 centimeters) অথবা আরও বেশি, তাদের বৈচিত্র্যতা অনেক বেশি।

কিছু উচ্চতাসম্পন্ন নারীর খাটো নারীদের মতোই সংক্ষিপ্ত ক্লাইটোরাল ও ভ্যাজাইনাল ডিস্টেন্স কাজ করে। যাই হোক, অন্যান্যদের এই ডিস্টেন্স বড়, তাদের ক্লাইটোরিস ভ্যাজাইনার মুখ থেকে দূরে অবস্থান করে, সম্ভবত এক ইঞ্চি থেকেও বেশি। এখানে মূল পয়েন্ট হলো যে, যদিও খাটো নারীরা সংক্ষিপ্ত দূরত্বের প্যাটার্ন অনুসরণ করার প্রবণতা রাখে, লম্বা নারীরা এই ক্যাটাগরির সাথে ফিট হয় না। কিন্তু এটি কোনো ডিফল্ট দূরত্ব নয়। কোনো কোনো খাটো নারীর মধ্যে সংক্ষিপ্ত প্যাটার্ন, আবার কোনো

কোনো খাটো নারীর ক্লাইটোরাল দূরত্ব বিশাল, যা একই গ্রুপের মধ্যেও বৈচিত্র্যতা তৈরি করে। এই গবেষণা আমাদের স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড হাইট-ডিস্টেন্স সম্পর্কের ধারণা চ্যালেঞ্জ করে।

এটি আমাদের বলে যে, যদিও খাটো মেয়েদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত দূরত্বের একটি সাধারণ ট্রেন্ড আছে, অন্যান্য ফ্যাক্টর যেমন জেনেটিক ও ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যতাও এখানে অন্তর্ভূক্ত, যেটি এই পরিমাপকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চতাসম্পন্ন মেয়েদের মাঝে। এ গবেষণা স্টেরিওটাইপ ও রিয়ালিটির সাথে একটি দ্বৈত তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকানরা একসময় উচ্চতাসম্পন্ন নারী ও বড় স্তনকেই আদর্শিক সৌন্দর্যের মানদণ্ড মনে করেছিল। ম্যাটেল কোম্পানি তাদের বারবি থিমসের মাধ্যমেও বছরের পর বছর এই স্টেরিওটাইপ প্রমোট করেছিল।

কিন্তু আমাদের আজকের গবেষণা বলছে, খাটো নারীদের ক্লাইটোরিস ও ভ্যাজাইনাল ডিস্টেন্স ক্ষুদ্র, আপনি তাদের যেকোনো সাইজের পেনিস দিয়েই আনন্দদায়ক সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের অভিজ্ঞতা দিতে পারবেন।

কিন্তু একজন লম্বা নারীকে আপনি যতই সুখ দেয়ার চেষ্টা করেন না কেন, অ্যানাটমিক্যাল কারণে সে সুখী হবে না, তার সাথে সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্স মজার নাও হতে পারে এবং তার বহুগামিতা ফ্রিকোয়েন্সিও বেশি হবে। এছাড়া লম্বা নারীদের মধ্যে পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাবও সৃষ্টি হতে পারে, যেটি ভয়াবহ!

আর তাই আপনার পেনিস সাইজ ও পারফর্ম্যান্স নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আবার খাটো নারীদেরও আজকের পর নিজের উচ্চতা নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি বলছি না, সকল লম্বা নারীই সেক্সচুয়ালি আনরিসেপ্টিভ, আমি কেবল এটাই সতর্ক করছি, প্লিজ, নিজের উচ্চতার জন্য খাটো মেয়েদের অপমান করবেন না এবং একইসাথে নিজের শারীরীক লিমিটের দায় সঙ্গীর ওপর তুলে দেবেন না। আর হ্যাঁ, আমি আবারও বলছি, সকল লম্বা নারীর ক্লাইটোরাল দূরত্ব বেশি হবে এমনটি ভাবার কোনো যুক্তি নেই, এজন্য দীর্ঘকালীন সম্পর্কের পূর্বে একজন পুরুষের প্রয়োজন অধিক সংখ্যক নারীর সাথে সেক্স করে, তার জন্য পারফেক্ট যোনি খুঁজে বের করা, নারীর ক্ষেত্রেও একই সাজেশন!

শেষ প্রশ্ন, তাহলে নারীদের কী করা উচিত তাদের অর্গ্যাজম অর্জনের জন্য? এর সোজাসাপ্টা উত্তর হলো, You actively fuck men like you want। তাকে ডোমিনেট করা, নিজ থেকে তার শরীরের ওপর ওঠা ও তাকে নিজের ইচ্ছা মতো সাক ও স্ট্রোক করা। একজন নারী নিজের খুশি মতো, একজন পুরুষের সাথে সক্রিয়ভাবে সেক্স করতে পারলে, সকল সীমাবদ্ধতার পরও সে হয়তো অর্গ্যাজমে রিচ করতে পারবে, আর এজন্য নারীকে রক্ষনশীল নয়, তাকে উদার, উন্মুক্ত ও বেয়াদব হতে হবে।

নষ্ট মেয়েরাই কেবল যৌন জীবনে তার অর্গ্যাজমকে ছিনিয়ে আনতে পারে। এজন্য সোসাইটাল ট্যাবু ও স্টেরিওটাইপ থেকে বেরিয়ে নারীকেও ডোমিনেটিং রুলস প্লে করতে হবে। তবে, হ্যাঁ, অ্যাকটিভলি সেক্স করার অর্থ এই নয় যে, সঙ্গীর সীমাবদ্ধতা ও সম্মতির প্রতি আপনি অসম্মান করবেন। সক্রিয়ভাবে সেক্স করার অর্থ হলো, সেক্সের সময় সবকিছু পুরুষই করবে, আর আমি চুপচাপ মজা নেব__ এই ধরনের নোংরা মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা। তাই আজ থেকে আপনি তাকে বিট করুন।

অধ্যায় ৪

ফোর-ডি আল্ট্রা সাউন্ড দিয়ে একটি যোনির কথা শোনা

Listening to a vaginal word with 4-D ultra sound

নারীর অর্গ্যাজম নিয়ে দুজন দার্শনিকের বিতর্ক

একজন নারীকে প্রেগন্যান্ট করার জন্য কী স্পার্ম ঢেলে দেয়াটাই যথেষ্ট? এটা নিয়ে গ্রিক দার্শনিক হিপোক্রেটিস ও অ্যারিস্টটলের বিতর্ক ছিল। হিপোক্রেটিস বিশ্বাস করতেন, একজন নারীকে নিষিক্ত করার জন্য সেক্স করাটাই যথেষ্ট নয়, তাকে অর্গ্যাজমও দিতে হবে। অ্যারিস্টটল তার এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কোনোপ্রকার অর্গ্যাজম ছাড়াই একজন নারী প্রেগন্যান্ট হতে পারে। যাই হোক, শূকর চাষীরা মনে করে, হিপোক্রেটিসের ধারণা সত্য। তারা শূকরীকে প্রেগন্যান্ট করার পূর্বে তাকে চূড়ান্ত যৌনসুখ দেয়ার চেষ্টা করে। এজন্য তারা শূকরের শুক্রাণু সংগ্রহ করে।

এই কাজটি করার জন্য প্রথমে একজন টেকনিশিয়ান অথবা ইনসেমিনেটর একটি গ্লোভস পরিধান করে। তারা শূকরের পেনিসকে স্টিমুলেট করে এবং একটি কন্টেইনারের ভেতর তার স্পার্মগুলো জমা করে, যেটি স্পার্মের কোয়ালিটি রক্ষা করতে সক্ষম। এরপর নারীর পালা। নারীর কাছে তারা সরাসরি পুরুষ শূকরকে পাঠায় না। একজন আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেটর পুরুষের সেক্স করার পদ্ধতি নকল করে এবং তাকে প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপিত করে, আর এ পদ্ধতিতে শূকরীর উর্বরতার হার প্রায় ৬% বেড়ে যায়। তবে এজন্য তারা প্রথমে একজন টিজার শূকর ব্যবহার করে, শূকরটি তার দেহের ফেরোমন দিয়ে শূকরীকে উত্তেজিত করে তোলে। সবচেয়ে হাড় শীতল করা ব্যাপার হলো, নারীর কাছে শূকরকে যেতে না দিয়ে, ইনসেমিনেটর শুক্রাণুর কন্টেইনার নিয়ে শূকরীর ভালভার বিভিন্ন এলাকায় ভদ্রভাবে প্রেসার করতে থাকে। আর এতে করে শূকরীর যৌন জ্বালা বা সেক্সচুয়াল রিসেপ্টিভিটি আরও বেড়ে যায় এবং এটি তার গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। এখন প্রশ্ন হলো কার কথা সত্য? হিপোক্রেটিস অথবা অ্যারিস্টটল? কিছু গবেষক দাবি করেছিলেন, জরায়ুর স্পন্দনের সাথে অর্গ্যাজমের সম্পর্ক আছে, এটি শুক্রাণুকে জরায়ুর ভেতর ঢুকতে সাহায্য করে। এই স্পন্দনের সময় অক্সিটোসিন নিঃস্বরণ হয়, যেটাকে বলে ভালোবাসা ও আনন্দের হর্মোন, যেটি স্পার্ম স্থানান্তরিত হতে সাহায্য করে।

যাই হোক, গবেষকরা এ বিষয়টি টেস্ট করার জন্য একটি খরগোশ ধরে আনলেন। তারা প্রথমে খরগোশের যোনিতে রঙিন একপ্রকার লিকুয়িড ঢুকিয়ে দিলেন, যেটাকে বলে ডাই। তারপর তারা খরগোশের যোনিতে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে ফিঙ্গারিং করলেন। যখন খরগোশটিকে সেক্সচুয়ালি উদ্দীপিত করা হয়েছিল, ডাই বা রঙিন

পদার্থগুলো দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখান থেকে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, খরগোশটির জরায়ুর মধ্যে স্পন্দন তৈরি হয়েছে। অন্যকথায়, খরগোশকে যখন যৌন সুখ দেয়া হয়, তখন তার যোনির ভেতর স্পার্ম সাক করার প্রবণতা তৈরি হয়। কিন্তু তারপরও এটি সুস্পষ্টভাবে অর্গাজম ও উর্বরতার সম্পর্ক প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি। আর একটি এক্সপেরিমেন্ট পরিচালিত হয়েছিল গাভী ও ষাড়ের ওপর। গবেষকরা সরাসরি গাভীর জরায়ুর ভেতর একটা পানিভর্তি গ্লাভস ঢুকিয়ে দিলেন। তারা পর্যবেক্ষণ করলেন যে, গাভীর জরায়ু ষাড়ের উপস্থিতিতেই স্পন্দিত বা সংকুচিত হচ্ছে, তাকে কোনোপ্রকার স্টিমুলেশন দেয়ার পূর্বেই।

ফিগার: ইনসেমিনেটরের হাতে একটি গ্লাভস

গবেষকরা এবার শিম্পাঞ্জির ওপর এক্সপেরিমেন্ট করলেন, যাদের সাথে আমরা প্রায় ৯৮% জিন শেয়ার করেছি। তারা শিম্পাঞ্জির যৌনাঙ্গে ম্যানুয়াল স্টিমুলেশন তৈরি করলেন এবং তারা অর্গ্যাজমের দৃষ্টান্ত দেখতে পেলেন। শিম্পাঞ্জির জরায়ুতে সংকোচন ও অন্যান্য শারীরীক রেসপন্স দেখা গেলো। যেটি আমাদের কাছে প্রমাণ করেছিল যে, সংকোচন ও শারীরীক প্রতিক্রিয়া অর্গ্যাজমে ভূমিকা পালন করে। কিন্তু শিম্পাঞ্জির চেহারার কোনো আবেগ প্রতিফলিত হয়নি, তার মুখ দেখে মনে হয় না যে সে আনন্দিত। সে অর্গ্যাজমের সুখে ভেসে যাওয়ার পরও, তার চেহারায় কোনো এক্সপ্রেসন নেই। যার অর্থ হলো, তাদের আবেগের প্রকাশ মানুষের মতো নয়।

একজন মৃত নারীর যোনির ভেতর সিক্রেট ক্যামেরা

ঊনিশ শতকে জোসেফ বেক নামক একজন বিজ্ঞানী মৃত নারীর ভ্যাজাইনার প্রতি কৌতুহলী হয়ে ওঠেন। তিনি "How Do the Spermatozoa Enter the Uterus?" নামক একটি পেপারও প্রকাশ করেছিলেন। এ সময় এই বিষয়টি ছিল অনৈতিক ও অবৈধ। কিন্তু একজন পাগল বিজ্ঞানী গোপনে, মৃত নারীর যোনি দেখতে চাইছেন। এটাই বা কার কল্পনাতে ছিল!

ফিগার: কল্পনা করুন এমন একটি লাশের কথা যাকে সেক্স করার পরপরই খুন করা হয়েছে

যাই হোক। নরমাল কোনো মৃত নারীর যোনি হলে তার চলবে না। তার জন্য প্রয়োজন ধর্ষণের পর খুন হয়েছে এমন একজন নারীর যোনি। শুনলেই কেমন গা শিউরে ওঠে, তাই না? কিন্ত কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ছিল, সে সময় কিছু বিজ্ঞানী বুঝতে চেয়েছিলেন, সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের পর একজন নারীর রিপ্রডাক্টিভ অর্গ্যানের ভেতর কোন ধরনের পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবর্তন তৈরি হয়। বিশেষ করে সার্ভিক্স ও জরায়ু। সার্ভিক্স বলতে আমরা বুঝি জরায়ুর মুখ। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, যৌন উত্তেজনা, অর্গ্যাজম ও ইন্টারকোর্সের পর সার্ভিক্স ও জরায়ুর প্যাটার্ন দেখতে কমন হয়। আসলে সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় খুব কম মানুষই মৃত্যুবরণ করে, তাই তাদের জন্য একমাত্র ভরসাই

ছিল একজন ধর্ষিত নারী। তারা এদের ওপর লুকিয়ে লুকিয়ে গোপনে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করতেন। তারা খুবই সতর্কতার সাথে দেখতে চেয়েছিলেন, সেক্স ও যৌনাঙ্গের সম্পর্ক এবং সেক্স করলে যৌনাঙ্গের প্যাটার্ন কেমন হয়।

যাই হোক, জোসেফ বেক নারীর যোনি এক্সপেরিমেন্ট করে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের পর সার্ভিক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেন, যে সকল নারীর জরায়ু স্থানচ্যুত, তাদের সার্ভিক্স বেশি দৃশ্যমান ও প্রবেশযোগ্য। এখান থেকে তিনি প্রমাণ করেন যে, অর্গ্যাজমের সময় নারীর সার্ভিক্স খুলে যায়, যা স্পার্মকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমোদন দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, সার্ভিক্সে স্টিমুলেট করা হলে কিছু নারী উত্তেজিত হয়, আবার কেউ কেউ উত্তেজিত হয় না।

ফিগার: আজ বিজ্ঞানীরা নারীর যোনির ভেতর বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাকান

মাস্টার জনসন ছিলেন নারীর যোনির একজন এক্সপার্ট। অর্গ্যাজম নারীর জরায়ুকে সংকোচন করে কিনা, তিনি এ বিষয়টি এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নারী যোগাড় করেছিলেন। এরা সাধারণত সাধারণ মানুষ অথবা প্রস্টিটিউটও হতে পারে। অর্গ্যাজমের ফলে নারীর যোনি সিমেনকে চুষে খায় এই প্রচলিত ধারণাটি "আপসাক" বলে পরিচিত। যাই হোক, প্রথমে তিনি অংশগ্রহণকারীদের যোনি ভালোভাবে পরিস্কার করতে বলেন। তারপর তার সার্ভিক্স বা জরায়ুর মুখে একটি সার্ভিক্যাল ক্যাপ বসানো হয়। এ ক্যাপটির মধ্যে পুরুষের সিমেনের মতো একপ্রকার পদার্থ থাকে। যেটি ঘনত্ব ও চাপের দিক থেকে সিমেনের মতোই। নারীরা এই সার্ভিক্যাল ক্যাপ ভ্যাজাইনায় সেট করার পর, তাদের মাস্টারবেট করতে

বলা হয়েছিল। তবে মাস্টারবেট করার পূর্বে, তিনি একবার নারীর যোনি এক্স-রে করেছিলেন এবং অর্গ্যাজমের দশ মিনিট পর আবার। গবেষকরা এক্স–রে রিপোর্টে দেখতে চেয়েছিলেন, অর্গ্যাজমের পর নারীর জরায়ু স্পার্ম সাক করে কি না। বিস্তারিত পরিশ্রম ও পর্যবেক্ষণের পরও, জরায়ু স্পার্ম সাক করেছে এমন কোনো প্রমাণ পায়নি। আর এখান থেকে অ্যারিস্টটলই জয় লাভ করেছিল, যিনি বলেছিলেন, যৌনসুখের সাথে প্রেগনেন্সির সম্পর্ক নেই।

কিন্তু মাস্টার জনসনের এক্স-রে রিপোর্টে একটি বিশেষ ব্যাপার ধরা পড়ে আর তা ছিল "Cervical Tenting। তিনি আবিষ্কার করেন, যদিও জরায়ু স্পার্ম সাক করে না কিন্তু অর্গ্যাজমের সময় সার্ভিক্স ভ্যাজাইনা থেকে দূরে সরে যেতে চায়। এটি একটি ফাঁকা জায়গা বা স্পেস তৈরি করে। আর এই খালি জায়গায় গিয়ে স্পার্ম কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। তবে, এটি অপরিহার্যভাবে স্পার্ম ট্র্যান্সপোর্টের সাথে জড়িত কোনোকিছু নয়। বীর্যপাতের পর শুক্রাণুর স্ট্র্যাকচার ও ফাংশন পরিবর্তন হয়। ডিম নিষিক্ত করার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। যদি জরায়ু ইন্টারকোর্সের পরপরই শুক্রাণু খেয়ে ফেলত তবে, এটি ক্যাপাসিটিয়েশন বা নিষিক্ত করার ক্যাপাসিটি অর্জন করত না। আর এজন্য শুক্রাণুর কিছুক্ষণ সময় লাগে। সার্ভিক্স যোনি থেকে সরে গিয়ে, শুক্রাণুকে সেই সুযোগটাই করে দেয়। যদি শুক্রাণু সাথেসাথেই জরায়ুতে প্রবেশ করত, তবে উর্বরতা এবং সফল গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমে যেত। যাই হোক। এ বিষয়টির ওপর আধুনিক যুগের একজন সেরা গবেষক ছিলেন নাচটিগাল, তাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, অর্গ্যাজম প্রেগন্যান্সিতে সহযোগিতার করে কি না। তিনি এ ব্যাপারে একটি রক্ষনশীল উত্তর দিয়েছিলেন। তার মতে, অর্গ্যাজম জরায়ুর সংকোচন চালু করে, যেটি সম্ভবত থিওরিটিক্যালি স্পার্ম স্থানান্তরে সহযোগিতার করতে পারে। চূড়ান্তে, নারীর যোনি নিয়ে অ্যারিস্টটল ও হিপোক্রেটিসের বিতর্ক আজও শেষ হয়নি।

একটি ভ্যাজাইনার আল্ট্রাসাউন্ড শোনা

কিছু সাইকো বিজ্ঞানী ২০০৭ সালে সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় ভ্যাজাইনার ভেতরের শব্দ শুনতে চেয়েছিল। এজন্য তারা আলট্রাসাউন্ড ডিভাইস তৈরি করে। আর এই ডিভাইসটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে ভ্যাজাইনার ভেতর শব্দ তরঙ্গ প্রেরণ করতে পারে। বাথরুমে গোসল করার সময় গান গাইলে গানের শব্দগুলো যেমন বাউন্স করে ফিরে আসে, ঠিক তেমনি ভ্যাজাইনার টিস্যুর সাথে শব্দ তরঙ্গ বাউন্স করে ফিরে এসেছিল,

যেটা দিয়ে তারা ভ্যাজাইনার ভেতর কী চলছে তার রিয়েল-টাইম ইমেজ তৈরি করে। এজন্য তারা যে ডিভাইসটি ব্যবহার করেছিল, তার নাম ছিল ট্র্যানডিউসার। ট্র্যান্ডডিউসার হলো একটি লাঠির মতো, যেটি নিজ হাতে আপনি ভালভা ও ক্লাইটোরিসের চারপাশে রাখবেন। এটি আল্ট্রা-সাউন্ড প্রেরণ করতে থাকবে, যোনির বিভিন্ন এলাকায় আর সেগুলো বাউন্স করে পুনরায় ট্র্যানডিউসারে ফিরে আসবে, যেটাকে চারমাত্রিক ভিডিও আকারে প্রদর্শন করা হবে কম্পিউটার স্ক্রিনে। এই পদ্ধতিতে ২০০৭ সালে একজন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম পেলভিক ফ্লোর, ক্লাইটোরিস ও জি-স্পোটের লোকেশন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

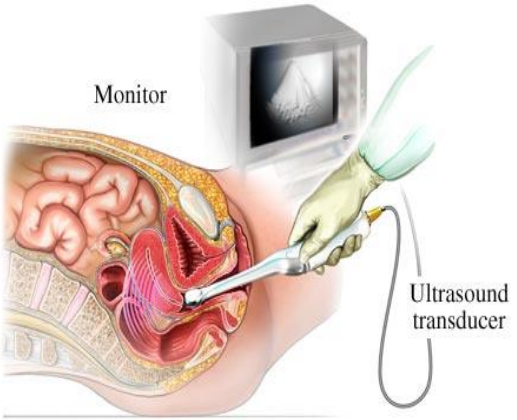

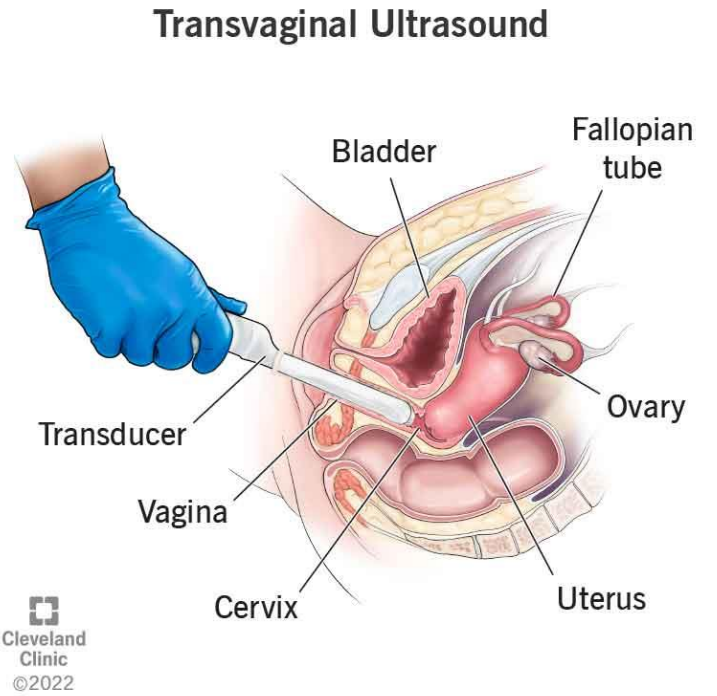

ফিগার: আল্ট্রা-সাউন্ড যে পদ্ধতিতে একটি ভ্যাজাইনার ভেতরের সংবাদ জানে

আপনি যদি ক্লাইটোরিসের কাছে এই ডিভাইসটি ধরেন, তবে নারীটির পেলভিক ফ্লোর সংকুচিত হবে এবং গবেষকরা দেখবেন, ক্লাইটোরিস কীভাবে এই সংকোচনকে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। পেশি সংকোচনের সময় গবেষকরা এই আলট্রা-সাউন্ডের মাধ্যমে ক্লাইটোরিসের মুভমেন্ট ক্যাপচার করবে। রিয়াল টাইম ভিজুয়ালাইজেশন বুঝতে সহযোগিতা করবে, কীভাবে ক্লাইটোরিস এ পরিবর্তনগুলোকে জবাব দিচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এতে ক্ষান্ত হননি। তারা আরও গভীরে খাতিয়ে দেখতে চান, আলট্রা সাউন্ডের মাধ্যমে নারীর যোনির অলিগলিতে প্রবেশ করার পরও তাদের যেন তৃপ্তি নেই, তারা ইন্টারলক নামক একটি ধারণা টেস্ট করতে চান।

শত শত বছর মানুষ বিশ্বাস করে এসেছিল, নারীর যোনিতে যখন পেনিস ঢোকে, তখন সেটি সার্ভিক্সের সাথে কানেক্ট হয়ে যায়। পেনিস ও জরায়ুর মুখের সাথে একটি ইন্টারনাল প্রেম আছে। যতক্ষণ পেনিস যোনির ভেতর থাকে, ততক্ষণ পেনিসটি জরায়ুর মুখের সাথে আস্টেপৃষ্ঠে আটকে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটার প্রমাণ দেখতে চান। তাদের ইচ্ছে হলো, তারা 4`-D আল্ট্রাসাউন্ড পাঠিয়ে ইন্টারকোর্সের সময় যোনি

ও পেনিসের গতিপ্রকৃতি বুঝবে, ভ্যাজাইনাল ইকোসিস্টেমের ভেতর কী ঘটে, সেটা তারা বুঝতে চায়।

কিন্তু তাদের সামনে কে এমন আছে যে সেক্স করতে চায়? তারা এমন মানুষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে, যারা স্বেচ্ছায় তাদের সামনে সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্স করবে। যাই হোক, অনেক কষ্টে তারা প্রস্টিটিউট অথবা তাদের ঘনিষ্ঠ কোনো মানুষ যোগাড় করেছিল। সর্বপ্রথম তারা বিষয়টি তাদের ইনফর্ম করেছিল। অংশগ্রহণকারীরা সম্পূর্ণরূপে তাদের সম্মতি প্রদান করার পর, তারা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। তারা দুজন কাপলের জন্য একটি আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করে। তারা আকর্ষণীয় বেড ক্লোথ প্রদান করে। হসপিটালের টাওয়াল থেকে সবকিছু নিট অ্যান্ড ক্লিন।

হসপিটালের বেডেই শুরু হয় দুজন কাপলের সেক্স। 4-D আলট্রাসাউন্ড টেকনোলজির মাধ্যমে তারা ইন্টারকোর্সের সময় প্রজননাঙ্গের গতিশীল ছবি তৈরি করে। এটি তাদের সহযোগিতা করে যোনির ভেতর পেনিসের মোশন বুঝতে। যখন দুজন অংশগ্রহণকারী কাপল সেক্স করে, তারা এমন একটি প্লেসে ট্র্যান্সডিউসার রাখে, যেটি তাদের অপটিম্যাল ছবি পেতে সাহায্য করে। এই ট্র্যানডিউসার আল্ট্রা-সাউন্ড ওয়েভ পাঠায় এবং ইকো গ্রহণ করে ছবি তৈরির জন্য। সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্স চলাকালীন আল্ট্রা-সাউন্ড পেনিস, ভ্যাজাইনা ও অন্যান্য অর্গ্যানের চারমাত্রিক ছবি গ্রহণ করে। যাই হোক, রবার্ট ডিকসন নামক একজন গবেষক ১৮৯০ থেকে ১৯৩০ সালে হিউম্যান সেক্স অ্যানাটমির ওপর বিপুল ডেটা সংগ্রহ করেছিলেন। ডিকসন এজন্য প্লাস্টার কাস্ট এবং টেস্ট টিউব ব্যবহার করেছিলেন। ডিকসন এই দাবি ডিভাংক করেছিলেন যে, সেক্সের সময় সার্ভিক্সের সাথে পেনিস ইন্টারলক থাকে। তিনি উল্টো দাবি করে বসলেন, এটি অস্বাভাবিক সার্ভিক্স পজিশন ও সুনির্দিষ্ট পোস্টারের কারণেই হয়, এটি স্বাভাবিক কোনো পজিশন নয়।

একটি ফিটাসের মাস্টারবেশন

আমরা সাধারণত জানি যে, জন্মের ৫-৭ বছর পর সমাজ আমাদের শিখিয়ে থাকে যৌনতা কী এবং যৌন অনুভূতির অর্থ কী। কারও কারও যৌনতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে ১৫-২০ বছরও লেগে যায়। কিন্তু আপনি কী বিশ্বাস করবেন, ১৮-২৫ সপ্তাহ বয়সী একটি ভ্রুণও মায়ের পেটের ভেতর মাস্টারবেট করে? বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক থাকলেও, কিছু কিছু সেক্স গবেষক মনে করেন, মাস্টারবেট করার সময় আমরা যে

আচরণ করি, একটি ফিটাসও মাতৃগর্ভে ঠিক একই আচরণের প্যাটার্ন প্রদর্শন করে, যদিও এটি তার অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া!

কিন্তু কেন একটি পেনিস দাঁড়ায়? এই প্রশ্নের উত্তর হলো রক্ত প্রবাহ। আসলে পেনিস দাঁড়ায় না, পেনিসের এলাকায় রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায়, আর তাই আমাদের মনে হয়, দেহের এই অংশটি দাঁড়িয়ে গেছে। ভোরের দিকে পুরুষের পেনিসের রক্ত প্রবাহ বেড়ে যায় বলেই তার পেনিস অনিয়ন্ত্রিতভাবে খাঁড়া হয়ে থাকে। আসলে লিঙ্গে কর্পোরা ক্যাভারনোসা নামে দুটি নলাকার প্রকোষ্ঠ রয়েছে, যা ইরেক্টাইল টিস্যুতে ভরা। যখন একজন ব্যক্তি উত্তেজিত হয়, তখন যৌন উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি এনজাইম সক্রিয় হয় (phosphodiesterase type 5)। এই এনজাইম লিঙ্গে মসৃণ-পেশীর ইরেক্টাইল টিস্যুর শিথিলতাকে ট্রিগার করে। এই শিথিলকরণ চেম্বারগুলোকে প্রসারিত হওয়ার সুযোগ দেয় এবং এর ভিতর রক্ত ছুটে আসে, ইরেক্টাইল টিস্যুতে স্পঞ্জের মতো ফাঁপা জায়গাগুলি পূরণ করে।

ইরেকশন ধরে রাখার জন্য, চ্যাম্বারগুলোতে রক্ত আটকে রাখতে হয়। একটি উত্থানের সময়, প্রসারিত চেম্বারগুলির চাপ ইরেক্টাইল টিস্যুর বাইরের ঝিল্লির বিরুদ্ধে শিরাগুলিকে চেপে দেয়, কার্যকরভাবে তাদের বন্ধ করে দেয়। এটি রক্ত বের হতে বাধা দেয়, লিঙ্গ খাড়া রাখে। শিরা বন্ধ করার জন্য ইরেক্টাইল টিস্যু যথেষ্ট জোরালোভাবে প্রসারিত নাও হতে পারে। ফলস্বরূপ, কিছু রক্ত বেরিয়ে যায়, যা একটি অসম্পূর্ণ বা দুর্বল ইমারতের দিকে পরিচালিত করে। এর প্রাথমিক কারণ প্রায়শই বার্ধক্য, কারণ সময়ের সাথে সাথে ইরেক্টাইল টিস্যুর স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায় এবং চেম্বারে কিছু পেশী কোষ কম স্থিতিস্থাপক সংযোজক টিস্যু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এর ফলে ইরেক্টাইল টিস্যু পুরোপুরি প্রসারিত হতে পারে না বা বাইরের ঝিল্লির দেয়ালের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে চাপতে পারে না, যার ফলে শিরার ফুটো হতে পারে।

ডাঃ গেং-লং হু, একজন ইউরোলজিক্যাল সার্জন। তিনি বিশ্বাস করেন যে লিঙ্গ থেকে কিছু শিরা অপসারণ করে এই ফুটো প্রতিরোধ করা যায়, যেটি ইরেক্টাইল ফাংশন উন্নত করতে সাহায্য করে। তিনি পেনাইল ভেনাস স্ট্রিপিং নামক একটি অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যেখানে তিনি শিরাস্থ নিষ্কাশন সীমিত করার জন্য লিঙ্গের নির্দিষ্ট শিরা বন্ধ এবং অপসারণ করেন।

তার এ পদ্ধতি বিস্ময়কর সফলতা অর্জন করার পরও বিশেষজ্ঞরা সঠিকভাবে জানেন না যে এ-পদ্ধতি কেন এত ভালো কাজ করে। এটা ছিল একটি গভীর রহস্য!

প্রতিটি নারীর একটি পেনিস আছে!

আসলে একটি পেনিস পুরুষের ইউনিক কোনো চিহ্ন নয়। জন্মের ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত পুরুষ বায়োলজিক্যালি একজন নারীই থাকে। একটি নারী ফিটাসও জন্মের পর পর পেনিসের মতো একটি কাঠামো উন্নত করে, কিন্তু নারীর এই পেনিস আকারে পুরুষের চেয়ে ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে এটি ক্লাইটোরিস বলে পরিচিত। পেনিস ও ক্লাইটোরিসের কাঠামো একই। দুটোতেই একই গ্ল্যান, একই শেফট, একই কর্পোরা ক্যাভারনোসা এবং প্রেপিউস। পুরুষের পেনিস ও ক্লাইটোরিসের এই অদ্ভুদ মিল দেখে মনে হয় না যে, ক্লাইটিস কোনো ভেস্টিজিয়াল বা নিষ্ক্রিয় পেনিস।

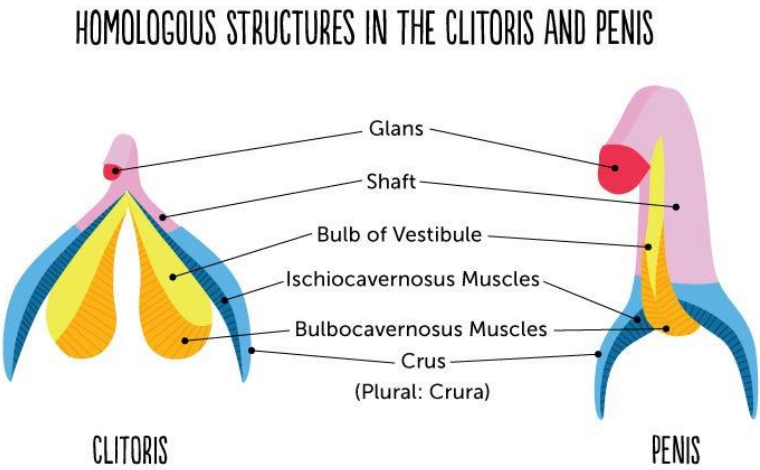

ফিগার: একটি পেনিস ও একটি ক্লাইটোরিসের গঠন প্রণালী

একটা ব্যাপার খুবই বিস্ময়কর যে, নারী ও পুরুষ জেনেটিক লেভেল থেকেও প্রায় একই। ওয়াই-ক্রোমোজমে SRY জিন সক্রিয় না হলে, আক্ষরিকার্থেই আমরা কখনো বুঝতে

পারতাম না যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তাই বলে, তাদের দুজনের দুটো পেনিসও থাকবে? এ থেকে কী এমনটি প্রমাণিত হয় না, একজন পুরুষ যখন ক্লাইটোরিস সাক করে, তখন সে একটি পেনিস সাক করে?

কেউ কেউ শুনলে অবাক হতে পারেন, পেনিসের মতো ক্লাইটোরিসও খাঁড়া হয়। মাস্টার ও জনসন ক্লাইটোরাল ইরেকশনের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন, যেটি বিভিন্ন স্টিমুলেশন যেমন ভাইব্রেশন এবং ইন্টারকোর্স দ্বারা প্রভাবিত হয়। কেন মারাভিলা যোনির ওপর এমআরআই স্ক্যান করে দেখেছিলেন, ক্লাইটোরিস যখন উত্তেজিত হয়, এটির আকার দ্বিগুণ হয়ে যায়। এটি আমাদের কাছে প্রমাণ করে সে, পেনিসের মতোই ক্লাইটোরিসের ভেতর রক্ত সঞ্চালিত হয় আর তাই এটি দাঁড়িয়ে যায়। পেনিসের ইরেক্টাইল টিস্যুতে যদি রক্ত সঠিকভাবে আটকাতে না পারে অথবা রক্ত যদি লিক হয়ে যায়, তবে পুরুষের পেনিস নেতিয়ে পড়ে, যেটাকে বলে সেক্সচুয়াল ডিসফাংশন। নারীর ক্লাইটোরিসের রক্ত মাঝেমাঝে লিক হয়ে যায়, যেটাকে বলে ক্লাইটোরাল ইরেক্টাল ডিসফাংশন। যে সকল নারী নিয়মিত ব্যায়াম করে তাদের রক্ত চলাচল ভালো, তাই তাদের ক্লাইটোরিসে রক্ত প্রবাহ বেড়ে যায়। এজন্য শারীরীকভাবে ফিট নারীদের যোনি অল্পতেই সংবেদনশীল হয়ে ওঠে ও দ্রুত অর্গ্যাজমে রিচ করতে পারে। শারীরীক ব্যায়াম করলে একজন নারীর সেক্স ডিউরেশন বাড়বে বিষয়টি এমন নয়, বরং এটি তার ক্লাইটোরিসের রক্তস্রোতে যৌন জ্বালা বাড়িয়ে দিয়ে, তাকে দ্রুত অর্গাজমে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

অতএব প্রমাণিত যে, শারীরীক ব্যায়াম হলো, একপ্রকার ক্লাইটোরিসের ব্যায়াম। শরীরে রক্ত চলাচল ভালো হলে, আপনার ক্লাইটোরিস হ্যাপি হয়। যাই হোক, ভায়াগ্রার নির্মাতা ফাইজার নারীদের যোনির ওপর ভায়াগ্রার কার্যকারিতা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছিলেন, তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, পুরুষের পেনিসের উত্থানের পেছনে ভায়াগ্রা যেমন কার্যকর নারীর ক্লাইটোরিসকে ভায়াগ্রা প্রভাবিত করে কি না।

কারণ ভায়াগ্রার কাজ হলো যোনিতে রক্ত প্রবাহ বাড়িয়ে তোলা। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখেন, নারীর যৌনতা বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর দ্বারাও পরিচালিত, একা রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে নারীর ক্লাইটোরিস থেকে রেসপন্স পাওয়া যায় না। তবে ক্লাইটোরাল ডিসফাংশন দূর করার জন্য "Eros Clitoral Therapy Device" নামক একটি ডিভাইস ডিজাইন করা হয়েছিল, যেটির কার্যকারিতা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।

একটি পেনিসের মৃত্যুদণ্ড

অতীতে বিজ্ঞান নারীর মেনোপজ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেছিল। বেদলাম হসপিটাল, যেটি এখন বেথলেম বলে বিশ্বে পরিচিত, এটি নারীর মেনোপজকে খুবই নিকৃষ্ট উপায়ে চিকিৎসা করেছিল। ঊনিশ শতকের দিকে সামগ্রিক সমাজই মেনোপজ পরবর্তীকালীন নারীদের ডাইনি ও অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেছিল। তাদের পাগলামি ছাড়ানোর জন্য তাদের ওপর ক্ষতিকর চিকিৎসা পরিচালিত হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল রক্তপাত, অপিয়াম ড্রাগ ও ক্ষতিকর সার্জারী। মেডিক্যাল কমিউনিটি পিতৃতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এবং এ সকল নারীদের অবদমিত করে রেখেছিল। তাদের ওপর যে সকল ট্রিটমেন্ট পরিচালনা করা হয়েছিল, সেগুলো ছিল অকার্যকর।

সময়ের সাথে বেথলেম উন্নতি সাধন করে। এটি শান্তিপূর্ণ একটি হসপিটালে পরিণত হয়, কারণ সমাজ ক্রমশ নারীর স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে। বিশ শতকে হর্মোনাল পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষের বোধ পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে মন ও মেজাজ পরিবর্তনের পেছনে ইস্ট্রোজেন হর্মোন হারানোর ভূমিকা। ১৯৩০ সালে হর্মোন থেরাপির আগমন ঘটে, মেনোপজকে হর্মোনাল অসম্পূর্ণতা হিসেবে দেখা শুরু হয়।

১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালে হর্মোন থেরাপি পরিচালিত হয়েছিল সামাজিক প্রত্যাশা হিসেবে। যাই হোক, এটি মাঝেমাঝে মেনোপজকে একটি ডিজিজ হিসেবে দেখে, বিশেষ করে, একটি প্রচারণামূলক সাহিত্যে, যার নাম ছিল "Feminine Forever"। তথাপি হর্মোন থেরাপি বিজ্ঞানে একটি ইতিবাচক বিপ্লব নিয়ে আসে। গবেষকরা নারীর মেনোপজকে গভীরভাবে বুঝতে শুরু করে। কিছু কিছু বিজ্ঞানী চেষ্টা করেন, কীভাবে নারীর মেনোপজের সময় পিছিয়ে অনুর্বরতা বিলম্বিত করে দেয়া যায় এবং তার প্রেগন্যান্সিকে সমর্থন করা যায়।

অন্যান্য প্রজাতির সাথে তুলনা করলে, মানব নারীর মেনোপজের অনন্যতা ছিল একটি রহস্যজনক ধাঁধা। প্রাণীদের রাজত্বে নারীরা সাধারণত অনুর্বরতার সময়ে পৌঁছানোর সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করে। এটি মানুষের মেনোপজের পেছনের উদ্দেশ্য ও বিবর্তনীয় যুক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। অন্যান্য প্রাণীরা যদি মেনোপজে পৌঁছানোর পূর্বেই মারা যায়, মানব নারী কেন জীবিত থাকে? আর এখানেই এসে উপস্থিত হয় জীববিজ্ঞানী জর্জ উইলিয়ামের "গ্র্যান্ডমাদার হাইপোথিসিস"। এই হাইপোথিসিস

অনুসারে, মেনোপজ বৃদ্ধ মহিলাদের সন্তান উৎপাদনের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে এবং তাদের বিদ্যমান সন্তান ও নাতিনাতনির প্রতি এক্সট্রা-কেয়ারের সুযোগ করে দেয়।

এই হাইপোথিসিস বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিদ্যমান সম্প্রসারিত পারিবারিক প্যাটার্ন দেখে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হয়েছিল, যেখানে একজন দাদা-দাদী তাদের সন্তানের লালন পালনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। এ সকল সম্প্রসারিত পরিবার আমাদের দেখায়, কোন পরিস্থিতিতে গ্র্যান্ড মাদার হাইপোথিসিস অপারেট করে, এটি মেনোপজের বিবর্তনীয় মূল্য উজ্জ্বল করে, একজন নারীকে তার পরিবার ও সমাজের প্রতি নিরবচ্ছিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য অনুমোদন প্রদান করে।

ক্রিস্টেন হকস, উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী, তিনি গ্র্যান্ড মাদার হাইপোথিসিসের একজন নেতৃত্বস্থানীয় গবেষক। তিনি গ্র্যান্ড মাদার হাইপোথিসিসের গুরুত্বকে সমর্থন করেছিলেন। আচে এবং হাডজা শিকারী-সংগ্রাহক গোষ্ঠীর ওপর তিনি গবেষণা করে বের করেছিলেন যে, একজন গ্র্যান্ডমাদার শিশুদের লালন-পালন ও পারিবারিক সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হকস বলেছিলেন, পুরুষ তাদের পরিবারে পর্যাপ্ত খাবার প্রদান করতে পারে না, কারণ শিকার ছিল বিক্ষিপ্ত এবং প্রায় অপর্যাপ্ত। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, পরিবারের সদস্যদের জন্য টেকশই খাবারের বন্দোবস্ত করার জন্য একজন দাদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দাদির পাশাপাশি, চাচী ও অন্যান্য বৃদ্ধ মহিলারা শিশুর স্বাস্থ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারীদের মধ্যে এই শ্রম বিভাজন পরিবারের টিকে থাকা ও কল্যাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

গ্র্যান্ডমাদার হাইপোথিসিস এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে, মেনোপজ জীবনের দৈর্ঘ বৃদ্ধির একটি সরল বাইপ্রোডাক্ট। যদিও আধুনিক চিকিৎসার উন্নতি জীবনের দৈর্ঘ বৃদ্ধি করেছে, এটি পুরোপুরি মেনোপজের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে না। জীবনের দৈর্ঘ সম্পর্কে ডেটার মধ্যেও ভ্রান্তি আছে। আয়ুষ্কালের তথ্য বিভ্রান্তিকর হতে পারে, কারণ এটি শিশুমৃত্যুর গড়কে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। গবেষণায় দেখা গেছে, আদিম নারীরা ৬০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকত, যেটাকে পূর্বে ৩৩ বছর ভাবা হয়েছিল। আধুনিক শিকারী সংগ্রাহকরাও ৫০ বছর টিকে থাকে, যেটি এই গবেষণাকে সমর্থন করে। ঐতিহাসিক রেকর্ড, বিশেষ করে অ্যারিস্টটল উল্লেখ করেছিলেন, নারীরা সন্তান জন্ম দেয়ার ৪০-৫০ বছরের মধ্যেই মারা যেত। যেটি আমাদের কাছে আবারও প্রমাণ করে যে, আদিম সময়েও মেনোপজের অস্তিত্ব ছিল। হাডজাদের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী মেনোপজ অনুভব করে। সারাহ হার্ডি বলেন, আদিম সময়ে সকল শিশুর দাদি/নানী বেঁচে না থাকলেও, দাদি/নানী যত্ন ও জ্ঞান-দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পরীক্ষামূলক প্রমাণ হকসের দাবিকে প্রমাণ করে। গাম্বিয়া, জাপান, জার্মানি এবং অন্যান্য এলাকায় পরিচালিত গবেষণা বলছে, এ

সকল সমাজে শিশুদের টিকে থাকার ওপর দাদির ইতিবাচক প্রভাব আছে। ফিনল্যান্ড ও কানাডার ঐতিহাসিক গবেষণা আবিষ্কার করেছে যে, মেনোপজ-পরবর্তী আয়ুষ্কালের নারীদের বেশি নাতি-নাতনি ছিল। ২০১১ সালে রেবেকা সিয়ার এবং ডেভিড কোলের একটি বিস্তৃত সমীক্ষা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, নানী ও দাদি দুজনেই একজন শিশুর টিকে থাকার হার উন্নত করেছিল। তবে নানীর চেয়ে দাদীর ভূমিকা কিছুটা কম। এই সকল গবেষণা আধুনিক সমাজ ও ইতিহাসে গ্র্যান্ডমাদার্সের গুরুত্বকে শক্তিশালী করে তোলে।

বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী রামা সিং এবং তার সহকারীরা গ্র্যান্ডমাদার হাইপোথিসিসের বিকল্প একটি থিওরি প্রস্তাব করেছিলেন। এটাকে বলা হয় "প্যাট্রিয়ার্চ হাইপোথিসিস"। এই হাইপোথিসিস অনুসারে, মেনোপজ বিবর্তিত হয়েছিল কারণ পুরুষরা তরুণ নারী পছন্দ করে। রামার মতে, বয়স্ক পুরুষরা তরুণ ও উর্বর নারী পছন্দ করার কারণেই বৃদ্ধ নারীরা রিজেক্টেড হয় কারণ তাদের প্রেম করার জন্য সুযোগের পরিমাণ কম। একইভাবে, বৃদ্ধ নারীরাও অনুর্বর হয়ে যায় কারণ পুরুষ তাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করত না। সিং-এর থিওরি "PLOS Computational Biology" নামক জার্নালে প্রকাশিত হওয়ার পর বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু অন্যান্য গবেষকরা তার এই থিওরির সমালোচনা করেছিলেন এবং তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

কিছু গবেষক দাবি করেছিলেন, এই হাইপোথিসিস একটি বৃত্তাকার ব্যাখ্যা। প্যাট্রিয়ার্চ হাইপোথিসিস দ্বারা নৃবিজ্ঞানী ফ্রাংক মার্লো প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি বলে বসলেন, শক্তিশালী বৃদ্ধ পুরুষরা উচ্চমাত্রিক সামাজিক মর্যাদা ম্যানটেইন করে এবং তাদের প্রজননগত সুবিধার কারণে তাদের বয়সের দৈর্ঘ বেড়ে যায়। আর তাদের জিন থেকেই উত্তারিধারসূত্রে নারীরা দীর্ঘজীবন লাভ করে, যদিও পুরুষের তখন সেই সকল নারীর আর দরকার নেই। সিং এবং তার সহকারীরা কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে দেখেছিলেন, বৃদ্ধ পুরুষদের তরুণ নারীদের প্রতি আসক্তি মেনোপজের বিবর্তনে ভূমিকা পালন করতে পারে।

যদিও সিং-এর থিওরি ক্রিটিসিজমের শিকার হয়েছিল এবং সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, এটি মেনোপজের বিবর্তনীয় উৎপত্তি সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বিবর্তনীয় নৃতাত্ত্বিক মাইকেল গার্ভেন একটি মাঝামাঝি সমাধান উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেন, নারী ও পুরুষ দীর্ঘকাল বেবিসিটিং অথবা ফুড প্রোডাকশনের জন্য বেঁচে থাকে না, তারা বেঁচে থাকে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তর করার জন্য। তাদের জেন্ডার যাইহোক না কেন।

এদিকে হকস দাবি করে বসলেন, দাদী/নানীর জীবনের দৈর্ঘ হোমো স্যাপিয়েন্স বিবর্তিত হওয়ার অনেক পূর্বেই বিবর্তিত হয়েছিল। গ্র্যান্ডমাদার্স কেবল

শিশুদের দেখাশুনাই করেনি, তারা ১০,০০০ বছর পূর্বে মানব সভ্যতাকে আফ্রিকার জঙ্গল থেকে মাইগ্রেট করার সুযোগ করে দিয়েছিল। গ্র্যান্ডমাদার্স থিওরির ওপর হকের বিপুল পরিমাণ কাজ মেনোপজের নেতিবাচক দৃষ্টিকোণকে চ্যালেঞ্জ করে। ১৯৭০ এর দশকের গোড়ার দিকে, নৃবিজ্ঞানী মার্চা ফ্লিন্ট পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, মেনোপজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন সংস্কৃতিতে আলাদা।

ইন্ডিয়ায় এ সকল নারীদের ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, যেটি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং পুরুষের সমরূপ। আর অন্যদিকে, পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেই মেনোপজকে একটি সিন্ড্রোম হিসেবে দেখা হয়, যেজন্য এ সকল দেশের নারীদের বিভিন্ন উপসর্গ দেখা যায়। গবেষক বেভারলি আয়ার্স, ২০১১ সালে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গিই সে সকল দেশের নারীদের মাঝে বিভিন্ন উপসর্গ তৈরি করে। পাশ্চাত্যের নারীরা বিভিন্ন প্রকার উপসর্গের বিবৃতি দিলেও ইন্ডিয়া, চায়না ও জাপানে এই সকল উপসর্গ খুব কমই সাধারণ।

পঞ্চম অধ্যায়

পুরুষের পর্নোগ্রাফিক মনের সমীকরণ

Men's pornographic mind equation

১৮৮৬ সালে জার্মানের দুজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের দুটি শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। একজন বিজ্ঞানী ফিজিক্যাল মহাবিশ্বের সিক্রেট প্যাটার্ন অনুসন্ধান করছিল, আর অন্য একজন বিজ্ঞানী মানুষের মস্তিষ্কের নিউরনে তার মনের প্যাটার্ন অনুসন্ধান করছিল। ১৮৮৬ সালে হেনরিখ হার্টজ সর্বপ্রথম একটি রেডিও এন্টেনা তৈরি করেছিল এবং তিনি সফলতার সাথে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, যে ওয়েভ সম্পর্কে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল অনেক পূর্বেই পূর্বাভাস করে যান।

এখান থেকেই রেডিওফিজিক্সের যাত্রা শুরু, এটি লেজার বিম আবিষ্কারের নেতৃত্ব দেয়, আমরা লেজার রশ্মির মাধ্যমে ব্রেন টিউমার স্ক্যান করতে পারি এবং মহাবিস্ফোরণের মতো মহাজাগতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

একই বছর রিচার্ড ভন ক্রাফট নামক একজন যৌন বিজ্ঞানী "সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস" নামক একটি পেপার প্রকাশ করেছিল, যেটি ছিল মানুষের যৌনতা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রেডিওফিজিক্স যদিও দুর্দান্ত সফলতা অর্জন করেছিল কিন্তু সেক্সিওলজি একটি বিশাল বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিল কারণ মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা ও আচরণ কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন অথবা নক্ষত্রের আলোর মতো কোনো ভৌত বস্তু নয় যে সেটাকে কোনো যন্ত্র দিয়ে সরাসরি দেখা ও বোঝা যায়।

একজন পদার্থবিজ্ঞানী খুব সহজেই রেডিও ওয়েভের মতো ন্যাচারাল অবজেক্টগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারে কিন্তু প্রাইভেসি ও সামাজিক ট্যাবুর কারণে আমরা সরাসরি মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা ও আচরণ বুঝতে পারছিলাম না। আমরা মানুষের যৌনতা সম্পর্কে যে সকল ডেটা সংগ্রহ করেছিলাম, সেগুলো ছিল ব্যক্তির নিজস্ব বিবৃতি কিন্তু এই সকল ডেটা সত্য বা মিথ্যা, সেটা তুলনা করার স্বাধীনতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বিজ্ঞানীরা সেক্সচুয়াল আচার আচরণ নিয়ে খোলামেলা কাজই করতে পারছিলেন না। আলফ্রেড কিনসে বিশ শতাব্দীতে ব্যাপক সংগ্রাম করে হাজার হাজার মানুষের ইন্টার্ভিউ নিয়েছিলেন। তাঁর কাজ মানব যৌনতার অনেক গভীর সিক্রেট উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু তিনি সামাজিকভাবে নির্যাতন ও অপমানের স্বীকার হয়। কিনসের এত পরিশ্রমের পরও আমরা বিশাল স্কেলে হিউম্যান সেক্সচুয়ালিটি নিয়ে তেমন কোনো এক্সপেরিমেন্টই করতে পারিনি। কারণ মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা আর রেডিও ওয়েভ এক ব্যাপার নয়, তাই আমরা কোনো যন্ত্র দিয়ে নারী ও পুরুষের আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারছিলাম না।

১৯৭৩ সালে সাইকোলজিস্ট কেনেথ গারজেন সোর্থমোর একটি ভয়ানক এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করেছিলেন। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, একজন মানুষকে যদি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়, সে সর্বপ্রথম কোন কাজ করবে। তিনি ৫ জন নারী ও ৫ জন পুরুষকে একটি ক্ষুদ্র ও অন্ধকার চ্যাম্বারে প্রবেশ করলেন ও বাহির

থেকে লক করে দিলেন। এই চ্যাম্বারটি এতটাই অন্ধকার ছিল যে, ১০ নারী ও পুরুষের কারোরই জানার সুযোগ ছিল না, তারা কে অথবা কোথা থেকে এসেছে, তারা সম্পূর্ণ নামহীন ও অপরিচিত। এই গভীর অন্ধকারে, অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন কাজ করেছিল। তারা আলোচনা করতে চেয়েছিল কিন্তু খুব দ্রুতই আলোচনা অদৃশ্য হয়ে যায়। তারা ভাষা হারায়। তারা একে অন্যকে টাচ করে, ৯০% অংশগ্রহণকারী উদ্দেশ্যমূলকভাবে একে অন্যকে স্পর্শ করেছিল। তাদের প্রায় অর্ধেক একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছিল, এক তৃতীয়াংশ কিস করেছিল। বিস্ময়করভাবে, এই এক্সপেরিমেন্টের সময় একজন পুরুষ ৫ জন ভিন্ন ভিন্ন নারীকে চুমু খেয়েছিল। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এই ঘটনাটি ঘটার কারণে তারা উন্মুক্তভাবে একে অন্যের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

একটা সময় এক্সপেরিমেন্ট শেষ হয়। অংশগ্রহণকারীদের রুম থেকে বের করে আনা হয়। ১০ জনের মধ্যে ৭ জন অংশগ্রহণকারী কিনসেকে অনুরোধ করেছিল, আমাদের পুনরায় ডার্ক চ্যাম্বারে ফিরে যেতে দিন, আপনার যত টাকা লাগে আমরা আপনাকে পরিশোধ করব। প্রায় ৮০% নারী ও পুরুষ বলেছিল, তারা যৌন উদ্দীপনা অনুভব করেছিল। ভয়ানক হলেও সত্য যে, আজকের যুগের পর্নোগ্রাফিক সাইটগুলো হলো, সাইকোলজিস্ট কেনেথ গার্জেনের সেই এক্সপেরিমেন্টাল ডার্ক চ্যাম্বার।

যেখানে প্রতিটি নারী ও পুরুষ প্রাইভেটলি নিজেদের পারসোনাল কম্পিউটারে ১০০ ভাগ নিশ্চয়তার সাথে একটি ডার্ক রুমের ভেতর সেক্সচুয়াল কন্টেন্ট অনুসন্ধান করছে। টিএনএজ থেকে শুরু করে লেসবিয়ান, এভোনি, মমলাইক ফিগার অথবা ট্র্যান্সসেকচুয়াল এমন কোনো ইরোটিক ভিডিও নেই, যেখানে তারা সেক্সচুয়াল কন্টেন্ট সার্চ করেনি কিন্তু পর্নো ইউজাররা যে জিনিসটা বুঝতে পারেনি, সেটা হলো, পর্নোইন্ডাস্ট্রির সকল ডেটা বিশ্বের কয়েকটি মেটা কোম্পানী সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছে, যা বিজ্ঞানীদের সুযোগ করে দেয়, নারী ও পুরুষের আকাঙ্ক্ষার গভীর সিক্রেট উন্মোচন করার।

১৯৯১ সালে আমেরিকাতে মাত্র কয়েকটি ইরোটিক ম্যাগাজিন ছিল। ১৯৯৭ সালে অনলাইনে পর্নোসাইটের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০০। ২০১০ সালে অনলাইনে পর্নোগ্রাফিক সাইটের সংখ্যা দাঁড়ায় ২.৫ মিলিয়ন। ২০১২ সালে পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইটের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫ মিলিয়ন। ২০২২ সাল নাগাদ পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০,০০০ টেরাবাইটে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, বিশ্বের প্রতিটি পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইট পুরুষের মস্তিষ্কের জন্য ডিজাইন করা। আমরা দেখেছি, নারীদের মাঝে পুরুষের পেনিস অথবা ফিজিক্যাল বডির প্রতি খুব বেশি আকর্ষণ নেই।

একজন নারী পর্নোগ্রাফিকে অনেক সময় অসঙ্গতিপূর্ণ ও বিরক্তিকর মনে করে। একজন নারীর কাছে পর্নোগ্রাফির তুলনায় রোম্যান্স উপন্যাস বেশি জনপ্রিয়।

রোম্যান্সের উপন্যাসকে অনেক সময় নারীর পর্নোগ্রাফি বলা হয় কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, একজন নারী রোম্যান্সের উপন্যাসগুলোর মধ্যে কোনো এক্সপ্লিসিট সেক্সচুয়াল কন্টেন্ট দেখলে, সেটাও এড়িয়ে যেতে পারে। ২০২৩ সালের মে মাস পর্যন্ত রোম্যান্সের উপন্যাস বিক্রি হয়েছিল ৩৯ মিলিয়ন এবং মোট রেভিনিউ জেনারেট করেছিল ১.৪৪ বিলিয়ন। কিন্তু আপনি শুনলে হয়তো অবাক হবেন যে, এই রোম্যান্টিক উপন্যাসগুলোর ৮২% পাঠকই ছিলেন নারী।

গবেষকরা আরও আবিষ্কার করেছিলেন, একজন পুরুষ কোনো একজন সেলিব্রেটি নারীর পর্নোভিডিও দেখার জন্য মিলিয়ন ডলার খরচ করতেও প্রস্তুত কিন্তু একজন নারী কোনো সেলিব্রেটির পেনিস দেখার জন্য মোটেও আকৃষ্ট নয়। সালমান অথবা আয়মান সাদিকের নুড ভিডিও দেখার জন্য মেহজাবিন চৌধুরী অথবা জয়া আহসান এক টাকাও খরচ করবে না কিন্তু তানজিন মেহজাবিন অথবা মুনজেরিনের পর্নোগ্রাফি দেখার জন্য একজন পুরুষ কোটি কোটি টাকা বাজি রাখতে পারে। কেন পুরুষের শারীরীক কাঠামো নারীর যোনিতে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি করে না, কেন একজন নারী কেবল পুরুষের শরীরের প্রতি আকর্ষণ ফিল করে না? নারীর দেহ ও মনের এমন অসংখ্য রহস্য আছে। আর এগুলো উন্মোচনের জন্য বিজ্ঞানীদের পদক্ষেপগুলোও ছিল নাটকীয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি মাস্টার জনসন পুরুষের পেনিসের মাথায় ক্যামেরা সেট করে নারীর ভ্যাজাইনায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। লম্বা নারীরা কেন সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় অর্গ্যাজম ফিল করে না, অথবা অসংখ্য নারী কেন একেবারেই অর্গ্যাজম ফিল করে না, সেটা জানার জন্য প্রিন্সেস ম্যারি নামক একজন বিজ্ঞানী শত শত নারীর ভ্যাজাইনা মেপে মেপে দেখেছিল। নারীর অর্গ্যাজম নিয়ে দার্শনিক হিপোক্রেটিস ও অ্যারিস্টটলের বিতর্ক দূর করার জন্য ঊনিশ শতকের জোসেফ বেক নামক একজন বিজ্ঞানী মৃত নারীর যোনির ভেতর এক্স-রে করে দেখেছিল।

সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় নারীর যোনির ভেতর কী ঘটে সেটা বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা ইন্টারকোর্স চলাকালীন নারীর ভ্যাজাইনার ভেতর ফোর্থ ডায়মেনশনাল আলট্রাসাউন্ড প্রেরণ করেছিল। নারীর পেটের ভেতর সন্তান কেমন আচরণ করে সেটা দেখতে গিয়ে এক পাগল বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে বসলেন, ফিটাস মায়ের গর্ভে মাস্টারবেট করছে! নারী কেন পুরুষের থেকে সেক্সচুয়ালিটির দিক থেকে আলাদা, সেটা জানার জন্য, আমরা নারীর যোনির মধ্যে ভায়াগ্রা স্প্রে করে দিয়েছি। আমরা আবিষ্কার করেছি, ভায়াগ্রা প্রয়োগ করার পরও নারীর যোনিতে কোনো রক্ত প্রবাহ তৈরি হয় না।

একজন নারী মানসিকভাবে জাগ্রত না হলে, তাকে শারীরীকভাবে জাগানো কষ্টকর হয়ে ওঠে। নারীকে জাগানোর জন্য বিশাল একটা পেনিস যথেষ্ট নয়। আমরা নারীর এক্স–ক্রোমোজমের সিকোয়েন্স দেখেছি, আমরা নারীর ইমিউন সিস্টেম দেখেছি, আমরা নারীর হর্মোনাল ফ্ল্যাকচুয়েশন দেখেছি এবং আমরা নারীর নিউরনের ভেতর

হেঁটেছি। আমরা পুরুষকে পিঁপড়ার সাথে সেক্স করতে দেখেছি, আমরা নারীকে দেখেছি, আইফেল টাওয়ারকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করতে ও চীনের মহাপ্রাচীরের সাথে সেক্স করতে।

আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন সেক্সচ্যাট দেখেছি, আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন নর-নারীর সেক্সচুয়াল কনভার্সেশন ট্র্যাক করেছি, আমরা অনলাইনে কান পেতে শুনেছি, নারী কী চায়।

পুরুষ কেন সিনিয়র নারীদের পছন্দ করে?

প্রাইম রঙ তিনটি কিন্তু এ তিনটি রঙ দিয়ে ১৬ মিলিয়ন কালার তৈরি করা যায়। প্রাইম স্বাদ চারটি কিন্তু এই চারটি স্বাদের কম্বিনিশন ঘটিয়ে গণনাতীত খাবারের আইটেম তৈরি হয়। একই ব্যাপার কী মানুষের অনুভূতির উপর অ্যাপ্লাই করা যায়? সম্ভবত, এর উত্তর হলো, ইয়েস। মানুষের প্রধান নিউরো-ট্রান্সমিটার ৭টি এবং হর্মোন ৯টি। এ সকল নিউরোট্রান্সমিটার ও হর্মোনের কম্বিনিশনে হাজার হাজার অনুভূতি তৈরি হয়। মানুষের আকাঙ্ক্ষা আসলে খুবই জটিল।

আমরা জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ দিয়ে মহাবিশ্বের তের বিলিয়ন বছর অতীত দেখতে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু এখনো মানব আকাঙ্ক্ষার অনেক কিছুই জানি না। আর মানুষের এই জটিল আকাঙ্ক্ষার ভেতর লুকায়িত মৌলিক সমীকরণ বুঝতে আমাদের যে প্ল্যাটফর্মটি সহযোগিতা করেছিল, তার নাম পর্নোইন্ডাস্ট্রি।

ডগপাইল নামক একটি মেটা সার্চ ইঞ্জিন আছে। গবেষকররা সে সাইটের ওপর গবেষণা করেছিলেন। তারা দেখতে পান, ডগপাইলে অধিকাংশ পুরুষ কোন ধরনের নারীদের পর্নো অনুসন্ধান করে। তারা দেখেছিলেন বেশিরভাগ পুরুষ একজন নারীর বয়সকে, তার অন্যান্য গুণ থেকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে। প্রায় সকল পুরুষ সুনির্দিষ্ট একটি বয়সের নারী অনুসন্ধান করেছিলেন আর সেটা ছিল “nake-d 25-year-olds” or “se-xy 40-year–olds”।

ইউটিউব আসার পর ইউটিউবকে কপি করে আরও অসংখ্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়। কিন্তু ইউটিউবের সাথে সেগুলোর তারতম্য ছিল, সেগুলো অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করত। ২০০৭ সালে অসংখ্য অ্যাডাল্ট প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল Redube, XTube, YouPorn, and XNXX। তারা একপ্রকার একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতাই করেছিল। পূর্বে এই সকল সাইটের আয়ের উৎস ছিল সাবস্ক্রাইব কিন্তু

পর্নোগ্রাফি নিয়ে প্রতিযোগিতা এতটাই তুমুল হয়ে উঠেছিল যে, অসংখ্য সাইট জনসাধারণকে ফ্রি অ্যাকসেস দিয়ে দেয়, তাদের আয়ের উৎস এখন বিজ্ঞাপন। পর্নোহাব এসেছিল ২০০৭ সালে। এটি প্রতিদিন ১০ মিলিয়ন ভিজিটরকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। অতীতের সকল ইন্ডাস্ট্রিকে পর্নোহাবের এই সফলতা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু কী এমন ইউনিক ছিল এখানে যে পর্নোহাব আসার পর, অন্যান্য সাইটগুলোর রিচ কমে যায়? এর একমাত্র কারণ ছিল, তারা নিষিদ্ধ ভিডিও আপলোড করেছিল, ধর্ষণ, অজাচার ও পশুকাম। কিন্তু আপনি কী জানেন, পর্নোহাবের সবচেয়ে জনপ্রিয় সার্চ টার্ম কোনটি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর হলো "Mom"। মিলিয়ন মিলিয়ন পুরুষ সেক্স করার জন্য "মম" ফিগার অনুসন্ধান করেছে! আর এই "মম" পর্নোহাবকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলে। বয়স্ক নারীর প্রতি এই যৌন তাড়নার ওপর ভিত্তি করে পর্নোইন্ডাস্ট্রিতে নতুন একটি টার্ম চালু হয় "MILF" যার মিনিং হলো "Mo#ther I'd Like to Fu#ck। যেখানে আমাদের দেশে আমরা মাদার লাইক ফিগারকে সম্মান করি। সেখানে এই সম্মানিত ফিগারকে অন্ধকারে, বিশ্বের মিলিয়ন মিলিয়ন পুরুষ কামনা করেছে শয্যাসঙ্গী হিসেবে! ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালে, এটি ছিল সেক্সচুয়াল আকর্ষণের সবচেয়ে লাভজনক জনরা। এটি এত বেশি প্রফিট করেছিল যে, সবশেষে মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়, যার নাম MILF Hunter।

এমনকি রক্ষনশীল ইন্ডিয়াতেও, আমরা তাদের নিজস্ব ভার্সনের MILF দেখতে পাই, যার মধ্যে বিখ্যাত ছিল "Savita Bhabhi"। কিন্তু টিনএজ অথবা তরুণী নারী রেখে, কেন পুরুষরা সবিতা ভাবীকেই চেয়েছিল, যে দুধ বিক্রেতা থেকে শুরু করে চা-দোকানদার সবাইকে আকৃষ্ট করতে চায়? সবিতা ভাবী গল্পের সিরিজ এতটাই বিখ্যাত হয়েছিল যে, এটি কয়েকটি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল এবং পরে এটি রাষ্ট্রীয়ভাবে ভ্যান করা হয়। কিন্তু কেন? ২০১০ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, ২৭ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নারীরা যৌনতার ক্ষেত্রে অনেক বেশি উন্মুক্ত হয়, তাদের মধ্যে ব্যাপক সেক্সচুয়াল ফ্যান্টাসি কাজ করে এবং তারা অতিরিক্ত পরিমাণে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ডে যেতে চায়।

অ্যালেক্সা কোম্পানি নামক একটি কোম্পানি আছে, যেটি বিভিন্ন সাইটের ট্র্যাফিক গণনা করে। একবার এই কোম্পানি বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েবসাইটের তালিকা প্রকাশ করেছিলেন, যার মধ্যে ৪২,৩৩৭টি ওয়েবসাইট ছিল অ্যাডাল্ট সাইট। ২০১০ সালের এই গবেষণা অনুসারে, এই সংখ্যা ছিল মোট সাইটের ৪%। আর এই চার শতাংশ সাইটের মধ্যে ৩১৩ ছিল "granny sites", যে সাইটহগুলোতে পুরুষ মমকে ছেড়ে গ্র্যান্ড মমকে অনুসন্ধান করেছিল।

ঠিক এ সময় ইংল্যান্ড এবং কেনিয়ায় "rules of sexual shame" নামক একটি আইন করা হয়, যে আইনের মূল কথা ছিল, তরুণ ছেলেরা দাদী ও নানীর সাথে

খোলাখুলি সেক্সচুয়াল কথাবার্তা বলতে পারবে। রাশিয়া, ইন্ডিয়া, ইউরোপ ও জাপানের ওয়েবসাইটগুলোর ওপর একবার অ্যালেক্সা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল, সেখানে বলা হয়, এ সকল ওয়েবসাইটের মধ্যে ২,৪৬২ ওয়েবসাইট ছিল তরুণী নারীদের এবং ১,২৩৭টি সাইট ছিল বয়স্ক মহিলা বা MILF। কিন্তু কেন পুরুষ মম লাইক ফিগারের প্রতি এত আকৃষ্ট? কেন অধিকাংশ পুরুষের সেক্সচুয়াল অভিজ্ঞতা সিনিয়র কোনো নারীর সাথেই হয়? কেন আমাদের দেশে ভাবী চরিত্রটি এত বেশি সেক্সি? এর বিজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী?

আসলে তরুণী নারীরা আনপ্রেডিক্টেবল, এদের হর্মোনাল ফ্ল্যাকচুয়েশন অনেক বেশি, এরা অস্থিতিশীল ও অপরিপক্ক। এজন্য পুরুষ ম্যাচুরিটি সম্পন্ন নারী পছন্দ করে। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান অনুসারে, তরুণরা বয়স্ক নারী এজন্যই পছন্দ করে কারণ তারা সন্তান লালন-পালন করার মতো স্থিরতা রাখে। কিন্তু সমস্যা হলো, বয়স্ক নারীদের উর্বরতা বয়সের সাথে হ্রাস পায়। আর তাই পুরুষের উচিত ছিল, বয়স্ক নারী পছন্দ না করে, তরুণ নারী পছন্দ করা কিন্তু তারা তার বিপরীত কাজই করছে। কিন্তু কেন?কারণ হলো, একজন নারী যখন একবার সফলতার সাথে সন্তান জন্ম দেয়, তখন এটি আমাদের অবচেতন মনে তার উর্বরতার সিগন্যাল পাঠায়। এটি আমাদের বলে, এই নারী অতীতে সন্তান উৎপাদনে সফল হয়েছে, আর তাই তোমারও তাকে কামনা করা উচিত।

এছাড়া আফ্রিকার জঙ্গলে বয়স্ক নারীদের সামাজিক অবস্থান ভালো ছিল, তাদের স্থিতিশীল সম্পদ ছিল, আর তাই তরুণরা হয়তো, সে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তার সম্পদ সন্তান লালন-পালনে ব্যবহার করার জন্য। রবার্ট ট্রিভার বলেন, বয়স্ক নারীরা সন্তানের জন্য অনেক বেশি ইনভেস্ট করে, তারা খুবই বিশ্বস্ত হয়, তাই আমাদের অবচেতন মন সিনিয়র নারীর প্রতিই সেক্স ফিল করে। আর তরুণী নারীর প্রতি আমাদের আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক কারণ তারা উর্বর। কিন্তু আপনি স্বীকার করুন বা নাই করুন, পৃথিবীর ৯৫% পুরুষ প্রতি মাসে একবার হলেও "মম" লিখে সার্চ করে।

পুরুষ কেমন নারী পছন্দ করে?

মিডিয়ার সাথে পুরুষের মনের বিরোধ!

২০১০ সালে আমেরিকার মেয়েদের ওপর পরিচালিত একটি স্কাউট পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সী ১০ জনের মধ্যে ৯ জন নারীই ফ্যাশন ও মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে স্কিনি বা চিকন হওয়ার জন্য প্রেসারের শিকার হয়। সেন্ট্রার অব ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেন্টেশনের ডেটা অনুসারে, নারী দেহের একটি আদর্শিক মাপ আছে, যেটাকে বলা হয় "Body Mass Index (BMI)"। ম্যাগাজিনগুলো মাঝেমাঝে এমন সব নারীদের ছবি প্রকাশ করে, যাদের দেহ এই গড়পড়তা এই ইনডেক্সের নিচে। কিন্তু কেন? পুরুষ কী আসলেই চিকন নারী পছন্দ করে?

"Cosmopolitan, Vogue, and InStyle" এর মতো ম্যাগাজিনগুলো নারীদের ইনডেক্সের আদর্শিক মান থেকে কম মাপের বডি ইমেজ প্রদর্শন করে। অন্যদিকে, আমরা তাদের মধ্যে পুরুষের দেহের সাইজের প্রতি কোনো মনোযোগ দেখতে পাই না। কিন্তু পুরুষ তার ল্যাপটপে গোপনে যে ধরনের নারী ফিগার অনুসন্ধান করে, তার সাথে ম্যাগাজিনগুলোর দেখানো চিকন নারীর মিল নেই। প্রতিটি পুরুষের ল্যাপটপই সাক্ষী, তারা কখনো তাদের সেক্স পার্টনার হিসেবে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি অথবা

দীপিকা পাড়ুকোনকে চায়নি। তাদের বেশিরভাগ সার্চই ছিল এমন কোনো নারীর জন্য, যার দেহ চূড়ান্তভাবে চিকন নয়।

একজন পুরুষ কেবল নারীর তারুন্যকেই গুরুত্ব দেয় না, তার দেহের সাইজকেও গুরুত্ব দেয়। ডগপাইল সার্চ ইঞ্জিনে, এটি তিন নাম্বার ক্যাটাগরিতে আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলে, চিকন নারীর জন্য যদি ডগপাইলে একবার সার্চ করা হয়ে থাকে, তবে ফ্যাট বা চর্বিযুক্ত নারীর জন্য সার্চ করা হয়েছিল অন্তত তিনবার। ওয়েবসাইটে অসংখ্য পুরুষ BBW-এর ফ্যান, যার মিনিং হলো "Big, Beautiful Women"। অ্যালেক্সা ৫০৪টি অ্যাডাল্ট সাইটের তালিকা প্রস্তুত করেছেন, যেগুলো সম্পূর্ণভাবে ভারী দেহের নারীর পর্নোগ্রাফি প্রকাশ করে (such as Fat Tube, Sugar Fat Girls, and Hippo Girls)। আর অন্যদিকে স্কিনি দেহের নারী নিয়ে পর্নোগ্রাফি তৈরি করে, এমন ওয়েবসাইটের সংখ্যা মাত্র ১৮২টি (such as Skinny Teens Naked)। এছাড়া প্রায় ১৫০টি নন ইরোটিক ডেটিং নেটওয়ার্ক আছে, যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল "Large and Lovely, Large Passions, and Chubby Fishing"।

গবেষকরা গড় নারীদের সাথে ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান পর্নোস্টার নারীদের দেহের সাইজ তুলনা করেছিলেন। তারা দেখেছিলেন, বেশিরভাগ পর্নোস্টারদের দেহের আকার BMI ইনডেক্সের মধ্যেই পড়ে, সেন্ট্রার অব ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেন্টেশন, যেটাকে স্বাস্থ্যকর বডি সাইজ বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন, যদিও কিছু ইউরোপিয়ান পর্নো তারকাদের দেহ কিছুটা নিচের সারিতে অবস্থান করছে।

এছাড়া বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেন, পৃথিবীর অধিকাংশ পুরুষ একটি সুনির্দিষ্ট কোমর ও নিতম্বের হার পছন্দ করে। কিছু গবেষণা বলছে, এই আদর্শ কোমর ও নিতম্বের অনুপাত হলো (0.7 এর কাছাকাছি), যা ইউরোপিয়ান পর্নো তারকাদের সমরূপ। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, নিতম্ব ও কোমরের অনুপাত নিয়ে সাধারণত কারও সেক্সচুয়াল ফেটিশ দেখা যায় না। পর্নোসাইটগুলোতে কোমর আর নিতম্বের ওপর ভিত্তি করে ওয়েব সার্চ খুবই কম। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে চূড়ান্তভাবে চিকন কোনো নারীর প্রতি পুরুষদের কোনো আকর্ষণ নেই। মিডিয়া যেভাবে চিকন ফিগার প্রমোট করে, এটা কেবল নারীর স্বাস্থ্যের জন্যেই যে ক্ষতিকর তা নয়, পুরুষ নিজেও এই বিউটি স্ট্যান্ডার্ড পছন্দ করে না। প্রশ্ন হলো, আপনি কার জন্য সুন্দর হতে চাইছেন? মিডিয়ার জন্য অথবা আপনার সম্ভাব্য প্রেমিকের জন্য।

আমাদের বিবর্তনীয় অতীতে আদর্শ বডি সাইজ প্রজননগত সফলতার সিগন্যাল দিয়েছিল। এখনো পুরুষের অবচেতন মনে নারীর আদর্শিক বডি সাইজের প্রতি দুর্বলতা আছে। মিডিয়া খুব দ্রুত বিবর্তিত হচ্ছে কিন্তু আমাদের মন মিডিয়ার সাথে

পাল্লা দিয়ে এখনো বিবর্তিত হতে পারেনি। এটাকে বলে "ইভল্যুশনারী টাইম" ল্যাগ। ইভল্যুশনারী টাইম ল্যাগের কারণেই মূলত মিডিয়া ও পুরুষের পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

নারী ও পুরুষ কেউই বিগ ব্রেস্ট নিয়ে অসন্তুষ্ট নয়

সারা বিশ্বে নারীদের ব্রেস্ট ক্রমশ বিশাল হচ্ছে। এটি একটি অ্যানাটমিক্যাল রহস্য। আপনি ভাবতে পারেন যে, ব্রেস্ট সাইজ বড় হওয়ার পেছনে তাদের ওজন বৃদ্ধিই দায়ী। কিন্তু এটি স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড উত্তর নয়। স্থুলতা একা নারীর কাপ সাইজ বড় হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না, বিশেষ করে ব্রা বিক্রির প্রেক্ষাপট বিচার করলে। যেখানে ছোট ব্যাক সাইজ এবং বড় কাপ সাইজ ক্রমশ সাধারণ হয়ে উঠছে। কিন্তু কেন? পেছনের দিক ছোট অথবা সামনের দিক এমন ফুলে ওঠার কারণ কী? কেন ব্রা গুলোর আকার এমন অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, স্লিম নারীদের ব্রেস্টও দিন দিন বড় হচ্ছে। একজন নারী স্লিম অথবা ফ্যাটি তার ওপর ব্রেস্টের আকার নির্ভর করছে না। মজার ব্যাপার হলো, এই ক্রমবর্ধমান ব্রেস্ট বড় হওয়ার কারণে নারী ও পুরুষ কেউই দুঃখিত নয়, দুজনেই খুশী। কিন্তু তাদের এই আনন্দের পেছনে কারও কাছে ক্লিয়ার কোনো ব্যাখ্যা নেই। তাদের কেউই বলতে পারছে না, কেন তারা বিগ ব্রেস্ট পছন্দ করে। যদি একা পুরুষ নারীর বড় ব্রেস্ট দ্বারা খুশি হতো, তাহলেও একটি ব্যাপার ছিল, নারীর নিজেরই নিজের ব্রেস্টের ওপর ব্যাপক অবসেশন।

ব্রেস্ট বড় বা ছোট যাই হোক, পুরুষের কাছে নারীর ব্রেস্ট এক একটি সেলিব্রেটি। আমেরিকার, ইন্ডিয়া, রাশিয়া, জার্মান ও সৌদি আরব সহ বিশ্বের অসংখ্য দেশে "ব্রেস্ট" হলো ইন্টারনেটে সবচেয়ে পপুলার সার্চ। আর এটি হেট্রোসেক্সচুয়াল পুরুষদের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয়। বড় ব্রেস্ট ইন্টারনেটে এক্সট্রা-অর্ডিনারী লেভেলে জনপ্রিয়। সকল প্রভাবশালী ছবি, গল্প, ভিডিও এবং অ্যানিমেটেড পর্নে আমরা একটা জিনিসের প্রতি ফোকাস দেখি বিগ ব্রেস্ট। নিকোলাস গুয়েগুয়েন নামে একজন মনোবিজ্ঞানী নারীর স্তনের আকারের পরিবর্তনে পুরুষের মন কীভাবে পরিবর্তন হয় তার ওপর একটি গবেষণা করেছিলেন, তিনি একজন কনফেডারেট নারীকে ফ্রান্সের একটি বারে ছেড়ে দেন। প্রতিবার প্যাডিং ব্যবহার করে, তার ব্রেস্টের কাপ সাইজ (সামনের ফোলা অংশ) বড় ও ছোট করে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তিনি তার কাপ সাইজ A-cup

to C-Cup করেছিলেন। তিনি দেখেন, যখনই কাপ সাইজ আর্টিফিশিয়াল লেয়ার বা প্যাডিং-এর মাধ্যমে বড় করে দেয়া হয়, পুরুষ তার প্রতি বেশি আকর্ষণ প্রকাশ করে।

অ্যালেক্সা অ্যাডাল্ট সাইট লিস্টে ১,৬৭২টি সাইট আছে বিগ ব্রেস্টের ওপর। সেক্সচুয়াল সাইটগুলোতে এটি একটি পপুলার ক্যাটাগরি। ব্রেস্টের জন্য ইন্টারনেট সার্চগুলোতে ডজনখানিক প্রতিশব্দ পাওয়া যায়- busty, big, gigantic, monster, huge, massive, ginormous। আর অন্যদিকে ছোট ব্রেস্টের জন্য প্রতিশব্দ ছিল মাত্র তিনটি small, tiny, petite। অ্যালিস ফিশার পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, পুরুষের ব্রেস্ট পছন্দে একটি ভয়ানক ব্যাপার আছে, তারা সবাই বড় ব্রেস্ট চায়, আর তাই নারীর ব্রেস্টের আকার প্রকৃত সাইজ থেকে দিন দিন বড় হচ্ছে। যদিও সকল পুরুষ বাস্টি পছন্দ করে না।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ব্রেস্টের ভিন্ন ভিন্ন পছন্দ আমাদের এটাই ইন্ডিকেট করে যে, পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষার পেছনে ব্রেস্ট সাইজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, প্রস্তর যুগের শিকারী সংগ্রাহকদের মতো কিছু শিকারী সংগ্রাহক গ্রুপ আছে, যারা ব্রেস্টকে যৌন আকর্ষণের কেন্দ্রীয় দিক মনে করে না বা তাদের ব্রেস্ট ফেটিশ নেই। এরকম একটি গোষ্ঠীর নাম হলো অ্যামাজোনিয়ান যানমাম। এই আদিবাসী সমাজে একজন ২২ বছর বয়সী তরুণীর ব্রেস্ট ৪০ বছর বয়সী একজন ওয়েস্টার্ন নারীর সমান। এর কারণ হলো পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং ফিটনেস। আধুনিক সমাজে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য হার ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে, তাই ৪০ বছর বয়সী নারীর ব্রেস্টও ২২ বছর বয়সী তরুণীর মতো অভিজাত হয়। বৃদ্ধ বয়সেও এই তরুণ ব্রেস্টের অধিকারী নারীদের কৌতুক করে ডাকা হয় "MILFhood"।

কেন পুরুষ নারীর পায়ের প্রতি আসক্ত?

আমার প্রথম প্রেম হয়েছিল একজন টিএনএজ নারীর পায়ের সাথে। হ্যাঁ, এটি কোনো ডায়নোসরের পা ছিল না। একটি নারীর পা। সে স্যান্ডেল পরিধান করে একদিন আমার সামনে দিয়ে হেঁটেছিল আর আমি তার নগ্ন পায়ের দিকে সাপের চোখে তাকিয়ে ছিলাম। আমার মস্তিষ্কের মধ্যে দুর্দমনীয় আসক্তি তৈরি হয়েছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমি কেন আমাকে কন্ট্রোল করতে পারছিলাম না। একটা সময় মেয়েটি ইংল্যান্ড চলে যায়। আমরা একে অন্যকে জানি। ভালোবাসার কথা প্রকাশ করি কিন্তু হাস্যকর হলেও

সত্য যে, আমি তার কাছে কোমর, নিতম্ব অথবা ব্রেস্টের ছবি চাইনি কখনো, আমি তাকে বলেছিলাম, আমি তোমার পায়ের একটি ছবি চাই!

পৃথিবীর মিলিয়ন মিলিয়ন পুরুষ নারীর পায়ের তালুর প্রতি আসক্ত। কমিক অ্যাক্টর জেক ব্ল্যাক বলেছিলেন, আমি সবসময় নারীর পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি তার হিল পছন্দ করি। যদি সে ক্লগ পরিধান করে, এটি আমার আমার মস্তিষ্কের ভেতর একটা কিছু তৈরি করে। ফ্লিপ-ফ্লপ। স্যান্ডেল। এবং নগ্ন পা আমার জন্য শেরা।

মনোবিজ্ঞানী ভন ক্রাফট-ইবিন বলেছিলেন, এ ধরনের আকর্ষণ তখনই উন্নত হয়, যখন আমাদের চোখের দেখা ও আবেগের মধ্যে একটি অ্যাসোসিয়েটিভ সংযোগ তৈরি হয়। ফ্রয়েড মনে করেছিলেন, যে সকল পুরুষ নারীর পায়ের প্রতি আসক্ত তারা অপরিপক্ক, কাপুরুষ ও আনুগত। সামাজিক মনোবিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, পায়ের তালুর তীব্র ঘ্রাণ অথবা সুন্দর জুতা পুরুষের মস্তিষ্কে পায়ের প্রতি আসক্তি জন্ম দেয়।

ফিগার: এখানে কে আপনার মস্তিষ্ক প্রভাবিত করছে?

কিন্তু আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, প্রাকৃতিক নির্বাচন পুরুষের মস্তিষ্ক ডিজাইন করেছে, নারীর পায়ের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার জন্য। আর এটাই আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে, কেন এত বিলিয়ন পুরুষ নারীর পায়ের সাইজের প্রতি এত সংবেদনশীল। নৃবিজ্ঞানী ডেনিয়েল ফেসলার আবিষ্কার করেছিলেন, ইরান, ব্রাজিল, তানজানিয়া এবং পাপুয়া নিউগিনির মানুষ বড় পায়ের তালুর তুলনায় ছোট পায়ের তালুকে আকর্ষণের দিক থেকে সর্বোচ্চ মূল্য দেয়। অন্যদিকে নারীরা এভারেজ পুরুষের পাকেই আকর্ষনীয় মনে করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ছোট পায়ের প্রতি এই আকর্ষণ সাংস্কৃতিক নয় তো? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল আমাদের পর্নো ইন্ডাস্ট্রি। ওয়েবসাইটে

এমন কোনো সোসাইটির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, যারা বড় পায়ের নারীর পর্নোগ্রাফি সার্চ করেছে। বিশ্বের প্রায় সবগুলো সোসাইটি ইন্টারনেটে ছোট পায়ের তালু সার্চ করে।

নারীর পা সাধারণত গর্ভকালীন অবস্থায় তৈরি হয়, কখনো কখনো অর্ধেক আবার কখনো পরিপূর্ণ আকার এবং একজন গর্ভবতী নারীকে গর্ভকালীন অবস্থার আকর্ষণহীন মনে হয় কারণ এ সময় তার নতুন করে প্রজননের ক্যাপাসিটি নেই। অসংখ্য সংস্কৃতি যেমন চায়না ও পার্সিয়ানরা ফুট বাইন্ডিং নামক একটি আচরণ চর্চা করে, যেন মেয়েদের পা অপেক্ষাকৃত ছোট রাখা যায়। অসংখ্য আমেরিকান নারী অভ্যাসগতভাবে এমন সব জুতা পরিধান করে, যেগুলো তাদের পায়ের থেকে ছোট। মাঝেমাঝে নারীরা নিজেই তাদের পায়ের প্রতি ইরোটিক হয়ে যায়।

কিন্তু ফুট ফেটিশের সাইকোলজি সাংস্কৃতিক থিওরি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কেন আমরা পায়ের প্রতিই আকৃষ্ট হচ্ছি, কেন হাতের প্রতি নয়? প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতিতেই হাত বেশি দৃশ্যমান এবং হাতের সাধারণ কাঠামো ও বিস্তারিত দেখতে পায়ের মতোই। নারীরা তাদের হাত উজ্জ্বল করে সাজায়, নখ কাটার মেশিন দিয়ে সেগুলো আকর্ষণীয় উপায়ে কাটে দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে। পর্নোগ্রাফিতে আমরা দেখতে পাই, নারীর হাত সক্রিয়ভাবে সেক্সচুয়াল কর্মকাণ্ডে পার্টিশিপেট করছে। পৃথিবীর অধিকাংশ পর্নোভিডিওর মধ্যেই আমরা হ্যান্ডজব দেখতে পাই, কিন্তু ফুটজব খুব কমই দেখা যায়। তারপরও ডগফাইল ডেটা অনুসারে (২০১০-১১), ৯৩,৮৮৫টি সেক্সচুয়াল সার্চের মধ্যে ৫,৮৩১টি সেক্সচুয়াল সার্চ নারীর পায়ের তালুর জন্য। অ্যালেক্সা অ্যাডাল্ট লিস্টে মাত্র ২৭৬টি সাইট পাওয়া যাবে, যেগুলো পায়ের তালুর প্রতি ফোকাস করেছে, কিন্তু আমরা কেবল একটি ওয়েবসাইটের অস্তিত্ব খুঁজে পাই, যেটি হাতের দিকে ফোকাস করেছে যার নাম: Glove Mansion। যদি পুরুষের মস্তিষ্কের গঠনগত কারণেই তারা নারীর পায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে কী ফ্রয়েডের ধারণা সত্য নয়? উত্তর হলো, ইয়েস, ফ্রয়েডের ধারণা সঠিক। AOL সার্চ ডেটা অনুসারে, পর্নোগ্রাফিতে পায়ের তালুর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ গভীর ভাবে বন্ধন ও আনুগত্যের সাথে জড়িত। বিভিন্ন ওয়েবমাস্টার সাইট ফুট সাইট ও সাবমিশন সাইটের মধ্যে ক্রস লিংক তৈরি করেছিলেন। একটি জনপ্রিয় ফুট পর্ন এমন সব ভিডিও প্রদর্শন করে, যেখানে একজন আধিপত্যবাদী নারী পুরুষকে তার পা চাটার জন্য ফোর্স করছে। এটা পরিস্কার নয় যে, এ ধরনের পা-চাটার মনোভাব পায়ের প্রতি আরও অন্তরঙ্গ ভালোবাসা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কি না। অথবা পায়ের তালু ও আনুগত্য কোনো অজানা ফ্যাক্টরের সাথে সংযুক্ত কি না।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান আমাদের এই প্রশ্নটির উত্তর দেয়। একটি থিওরি অনুসারে, ছোট পা প্রজননগত সফলতার একটি সিগন্যাল। মানুষ ও অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে আমরা নারীর দেহের সে সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি ট্রেন্ড দেখতে পাই, যেগুলো তার

স্বাস্থ্য ও সক্ষমতার সিগন্যাল দেয়। ছোট পা, নারীর তারুণ্য ও উর্বরতার একটি সিগন্যাল। আবার কিছু গবেষক মনে করেন, ছোট পা নারীর তৎপরতা এবং দক্ষতার একটি প্রতিক। আফ্রিকার সাভানায় যে সকল নারীর পা ক্ষুদ্র ছিল, তারা কার্যকরীভাবে খাবার সংগ্রহ এবং শিকারী প্রাণী থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিল। আর এজন্যই পর্নোগ্রাফিতে পুরুষ নারীর স্যান্ডেল, হিল ও পায়ের তালুর উপাসনা করে।

নারীর পায়ের প্রতি পুরুষের এই ভালোবাসা, তার জেনেটিক স্বার্থপরতা থেকেই নির্গত হয়। কারণ একজন নারী যদি শিকারী প্রাণী থেকে দক্ষতার সাথে পালাতে পারে, পুরুষের জিন ভবিষ্যত প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু ছোট পায়ের প্রতি পুরুষের আকর্ষণের সত্যিকার ব্যাখ্যা আরও দুর্দান্ত। এজন্য ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন।

পুরুষ কেন অন্য পুরুষের বড় ডিক দেখতে চায়?

সমকামী পুরুষরা কোন ধরনের পেনিস পছন্দ করে? আপনার কমন সেন্স কী বলছে? বড় পেনিস তার জন্য নিশ্চয়ই পেইনফুল? যদি আপনি তাই ভেবে থাকেন। তবে আপনার ধারণা সম্ভবত ভুল। কমেডিয়ান রন হোয়াইট তার এক কাজিনের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন, একজন পুরুষকামী। সে পর্নোগ্রাফি পছন্দ করত কিন্তু লেসবিয়ান নারীর কোনো পর্নো সে দেখতে চাইতো না। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তুমি কী পুরুষের অর্ধ-শায়িত পেনিস পছন্দ কর? সে উত্তর দিয়েছিল, না, আমি বিগ পেনিস পছন্দ করি। এটা খুবই ভয়ানক একটি ব্যাপার। গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর তুলনায় পুরুষ নিজের বড় পেনিসের প্রতি বেশি ইন্টেরেস্টেড। ২০১০ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, আঠার থেকে ৫০ বছর বয়সী ৫০,০০০ অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ১৫% নারী তাদের প্রেমিকের পেনিস সাইজ নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, যেখানে ৪৫% পুরুষ বিশাল পেনিস চায়। কিন্তু এটি কেবল তাদের নিজের পেনিস নয়, যেটা নিয়ে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে।

একবার নারী ও পুরুষের ওপর একটি আই-ট্র্যাকিং গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে তাদের ভিন্ন ভিন্ন (নন-ইরোটিক) ছবি দেখানো হয়। তারা আবিষ্কার করেছিলেন যে, পুরুষ বারবার অন্য পুরুষের পেনিস সাইটের দিকে তাকায়, যদিও নারীদের মধ্যে এই প্রবণতা দুর্লভ ছিল। এমনকি রোম্যান্সের উপন্যাস, যেগুলোর মধ্যে খোলাখুলি ইরোটিক আলোচনা থাকে, সেখানে আমরা পুরুষের পেনিসের সাইজ ও অন্যান্য কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাই। অ্যাডাল্ট কন্টেন্টের ওপর

Fantasti.cc একটি কমিউনিটি আছে, যেটি একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, সেখানে পুরুষ ইউজাররা প্রায় ১ মিলিয়ন ছবির ওপর কমেন্ট করেছিল। সেখানে একশটি টপ রেটিং ছবির মধ্যে, ২১টি ছবির মধ্যেই পেনিসের ক্লোজ-আপ শট ছিল। ডগপাইল সার্চের মধ্যে "পুসির" চেয়ে "ডিক" সার্চের পরিমাণ কোনো অংশেই কম নয়। যদি পুসির জন্য সার্চের পরিমাণ ১,০৯৬, ৬১৪ হয়, তবে একটি ডিকের জন্য সার্চের পরিমাণ ছিল ৯৩৮,১৩৪। পর্নোহাব সহকারে সকল প্রধান টিউব সাইটে "বিগ" ডিক হলো একটি পপুলার ক্যাটাগরি।

পুরুষ মনে করে, তাদের পেনিস কখনোই বিশাল হতে পারে না। তাদের পেনিস যতই বিশাল হোক না কেন, তাদের কাছে, তাদের পেনিস ছোট মনে হয়। একজন পুরুষের পেনিস অসীম লম্বা হলেও, সম্ভবত, সে তার পেনিস ছোটই মনে করবে। হাহাহ। যাইহোক, মাত্র ২% পুরুষ ছোট পেনিস প্রত্যাশা করেছে, যেখানে মাত্র ৯% নারী ছোট ব্রেস্ট প্রত্যাশা করেছে। নারী চায় না, তার ব্রেস্ট ছোট হোক, পুরুষ চায় না, তার পেনিস ছোট হোক। প্রকৃতপক্ষে, অনলাইন সার্চে ছোট পেনিস থেকে বড় পেনিস সার্চের পরিমাণই বেশি। অ্যালেক্সা অ্যাডাল্ট লিস্টে ১,০৭২টি হেট্রোসেক্সচুয়াল সাইটের তালিকা আছে, যেগুলো বিগ পেনিসের ফিচার তৈরি করে যেমন Monsters of Cock, Mr.Biggz, and Teens Like It Big। কিন্তু ছোট পেনিসের জন্য অ্যালেক্সা লিস্টে কয়টি সাইটের তালিকা আছে? তিনটি: PinkyDick, Little-Cock, and My Tiny Dick। AOL সার্চ হিস্টরিতে মি. আক্কাসের সার্চ হিস্টরি:

1. big cocks
2. big dicks
3. monster cocks
4. tight pussy big dicks
5. long dong sex
6. big texas cocks
7. enormous cocks
8. gigantic cocks
9. big white dick sex
10. horny Amish women

একজন পুরুষ সাধারণত একজন নারীর দেহের অঙ্গপ্রতঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পেনিস নয়। কিন্তু কেন পুরুষের পেনিস পুরুষকেই আকৃষ্ট করছে? একটি ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে

আমাদের প্রাইমেট কাজিনদের মধ্যে। নিউ ওয়ার্ল্ডের বানর এবং ওল্ড ওয়ার্ল্ডের বানরদের পেনিস খুবই প্রভাবশালী এবং বহুমূখী একটি সামাজিক টুলস। এখানে একটি খাড়া পেনিসকে পুরুষ ভার্সাস পুরুষের আগ্রাসনের একটি চিহ্ন মনে করা হয়। পুরুষ মূলত নিজের ভুখণ্ড দখল ও নারীকে ইনভাইট করার জন্য নিজের পেনিস প্রদর্শন করে। যদি এই ইনভাইটেশন কোনো প্রতিযোগীর চোখে পড়ে, তাদের মধ্যে শত্রুতা ও যুদ্ধ হয়। একজন পুরুষ নারীর সাথে সেক্স করার সময়, অন্য পুরুষরা তার খাড়া পেনিস দেখে জাগ্রত হয়, তার সেক্স করার পরপর নিজের রাউন্ড শুরু করার উদ্দেশ্যে।

জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স নির্দেশনা দিয়েছিলেন, খাড়া পেনিস পুরুষের স্বাস্থ্যের সিগন্যাল। বনোবো এদিক থেকে আরও একধাপ এগিয়ে। তারা অন্য পুরুষের পেনিস পরিদর্শন ও গ্রুমিং করে। কিছু বিজ্ঞানী এটাকে একটি টেকনিক্যাল টার্মের মাধ্যমে প্রকাশ করেন, যেটাকে বলে "Diddling"। বনোবো একে অন্যের পেনিস টাচ ও গ্রুমিং করার মাধ্যমে রাজনৈতিক সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলে। একটি বনোবো পুরুষ অন্য বনবোর কাছাকাছি আসার পরপরই পেনিস নিয়ে খেলতে চায়। বনোবোরা দলের আলফা পুরুষের পেনিস নিয়ে সবসময় পড়ে থাকে, তারা এটি করে সামাজিক অনুক্রম রক্ষা করার জন্য। বিটা পুরুষ আলফা পুরুষের পেনিস গ্রুমিং করে, আর ওমেগা পুরুষ বিটা পুরুষের পেনিস গ্রুমিং করে। এভাবে পেনিস বনোবোর সমাজে সামাজিক অনুক্রম রক্ষা করে। পাপুয়া নিউগিনির পুরুষরা পেনিস টুপি পরিধান করে। এই পেনিসকে বলা হয় কোটেকা। সমাজের এক একজন মানুষ তার বয়স, সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি অনুযায়ী এক এক সাইজ ও শেইপের পেনিস ক্যাপ ব্যবহার করে থাকে।

অস্ট্রেলিয়ান ওয়ালবিরি এবং আরন্দার মানুষ "The penis-offering rite" নামক একটি অনুষ্ঠান পালন করে। এ সময় দলের একজন পুরুষ দুই হাত তুলে অন্যের অর্ধ দণ্ডায়মান পেনিস স্পর্শ করে। দলের মধ্যে কোনো দ্বন্ধ বা সংঘাত দেখা দিলে, তারা সেটি, মিমাংসা করার জন্য এই কাজটি করে থাকে। অতীতে পুরুষ পেনিস প্রদর্শনকে একটি মানসিক রোগ মনে করা হয়েছিল। কিন্তু ইন্টারনেটে, অসংখ্য পুরুষ এ ধরনের আচরণে লিপ্ত হয়।

চ্যাট রুলেট নামক একটি ওয়েবসাইট আছে, যেখানে পুরুষ ওয়েবক্যামের মাধ্যমে রান্ডম মানুষের সাথে সংযুক্ত থাকে। একটি গবেষণায় দেখা যায়, রুলেট চ্যাটের ২৫% ওয়েবক্যাম পুরুষের পেনিস প্রদর্শন করে। বিশ্বের কোথায় থেকে এই কাজগুলো হচ্ছে, সেটা বোঝার জন্য লোকেশন ট্র্যাক করা হয়, জানা যায় এই কাজগুলোর বেশিরভাগই হচ্ছে ইউরোপ, ব্রাজিল ও আমেরিকায়। আর একটি উদাহরণ ছিল ওয়েবসাইট "Fantasti.c"। যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুরুষ ইউজার তাদের পুরুষাঙ্গের ছবি প্রোফাইল পিকচার হিসেবে পোস্ট করে।

আর অন্যদিকে ৫% নারী প্রোফাইলে তার ভ্যাজাইনা পোস্ট করে। "Gone Wild" নামক একটি ওয়েবসাইট আছে, যেখানে ৩৫% পুরুষ নিজের পেনিসের ছবি পোস্ট করে। যাই হোক, পাবলিক প্লেসে পেনিস প্রদর্শন করাকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে বিপজ্জনক কোনো আচরণ মনে করা হয় না।

এটাকে দেখা হয়, একটি অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা হিসেবে, কাউকে ভয় দেখানো অথবা আধিপত্য বিস্তারের মনোভাব হিসেবে নয়। একটি থিওরি অনুসারে, মানুষ অন্যান্য প্রাইমেটদের সাথে একই একই আকাঙ্ক্ষার অ্যালগোরিদম শেয়ার করেছে। একজন নারী যেমন অন্য নারীর চুলে গ্রুমিং করে, একজন পুরুষও অন্য পুরুষের পেনিসে গ্রুমিং করে। এটা ঠিক যে কিছু নারী বড় পেনিস পছন্দ করে, তবে পুরুষের কাছে বড় পেনিস সবসময় পজিটিভ।

পুরুষ কী পিঁপড়ার সাথেও সেক্স করে?

জোসেফ প্লড এবং জেমস মার্টিনি পুরুষের ওপর একবার একটি এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করেছিলেন। পরীক্ষাটি ছিল অনেকটা ইভান পাভলভের কুকুরের ওপর এক্সপেরিমেন্টের একটি হিউম্যান ভার্সন। ইভান পাভলভ একবার একটি পরীক্ষা করেছিলেন কুকুরের ওপর।

তিনি কুকুরকে খাবার দেয়ার পূর্বে প্রতিদিন ঘন্টা বাজাতেন। যখনই কুকুরের সামনে খাবার আসত, কুকুরের মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হতো। কিন্তু প্রতিদিন খাবারের পূর্বে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে একটা সময়, ঘন্টা বাজালেই কুকুরের মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হয়। এটাকে বলে কন্ডিশন রিফ্লেক্স। জোসেফ প্লড পুরুষের পেনিসের ওপর এই এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছিলেন, মেয়েদের নুড ছবি অথবা ৪০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ক্লিপ দেখানোর পূর্বে, তিনি পুরুষকে এক বোতল কয়েন দেখায়। প্রথমে তারা পুরুষকে বিভিন্ন নুড ও সেমিনুড দেখিয়ে তার পেনিসের রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে। তারপর, তারা পুরুষটির প্যান্ট খুলে পেনিসের চারপাশে একটি তারের লুপ লাগিয়ে দেয়। এই ডিভাইসের নাম ছিল প্লেথ্যস্মগ্রাফ।

গবেষকরা দেখতে চেয়েছেন, শর্ট ভিডিও দেখানোর পূর্বে এক বোতল কয়েন দেখলে কুকুরের মতোই তাদের পেনিসে রক্ত প্রবাহ বেড়ে যায় কি না। একবার ৫০ সেকেন্ডের জন্য কয়েনের ছবি আসে আর একবার ত্রিশ সেকেন্ডের জন্য ইরোটিক ভিডিও আসে। পুরুষটি যদি হর্নি হয়ে যায়, তবে তাকে "baseline detumescence'' বা ঠান্ডা করার জন্য দু-মিনিট সময় দেয়া হয়। এভাবে এই

প্রক্রিয়াটি পনেরবার রিপিট হয়, কয়েন, পর্ন ও অপেক্ষা। যাই হোক। অবশেষে প্রতিটি পুরুষকে সায়েন্টিফিক কন্ট্রিবিউশনের জন্য বিশ ডলার দিয়ে বিদায় করে দেয়া হয়। কিন্তু এই পরীক্ষার ফলাফল কী ছিল? পুরুষের পেনিস কী কুকুরের মতো কন্ডিশন রিফ্লেক্স করেছিল?

উত্তর হলো, না। দুই- থেকে তিনজন অংশগ্রহণকারীর পেনিসে কয়েনের ছবি দেখে সামান্য রক্ত প্রবাহ বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু সকল পুরুষ নিরপেক্ষ উদ্দীপনা বা কয়েন দ্বারা উদ্দীপিত হয়নি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো কয়েক সপ্তাহ পর কয়েন দেখলে আর তাদের কোনো অনুভূতিই হয় না। অন্যদিকে নারীর ব্রেস্ট ও নিতম্বের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ সারাজীবনই থেকে যায়, এমনকি বয়স বাড়ার সাথে এটা আরও তীব্র হয়। একজন পুরুষকে নগ্ন নারীর ছবি দেখানোর আগে নিউট্রাল স্টিমুলেশন বা কয়েন বারবার দেখাতে হয়, নয়তো সেটা একসময় তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে__ এই প্রক্রিয়াকে বলে বিলুপ্তি। কিন্তু পুরুষ সারাজীবনই ব্রেস্ট ও নিতম্বের মতো নিউট্রাল স্টিমুলি দেখে সময় অপচয় করে, তাদের এই দেখার যেন শেষ নেই। প্রশ্ন হলো, কেন পুরুষের মাথায় সুনির্দিষ্ট নারী দেহের প্রতি দীর্ঘকালীন আগ্রহ তৈরি হয়?

একজন পুরুষের দেখার চোখ তৈরি হওয়ার পেছনে কিছু সুনির্দিষ্ট সংকেত রয়েছে। প্রথমত, একজন পুরুষের সেক্সচুয়াল অবসেশন প্রথম দেখাতেই তৈরি হয়। তাকে বার বার নিউট্রাল ও ইরোটিক ছবি দেখাতে হয় না।

দ্বিতীয়ত, পুরুষের সকল দীর্ঘকালীন যৌন আকাঙ্ক্ষা তারুণ্যেই তৈরি হয়। ক্লিনিক্যাল রিপোর্ট থেকে জানা যায়, একজন পুরুষ প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছানোর পর নতুন কোনো সেক্সচুয়াল অবসেশন তৈরি করবে, এটা খুবই দুর্লভ। যদি পুরুষের আকাঙ্ক্ষার সফটওয়্যার মৌলিকভাবে কন্ডিশনের মূলনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে বয়স কোনো ব্যাপারই না। একজন পুরুষ তার তারুণ্যের একটি নির্দিষ্ট সময় তার যৌন আকাঙ্ক্ষা অর্জন করে__এ সময়কালকে নিউরোসায়েন্টিস্টরা বলেছিলেন, ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিথ ও তার সহকারীরা একবার ছাগল ও ভেড়ার ওপর একটি এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করেছিলেন। তারা আবিষ্কার করেছিলেন, একটি ভেড়াকে যখন ছাগল হিসেবে লালন-পালন করা হয়, তখন সে ছাগলের প্রতিই সেক্স ফিল করে, ভেড়ার প্রতি নয়। কিন্তু নারী ভেড়ার মধ্যে এত হার্ডকোর প্রোগ্রাম তৈরি হয় না। সে একইসাথে ছাগল ও ভেড়া দুজনের প্রতিই আকৃষ্ট হতে পারে। এই গবেষণা থেকে জানা যায় যে, সেক্সচুয়াল সফটওয়্যার কেবল মাত্র আদি সামাজিক পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত হয় না, এর সাথে সেক্স এবং প্রজননগত কৌশলের সম্পর্ক আছে।

একটি পুরুষ ভেড়ার মস্তিষ্ক হার্ডকোর মায়ের দেহের পোস্টার বা অঙ্গভঙ্গি স্ক্যান করে রাখে, যেন সে তার সম্ভাব্য সঙ্গীকে চিনতে পারে। আর অন্যদিকে নারী ভেড়া

একাধিক পুরুষের সাথে সেক্স করে তার জেনেটিক ডায়ভার্সিটি তৈরি করার জন্য, তার নির্দিষ্ট কোনো পুরুষ চিনে রাখার প্রয়োজন নেই।[6]

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার ন্যান্সি বার্লি ও তার সহকর্মীরা একবার জেবরা ফিন্সের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। এই গবেষণায় দেখা যায়, ডিম ফুটে বের হওয়ার ৩৫ থেকে ৬৫ দিনের মধ্যে যে সকল জেবরা ফিন্সেস তার মায়ের সাথে দেখা করার সুযোগ পায় না, তার মস্তিষ্কে ভবিষ্যতে সে কোন ধরনের নারীকে পছন্দ করবে, সেই সফটওয়্যার ডেভেলপ হয় না।[7] সে বুঝতে পারে না সে তার প্রজাতির সাথে সেক্স করবে অথবা অন্য কোনো প্রজাতির পাখির সাথে সেক্স করবে, তার সুনির্দিষ্ট কোনো পছন্দ থাকে না।[8] এই গবেষণায় আরও বেরিয়ে আসে, পুরুষ জেবরা ফিন্সেস জন্মের পর, যে প্রজাতির মায়ের আন্ডারে বড় হয়, তার মধ্যে সেই প্রজাতি অথবা সে ধরনের নারীর প্রতিই সেক্স কাজ করে, যার মধ্যে তার মায়ের ফিচার বিদ্যমান।

অধিকাংশ মানুষের যৌনতার সংকেতের প্রতি আগ্রহ সুনির্দিষ্ট কোনো সময়ে তৈরি হয় না। অসংখ্য মানুষ বলে থাকেন, দেহের কোনো একটি অংশের প্রতি তাদের আগ্রহ কোনোপ্রকার সুনির্দিষ্ট সময়ের সীমারেখা ছাড়াই কয়েক বছর ধরে উন্নত হয়।

বিশেষ করে, তাদের জীবনের প্রথম বিশ বছরে। মাঝেমাঝে, যৌন সংকেতের প্রতি পুরুষ তার আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাখ্যাতীত মনে করে যেমন আমি জানি না, আমি কেন ব্রেস্ট ভালোবাসি''। তারা কেবল সেখানে বসে থাকে এবং আমায় আনন্দ দেয়। কিন্তু যে সকল মানুষ জীবনে কোনো ইরোটিক ছবি দেখেনি, যৌন সংকেতের প্রতি যাদের কোনো সংবেদনশীলতাই(uncued interest) নেই, তাদের ক্ষেত্রে? এ ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো একটি স্মরণীয় গল্পের মাধ্যমে শুরু হয়। ঊনিশ বছর বয়সে আমার এক বন্ধুর অণ্ডকোষের চারপাশে একটি হাইড্রোসিল দেখা দেয়। ডাক্তার কাছে যাওয়ার পর ডাক্তার আল্ট্রা সাউন্ডের মাধ্যমে ভেতরের পরিস্থিতি চেক করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। একজন নারী টেকনিশিয়ান তার অণ্ডকোষে উত্তপ্ত জেল দিয়ে লুব্রিকেট করে দিয়েছিল। মুহূর্তেই তার পেনিস দাঁড়িয়ে যায়। তারপর সে আল্ট্রাসাউন্ড টুলস নিয়ে তার অণ্ডকোষের চারপাশে ঘোরায়। জাস্ট এটাই। তারপর থেকে তার মধ্যে ডাক্তারের প্রতি অবসেশন তৈরি হয়। সে তার স্ত্রীর সাথেও ডাক্তার পেশেন্ট রোলস প্লে করতে শুরু করে। সে কোনো সমকামী নয় কিন্তু এক্সাম টেবিলে পুরুষ ডাক্তার দেখলেও তার ডিক হার্ড হয়ে যায়। একজন ব্যক্তি তার জীবনের শুরুর মুহূর্তে প্রথম যে উদ্দীপক দ্বারা যৌনতা আবিষ্কার করে, সেটা তার জীবনের পরবর্তী সময়গুলোকেও প্রভাবিত করে। নারী টার্কির মতো কিছু কিছু প্রাণী আছে, তারা প্রথম দেখাতেই কোনো একজন নারীর সাথে সেক্স করে, সে রিয়াল নারী অথবা আর্টিফিশিয়াল যাই হোক না কেন। এখানে যে ব্যাপারটি ভয়ানক ছিল তা হলো, একটি টার্কি প্রথমবার যার সাথে স্পার্ম রিলিজ করে, ভবিষ্যতে সে ঐ ধরনের নারীর প্রতিই যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, সেটি আর্টিফিশিয়াল

অথবা রিয়াল নারী যাই হোক না কেন। এই গবেষণা আমাদের নির্দেশ করছে যে, প্রথম যৌন সহবাসে, আপনার কারও সাথে যদি বীর্যপাত হয়, তবে আপনি তার মতো দেখতে নারীর প্রতি ভবিষ্যতে যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবেন। কিন্তু সমস্যা হলো নৈতিক কারণে মানুষের ওপর এই এক্সপেরিমেন্ট করা যায় না। যদি এটি সম্ভব হতো, তবে আমরা টার্কির সাথে মানুষের আচরণের তারতম্য বুঝতে পারতাম।

আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি উদাহরণ আছে। এই ঘটনাটি যদিও খুবই ভয়ানক কিন্তু এটি সত্য। চামিন্দা নামক একটি ছেলে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে বাস করত। তার পিতা ছিল একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং তার মা ক্যান্সারে মারা গিয়েছিল, যখন সে ছিল খুবই ছোট। একজন বাচ্চা হিসেবে, সে বাগান থেকে পিঁপড়া ধরে এনেছিল এবং সেগুলো তার শয়নকক্ষের কাপবোর্ডে রেখে দিয়েছিল। সে এটাকে ক্ষুদ্র চিড়িয়াখানা বলে ডাকত। তার একটি প্রিয় কাজ ছিল নগ্ন হয়ে ফ্লোরে শুয়ে থাকা এবং তার পায়ে পিঁপড়াদের পথ চলার অনুমোদন দেয়া, এটি তাকে একপ্রকার আনন্দের অনুভূতি দিয়েছিল। যখন তার বয়স ১৪ হয়েছিল, সে নিজেকে একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখত এবং একটি ছোট চিড়িয়াখানায় একা একা খেলত। সে নিজে নিজে একটি সলো অ্যাকটিভিটি আবিষ্কার করে যেটাকে বলে: মাস্টারবেশন। যখন তার বীর্যপাত হয়েছিল, তখন তার কোমর ও অণ্ডকোষের ওপর ছিল পিঁপড়া। পরের কয়েক সপ্তাহ থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক বছর যখনই সে মাস্টারবেট করত, সে বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ও প্রাণীকে তার দেহের ওপর ছেড়ে দিত। প্রতি ঘন্টায় কখনো কখনো ৫ বারও, সে এই কাজ করেছিল। সেক্সিওলজিস্টরা এই ইরোটিক আবেগের নাম রাখে "formicophilia" —a love of crawling things।

চিমান্ডার উদাহরণ আমাদের কাছে একটি যথার্থ উদাহরণ কীভাবে কোনোপ্রকার যৌন সংকেতের অনুপস্থিতিতেই একজন পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। বুদ্ধিস্ট ছেলেটির কাছে পিঁপড়া তার সহজাত প্রবণতার কারণে আকর্ষণীয় হয়েছিল তা নয়। সে কেবল সেক্সচুয়ালি ক্রিটিক্যাল পিরিয়ডে বীর্যপাতের সময় তার দেহে স্পর্শযোগ্য কোনোকিছুর অনুভূতি পেয়েছিল। অধিকাংশ সময় একজন পুরুষ তার স্পর্শযোগ্য কোনোকিছুর সোর্স হিসেবে নারীর শরীর পায়, আর এজন্যই নারীর দেহ তার মস্তিষ্কে ইমপ্রিন্ট হয়ে যায়। যদি একটি পিঁপড়া ও ব্যাঙের স্পর্শ অনুভূতি চলাকালীন কারও বীর্যপাত হয়, সে পিঁপড়া ও ব্যাঙ নিয়ে মাস্টারবেট করে। প্রশ্ন হলো, তবে পর্নোগ্রাফিতে কেন, পিঁপড়ার সাথে মানুষের কোনো সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্স দেখা যায় না? কেন আমরা অনলাইনে সার্চ করি না, হট অ্যান্ট অ্যান্ড বিগ ডিক? চিমান্ডার মেডিক্যাল ফেটিশ আমাদের কাছে প্রমাণ করেছিল, পুরুষের সেক্সচুয়াল ইমপ্রিন্ট খুবই ফ্ল্যাক্সিবল। কিন্তু অনলাইনে পুরুষের বৈচিত্র্যময় ইরোটিক ক্যাটাগরির ভেতর আমরা প্রচুর পরিমাণ ব্রেস্ট,নিতম্ব,পা, পেনিস এবং ভ্যাজাইনা দেখতে পাই, কোনো পিঁপড়া বা

ব্যাঙ দেখতে পাই না। ঠিক কী কারণে একজন পুরুষের মাথায় প্রথম এই সকল বডিপার্ট প্রবেশ করে?

পুরুষ নারীর দেহ নয়, চর্বির প্রেমে পড়ে

স্তন, কোমর ও নিতম্ব। জীববিজ্ঞানীরা নারীর দেহের এই ওভারসাইজড অঙ্গগুলোর একটি নাম দিয়েছিলেন "অর্নামেন্টেশন"। আপনি চিন্তা করতে পারেন যে, অর্নামেন্টেশন হলো একটি আবেদন কারণ এটি নারীর সাম্প্রতিক উর্বরতার সিগন্যাল দেয়। কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতানুসারে, এটি পুরোপুরি সঠিক নয়। তার পরিবর্তে নারীর দেহের এই বক্রতাগুলো নির্দেশনা দেয়, একজন নারীর জীবনে কত বছর পর্যন্ত স্বাস্থ্যকর সন্তান লালন-পালনের পরিবেশ বজায় থাকবে। বর্তমান উর্বরতা ও ভবিষ্যত উর্বরতার মধ্যকার পার্থক্য তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একজন নারীর বর্তমান উর্বরতার সিগন্যাল পুরুষকে স্বল্পকালীন যৌন সহবাসের সুবিধা প্রস্তাব করে, যেখানে ভবিষ্যত উর্বরতা দীর্ঘকালীন সম্পর্কের সুবিধা প্রস্তাব করে যেমন বিবাহ। ডোনাল্ড সাইমন ছিলেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি বলেছিলেন, পুরুষের উচিত নারীর তারুণ্যের সাথে জড়িত সবচেয়ে আকর্ষণীয় সংকেত বের করা। যে নারী এই মাত্র ডিম্ফোস্ফোটন শুরু করেছে, সে তার প্রচুর সময় ও শক্তি সন্তানের জন্য ব্যয় করতে পারবে। তার অধিক সংখ্যক আত্মীয় আছে, যারা তার ও তার সন্তানের জন্য ইনভেস্ট করতে পারবে। এছাড়া এই নারী তার নবাগত সন্তান বড় হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে। তার এই ধারণা আমাদের ইন্টারনেট পর্নোসার্চের সাথে সংগতিপূর্ণ, যেখানে কিশোরী ও তরুণ নারীদের সর্বোচ্চ সার্চ করা হয়।

যদি সাইমনের ধারণা সঠিক হয়, পুরুষের মস্তিষ্কের আকাঙ্ক্ষার সফটওয়্যার বয়স্ক নারীর তুলনায় কিশোরী নারীর শারীরীক বৈশিষ্ট্যগুলো বেশি পছন্দ করবে। এটি আমাদের নির্দেশনা দেয় যে, একজন পুরুষ সংক্ষিপ্ত সময়ের যৌন সম্পর্কের তুলনায় দীর্ঘকালীন সন্তান লালন-পালনকে বেশি গুরুত্ব দেয়। যদি পুরুষের আকাঙ্ক্ষার সফটওয়্যার এক রাতের যৌনতার জন্য ডিজাইন করা হয়, সে তরুণ নারীর সাথে সেক্স না করে, বয়স্কদের সাথে করবে কারণ তাদের উর্বরতা কম (অধিকাংশ কিশোরী নারীর উর্বরতা তৈরি হতে সময় লাগে)। মূলত, শিম্পাঞ্জি সহ অধিকাংশ প্রাইমেট তারুণ্যের সংকেতের উর্ধ্বে উর্বরতার সংকেত পছন্দ করে। পুরুষ শিম্পাঞ্জি কিশোরীদের সেক্সচুয়ালি আকর্ষণীয় মনে করে না। তারা পরিপক্ক নারী পছন্দ করে। তবে,

দৃশ্যমানভাবেই, শিম্পাঞ্জি তাদের সাথে শর্ট-টার্ম রিলেশন করে, দীর্ঘকালীন রিলেশন করে না। যদিও একজন পুরুষ তরুণ নারী ও দীর্ঘকালীন সম্পর্কের একটি সাধারণ পছন্দ প্রদর্শন করে।

ডেভিড বাস মনে করেন, মানব পুরুষের মস্তিষ্ক তার থেকেও ফ্ল্যাক্সিবল। সে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দু-ধরনের সম্পর্কের একটি মিশ্র পছন্দ প্রদর্শন করে। MILFs পর্নোগ্রাফির অসংখ্য ফ্যান আছে, যারা বয়স্ক নারী পছন্দ করে, দীর্ঘকালীন সম্পর্কে তারা যেতে চায় না। তারা মূলত সরলতা পছন্দ করে এবং দীর্ঘকালীন প্রতিজ্ঞার সাথে জড়িত রোম্যান্টিক ভালোবাসার জটিলতা এড়িয়ে যেতে চায়। প্রাণীজগতে সঙ্গীকে আকর্ষণ করার জন্য পুরুষের দেহে অনেক অর্নামেন্টস থাকে যেমন পুরুষ সিংহের কেশর অথবা ময়ুরের রঙিন লেজ। যে সকল প্রজাতিতে একজন নারী পুরুষের ওপর খাবার, আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্য নির্ভরশীল, তাদের দেহেও বিভিন্ন অর্নামেন্টস দেখা যায়। এই সকল অর্নামেন্টসের মাধ্যমে একজন নারী অন্য নারীর সাথে প্রতিযোগিতা করে সম্পত্তির ওপর অধিকার পাওয়ার জন্য এবং অধিক আকর্ষণীয় অর্নামেন্টসের নারী প্রায়শ অন্যদের থেকে বেশি সুবিধা গ্রহণ করে।

লাইটস্পিড নামক একটি ওয়েবসাইট আছে, অসংখ্য নারী তাদের পরিপূর্ণ দেহের ছবি প্রকাশ করে। যে সকল নারী দেখতে খুবই আকর্ষণীয় পুরুষ তাদের জুয়েলারি, ইলেক্ট্রোনিক্স এবং ক্যাশ প্রদান করে। নারীর দেহের অর্নামেন্টস বিবর্তিত হয়েছিল পুরুষের কাছ থেকে প্রশংসা ও পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য। পুরুষ ছিল নারীর দেহের জাজ। অসংখ্য নারীর বিভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পুরুষ সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বিচার করেছিল। নারীর দেহের যে সকল অঙ্গের প্রতি পুরুষ বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, সেটি নারীর মাঝে আরও বিশাল ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। নারীর দেহের সেই অংশই পুরুষের মস্তিষ্ককে আকর্ষণ করেছিল, যেটি সে অংশকে টার্গেট করেছিল।

তারা একে অন্যের সাথে জিন শেয়ার করেছিল এবং পরবর্তী প্রজন্মে সে জিন হস্তান্তর করেছিল। সমগ্র প্রজাতিতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় নারীর অর্নামেন্টস তার স্বাস্থ্য, উর্বরতা এবং সন্তানের টিকে থাকার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ছিল। মানুষের অর্নামেন্টসের ক্ষেত্রে এটি আসলেই সত্য। একজন পুরুষ নারীর যে অঙ্গগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তা ছিল_ স্তন, নিতম্ব, কোমর, পা এবং তার ফেশিয়াল ফিচার। এ সবগুলো বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত হয় একটি রাসায়নিক অণু দ্বারা, আর তার নাম হলো ইস্ট্রোজেন। ইস্ট্রোজেন নারীর শক্তি ও স্বাস্থ্যের প্রতি সংবেদনশীল।

যে সকল নারী অস্বাস্থ্যকর এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত, তাদের দেহে ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ কম, আর তাই তাদের পক্ষে সন্তান লালন-পালন করা কঠিন অথবা তারা যদি সন্তান লালন-পালন করেও, সেটি স্বাস্থ্যকর হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। একজন নারীর ইস্ট্রোজেন লেভেল নির্দেশ করে, সে পর্যাপ্ত খাবার পেয়েছিল কিনা, সে

ভাইরাসের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে পারবে কিনা এবং সে কি পরিমাণ স্ট্রেসের মুখোমুখি হয়েছিল।

আমাদের মিষ্টি স্বাদের অভিজ্ঞতা যেমন আমাদের চিনির দিকে পরিচালিত করে শক্তির জন্য, পুরুষের ভিজুয়াল সংকেত তাকে ইস্ট্রোজেনের দিকে পরিচালিত করে, যেটি সে পুরুষটিকে একজন স্বাস্থ্যকর সন্তান উন্নয়নের সম্ভাবনা প্রদান করে। নারীর দেহের যে সাজসজ্জা, সেগুলো বিশেষ একটি চর্বি থেকে তৈরি, এই চর্বিকে বলে জিনোইড ফ্যাট। জিনোইড ফ্যাট গর্ভধারণ এবং স্তন্যপানের চাহিদা পূরণ করে। পুরুষের মতোই, নারীরাও অ্যান্ড্রোয়েড ফ্যাট প্রক্রিয়াজাত করে।

জিনোইড ফ্যাট কেবল সন্তান লালন-পালনের সময় ব্যবহার করা হয়, যেখানে অ্যান্ড্রোয়েড ফ্যাট ব্যবহার করা হয় প্রাত্যহিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা থেকে। অ্যান্ড্রোয়েড ফ্যাট অভ্যন্তরীনভাবে পুঞ্জিভূত হয় ট্রাঙ্ক ও উদরে। জিনোইড ফ্যাট সংরক্ষিত হয় স্তন, নিতম্ব, কোমর ও উরুতে। একজন নারীর দেহে সর্বোচ্চ পরিমাণ জিনোইড ফ্যাট পুঞ্জিভূত হয় তারুণ্যে। আর এটি একজন টিএনএজ মেয়ের দেহের শেইপ তৈরি করে। নারীর স্তন, নিতম্ব এবং কোমর পরিচালিত হয় ইস্ট্রোজেন হর্মোন ও জিনোইড চর্বির বন্টন দ্বারা।

এই সকল বৈশিষ্ট্য নারীর দীর্ঘকালীন স্বাস্থ্যের একটি ইন্ডিকেটর। সময়ের সাথে এগুলো পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়। এগুলো নারীর স্বাস্থ্য ও সে স্বাস্থ্যকর সন্তান জন্ম দিতে পারবে কি না তার একটি প্রতিকে পরিণত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে, ইস্ট্রোজেন নারীর হাড়ের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। সম্ভবত, এই ইস্ট্রোজেনই নারীর পায়ের তালুর হাড় ছোট করে দেয়। সামগ্রিকভাবে, পুরুষ মূলত নারীর স্তন, কোমর, নিতম্ব ও ছোট পায়ের প্রতি আকৃষ্ট নয়, সে ইস্ট্রোজেন হর্মোন ও জিনোইড চর্বির বন্টন দ্বারা প্রভাবিত। ইস্ট্রোজেনের সুপারসাইজ সিগন্যাল আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে, কেন পর্নোগ্রাফিতে BBW(Big Beautiful Woman) এত জনপ্রিয়। এ ধরনের হেভি দেহের নারীদের প্রচুর পরিমাণ অ্যান্ড্রোয়েট চর্বি থাকে কিন্তু একইসাথে তাদের প্রচুর পরিমাণ সেক্সি জিনোইড চর্বিও থাকে। উইলেনডর্ফের ভেনাস মুর্তিগুলো সম্ভবত কোনো প্রাগৈতিহাসিক BBW ফ্যানের তৈরি, যারা জিনোইড চর্বি ভালোবাসত। ডোনাল্ড সাইমন নির্দেশনা দেন, পুরুষ আদর্শিক সাইজ থেকে বেশি সাইজের নারী পছন্দ করে। এই পছন্দ একটি ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যেটাকে বলে "অ্যাসিমেট্রিক্যাল ফিটনেস"। বিবর্তন তত্ত্ব অনুসারে, চিকন নারীদের সাথে প্রেম করলে অনেক সময় নেগেটিভ প্রভাব দেখা যায়, বিশেষ করে তাদের উর্বরতা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকে। আর এজন্য পুরুষ কিছুটা মোটা নারী পছন্দ করে। চূড়ান্তভাবে, চিকন নারীদের উর্বরতার সমস্যা থাকে।

যখন একজন নারীর দেহের সাইজ আদর্শিক মান থেকে কম হয়, তার ডিম রিলিজ হওয়া বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এটি প্রজননের জন্য খুবই মারাত্মক। আর যে সকল নারীর ওজন বেশি তাদের স্বাস্থ্য ও উর্বরতা ভালো হয়। এই ইভল্যুশনারী প্রেসার আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে, কেন একজন পুরুষ গড়পড়তা বডি সাইজ থেকে কিছুটা ভারী দেহের নারী পছন্দ করে। আর এটি আমাদের কাছে এটাও ব্যাখ্যা করতে পারে, কেন পর্নোগ্রাফি দেখার সময় পুরুষ চূড়ান্তভাবে চিকন নারীদের এড়িয়ে চলে।

একই বিষয়টি ব্রেস্টের ওপর প্রয়োগ করা যায়। যে সকল নারীর স্তন ছোট তাদের তুলনায় বড় স্তন বিশিষ্ট্য নারী বেশি উর্বরতার সিগন্যাল দেয়। স্তনের মধ্যে জিনোইড চর্বির পরিমাণ একজন নারীর সারাজীবনের প্রজননগত ক্ষমতার সকল দিক পূর্বাভাস করে। এ সকল দিকগুলোর মধ্যে আছে সন্তান গর্ভধারণ, সফলভাবে সন্তান গর্ভধারণের সম্ভাবনা এবং সন্তানের মান। স্তনের আকার দুধের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, যদিও জিনোইড চর্বি দুধের মানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদিও পুরুষ ছোট ব্রেস্টের তুলনায় বড় ব্রেস্ট বেশি পছন্দ করে, ইন্টারনেট আমাদের পরিস্কারভাবে দেখায়, কাপ সাইজের মধ্যে বিভিন্ন বৈচিত্র্যতা আছে। যদি পুরুষের মস্তিষ্ক সহজাত প্রবৃত্তিগত কারণেই বড় ব্রেস্টের সংকেত পছন্দ করে, তবে কেন কিছু পুরুষ double-D পছন্দ করে, যেখানে অন্যরা পছন্দ করে একটি সুস্বাদু ফ্ল্যাট বুক?

পুরুষের মস্তিষ্ক একটি রাজহাঁস অথবা ছাগলের মতো!

ভিয়েতনামী ব্রেস্ট থেকে পোলিস ব্রেস্ট আলাদা, যেটি আবার জুলু ব্রেস্ট থেকে ভিন্ন। ব্রেস্ট সবসময় পরিবর্তন হচ্ছে। ১৯৮০ সালে জাপানের গড়পড়তা ব্রা সাইজ ছিল 34A, যেটি ১৯৯০ সালে 34C হয়েছে। ১৯৯৭ সালে ব্রিটিশদের গড়পড়তা ব্রা সাইজ ছিল 36B, আর এখন সেটা 34D হয়েছে। পুরুষের মস্তিষ্ক এই বৈচিত্র্যতার প্রতি সংবেদনশীল। একটি ভিজুয়াল ইন্ডিকেটর একজন ব্যক্তির ব্রেনকে কোনো একটি উপযুক্ত ইরোটিক টার্গেটের দিকে মনোযোগী করে। তারপর ইমপ্রিন্টিং প্রক্রিয়ায় প্রকৃত ভিজুয়াল উদ্দীপনার সুনির্দিষ্ট ডিটেইলস সহকারে একটি ইন্ডিকেটর বা সংকেত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক্ষেত্রে একটি রাজহাঁসের বাচ্চার কথা চিন্তা করা যায়। জন্মের পর সে তার চোখের সামনে সবচেয়ে বড় ও গতিশীল যে বস্তুটি দেখে, সেটাই তার মাথায় ইমপ্রিন্ট

বা গেঁথে যায়। অধিকাংশ সময় একটি রাজহাঁসের বাচ্চা ফোটার পর, সে যদি দেখে একটি বিশাল ফুটবল, তার চারপাশে ঘুরছে, তাহলে সে ঐ ফুটবলকেই তার মা মনে করবে। যদি কখনো কোনো বিজ্ঞানী চালাকি করে সত্যিকার মাকে সরিয়ে দেয় এবং শিশুটির সামনে তার মানবীয় দেহ উপস্থাপন করে, শিশুটি বিজ্ঞানীকেই তার মা মনে করে। আপনি যদি একটি রাজহাঁসের বাচ্চার সামনে একটি রোবট রাখেন, সে তাকেই তার মা মনে করবে।

তারপর থেকে রোবট যেদিকেই যায়, শিশুটি তাকে সেদিকেই ফলো করে। আর এভাবেই রাজহাঁসের বদলে একটি রোবট তার ভিজুয়াল ইন্ডিকেটর হয়ে ওঠে। একটি রাজহাঁসের বাচ্চার মাদার ইন্ডিকেটর (বিশাল ও গতিশীল বস্তু) সরল ও অনির্দিষ্ট।

এজন্য, আমাদের কাছে দুটি রিজন আছে। প্রথমত, এই সরল ডিজাইন খুবই ইফেক্টিভ কারণ এটি কেবল একটি কোডিং-এর ওপর নির্ভর করে, সর্বপ্রথম তুমি যেই বড় ও গতিশীল বস্তুটি দেখবে, সেটাই তোমার মা। প্রাকৃতিক নির্বাচন তার মস্তিষ্ক সরল ও সাধারণভাবে ডিজাইন করেছিল, কারণ তার এই ছোট মস্তিষ্কে এর থেকে জটিল ডিজাইন সম্ভব ছিল না। তার মস্তিষ্কে তার মায়ের ডিটেইলস শনাক্ত করার মতো কোনো সার্কিট নেই। তাই সে জানত না যে, তার মা দেখতে বাস্তবিকই কেমন হবে, তার কাছে একটি বিশাল ও গতিশীল বস্তুকেই তার মা মনে হয়েছিল। সম্ভবত মা অস্বাভাবিক রঙের, গড়পড়তা ক্ষুদ্র এবং তার ডানায় একটি দাগ। মায়ের দেহের ফিগার চেনার জন্য রাজহাঁসের বাচ্চার মস্তিষ্কে যে সরল ও অনির্দিষ্ট ভিজুয়াল ইন্ডিকেটর তৈরি হয়েছিল, সেটি এখন যে কোনো গতিশীল বড় বস্তুকেই তার মা ভাবে। এমনকি আপনি যদি তার সামনে একটি বিমান রাখেন, সে বিমানকেই তার মা মনে করবে।

পুরুষের মস্তিষ্কও কিন্তু একটা রাজহাঁসের ছানার মতো। চিনির স্বাদের প্রতি আগ্রহ যেমন আমাদের আইসক্রিম অথবা বার্গারের দিকে পরিচালিত করে। ঠিক তেমনি একজন পুরুষ তার তরুণ পরিবেশে সম্ভবত একজন নারীর দেহের কিছু কিছু অংশের স্বাদের প্রতি ইমপ্রিন্ট হয়। অন্য কথায় একটি হাঁসের মতোই পুরুষের ব্রেন এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছিল যেন, সে গোল ও ফোলা কোনো একটি বস্তু দেখলে আকৃষ্ট হয়, তবে সেটা কত বড় অথবা ছোট, সেই সকল তথ্য হার্ডকোর তার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রোগ্রাম করা থাকে না।

সেটা একটা ক্রিকেট বলের সমান হতে পারে, আবার সেটা একটা ফুটবলের সমানও হতে পারে। পুরুষ আদর্শিক ব্রেস্টের কোনো ভিজুয়াল টেমপ্লেট নিয়ে জন্মায়নি, ঠিক যেমনি তারা জন্মায়নি আদর্শিক ক্যান্ডিবারের ধারণা নিয়ে। বিভিন্ন প্রকারের ক্যান্ডি যেমন নিজের মধ্যে সুইটনেস ধারণ করে, পুরুষও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভিজুয়াল ইন্ডিকেটরের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে, যেটা ব্রেস্টনেস ধারণ করে।

আর তাই জীবনের শুরুর দিকের প্রথম ভিজুয়াল ইন্ডিকেটর, পুরুষের মস্তিষ্কের গভীরে বিদ্যমান সহজাত ইন্ডিকেটরের সাথে ম্যাচ হয়ে, বৈচিত্র্যময় অ্যানাটমিক্যাল প্রিফারেন্স তৈরি করে। আমার একজন বন্ধু বলেছিল, আমার প্রেমিকার বয়স যখন ১৩ বছর ছিল, তখন থেকেই আমি ছোট ব্রেস্টের জন্য উন্মাদ। তার কাপ খুবই ছোট ছিল, আর তার নিপল খুবই সংবেদনশীল ছিল। সেগুলোকে সাক করলেই তার হয়ে যেত। যখন আমি পরবর্তী সময়ে অন্যান্য বড় ব্রেস্টের নারীর সাথে ডেট করি, আমার মনে হয়েছিল, বড় ব্রেস্ট কম সেনসেটিভ। আমার কাছে ছোট স্তনের নারীই সুন্দর।

ভিজুয়াল ইন্ডিকেটরের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ইমপ্রিন্টিং আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে, কেন আমরা পরিপক্ক ও GILFs- এর প্রতি আগ্রহ অনুভব করি, আর কেন সাম্বিয়ার ছেলেরা পুরুষের সাথে ওরাল সেক্স করে ও একইসাথে নারীকেও পছন্দ করে। একজন পুরুষ বয়স্ক হওয়ার পরও, সে বয়স্ক মহিলাদের আকর্ষণীয় মনে করে, কারণ তারা সুনির্দিষ্ট কিছু শারীরীক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো পুরুষের মধ্যে সেক্সচুয়াল ইমপ্রিন্টিং তৈরি করে, যেখানে উন্নয়নের সময় কিছু সুনির্দিষ্ট সেক্সচুয়াল ইন্ডিকেটর, তার পরবর্তী জীবনের পছন্দ ডিটারমাইন করে। এ ধরনের ইমপ্রিন্টিং শারীরীক ও সেক্সচুয়াল যোগাযোগে আসার পরই তৈরি হয়- যেমন কেনিয়ার ছেলেরা নানী/দাদীর কাছ থেকে সেক্স শিখে, ব্রিটিশরা বিবাহিত স্ত্রী-লোকদের কাছ থেকে সাম্বিয়ার ছেলেরা জীবনের প্রথম সেক্স পুরুষের সাথে করে আর তাই তাদের সংস্কৃতিতে কোনো নারীবাদী ইন্ডিকেটর নেই। এজন্য তাদের সেক্সচুয়াল ইমপ্রিন্টিং কম ট্রিগার হয় অথবা ইমপ্রিন্টিং হয় দুর্বল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডিকোডিং দ্য মাইন্ড অব ফিমেইল

Decoding the Mind of Females

নারী কী চায়?

সামাজিক মনোবিজ্ঞানী এলেন হ্যাটফিল্ড ১৯৬০ সালে নারী ও পুরুষের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। কলেজ শিক্ষার্থীরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। এই পরীক্ষার মূল বিষয়বস্তু ছিল এটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা যে, নারী ও পুরুষ কোনো আগন্তুকের সাথে প্রথম দেখায় সেক্স করতে রাজি হয় কি না। তিনি অংশগ্রহণকারীদের তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন:

- "Would you go out with me tonight?"
- "Would you come over to my apartment tonight?"
- "Would you go to bed with me tonight?"

অধিকাংশ পুরুষ প্রথম দেখায় আকর্ষণীয় কোনো নারী আগন্তুকের সাথে সেক্স করার সম্মতি প্রকাশ করেছিল। আর অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই, অধিকাংশ নারী প্রথম দেখায়, কোনো আগন্তুকের সাথে সেক্স করতে রাজি হয়নি। এই গবেষণাটি আমাদের কাছে নারীর মনস্তত্ব সম্পর্কে গুরুতর একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করে, আর তা হলো নারী আসলে কী চায়? ২০০০ সালে হ্যাটফিল্ডের এই গবেষণা বেলজিয়াম, ডেনমার্ক ও জার্মানিতে রেপ্লিকেট করা হয়েছিল। এই ফলাফলের ওপর অনলাইন ডেটিং অ্যাপস OkCupid আরও শক্তিশালী সাপোর্ট দেয়। যখন এই ডেটিং অ্যাপসের ওপর পরীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছিল, তখন এর ইউজার ছিল ৬ মিলিয়ন। OkCupid-এর একটি ফিচার ছিল সদস্যদের সৃষ্ট প্রশ্নের উত্তর। এমন একটি প্রশ্ন ছিল, "How would you react if someone sent you a text message and quickly started talking about sex?" এই প্রশ্নের উত্তরে বিপুল পরিমাণ লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায়। ৬০% পুরুষ বলেছিল, একজন নারী যদি তার সাথে মেসেঞ্জারে দ্রুত সেক্স কনভার্সেশন শুরু করে, তারা তার সাথে সেক্স কনভারসেশনে পার্টিশিপেট করতে প্রস্তুত। আর অন্যদিকে মাত্র ১৫% নারী সেক্স কনভারসেশনের প্রতি ইন্টারেস্ট প্রকাশ করেছিল। এই পরীক্ষায় আরও একটি প্রশ্ন ছিল, "Would you consider sleeping with someone on a first date?"__ অধিকাংশ নারী এই প্রশ্নের উত্তরে নেগেটিভ প্রতিক্রিয়া জানায়, যেখানে অধিকাংশ পুরুষ উত্তর দিয়েছিল পজেটিভ। কিন্তু এই পার্থক্যের সোর্স আসলে কী? সম্ভবত, এটি কালচার। সম্ভবত, নারী ও পুরুষ দুজনেরই আকাঙ্ক্ষার সফটওয়্যার সমান। ওয়েস্টার্ন কালচার আমাদের ভিন্ন ভিন্নভাবে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার অনুপ্রেরণা প্রদান করে। কিন্তু নারী ও পুরুষের আকাঙ্ক্ষার সফটওয়্যার সমান এই মর্মে আপনি কত

বিলিয়ন ডলারের বাজি রাখতে পারবেন? যাই হোক, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীগুলো এই ব্যাপারে মিলিয়ন ডলার বাজি রাখার সাহস রাখে।

১৯৯০ সালে নারীর যোনির ওপর একটি পরীক্ষা

১৯৯০ সালে ভায়াগ্রা নামক একটি ড্রাগ বের হয়েছিল, যেটি পুরুষের ইরেক্টাইল ডিসফাংশন দূর করতে পারে। এটি ছিল ফাইজার কোম্পানীর জন্য একটি বিশাল সফলতা, যারা এটি ডেভেলপ করেছিলেন। যাই হোক, ভায়াগ্রার এই সফলতার কারণে অসংখ্য প্রতিযোগী কোম্পানী নারীর জন্য "pink Viagra" তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভায়াগ্রার সম্ভাব্য মার্কেটে ছিল হিউজ কারণ অসংখ্য নারী সেক্সচুয়াল ডিসফাংশনের স্বীকার ছিল।

ফাইজার কোম্পানী প্রথম দিকে আংগিনা(Angina) নামক একটি হার্টের রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে একটি ড্র্যাগ তৈরি করেছিল। মজার ব্যাপার হলো, যদিও এই ড্র্যাগটি হার্টের সমস্যা দূর করতে ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু যে সকল মানুষ এই ড্র্যাগটি গ্রহণ করে, তাদের যৌন জীবন উন্নতি লাভ করতে শুরু করেছিল। তারা আবিষ্কার করেছিল যে, এটি তাদের ইরেকশনে সহযোগিতা করে। ফাইজার এটা নিয়ে আরও গবেষণা করেছিল এবং তারা একটি ভায়াগ্রা ডেভেলপ করতে সক্ষম হয়েছিল, যেটা ব্লকবাস্টার হয়।

যাই হোক, যখন ফাইজার ও অন্যান্য কোম্পানি নারীর জন্য ভায়াগ্রা তৈরি করার চেষ্টা করে, তারা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, ব্যাপারটা খুবই কঠিন। তারা বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে নারীদের ওপর নতুন নতুন ভায়াগ্রা অ্যাপ্লাই করেছিল কিন্তু এদের কোনোটিই নারীর আকাঙ্ক্ষা বুস্ট করতে সক্ষম ছিল না।

ভায়াগ্রা প্রজননাঙ্গে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে, পুরুষের যৌন জাগরণ উন্নত করলেও, একই পদক্ষেপ নারীর ওপর কাজ করে না। বিজ্ঞানীরা আরও আবিষ্কার করেছিলেন, নারীর মস্তিষ্ক এই সকল ট্রিটমেন্টের সময় ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করে। ভায়াগ্রা ব্যবহারে একজন পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেলেও নারীর মস্তিষ্ক পুরুষের মতো একই প্রকার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না। এই গবেষণা থেকে আমরা হ্যাটফিল্ড ও ক্লার্কের পূর্বেকার ফলাফলটির একটি সম্পর্ক দেখতে পাই। আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে, যৌন প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মস্তিষ্ক একই নয়।

প্রশ্ন হলো, কেন ভায়াগ্রা নারী দেহের রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছে? কেন নারীর দেহ ও মস্তিষ্ক ভায়াগ্রার প্রতি রেসপন্স করছে না?

একজন নারীর প্যান্টি ভিজে যাওয়ার মানে ভালোবাসা নয়!

একবার আমার বান্ধবী নিশু বলেছিল, পর্নোগ্রাফি দেখলে তার প্যান্টি ভিজে যায় কিন্তু সে মানসিকভাবে খুবই অস্বস্তি ও বিরক্তিবোধ করে! আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম তার কথা শুনে। আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এটা কীভাবে সম্ভব? ইরোটিক ভিডিও দেখে একজন মেয়ের প্যান্টি ভিজে যাচ্ছে কিন্তু একইসাথে সে মানসিকভাবে অপমানিত ও নির্যাতিত!?

আমি তাকে প্রশ্ন করি, তুমি কী আমাকে একটা উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়টি বোঝাতে পারবে নিশু? সে আমাকে উত্তর দিয়েছিল, "ক্লাস নাইনে থাকাকালীন একবার আমার স্কুলের হেডমাস্টার আমার ওপর শারীরীক অ্যাপ্রোচ নিয়েছিল। আমি খুবই অস্বস্তি ও বিরক্তিবোধ করি কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম, আমার অজান্তেই আমার ভ্যাজাইনা তাকে রেসপন্স করছে। সম্পূর্ণ ইন্টারকোর্সের সময় আমি তার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন আমার দেহ ও মনের ভাষা আলাদা!"

এটা খুবই বিভ্রান্তিকর! সে আমাকে প্রশ্ন করে, একজন নারীকে ধর্ষণ করার সময় তোমার কী মনে হয় সে মানসিকভাবে রেসপন্স করে? কিন্তু এটাও তো সত্যি যে, একজন নারী ধর্ষকের প্রতিও এক সময় শারীরিক ফিডব্যাক প্রদর্শন করে!

মেরেডিথ চিভার্স কানাডার কুইন ইউনিভার্সিটির একজন সাইকোলজির প্রফেসর। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্স ও জেন্ডার ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর। নারীর আকাঙ্ক্ষার নিউরোসাইকোলজি বিশ্লেষণে তিনি বিশ্বের একজন লিডিং সায়েন্টিস্ট। নারী কীসে জাগ্রত হয়, তার ওপর ২০০৪ সালে চিভার্স একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। তিনি কয়েকজন নারীকে ল্যাবে ডেকে আনেন এবং তাদের বৈচিত্র্যময় ইরোটিক ছবি প্রদর্শন করেন। চিভার্স দুটি পদ্ধতিতে তাদের জাগরণ পরিমাপ করেছিলেন। প্রথমে, তিনি তাদের প্রশ্ন করেছিলেন, তারা সাইকোলজিক্যালি কেমন অনুভব করছে। তারপর তিনি নারীর ভ্যাজাইনায় একটি "Plethysmograph" ইনসার্ট করেন। এটি হলো নারী ভার্সনের একটি ডিভাইস, যেটি আমরা এর পূর্বে

পুরুষের পেনিস এক্সপেরিমেন্টে দেখতে পেয়েছিলাম। এই যন্ত্রের মাধ্যমে নারীর যোনির দেয়ালের রক্ত প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। কিন্তু চিভার্সের গবেষণার সবচেয়ে মজার দিক ছিল ইরোটিক ছবি। তিনি নারীদের লেসবিয়ান, গে, স্ট্রেইট এবং মাঙ্কি সেক্সও দেখিয়েছিলেন। একটি ছবি ছিল বনোবোর, একপ্রকার প্রাইমেট, যাদের পিগমি শিম্পাঞ্জিও বলা হয়। প্রশ্ন হলো কোন ছবিটি নারীর শারীরীক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল? উত্তর হলো- সকল প্রকার ছবি, এমনকি বানরের পর্নো দেখেও। এই সকল ইরোটিক ছবি দেখে, নারীর ভ্যাজাইনার দেয়ালে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলে কোন ছবিটি নারীদের মানসিকভাবে টার্ন অন করেছিল? লেসবিয়ান সেক্সের পাশাপাশি, হেট্রোসেক্সচুয়াল সেক্স তাদের মাঝে গ্রেট রেসপন্স তৈরি করে। আসলে বিশেষ কোনো ছবি অথবা ভিডিও তাদের বিশেষভাবে জাগ্রত করেছে বিষয়টি এমন নয়।

মাঙ্কি সেক্স দেখার পরও তার ভ্যাজাইনাল ওয়ালে রক্ত প্রবাহ দেখা গেছে। কিন্তু মাঙ্কি সেক্স তাকে মানসিকভাবে টার্ন অন করতে সক্ষম হয়নি। এটা ছিল একদম জিরো। প্রশ্ন হলো, কেন কোনো একটি ইরোটিক ছবির প্রতি নারীর দেহের রক্ত পজেটিভ রেসপন্স করছে, তার যোনি হর্নি হচ্ছে কিন্তু মস্তিষ্কের দিক থেকে সে কিছুতেই টার্ন অন হচ্ছে না?

তার দেহ ও মনের মধ্যে কী কোনো বিচ্ছিন্নতা বা ডিসকানেকশন আছে? হ্যাঁ, নারীর কনসাসনেস এবং সেমিকনসাসনেস (অবচেতন) যৌন জাগরণের ক্ষেত্রে আলাদা। আমাদের মস্তিষ্কের নার্ভাস সিস্টেম ও মস্তিষ্ক দেহের হৃদস্পন্দন, ইমিউন সিস্টেম ও হর্মোন নিঃস্বরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি একটি অটোম্যাটিক ও আনকনসাস প্রক্রিয়া। এটাকে বলা হয় অটোম্যাটিক নার্ভাস সিস্টেম। কিছু কিছু ইরোটিক ছবি দেখলে নারীর অটোম্যাটিক নার্ভাস সিস্টেম প্রতিক্রিয়া করে কিন্তু তার কনসাস মাইন্ড কোনোপ্রকার প্রতিক্রিয়া করে না।

কিন্তু চিভার্স যখন একদম একই পরীক্ষাটি পুরুষের ওপর পরিচালনা করেছিল, তিনি এই দুই-প্রকার জাগরণের মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। একজন পুরুষ যদি শারীরীকভাবে টার্ন অন হয়, তবে সে মানসিকভাবেও টার্ন অন হয় এবং কোনো পুরুষই বানরের সেক্স দেখে শারীরীকভাবে জাগ্রত হয়নি। অধিকাংশ নারীই এই শারীরীক ও মানসিক সংযোগহীনতা অনুভব করে। কিছু নারী আছে, যারা নিজেরাই তাদের পরিস্থিতি স্বীকার করেছিল। তারা বলেছিল, তারা শারীরীকভাবে টার্ন অন হয় কিন্তু সাইকোলজিক্যালি তারা টার্ন অফ অথবা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, একজন নারী Salon.com এর একটি আলোচনায় বলেছিলেন, আমার স্বামী আমাকে তার সাথে পর্নোগ্রাফি দেখতে বলে। কিন্তু ৮ মিনিট

দেখার পর, আমি মানসিকভাবে টার্ন অফ হয়ে যাই, যদিও আমার ফিজিক্যালি জাগরণ কাজ করছিল। তিনি বলেছিলেন, দেহ ও মনের এই বিচ্ছিন্নতা তার জন্য একটি সংগ্রাম।

এই আলোচনার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কিছু পুরুষ অস্বস্তি প্রকাশ করেছিল। তাদের কমন সেন্স কাজ করছিল না যে, কীভাবে একজন মানুষ শারীরীকভাবে উত্তেজিত হওয়ার পরও, মানসিকভাবে ডাউন থাকতে পারে। আর একজন নারী বিষয়টি পরিস্কার করতে গিয়ে বলেন, এটা সম্ভব। তিনি বলেন, আমার প্যান্টি ভিজে যাওয়ার পরও, আমার পক্ষে এটা অস্বীকার করা কষ্টকর যে, আমি উত্তেজিত হইনি। কিন্তু আবেগীয় অথবা মানসিকভাবে অস্বস্তিকর কোনোকিছু দ্বারা উত্তেজিত হওয়া দ্বান্দ্বিক ও অস্বস্তিকর।

এই চিন্তা উস্কানীমূলক ফলাফল পাওয়ার পর, চিভার্স ভিন্ন ভিন্ন রিসার্চ ল্যাবরেটরির পক্ষ থেকে ১৯৬৯-২০০৭ সালে প্রকাশিত ১৩২টি গবেষণাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন, যেগুলো একইসাথে শারীরীক ও মানসিক জাগরণ নিয়ে অনুসন্ধান করেছিল। এই ফলাফল ছিল খবই পরিস্কার।

পুরুষের দেহ ও মনে স্ট্রং কো-রিলেশন আছে। নারীর নেই। আসলে নারী ও পুরুষের সাইকোলজিক্যাল ও ফিজিক্যাল জাগরণের সম্পর্ক এতটাই কম যে, তার ভ্যাজাইনার লুব্রিকেশন দিয়ে সে সত্যিকারে কী অনুভব করছে, সেটা প্রেডিক্ট করা যায় না। এমনকি অনেক নারী অপ্রত্যাশিত ও জোরপূর্বক সেক্সের সময়ও লুব্রিকেশন ও অর্গ্যাজম অনুভব করে। একজন ধর্ষিতা নারীরও অর্গ্যাজম ও লুব্রিকেশন হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয়, যে সে ধর্ষকের প্রতি সেক্স ফিল করে।

একজন নারীর দেহ ধর্ষকের প্রতি জাগ্রত হলেও, তার মন ধর্ষকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে। অন্যদিকে, পুরুষের পেনিস যদি জাগ্রত হয়, তবে এমন কিছু অনুমান করা যৌক্তিক যে, তার মনও জাগ্রত হয়েছে। মেরেডিথ চিভার্সের এই যুগান্তকারী গবেষণা ছিল অলঙ্ঘনীয়: পুরুষের দেহ ও মন কানেক্টেড আর নারীর দেহ ও মন ডিসকানেক্টেড।

ব্যাপারটা এমন যে নারীর দেহ সচেতন জাগরণে প্রবেশের পূর্বেই কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পুরুষের যৌনতা, বিপরীত দিকে "knee-jerk reflex"। দৈহিক জাগরণের একটি মেসেজ মুহূর্তেই তার মনকে জাগ্রত করে। এটি নারী ও পুরুষের দেহের একটি যথাযথ পার্থক্য। এটি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে, কেন ওষুধ কোম্পানীগুলো ফিমেইল ভায়াগ্রা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। যোনি অথবা মেরুদণ্ডে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে নারীর সচেতন মনে আকাঙ্ক্ষা ফায়ার করা যায় না।

একজন নারীর সাইকোলজিক্যাল জাগরণ প্রয়োজন। ১৯২০ সালের একটি দুর্লভ যৌন পরিসংখ্যানেও এই বৈপরিত্য উপস্থিত ছিল। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, অধিকাংশ বিবাহিত নারী নালিশ করছে যে বৈবাহিক জীবনে তারা অর্গ্যাজম অর্জন

করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আর তাই যৌন সুখ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের যেই প্রতিবন্ধকতা এটি সাইকোলজিক্যাল, এটি বায়োলজিক্যাল কোনো বাঁধা নয়।

ড্র্যাগ কোম্পানিগুলো সম্ভবত আরও ভালো ফলাফল পেত, যদি তারা রোম্যান্সের উপন্যাসগুলোর জনপ্রিয়তা বিবেচনা করত, যেটি নারীর মনকে কোনোপ্রকার ফিজিক্যাল টাচ না করেই স্টিমুলেট করতে পারে।

বিগত দশকে বড় বড় ওষুধ কোম্পানীগুলো তাদের কৌশল পরিবর্তন করে। তারা অনুধাবন করে, তারা যদি "Desire disorders" দূর করতে চায়, তবে তাদের সরাসরি মস্তিষ্কের ভেতর একটা কিছু করতে হবে, যেটা তার কনসাস মস্তিষ্কের সাথে জড়িত। হাস্যকরভাবে, এই ড্র্যাগ ভায়াগ্রার মতোই সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি রোগ নিয়ে কাজ করার সময় আবিষ্কার হয়েছিল। জার্মান ওষুধ প্রস্তুতকারক বোহরিঙ্গার ইঙ্গেলহেইম একটি দ্রুত-কার্যকরী অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন। যদিও এই ড্র্যাগ (Flibanserin) তার "Phase III" ট্র্যায়ালের সময় ব্যর্থ হয়, এটি নারীদের মধ্যে যৌন আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করতে শুরু করে। কিন্তু মস্তিষ্কের কোন অংশটিকে "ফ্লিবানসারিন" টার্গেট করে? মস্তিষ্কের যে অংশটি সচেতনভাবে আবেগ প্রক্রিয়াজাত করে, সে অংশ। এটি নারীর সচেতন মনকে স্টিমুলেট করার মাধ্যমে অপারেট করে, তার দেহ নয়। পুরুষের ক্ষেত্রে সেক্সচুয়াল বডি ও সেক্সচুয়াল মন একীভূত। কিন্তু কেন নারীর এই দুটি মন পৃথক?

মিস মার্পল ডিটেকটিভ এজেন্সি

যখন আমাদের সেক্সচুয়াল মস্তিষ্কের প্রশ্ন আসে, একজন নারীর মস্তিষ্কে পুরুষের মতোই একই উপাদানগুলো থাকে: যে সার্কিট শারীরীক যৌন জাগরণ নিয়ন্ত্রণ করে, যে সার্কিট সাইকোলজিক্যাল জাগরণ নিয়ন্ত্রণ করে, যে সার্কিট যৌন চিন্তা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, যে সার্কিট অনুপ্রেরণা নিয়ন্ত্রণ করে এবং যে সার্কিট যৌন সংকেতে প্রতিক্রিয়া করে।

কিন্তু নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কে এই সার্কিটগুলোর অপারেশনে ভিন্নতা আছে। কমেডিয়ান জো রোগান বিষয়টি এভাবে বলেছিলেন, "Booty is so strong there are dudes willing to blow themselves up for the highly unlikely possibility of booty in another dimension"। এই উক্তির মানে হলো, মানুষ রোম্যান্টিক ভালোবাসা ও সেক্সের জন্য অনেক সময় চূড়ান্ত ঝুঁকি ও ত্যাগ স্বীকার করে থাকে। নারীরা পুরুষের তুলনায় কম মাস্টারবেট করে, তারা সেক্সচুয়াল ব্যাপারে

পুরুষের চেয়ে কম ফ্যান্টাসি করে। মাঝেমাঝে নারীরা পুরুষের চেয়ে কম যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে, যে সকল যৌন চিকিৎসক নারীর "Sexual disorders" নিয়ে কাজ করে, নারীদের নিম্নমাত্রিক আকাঙ্ক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগ তাদের কাছে খুব সাধারণ।

নারীদের মধ্যে অর্গ্যাজম-সেকিং আকাঙ্ক্ষা কম দেখা যায়। একজন নারীর সেক্সের পেছনে একমাত্র কারণ যৌন সুখ নয়, সে সেক্স করে কিছু বিশেষ কারণে। একজন নারীর যৌন আকাঙ্ক্ষা কম হওয়ার কারণ সম্পর্কের জটিলতা অথবা সম্পর্কের সঙ্গতি থেকে সৃষ্ট উচ্চমাত্রিক আকাঙ্ক্ষা। মার্টা মিয়ানার মতে, এ ধরনের আবিষ্কার আমাদের কাছে এটাই প্রমাণ করে যে, নারীর আকাঙ্ক্ষা পুরুষের চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু কেন? কেন নারীর শারীরীক ও মানসিক স্পেসের মধ্যে এত বিশাল দূরত্ব? একজন নারী যখন একজন পুরুষের সাথে সেক্স করে, সে তখন সেটা দীর্ঘস্থায়ী দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে।

তার এই ক্যালকুলেশন তার সচেতন মনে সংঘটিত হয় না, এটি হলো তার আনকনসাস সফটওয়্যার যা তাকে হাজার হাজার বছর সমর্থন করছে। আসলে সেক্স হলো একজন নারীর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ও জীবন পরিবর্তনকারী ইনভেস্টমেন্ট। একজন নারী সন্তানের জন্য তার দেহ ইনভেস্ট করে, তার দেহের ইকোসিস্টেমের ভেতর একটি ফিটাস বেড়ে ওঠে, তাকে সন্তানের নার্সিং করতে হয় এবং বছরের পর বছর লালন পালন করতে হয়। একজন পুরুষের জন্য সেক্স স্প্যার্ম ডোনেট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর একজন নারীর জন্য সেক্স হলো, একটি বিশাল ইনভেস্টমেন্ট। এটি অনেক সময় তার মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসতে পারে। হোমো ইরেক্টাসদের সময় যখন একজন নারী কোনো পুরুষের সাথে সেক্স করত, তখন সন্তান জন্ম দেয়ার সময় মা ও শিশু দুজনেরই মৃত্যু হতো, কারণ সন্তানের মস্তিষ্ক ছিল, পূর্বের হোমো হ্যাবিলিস অথবা অস্ট্রোলোপিথিকাস থেকে বড়।

এজন্য এ সময় অপরিণত অবস্থায় যে সকল শিশু জন্মেছিল, তারাই মায়ের জন্মনালী দিয়ে সঠিকভাবে বের হতে পেরেছিল এবং মা ও শিশু দুজনই টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। অপরিণত সন্তান জন্ম দেয়ার পর থেকে একটি শিশুর লালন-পালনের জন্য মায়ের ভূমিকা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। প্লাসেন্টার ভেতর থাকাকালীন একজন শিশু ছিল, মায়ের দেহের ইন্টারনাল মেকানিজমের তত্ত্বাবধায়নে, তার দেহের অটোমাইজড হার্ডওয়্যারই ফিটাসের দেখাশুনা করেছিল।

একটি জিরাফের বাচ্চা জন্মের ৯০ মিনিটের ভেতরই দাঁড়িয়ে যায় কিন্তু নরম অবস্থায় জন্মের কারণে সন্তান প্ল্যাসেন্টা থেকে পৃথিবীতে প্রবেশ করার পরও নারীর এক্সটারনাল হার্ডওয়্যারের তত্ত্বাবধায়নে থেকে যায়। অন্য কথায় একটা মানব শিশু জন্মের পূর্বে এবং পরে মা ও কমিউনিটির দেহের হার্ডওয়্যারের আন্ডারেই থাকে। সে একা একা সার্ভাইভ করতে পারে না।

আর তাই সেক্সচুয়াল কমিটমেন্ট নারীর জন্য ব্যাপক সময়, সম্পদ ও শক্তির অপচয় ছিল। কোনো কারণে যদি পুরুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করত, তাকে সিঙ্গেল মাদার হওয়ার বিরাট ঝুঁকি নিতে হতো। যদি পুরুষ কোনো কারণে ক্ষুদ্ধ হতো, সে সম্ভবত তাকে ও তার সন্তানদের আঘাত করত। নারী সম্ভবত নিজেকে এই থ্রেট থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। একজন নারীর যৌন আকাঙ্ক্ষা এই সকল সম্ভাব্য ক্ষতিগুলো খুব সতর্কতার সাথে ফিল্টার করে।

একজন নারী যদি প্রাগৈতিহাসিক সমাজে, সবার সাথে অন্ধভাবে সেক্স করত, তবে সে সম্ভবত ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতো, চূড়ান্ত ক্ষেত্রে মৃত্যু। বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে, যে নারী একজন দৃঢ় ও ভদ্র পুরুষের সাথে তার যৌন সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রেখেছিল, তার তুলনায় যে নারী অপরিকল্পিতভাবে সম্পর্ক করেছিল, তার সন্তান কঠিন সময় অতিবাহিত করেছিল। এজন্য নারী সবসময় চেয়েছিল স্থিতিশীল, দীর্ঘকালীন ও সন্তান লালন-পালনে আগ্রহী একজন পুরুষ। আধুনিক যুগে আমরা যে সকল নারীকে দেখি, তারা প্রত্যেকে ২ মিলিয়ন বছর বয়সী একটি ফেমিনিন বৃক্ষের ফল। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নারীর মস্তিষ্ক অবিশ্বাস্য পরিশীলিত একটি নিউরাল সিস্টেম উন্নত করেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত নিউরাল সিস্টেম।

নারীর মস্তিষ্ক অনেকটা "মিস মার্পল ডিটেক্টিভ এজেন্সির" মতো। যে চরিত্রটি আগাথা ক্রিস্টির ফিকশনাল চরিত্র মিস মার্পল থেকে আসা। আগাথা ক্রিস্টির গল্পে মিস মার্পলকে চিত্রায়িত করা হয়েছিল এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে, যিনি দৃশ্যমানভাবে খুবই সাধারণ জীবন যাপন করেন, কাপড় বুনে অথবা বাগান দেখাশুনা করে। তাকে দেখতে মিষ্টি এবং দুর্বল মনে হয়, যে জন্য অন্যরা তাকে অসম্মান ও অবমাননার চোখে দেখে।

কিন্তু এই মুখোশের আড়ালে তিনি ছিলেন মানব চরিত্রের একজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক ও বিচারক। মানব প্রকৃতির জটিলতা সম্পর্কে মিস মার্পলের গভীর জ্ঞান ছিল এবং তার রহস্য সমাধান করার উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ছিল, যা অনেক সময় পুলিশকেও বিভ্রান্ত করে। একইভাবে, নারীর মস্তিষ্ক ডিজাইন করা হয়েছে বিস্তৃত পরিসরের তথ্যবহুল ইন্ডিকেটর বা সংকেত উন্মোচন, তদন্ত এবং মূল্যায়ন করার জন্য। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সম্মানিত এই ক্ষমতা, একজন নারীকে জটিল সামাজিক পরিস্থিতি পরিচালনা ও তার চারপাশের বিশ্ব সম্পর্কে বোধ তৈরি করার অনুমোদন প্রদান করে।

আর তাই মিস মার্পলের মতো, নারীর মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে মাঝেমাঝে অসম্মান করা হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও অন্তদৃষ্টির একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা আছে। ফিকশনাল চরিত্র মিস মার্পলের মতো, নারীর ডিটেক্টিভ এজেন্সি একজন সম্ভাব্য সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রমাণ পরীক্ষা করে, যেখানে ব্যক্তির চরিত্র, তার চারপাশের ভৌত ও সামাজিক পরিবেশও রয়েছে এবং নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও আবেগ। এটি

অনেকটা যৌন সম্পর্কে জড়ানোর পূর্বে, একটি তদন্ত পরিচালনা। নারীর জন্য এটা হলো সমৃদ্ধ তথ্য ও পছন্দ প্রক্রিয়াজাত করা।

"Up in the Air" মুভির কথাই চিন্তা করুন। যেখানে নাটালি নামক একটি চরিত্র বর্ণনা করেছিল, সে কী ধরনের পুরুষ ভালোবাসে। সে একজন আদর্শ প্রেমিকের যে বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করেছিল, তার মধ্যে ছিল, সেই পুরুষ সুশিক্ষিত হবে, কুকুর ভালোবাসবে, হাস্যকর সিনেমা উপভোগ করবে, তার সুনির্দিষ্ট হাইট এবং কালার থাকবে, সুনির্দিষ্ট পেশায় সে কাজ করবে এবং তার একটি বহিঃর্মূখী দিক থাকবে।

রোম্যান্টিক ভালোবাসার জন্য একজন নারী পুরুষের খুবই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিকগুলোর দিকেও দৃষ্টিপাত করে। তাকে যদি এক শব্দে তার পছন্দ প্রকাশ করতে বলা হয়, সে হয়তো বলবে "ম্যাট", "জন" অথবা "ডেভ"। এসব নাম তার কাছে কিছু কারণে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। এই ডিটেইলসগুলো আইসোলেটেড অবস্থায় হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে, একজন আকর্ষণীয় সঙ্গী নির্বাচনে এই সকল মাইক্রোস্কোপিক বিষয়গুলোও কাজে লাগে।

কনজিউমার চয়েজে দেখা যায়, একজন নারীর ডিটেক্টিভ এজেন্সি অন্তরঙ্গ ও বিস্তারিত বর্ণনা অনুসন্ধান করছে। একজন নারী লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও বা জনি ডেপের বায়োগ্রাফি পড়ার জন্য টাকা পরিশোধ করতে প্রস্তুত কিন্তু সে কখনো তাদের নুড পিকচার দেখার জন্য পেমেন্ট করবে না। একজন নারী রণবীর কাপুরের লাইফ স্টোরি পড়ার জন্য টাকা খরচ করবে কিন্তু সে কখনো তার পেনিস দেখার জন্য টাকা খরচ করবে না। আর অন্যদিকে একজন পুরুষ নুসরাত ফারিয়ার নুড ছবি দেখার জন্য লাখ টাকাও খরচ করতে পারবে, কিন্তু সে তার বায়োগ্রাফি পড়ার জন্য এক টাকাও খরচ করতে চাইবে না। ক্রায়গ্লিস্ট (Craigslist) নামক একটি অনলাইন ক্লাসিফায়েড ওয়েবসাইট আছে। এই ওয়েবসাইটে একটি সেকশন আছে "Missed Connections"। এই ওয়েবসাইটে পুরুষ ও নারী দুজনেই এমন কারও জন্য একটি মেসেজ রেখে যায়, যার সাথে তাদের পূর্বে দেখা হয়েছিল এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু কোনো কারণে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

২০১০ সালে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন মিস কানেকশন পোস্ট পাওয়া গিয়েছিল এই ওয়েবসাইটে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই মেসেজগুলোর মধ্যে কী কোনো প্যাটার্ন ছিল? অধিকাংশ পুরুষ তাদের রেখে যাওয়া মেসেজে খুব কমন একটি বাক্য ব্যবহার করেছিল, আর তা হলো "looking for"। আর বেশিরভাগ নারী সেখানে লিখেছিল "Miss You"। পুরুষ তার প্রেমিকাকে সার্চ করছে, আর নারী তার প্রেমিককে স্মরণ করছে।

একজন নারী স্মরণ করছে, অতীতের সেই পরিচিত স্থান, আবহাওয়া, খাবার, ওয়ার্ডড্রব এবং আলোচনা। একজন পুরুষ কোনো একদিন যাকে অপরিচিত এক কফি শপে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, তার সাথে আবার পুনরায় কানেক্ট হতে চায়। তাকে খুঁজে

পাওয়ার উদ্দেশ্যে পোস্ট করে। আর একজন নারীর মধ্যে নস্টালজিয়া কাজ করে। সে এমনভাবে পোস্ট করে, সে তার অতীতের ভালোবাসার মানুষের সাথে কানেকশন ফিল করছে, কিন্তু তার কাছে এখন কোনো তথ্য এক্সচেঞ্জ করতে পারছে না। আর এ পদ্ধতিতে একদা সে যার সাথে কানেক্ট ছিল, তার সাথে পুনরায় কানেক্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়। মিস মার্পল নারীর সচেতন মনকে অবদমন করে এবং তার দেহ থেকে আসা সিগন্যালকে বাঁধা দেয়, সে নারীর সচেতন মনকে উত্তেজিত ও মানসিকভাবে জাগ্রত হতে দিতে চায় না। মিস মার্পল বলে, অপেক্ষা কর, এটাকে আবার চিন্তা কর। ডিটেক্টিভ এজেন্সির ৪টি ভিন্ন ভিন্ন মাইন্ড সফটওয়্যার আছে_ যেগুলো বিভিন্ন প্রকার সিগন্যাল রিড করে।

- ইমোশনাল ডিটেক্টিভ
- সোশ্যাল ডিটেক্টিভ
- কালচারাল ডিটেক্টিভ
- ফিজিক্যাল ডিটেক্টিভ

ফিজিক্যাল ডিটেক্টিভ পুষ্টি, চাপ, আশ্রয় ও নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলো মূল্যায়ন করে। নারীর ডিমের সাইকেল এবং ইস্ট্রোজেন উৎপাদন শারীরীক পরিবর্তনগুলোর প্রতি সংবেদনশীল। নারীরা পুরুষের তুলনায় অতিরিক্ত যৌন আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পায় বলে অভিযোগ করে, যার কারণ হলো শারীরীক অসুস্থ্যতা, ক্ষুধা অথবা শারীরীক নিরাপত্তা সংক্রান্ত উত্তেজনা। পুরুষের সেক্সচুয়াল ব্রেন নারীর চেয়ে বরং আলাদা। যখন কোনো যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন পুরুষের ফিজিক্যাল থ্রেট থাকার পরও, তার যৌন আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। কারণ মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পুরুষ যুদ্ধ করে জীবন দিয়েছিল।

যুদ্ধে মৃত্যুর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়ায়, তার মধ্যে যুদ্ধের পূর্বে যৌন উত্তেজনার বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা বিবর্তিত হয়, যেন সে তার জিনকে মৃত্যুর পূর্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে রেখে যেতে পারে। কিন্তু নারীদের মস্তিষ্ক মিস মার্পলের মতোই খুবই জটিল। তারা যৌন সম্পর্কে জড়ানোর পূর্বে বিভিন্ন সংকেত ও কারণ সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করে। তার মধ্যে আছে মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শারীরীক পরিস্থিতি। একজন নারী সেক্সের পূর্বে তার নিজের আবেগ ও সঙ্গীর চরিত্র যাচাই করে। সে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলোর দিকেও ফোকাস করে। এই চিন্তাশীল ও বিস্তারিত মূল্যায়ন একজন নারীর যৌন সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অসংখ্য জীব আছে, যারা ক্যামোপ্লেজ করে শিকারী প্রাণী থেকে লুকিয়ে থাকে। অর্কিড নামক একটি ফুল আছে, যেটি প্রতারণার উদ্দেশ্যে কেমিক্যাল সিগন্যাল ব্যবহার করে। সে একটি নারী পতঙ্গের ফেরোমন নকল করে, পুরুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য। পুরুষটি এই সিগন্যাল দ্বারা বিভ্রান্ত হয় এবং ফুলের সাথে সেক্স করে। আর এই মিসইনফরমেশনের মাধ্যমে সে তার পরাগায়ন নিশ্চিত করে। এশিয়ান সাইট্রাস সাইলিড নামক একটি পতঙ্গ আছে। শিকার যখন তাকে খেতে আসে, সে একটি মিসইনফরমেশন দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করে। এ ক্ষুদ্র পতঙ্গ একটি কেমিক্যাল রিলিজ করে, যেটি সে যেই বৃক্ষে বাস করে, সেই বৃক্ষের ঘ্রাণ মিমিক করে। এটি তাদের শত্রুদের কনফিউজড করে, তারা মনে করে যে পতঙ্গটি গাছের শরীরেরই একটি অংশ। যার ফলস্বরূপ, শিকারী তাকে খায় না, কারণ সে তার ঘ্রাণ দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। এটি একটি বুদ্ধিমান ছদ্মবেশ যা পতঙ্গটিকে নিরাপদ থাকতে সহযোগিতা করে। মানব পুরুষও অনেকটা অর্কিড অথবা সাইলিডের মতো, সে নারীর কাছে নিজের সম্পর্কে মিথ্যাচার ও প্রতারণা করে, তার ভ্যাজাইনার ওপর অ্যাকসেস পাওয়ার উদ্দেশ্যে। আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করলে এরকম অসংখ্য গল্প পাবেন। আমার বান্ধবী নদী আমাকে বলেছিল, তার বয়ফ্রেন্ড সম্পর্কের শুরুতে বলেছিল, সে বিড়াল ভালোবাসে। কিন্তু সম্পর্কের পর একদিন যখন তারা একসাথে শুয়েছিল, তখন নদী আবিষ্কার করে তার বয়ফ্রেন্ডের বিড়ালের প্রতি অ্যালার্জি আছে। নারীকে ইমপ্রেসড করার জন্য পুরুষ এমন আরও অভিনয় করে, যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। এখন মনে করুন, প্রতিবারই সিসলিড গাছের ঘ্রাণ কপি করে শিকারকে প্রতারিত করছে, শিকারের পক্ষে কী সার্ভাইভ করা সম্ভব? খাবারের অভাবে তো সে একসময় মারাই যাবে। ঠিক এ কারণে তার মস্তিষ্কের মধ্যে এমন একটি লাই ডিটেক্টর বিবর্তিত হবে, যেন সে গাছের ঘ্রাণ এবং সিসলিডের ঘ্রাণের মধ্যে সূক্ষ্ম লেভেলে তারতম্য নির্ধারণ করতে পারে। একজন পুরুষের সত্যিকার ক্যারেক্টার ডিটারমাইন করা এত সহজ ব্যাপার নয়, পুরুষ খুবই কমপ্লেক্স একটি পদার্থ। আর এজন্য একজন নারীর মস্তিষ্কে পুরুষের পারসোনালিটি বোঝার জন্য অনেক জটিল উপায় বিবর্তিত হয়েছে। পেন্সিলের মুখের মতোই নারীর মস্তিষ্ক ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে পুরুষের সততা, নিষ্ঠা এবং দয়াশীলতা বোঝার জন্য।

একইসাথে নারীকেও তার নিজস্ব অনুভূতিগুলো বুঝতে হয়, তারা কখন স্পেশাল ফিল করে, কখন তারা আকর্ষণবোধ করে এবং কখন তারা উত্তেজনাবোধ করে। বাহিরের জগতে একটি মাকড়সা কামড় দিলে, আপনার পেইন রিসেপ্টর মস্তিষ্কে সিগন্যাল পাঠায় যেন আপনি ব্যাথা পেয়ে দূরে সরে যান। নারীর মস্তিষ্কের ভেতর যখন

একজন পুরুষের উপস্থিতিতে অসম্মান, অবমাননা, বিরক্তি, উত্তেজনা তৈরি হয়, এই সিগন্যালগুলো পড়ে নারীকে বুঝতে হয়, কোন পুরুষটি তার জন্য ভালো অথবা খারাপ, তাকে ইন্টারনাল মাকড়সার কামড়গুলো বুঝতে হয়।

গবেষণা আমাদের দেখিয়েছে, একজন নারী খুব গভীরভাবে তার ইমোশন সম্পর্কে চিন্তা করে, সে নেতিবাচক চিন্তার প্রতি রিফ্লেক্ট করে এবং তার আবেগীয় অভিজ্ঞতাগুলো খুব গভীরভাবে স্মরণ রাখে। একজন নারী পুরুষের তুলনায় তার লাইফ ইভেন্ট সম্পর্কে বেশি স্মরণ করে। নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কে ভিন্ন ভিন্ন আকার কাজ করে, এ ধরনের কিছু তারতম্য তৈরি হয় বয়সন্ধীকালে কিছু হর্মোনাল পরিবর্তনের কারণে। এজন্য নারীদের মধ্যে মুড ডিজঅর্ডার যেমন উত্তেজনা ও হতাশা কাজ করে, যেখানে পুরুষদের মধ্যে সিজোফ্রেনীয়া ও অটিজমের মতো কন্ডিশন দেখা যায়। নারী ও পুরুষ দুজন শিকারী ও শিকারের মতো। তাদের দুজনই দুজনের সাথে মানসিকভাবে যুদ্ধ করছে।

সিসলিড গাছের ঘ্রাণ মিমিক করে পালিয়ে যেতে চায়, আর শিকারী পাখি তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। নারীর মস্তিষ্কের এন্টারিয়র সিঙ্গুলেট কর্টেক্স, ইনসুলার কর্টেক্স, হিপোক্যাম্পাস ও অ্যামিগডালার মধ্যে পার্থক্য আছে। এই কাঠামোগুলো নারীর আবেগ ও স্মৃতি প্রক্রিয়াকরণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে এবং এগুলো নারীর মধ্যে বেশি সক্রিয়।

সোশ্যাল ডিটেক্টিভ

মিস মার্পলের সোশ্যাল ডিটেক্টিভ সামাজিক সহযোগিতা অনুসন্ধানের গুরুত্ব বোঝে এবং সম্ভাব্য সঙ্গী নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে সে সামাজিক নেটওয়ার্ক থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। নারীরা মাঝেমাঝে সম্পর্কের বিভিন্ন দিক এবং সম্ভাব্য সঙ্গী সম্পর্কে অন্য নারীদের মতামত অনুসন্ধান করে। তারা সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য, সন্তান লালন-পালন, ফ্যাশন, ডায়েট এবং অন্যান্য কিছুর জন্য সামাজিক সংযোগের ওপর নির্ভর করে। এই সম্প্রসারিত সামাজিক নেটওয়ার্ক তাদের অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য দেয়, যে তথ্য তাদের ডিটেক্টিভ এজেন্সি একজন সম্ভাব্য সঙ্গীকে বিশ্লেষণ করার জন্য ব্যবহার করে। নারীরা পুরুষের তুলনায় শাব্দিকভাবে এক্সপ্রেসিভ হওয়ার একটি কারণ হলো তাদের সোশ্যাল সফটওয়্যার। একটি মেয়ে একটি ছেলের অনেক পূর্বে, খুব অল্প বয়সেই কমিউনিকেশন করা শুরু করে, তারা তরুণ ও বয়স্কদের সাথে কথা বলার জন্য প্রচুর সময় ইনভেস্ট

করে। এই শাব্দিক তারতম্য ৫ বছর বয়সেই দেখা যায় এবং এটি মৌলিকভাবে হর্মোনাল ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভরশীল নয়। নারীর এই শাব্দিক দক্ষতার পেছনে তাদের ভিন্নপ্রকার কগনিটিভ সফটওয়্যার দায়ী।

উদাহরণস্বরূপ, ১২-১৭ বছর বয়সী একজন মেয়ে প্রতিদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রায় ৮০টি মেসেজ আদান-প্রদান করে, যেখানে একজন পুরুষ মেসেজ আদান প্রদান করে প্রায় ৩০টি। নারীরা ফেসবুক, টুইটার, থ্রেড এবং মাইস্পেসে বেশি সক্রিয় থাকে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স, সামাজিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। নারীদের মস্তিষ্কের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেস করার জন্য ফ্রন্টাল কর্টেক্সের বিশাল একটি এলাকা ডেটিকেডেড। নারীর মস্তিষ্কের ভাষার কেন্দ্র এবং সাবকর্টিয়াল রিওয়ার্ড সিস্টেমে সংযোগের পরিমাণ বেশি থাকে, যেটি আমাদের নির্দেশ করে যে, নারীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ একটি পুরস্কারের মতো। নারীর মস্তিষ্কের দুটি হেমিস্ফিয়ারের কানেকশন অনেক বেশি, যেখান থেকে নিউরোসায়েন্টিস্টরা ধারণা করেন যে, তাদের ব্রেন কার্যকরীভাবে ভাষা প্রক্রিয়াজাত ও উৎপাদনের সাথে জড়িত। বিপরীতক্রমে, একজন পুরুষ অটিজমের মতো একটি কন্ডিশনের অভিজ্ঞতা লাভ করে, যেটি একটি সোশ্যাল ডিজঅর্ডার হিসেবে পরিচিত, অটিজমের কারণে একজন ব্যক্তি অন্যদের দৃষ্টিকোণ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না।

কিছু গবেষক অটিজমকে "হ্যাপেরমাসকালিনিজশন" বলে অভিহিত করেছেন, এটা জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য যে, পুরুষের সোশ্যাল সফটওয়্যার অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। অধিকিন্তু অন্যদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করার জন্য মিস: মার্পল সামাজিক নিয়ম, প্রত্যাশা এবং মানসিকতার দিকে মনোযোগ দেয়, যেটি আবারও সম্পর্কের ব্যাপারে তার ডিসিশন মেকিং প্রক্রিয়াকে ইনফর্ম করে। ডিটেক্টিভ এজেন্সির অপারেশনে এই সামাজিক সচেতনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

কালচারাল ডিটেক্টিভ

যখন অনলাইন অ্যাডাল্ট কন্টেন্টের প্রসঙ্গ আসে, তখন পুরুষ ও নারীর মস্তিষ্কে একটি লক্ষ্যনীয় তারতম্য দেখা যায়। যে সকল ওয়েবসাইট পুরুষ কমিউনিটির জন্য ডিজাইন করা, সেখানে আমরা সাধারণত খুব বেশি পলিটিক্যাল ইস্যু দেখতে পাই না। পুরুষরা পলিটিক্যাল আলোচনা এড়িয়ে চলে। কিন্তু আমরা নারীদের উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা ওয়েবসাইটগুলোর দিকে যখন চোখ রাখি, আমরা দেখতে পাই, নারীদের

ওয়েবসাইটগুলো সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা প্রমোট করে এই ধরনের মেসেজ দিয়ে পরিপূর্ণ। এই পার্থক্যের পেছনে নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কই দায়ী। নারীরা সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোতে বেশি সংবেদনশীল, নারীর যৌনতা সাংস্কৃতিক নিয়ম দ্বারা প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে, একজন পুরুষের যৌনতা হার্ডকোর ফিজিক্যাল মেকানিজমের ওপর ডিপেন্ড করে। এই ক্ষেত্রে, মিস মার্পল নারীর মনকে বলে, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক নিয়মগুলো মূল্যায়ন করতে। নারীরা টিভি-শো, ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন পরোক্ষ ইন্ডিকেটর যেমন বডি ইমেজ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সেলিব্রেটিদের দৃষ্টিকোণের ওপর মনোযোগ দেয়। একজন নারী তার আচরণ, চেহারা ও ড্রেসের ব্যাপারে সামাজিক প্রেসার অনুভব করে। নারীর মস্তিষ্কের যেই এলাকা সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের সাথে জড়িত, সেটি হলো প্রি-ফ্রন্টাল ও টেম্পোরাল কর্টেক্স। এই কর্টেক্সগুলো নৈতিক জ্ঞান ও সামাজিক বিচারের সাথে জড়িত। এই সকল এলাকা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নারীর জন্য কোনটা উপকারী আর কোনটা ক্ষতিকর, সেটা নির্ধারণ করতে একজন নারীকে সহযোগিতা করে। সাংস্কৃতিক নিয়ম মূল্যায়ন করা একজন নারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন নারী তার যৌন সম্পর্কের দীর্ঘকালীন প্রভাব সম্পর্কেও চিন্তা করে। সামাজিক মূল্যবোধ এবং পরিস্থিতি একজন নারীর সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

ঐতিহাসিকভাবেই নারীদের প্রজননের ক্ষেত্রে সফল হওয়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে, এজন্য তারা নিরাপদেই খেলতে চায়। তারা সাংস্কৃতিক নিয়মের বাহিরে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেয় না, কারণ ইতিহাস বলে যে, নারী সবসময় প্রজননে সাকসেস হয়েছিল, তাদের অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আর অন্যদিকে, পুরুষের প্রজননের সম্ভাবনা ছিল কম, আর তাই তারা প্রায়শই উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি গ্রহণ করেছিল। নারীদের সামাজিক পরিবেশও একটি ব্যাপার। পারিবারিক সমর্থন, সঙ্গীর অনুমোদন, ক্যারিয়ার স্ট্যাটাস এবং একজন সভ্য পুরুষের উপলব্ধতা সবকিছুই তার নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছিল। সহজ কথায় বলেল, একজন নারীর যৌনতা খুব দৃঢ়ভাবে, সংস্কৃতি ও সামাজিক ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত। নারীর সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তার চারপাশের প্রেক্ষাপট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফেমিনিন ইনটুইশন

একজন নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে যে সকল ডিটেক্টিভ এজেন্সি কাজ করে, সেটাকে বলে "ফিমেইল ইনটুইশন"। একজন নারী একইসাথে মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সংকেত মিশ্রভাবে বিশ্লেষণ করে, আর এখান থেকেই নারীর অন্তদৃষ্টি তৈরি হয়। একইসাথে, সে একজন ব্যক্তির শারীরীক ও মানসিক আকর্ষণও মূল্যায়ন করে, এ সবগুলো ফ্যাক্টর একটি চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নের একদম সোজাস্যাপ্টা উত্তর প্রদান করে: আমার কী এই মানুষটির সাথে সম্পর্ক করা উচিত অথবা উচিত নয়? নারীরা সবসময় বিভিন্ন রকম চিন্তা করে। আমার কী টমকে বিয়ে করা উচিত নাকি তার চাকরীর প্রমোশন পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। আমার কী ক্লাবের আকর্ষণীয় ছেলেটির সাথে শোয়া উচিত? আমার বন্ধুরা আবার আমাকে মাগী ভাববেন না তো? আমার কী জিসানের মতো একটি ছেলের সাথে সেক্সচুয়াল সম্পর্কের পর গর্ভনিরোধ মেডিসিন নেয়া উচিত? ইন্ডিয়া ও বাংলাদেশের মতো কিছু কিছু জায়গায় প্রফেশনাল ওয়েডিং ডিটেক্টিভ নিয়োগ করা হয়, যারা সম্ভাব্য সঙ্গীর গুপ্ত তথ্য উন্মোচন করে, এটাকে আউটসোর্চিং ডিসিশন বলে। এটি আমাদের কাছে প্রদর্শন করে, একজন নারীর জন্য সঠিক পাত্র নির্বাচন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। মিস মার্পলের এই সতর্ক ইনভেস্টিগেশন পুরোপুরিভাবে হ্যাটফিল্ড ও ক্লার্কের গবেষণার সাথে মিলে যায়। একজন নারী সম্পূর্ণরূপে কোনো একজন আগন্তুকের সাথে যৌন সম্পর্কে যেতে হেজিটেশন অনুভব করে, এমনকি যদিও সে ব্যক্তি শারীরীকভাবে আকর্ষণীয়। এই হেজিটেশনের কারণ হলো মানসিক জাগরণের জন্য একজন নারীর শারীরীক জাগরণের চেয়েও বেশিকিছু প্রয়োজন। মূলকথা হলো, একজন নারীর মানসিক জাগরণ সুনির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে, এটি অটোম্যাটিক্যালি তার শারীরীক সংবেদনের সাথে একীভূত নয়। নারীর মস্তিষ্কে এই শারীরীক ও মানসিক বিচ্ছিন্নতা আমাদের কাছে এটাই উজ্জ্বল করে, কেন নারীদের কোনো ভায়াগ্রা নেই।

নারীর যোনিতে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার মানেই, নারীর মানসিক জাগরণ নয়, নারীর মস্তিষ্কের মিস মার্পল মানদণ্ডকেও সন্তুষ্ট করতে হবে। আমাদের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, যেগুলোকে ডিটেক্টিভ এজেন্সি মিমিক করে, সেগুলোর লোকেশন মস্তিষ্কের কর্টেক্স। মজার ব্যাপার হলো, মস্তিষ্কের এই অংশটি অ্যালকোহল ও বিনোদনমূলক ড্রাগের প্রভাবে আক্রান্ত হয়, এবং তার ফাংশন অবদমিত হয়ে যায়। লরি গটলিব তার "ম্যারি হিম" বইতে বলেছিলেন, একজন নারীর তার সম্ভাব্য সঙ্গী সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চমাপের একটি মানদণ্ড থাকে।

একজন পুরুষ কেমন হবে, তার চেকলিস্ট এতটাই বিশাল যে, অধিকাংশ নারী সকল কন্ডিশন পূরণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করার সময় পায় না কারণ এই চেকলিস্টে কন্ডিশনের শেষ নেই। একজন নারী পুরুষের ওপর অশেষ পরিমাণ প্রত্যাশা রাখে, এটা প্রায় ইনফিনিটির সমান কিন্তু সমস্যা হলো সে পর্যন্ত ওয়েট করার বয়স তাদের থাকে না, আর এমন কোনো পুরুষের অস্তিত্বও নেই। লেসলি প্যারট নামক একজন লেখক তার "Saving Your Marriage Before It Starts" বইতে একজন নারী বিয়ের পূর্বে যে সকল প্রশ্ন করে, সেগুলো তুলে ধরেছিলেন।

এই প্রশ্নগুলো লেসলি প্যারটের বই "101 Questions to Ask Before You Get Engaged" অথবা হেলেন নর্মান রিথের বই "1,001 Questions to Ask Before You Get Married" এর সমরূপ। এদের কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত এই অসীম চেকলিস্ট থেকে বের হওয়ার জন্য ড্র্যাগের আশ্রয় নেয়। হাজার হাজার বছর ডিটেক্টিভ এজেন্সির এই জ্ঞান এক প্রজন্মের নারী থেকে আর এক প্রজন্মের নারীর মস্তিষ্কে হস্তান্তরিত হচ্ছে। নারীর মস্তিষ্কের নিউরাল সিস্টেম পৃথিবীর খুবই স্মার্ট একটি সিস্টেমে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা তৈরির জন্য ডিটেক্টিভ এজেন্সি প্রকৃতির সবচেয়ে ভালো উপায়। মনে করুন, আপনি দীর্ঘকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ম্যানেজিং ইনভেস্টমেন্ট করতে চান। এজন্য, আপনার দুটি জিনিস লাগবে: প্রচুর পরিমাণ তথ্য এবং ফলাফল পূর্বাভাস করার ক্ষমতা। যে সকল মানুষ প্রফেশনালি টাকা ম্যানেজ করে, তারা টনের পর টন ডেটা সংগ্রহ করে। তারপর কী ঘটবে সেটা পূর্বাভাস করার জন্য তারা ম্যাথম্যাথিক্যাল পিএইচডি, মাইক্রোইকোনোমিক উইজার্ড এবং সুপারকম্পিউটার ব্যবহার করে। এটি একটি কঠিন কাজ এবং এজন্য প্রচুর পরিমাণ ব্যয় করতে হয়। মিস মার্পল তার নিজস্ব উপায়ে এই কাজ ভালোই করতে পারে। নারী ও পুরুষের পদক্ষেপ ভিন্ন ভিন্ন। পুরুষ সবসময় একজন নারীর দেহের আকর্ষণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। পুরুষের মস্তিষ্ক তার ইনভেস্টমেন্ট সমস্যা সমাধান করার জন্য খুবই সহজ ও শর্টকাট একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে আর তা হলো, তরুণী নারী ও জিনোইড চর্বি।

একজন পুরুষের জন্য জিনোইড চর্বিসম্পন্ন একজন তরুণী নারী হলেই যথেষ্ট। আর অন্যদিকে নারীর মস্তিষ্ক দীর্ঘকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে। তারা একজন ব্যক্তির চরিত্রের বিভিন্ন দিক বিচার করে এবং তারা চিন্তা করে এই পুরুষটি তার ফিউচার প্ল্যানের সাথে কতটা অভিযোজিত হবে। এই ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনেকটা স্টোকব্রোকারের মতো, মার্কেটের পরিস্থিতি যেমনই হোক, সে সবসময় আপনাকে সাজেস্ট করবে "গুগলে ইনভেস্ট" কর।

কিন্তু ওয়ারেন্ট বাফেটের মতো ইনভেস্টর খুব সতর্কতার সাথে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে। নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের সফটওয়্যারের এই ফান্ডামেন্টাল

পার্থক্যই আমাদের কাছে প্রমাণ করে, কেন তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ইরোটিক অবসেশন দেখা যায়। একজন পুরুষ বারবার মাস্টারবেট করে। পুরুষের ইজাকুলেশনের জন্য কিছু সেক্সচুয়াল ফেটিশ দরকার। নারীরা, যাই হোক, কোনো বস্তুর প্রতি খুব বেশি সেক্সচুয়াল ফেটিশ ডেভেলপ করে না।

তবে তাদের মধ্যে ইমোশনাল ফেটিশ ডেভেলপ হতে পারে, এই কন্ডিশনকে বলা হয় "অবজেক্টাম সেক্সুয়ালিস"। যখন কোনো নারী এই ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হয়, তখন সে এমন কোনো বস্তুর প্রতি সেক্স ও ভালোবাসা ফিল করে, যেগুলো জীবনহীন যেমন দেয়াল, রোলার কোস্টার অথবা ফেরিস হুইল। মাঝেমাঝে তারা দেয়াল অথবা ফেরিস হুইলের সাথে প্রেম করে। কখনো কখনো এ সকল অনুভূতিকে রোম্যান্টিক অনুষ্ঠান হিসেবে পালনও করা হয়। এ ধরনের অবজেক্টাম আক্রান্ত একজন মহিলা বার্লিনের দেয়ালকে বিয়ে করেছিলেন যার নাম ছিল "Eija-Riitta"। আর একজন অবজেক্টাম আক্রান্ত নারী ছিলেন "Erika Naisho", যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আইফেল টাওয়ারকে বিয়ে করেছিলেন।

ফিগার: ছবিতে আমরা দুজন অবজেক্টাম আক্রান্ত নারীর ছবি দেখতে পাচ্ছি।

এরিকা বলেন, একটি পাবলিক অবজেক্টকে ভালোবাসা হিউজ একটি সমস্যা, এখানে অন্তরঙ্গতার অভাব__চিরকাল উপস্থিত থাকে।

নারী পছন্দ করে আলফা

প্রতিটি নারীর মস্তিষ্কেই একটি ডিটেক্টর বাস করে, একটি ইন্টারনাল ক্রিটিক। এটি হলো পুরুষ নির্বাচনের জন্য তার মস্তিষ্কের একটি সফটওয়্যার। এই সফটওয়্যার ডিজাইন করা হয়েছিল একজন পুরুষের মানসিক, সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট প্রক্রিয়াজাত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য। এই সকল ইনফরমেশন বহন করে গল্প এবং শব্দ, কোনো ছবি নয়। একজন পুরুষ যদিও শারীরীক বৈশিষ্ট্যের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়, একজন নারীর আকর্ষণ সাইকোলজিক্যাল ইন্ডিকেটরের প্রতি। এই ধরনের ইন্ডিকেটরগুলো একজন পুরুষের স্থিরতা, প্রতিজ্ঞা, সামাজিক স্ট্যাটাস, দক্ষতা এবং দয়াশীলতা সম্পর্কে অন্তঃদৃষ্টি প্রদান করে__ একজন সম্ভাব্য পার্টনারের কোয়ালিটি নির্ধারণ করার জন্য এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ ডেটা। একপ্রকার স্টোরি আছে, যেগুলো পুরুষের হাজার হাজার সাইকোলজিক্যাল সংকেত ধারণ করে আর সেটা হলো থ্রিলিং রোম্যান্স স্টোরি। রোম্যান্স উপন্যাসকে ফিমেইল পর্নোগ্রাফি বলা হয় কিন্তু এই তুলনা আসলে সম্পূর্ণ সঠিক নয়। রোম্যান্স উপন্যাস হলো, এমনকিছু যা একজন নারীর ভ্যাজাইনায় রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে, তাকে সাইকোলজিক্যালি অ্যাকটিভ করে, ঠিক যেমনি একজন পুরুষের আকাঙ্ক্ষাকে অ্যাকটিভেট করে পর্নোগ্রাফি অথবা শারীরীক কোনো কন্টেন্ট।

রোম্যান্স নোভেল একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন ফলো করে, যেখানে একজন হিরো অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে হিরোয়িনকে জয় ও বিয়ে করে। আর এই রোম্যান্সের গল্পের মধ্যে একজন পুরুষের শারীরীক, মানসিক এবং সামাজিক চরিত্রগুলো উপস্থিত থাকে, যা সমগ্র মানব ইতিহাস জুড়ে একজন নারীর কাছে পুরুষ নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

রোম্যান্স নোভেলের মূল উৎস ছিল ১৭৪০ সালের "পামেলা, অথবা ভার্চু রিওয়ার্ডেড"। যে উপন্যাস এক সিরিজ চিঠির মাধ্যমে গল্প বলেছিল। পরবর্তীতে ১৯শতকে জ্যান অস্টিন রোম্যান্স উপন্যাসের একটি জনরা সূচনা করেছিলেন। আজকের আধুনিক রোম্যান্স উপন্যাসের জনপ্রিয় লেখক নোরা রবার্ট, জ্যাকি কলিন এবং

স্টিফেনি মেয়ার। আধুনিক রোম্যান্স উপন্যাসের কাঠামো হিসেবে ক্যাথলিন উডিউইসের ১৯৭২ সালের উপন্যাস "দ্য ফ্লেম অ্যান্ড দ্য ফ্লাওয়ার" কে দায়ী করা যেতে পারে, যেখানে দুটি কেন্দ্রীয় চরিত্র - নায়ক এবং নায়িকা - অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

নায়ক মিস মার্পেলের আদর্শ অংশীদারের প্রতিনিধিত্ব করে, যা নারীর মনস্তাত্ত্বিক সংকেত থেকে নির্মিত। এই অধ্যায়ে আমরা একজন রোম্যান্টিক হিরোর চরিত্র উদ্ভাবন করব এবং পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ফোকাস করব একজন নিস্পাপ এবং সুন্দর নায়িকার নিউরনে। তো চলুন, আমরা ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ডের বৈচিত্র্যময় রোম্যান্স স্টোরি খনন করি।

কেন নারী রোম্যান্টিক গল্প পছন্দ করে?

আপনি যদি রোম্যান্সের গল্প পড়ে না থাকেন, আপনি সম্ভবত রিয়ালাইজ করতে পারবেন না যে সেগুলো কতটা জনপ্রিয়। আমেরিকান রোম্যান্স রাইটারদের মতে, ২০০৮ সালে ১.৩৭ বিলিয়ন ডলারের রোম্যান্সের উপন্যাস বিক্রি হয়েছিল। ফিকশন মার্কেটে রোম্যান্স ধারা একাই ব্যাপক জনপ্রিয় একটি ক্যাটাগরি। থ্রিলার, সায়েন্স ফিকশন এবং সায়েন্স নন-ফিকশন থেকেও রোম্যান্সের উপন্যাস বেশি বিক্রি হয়।

২০০৮ সালে ৭৪.৮ মিলিয়ন মানুষ রোম্যান্স উপন্যাসই পড়েছে__ আর তাদের মধ্যে ৯০% পাঠকই ছিল নারী। ২০০৮ সালে আমেরিকা ও কানাডার ১০০ মিলিয়ন পুরুষ পর্নোগ্রাফি দেখেছিল, যা রোম্যান্স উপন্যাস পাঠকদের চেয়ে সামান্য বেশি। অ্যাডাল্ট ইন্ডাস্ট্রি ঠিক কি পরিমাণ আয় করেছে, সেটা আমাদের পক্ষে সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয় কিন্তু ২০০৮ সালে পর্নোগ্রাফি রোম্যান্স উপন্যাসের তুলনায় কম রিভিনিউ জেনারেট করেছিল। রোম্যান্স উপন্যাসে সেক্স কমন একটি থিম, কিন্তু একজন পাঠক উপন্যাসটি উপভোগ করার জন্য সেক্স অপরিহার্য নয়। অনেক নারী আছেন, রোম্যান্স উপন্যাসের সেক্সচুয়াল গল্পগুলো স্কিম বা স্কিপ করে অন্যত্র চলে যায়। পর্নোগ্রাফিতে, রোম্যান্স উপন্যাসের মতোই, সেক্স একটি সেন্ট্রাল থিম। (যাই হোক, এটা উল্লেখ করা জরুরী যে, পুরুষের জন্যেও খোলামেলা সেক্স সবসময় আনন্দদায়ক নয়। খুব সরল অ্যানাটমিক্যাল পিকচার অথবা নন-নুড ফটো পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, যেটি আমাদের কাছে প্রমাণ করে যে, সুস্পষ্ট সেক্স স্কিন যৌন জাগরণের জন্য সবসময় গুরুত্বপূর্ণ নয়।)।

যাই হোক, রোম্যান্স গল্পে সেক্সচুয়াল স্কিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সারাহ ওয়েনডিল ও ক্যান্ডি ট্যান, যারা "Beyond Heaving Bosoms: The Smart Bitches' Guide to Romance Novels" বইয়ের লেখক, তারা বলেন, রোম্যান্সের গল্পে সেক্স স্কিন অপরিহার্য কারণ এগুলো প্রদর্শন করে, একজন নায়িকার যৌন জাগরণ সর্বপ্রথম নায়কের স্পর্শে জাগ্রত হয়। রোম্যান্টিক ফ্যান্টাসির ক্ষেত্রে যৌন জাগরণ একটি অখণ্ড অংশ, এটি যৌন রূপান্তরের ভেতর দিয়ে ভালোবাসার অনুভূতিকে আরও পরিপূর্ণ করে তোলে। রোম্যান্টিক উপন্যাসের বিভিন্ন উপধারা এবং এলাকা সেক্স স্কিনকে এক একভাবে ট্রিট করে। তিন শতাব্দী পূর্বের পামেলার তুলনায়, দ্য ফ্লেম অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স সহবাসের বর্ণনা আরও বেশি গ্রাফিক্যাল করে তুলেছে, যা এর পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। কিন্তু এই গল্পগুলো এখনো পুরুষ টার্গেটেড ইরোটিক গল্প থেকে বেশ শান্ত। পাইরেটের হিরো ক্যাপটেন ব্র্যান্ডন এবং নিস্পাপ হিরোয়িন হিথার সিমনের এনকাউন্টারের গল্পটিই বিবেচনা করুন: সে অনুভব করছে ওর শক্ত একটা কিছু তাকে সার্চ করছে, তার উরুর দুই ফাঁকে, তারপর সে খুঁজে পায় এবং সামান্য অংশ ঢুকিয়ে দেয়। সে যন্ত্রণায় ছটপট করতে থাকে এবং নিজেকে ছাড়িয়ে পালাতে চায়। ব্র্যান্ডন তার দিকে বিস্মিত চোখে তাকায় এবং নিচু হয়। মেয়েটি বালিশের নিচে নিজের মুখ লুকায় এবং এদিক ওদিক মাথা নাড়ে। সে নরমভাবে তাকে স্পর্শ করে এবং চুপি চুপি একটা কিছু বলে, কিন্তু মেয়েটি তার চোখ বন্ধ করে রাখে এবং তার থেকে পালাতে চায়। ব্র্যান্ডন ভদ্রভাবে মুভ করে, তার চুল ও কপোলে চুমু খায় এবং খুব ভদ্রভাবে তার দেহের চারপাশে হাত স্ক্রল করতে থাকে।

রোম্যান্সের উপন্যাস সময়ের সাথে বিবর্তিত হয়। এটি স্বস্তা পেপারব্যাক থেকে উস্কানীমূলক কভারে বিবর্তিত হয়। ই-বুক রোম্যান্সের ধারায় বিপ্লব ঘটায়। অধিকাংশ রোম্যান্স উপন্যাসের প্রকাশক দ্রুত ডিজিটাল ফর্মেটের সাথে অভিযোজিত হয়। ই-পাবলিশিং ইন্ডাস্ট্রিতে ই-কমার্স একটি প্রভাবশালী ফোর্সে পরিণত হয়, অ্যামাজনের মতো প্ল্যাটফর্মে তাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখা যায়।

একটি বিখ্যাত উপধারা, যেটি রোম্যান্স সাহিত্য থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, সেটি ছিল ইরোটিক রোম্যান্স, যেটা "EroRom" নামেও পরিচিত। ইরোম রোম্যান্সের অধিকাংশ উপাদানই ধরে রেখেছিল, কিন্তু এর সেক্স স্কিনগুলো ছিল অনেক বেশি প্রকাশ্য। তারা অনেক অপ্রচলিত এবং অস্বাভাবিক সেক্সচুয়াল থিমস যোগ করতে থাকে।

এই উপধারা সেক্সচুয়াল কন্টেন্টের দিক থেকে বাউন্ডারী ক্রস করতে শুরু করে কিন্তু পুরুষ-টার্গেটের ইরোটিকা থেকে তারপরও এটি স্বতন্ত্র কারণ এটি দুটি চরিত্রের মানসিক অভিজ্ঞতা ও সংযোগের দিকে গুরুত্ব দেয়। এছাড়া, ইন্টারনেট, ফ্যান ফিকশন জন্ম দেয়, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন পপ কালচারের ফ্যান বা ফ্যান্ডম তাদের নিজস্ব গল্প তৈরি করতে শুরু করে, তাদের নিজের ভালোবাসার মানুষকে কেন্দ্র করে। ফ্যান

ফিকশন সবসময় ফিমেইল ড্রাইভেন একটি কমিউনিটি, যাদের অনলাইনে মিলিয়ন মিলিয়ন স্টোরি রয়েছে। ফ্যান ফিকশন নারীদের তাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার সুযোগ দেয়, যেখানে কিংকও আছে, একইসাথে তারা আবেগ ও মানসিক ব্যাপারগুলোর দিকে গুরুত্ব দেয়।

বিলিয়নিয়ার অ্যান্ড বেড বয়

হারকিউলিনের ১৫,০০০ রোম্যান্স উপন্যাসের নায়কের দশটি জনপ্রিয় প্রফেশন হলো:

ডাক্তার
কাউবয়
বস
রাজপুত্র
রাঞ্চার
নাইট
সার্জন
রাজা
দেহরক্ষী
শেরিফ

রোম্যান্স উপন্যাসের হিরোদের মধ্যে একটি সাধারণ প্যাটার্ন দেখা যায়। রোম্যান্স উপন্যাস সবসময় হিরোর প্রফেশনের ওপর ফোকাস দেয়, যেটি তার সামাজিক মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতার বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে। আপনি রোম্যান্সের উপন্যাসে দারোয়ান অথবা রাজমিস্ত্রী পাবেন না, আপনি রোম্যান্সের উপন্যাসে কোনো অ্যাসোসিয়েট মার্কেটিং ম্যানেজার পাবেন না। আপনি রোম্যান্সের উপন্যাসে কোনো হেয়ার কাটার, সেক্রেটারি অথবা কিন্ডার গার্ডেনের শিক্ষক পাবেন না। এই প্যাটার্নের পেছনে একটি আইডিয়া লুকায়িত আর সেটা হলো "ক্ষমতা"। হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন, একজন নারীর কাছে ক্ষমতাই হলো সবচেয়ে বেশি কামোদ্দীপক, সে ক্ষমতা দেখলেই হর্নি হয়ে যায়। রোম্যান্সের উপন্যাসে "ক্ষমতা" হলো নারীর আকর্ষণের মূল চাবিকাঠি। এটি অনেক সময় সামাজিক আধিপত্যের অনুক্রমে পুরুষের অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। যে সকল পুরুষ সামাজিক অনুক্রমে চূড়ান্ত স্তরের কাছাকাছি অবস্থান করে,

তারাই রোম্যান্স উপন্যাসে স্থান পায়। আর এই ধরনের শীর্ষস্থানীয় পুরুষদের বলা হয় "আলফা মেল"। সহজ কথায় বলতে গেলে রোম্যান্সের উপন্যাসে সবচেয়ে ক্ষমতাবান এবং হায় স্ট্যাটাসের প্রফেশন সম্পন্ন মানুষকে স্থান দেয়া হয় কারণ রোম্যান্টিক ফিকশনে এগুলো খুবই আকর্ষণীয়। এই গল্পগুলো এমনভাবে লেখা হয়, যেন একজন আত্মবিশ্বাসী ও দক্ষ পুরুষের প্রতি নারীর যে আকাঙ্ক্ষা তার সাথে এগুলো রিজোন্যাট করে।

রোম্যান্সের উপন্যাসে আলফা মেল সবসময় ন্যাচারাল লিডার, যার মধ্যে প্রতিরক্ষার একটি স্ট্রং সেন্স উপস্থিত থাকে এবং সে খুবই আত্মবিশ্বাসী। লেখক এঞ্জেলা নাইট, যিনি ইরোটিক রোম্যান্সে বিশেষায়িত, তিনি আলফা পুরুষ সম্পর্কে বলেছিলেন, আলফা পুরুষ খুবই বিশ্বস্ত এবং সে চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে একজন নারীকে সুরক্ষা করে। গবেষণা দেখিয়েছে, একজন নারী প্রভাবশালী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে পুরুষের কন্ঠ প্রভাবশালী, যে পুরুষের ঘ্রাণ প্রভাবশালী এবং যে পুরুষের চেহারা নারীদের কাছে প্রভাবশালী। নারীর মস্তিষ্ক পুরুষের সামাজিক মর্যাদা ও আধিপত্যের সংকেত প্রক্রিয়াজাত করার উদ্দেশ্যে বিবর্তিত।

একটি গবেষণা আবিষ্কার করেছিল, একজন নারী যখন প্রভাবশালী কোনো পুরুষের ভয়েস রেকর্ড শুনে সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর একটি গবেষণা দেখিয়েছে, নারীরা পুরুষের টেস্টোস্টেরনের ঘ্রাণ পেলে আকৃষ্ট হয়। নারীরা প্রভাবশালী ফেশিয়াল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রাইমেটদের সামাজিক সংগঠনে অধিপত্যের এই স্তরবিন্যাস খুবই পরিস্কার। শিম্পাঞ্জি ও বনোবো আলফা পুরুষ নিয়ে গর্ব করে, যারা শারীরীক দৃঢ়তা এবং রাজনৈতিক দক্ষতার সংমিশ্রণে এই পদটি অর্জন করে। যেখানে গরিলারা আলফা পুরুষের মর্যাদা অর্জন করে তাদের বিশাল সাইজ ও দৃঢ়তার মাধ্যমে।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, মস্তিষ্কের ভেন্ট্রোমিডিয়াল প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স সামাজিক মর্যাদা ও আধিপত্যের সংকেতগুলো প্রক্রিয়াজাত করার জন্য বিবর্তিত। আর এটি প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রায় সকল নারীর মস্তিষ্কই আধিপত্যবাদী সংকেতগুলোর প্রতি সংবেদনশীল। এক নারী বলেছিলেন, আমি একজন লেসবিয়ান। কিন্তু বিল ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন আমি একবার সরকারী প্যানেলের অংশ হিসেবে তার সাথে দেখা করেছিলাম। আমি তার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করি, যেটি আমাকে প্রশ্ন করেছিল আমার সেক্সচুয়ালিটি আসলে কী! পিকআপ আর্টিস্টরা নারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন টেকনিক ফলো করে। তারা মাঝেমাঝে শর্ট-টার্ম রিলেশনশিপের প্রতিও গুরুত্ব দেয়।

এই কমিউনিটি সবসময় আলফা পুরুষের প্রতিই ফোকাস করে। আলফা পুরুষ হয় আত্মবিশ্বাসী, আত্মপ্রত্যয়ী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি। পিকআপ আর্টিস্টরা বিভিন্ন টেকনিক ইউজ করে নারীর মস্তিষ্কের সাইকোলজিক্যাল ইন্ডিকেটরগুলো জাগানোর

জন্য। এটা অনেকটা "Botox and collagen" ইনজেকশনের মতো, যেটি শারীরীক আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। পিকআপ আর্টিস্টদের প্রধান থিমই হলো আলফা পুরুষের ছবি প্রজেক্ট করা। সহজ কথায় বলেল, একজন আত্মবিশ্বাসী ও আত্মপ্রত্যয়ী পুরুষ সবসময় ভালো, এমনকি যদিও সে সবসময় বিটা বা শান্ত হবে এমন নয়। পিকআপ আর্টিস্টদের আলফার প্রতি এই গুরুত্ব জনপ্রিয় করেছিলেন নীল স্ট্রেস তার "দ্য গেম" নামক বিখ্যাত বইয়ের মাধ্যমে।

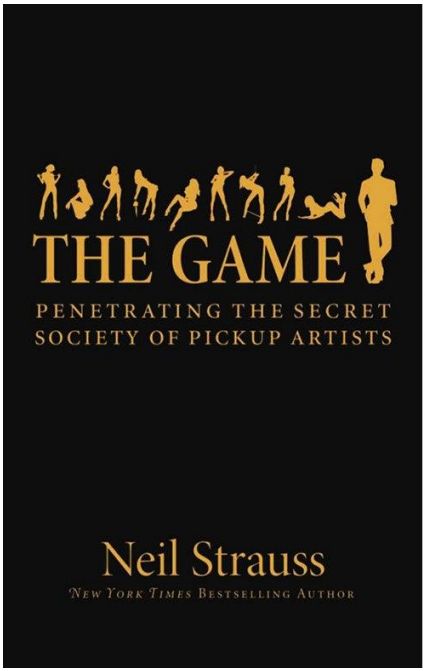

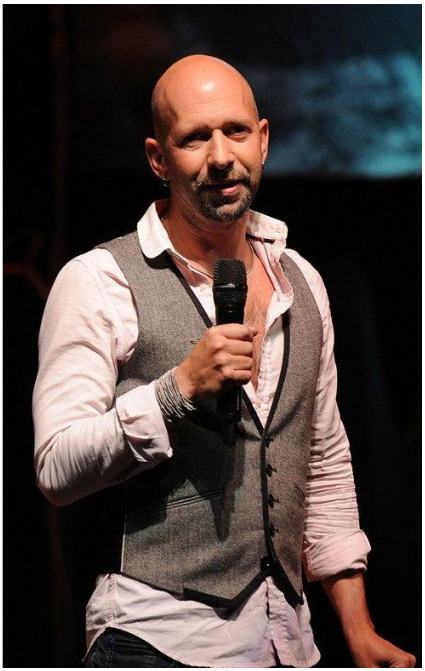

রোম্যান্স উপন্যাসের জগতে "আলফা হিরো" একটি আদি রূপ, যাকে দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী এবং প্রভাবশালী একটি ফিগার হিসেবে গণনা করা হয়। যাই হোক, কিছু রোম্যান্স উপন্যাস লেখক এই ঐতিহ্যবাহী ধারা ব্রেক করে এবং ভিন্ন একপ্রকার রোম্যান্স হিরো এক্সপেরিমেন্ট করে, যেটাকে বলে "বিটা হিরো"। বিটা পুরুষকে যে বিষয়টি উপস্থাপন করে তা হলো তার চরিত্র । সে সাধারণ আলফা পুরুষের মতো প্রভাবশালী ও আড়ম্বরপূর্ণ

কোনো ফিগার নয়। তার পরিবর্তে তারা দয়া, নির্ভরশীলতা এবং কল্যাণকর গুণাবলী প্রদর্শন করে। একভাবে, তাদের শক্তি তাদের ধারাবাহিক এবং অবিচল প্রকৃতির মধ্যে নিহিত। বিটা পুরুষ প্রাথমিকভাবে হয়তো আলফা পুরুষের মতো মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে না কিন্তু তাদের নিজস্ব একটি চার্ম আছে। বিটা পুরুষের সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণগুলির মধ্যে একটি হল জর্জেট হেয়ারের উপন্যাস "কটিলিয়ন" থেকে ফ্রেডি স্ট্যান্ডেন। ফ্রেডিকে প্রাথমিকভাবে একজন হালকা ও নীরিহ মানুষ হিসেবে প্রদর্শন করা হয় যে তার চারপাশের বিশ্ব সম্পর্কে অচেতন। টিপিক্যাল আলফা ছাঁচের না হলেও, সে পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় তার উষ্ণ এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব দিয়ে। মজার ব্যাপার হলো, কিছু রোম্যান্সের গল্পে, আপনি এমন এক হিরো আবিষ্কার করবেন যে প্রথমে বিটা ক্যারেক্টার হিসেবে যাত্রা শুরু করে কিন্তু প্লট সম্প্রসারিত হতে হতে সে ক্রমশ আলফা ফিগারে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কনি ব্রকওয়ের "মাই ডিয়ারেস্ট এনিমি" তে নায়ক, অ্যাভেরি থর্ন, একজন অষ্টাদশ শতাব্দীর বোকা পুরুষ হিসেবে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তার মস্তিষ্কে মিউটেশন ঘটে ও সে একজন ‘‘হাঙ্কি’’ ও ‘‘আত্মবিশ্বাসী’’ পুরুষে পরিণত হয়। তাই আলফা পুরুষ যদিও রোম্যান্স ধারায় এখনো প্রভাবশালী, বিটা একটি অলটারনেটিভ চরিত্র উপস্থাপন করে__ যারা তাদের স্থিরতা, ধার্মিকতা এবং তাদের নিরীহ প্রকৃতির চিহ্ন দ্বারা সংজ্ঞায়িত।

আর তাই বিটা পুরুষ সে সকল পাঠকের প্রশংসা পায়, যারা ভিন্নমাত্রিক রোম্যান্টিক লিড পছন্দ করে, এটি আমাদের প্রমাণ করে যে, রোম্যান্স উপন্যাসের জগতে বিকল্প একটি রুম আছে, যেটি ভিন্ন ভিন্ন আর্কিওটাইপ হিরোর অনুমোদন দেয়। অধিকাংশ রোম্যান্স রিডারই দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মপ্রত্যয়ী পুরুষ পছন্দ করে__ যাদের মাঝেমাঝে আলফা মেল বলে আলোচনা করা হয়।

কেউ কেউ অনুভব করছে, আধুনিক রোম্যান্স স্টোরি দিন দিন পিসি বা পলিটিক্যাল কারেক্টনেসের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, তারা সম্মান ও সহযোগিতার ফেমিনিস্ট আইডিয়াল অনুসরণ করে। যাই হোক, কিছু কিছু নারী ‘‘খারাপ’’ ছেলেদের প্রতিও আকৃষ্ট হয়। এটি আমাদের একটি আদিম প্রবৃত্তির কথা মনে করিয়ে দেয়, আর তা হলো, ভদ্র পুরুষ আফ্রিকার জঙ্গলের সংকটময় পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম ছিল না। নারীর গুহাবাসী মন ঠিকই জানে, ভদ্র ছেলেরা তার জন্য উপযোগী নয়। যখন কোনো একটি ধারালো দাঁত বিশিষ্ট বাঘ অথবা হায়েনা তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়েছিল, তারা শেষ হয়ে গিয়েছিল। এটি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে, কেন আধুনিক ইরোটিক (ERom) গল্পের জগতে প্রভাবশালী ধূর্ত নায়ক ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

যদিও নারীরা আলফা পুরুষ পছন্দ করে, তবে প্রচলিত রোম্যান্সের গল্পে কিছু সুনির্দিষ্ট বাউন্ডারী আছে, যা একজন হিরো ক্রস করতে পারে না, বিশেষ করে নারীর ওপর অতিরিক্ত শারীরীক ও মানসিক নির্যাতন। দ্য ফ্ল্যাম অ্যান্ড ফ্লাওয়ার গল্পে, নায়ক

প্রথমে ভার্জিন নায়িকাকে ধর্ষণ করেছিল এবং পরে সে তার আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলে, আমি ভেবেছিলাম, তুমি ব্যাশ্যা। ১৯৮২ সালে ক্যাথারিন ক্যাথরিন কুল্টারের "Devil's Embrace" গল্পে আমরা দেখতে পাই ৩৪ বছর বয়সী একজন পুরুষ ১৮ বছর বয়সী একজন মেয়েকে একজন তরুণ ছেলের সাথে বিয়ের পূর্বেই কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় এবং তাকে বেঁধে ব্যাথাদায়কভাবে ধর্ষণ করে; পরবর্তী সময়ে সে তার প্রেমে পড়ে যায়। একজন নারীর মস্তিষ্কের ডিটেক্টিভ এজেন্সি কী অত্যন্ত প্রভাবশালী কোনো পুরুষকে পছন্দ করতে পারে? একজন নারী কী সিরিয়াল কিলার, সন্ত্রাসী এবং একজন ধর্ষকের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে? টেড বান্ডি, চার্লস ম্যানসন এবং ডেভিড বারকোভিটজের মতো খারাপ মানুষরা তাদের নারী ফ্যানদের কাছ থেকে বিপুল চিঠি পেয়েছিল। আমেরিকান সিরিয়াল কিলার রিচার্ড রামিরেজ প্রায় ৩০ জন মানুষ হত্যা করেছিল কিন্তু লাইসোসোম নামক ১৬-২০ বছর বয়সী মেয়ে তাকে চিঠি লিখত। সে স্মরণ করে, যে রামিরেজ একজন মিষ্টি মানুষ, সে তাকে স্কুলে যেতে বলেছিল এবং সুন্দর জীবন নির্মান করতে। লাইসোসম মজা করে বলেছিল, আমি তোমার স্ত্রীর পা কেটে দেব কিন্তু সে কোনো রাগ করেনি, সে খুবই কুল ও সুন্দর একজন মানুষ ছিল :)। আন্দ্রেই চিকাতিলো নামক রাশিয়ার একজন সিরিয়াল কিলার ছিল, যার নাম রোস্তভ কষাই, যে ৫৩ জন নারী ও শিশু হত্যা করেছিল। কিন্তু তার এক নারী ফ্যান বলেছিল, আমি পারসোনালি রোস্তভ কষাইকে পছন্দ করি কিন্তু আমি তার হাতে মরতে পারতাম, দীর্ঘশ্বাস। আবার একজন নারী এডি আব্রাহাম নামক একজন সিরিয়াল কিলারের সাথে জেলখানায় সেক্সের আয়োজনও করে ফেলেছিল। তাদের প্রাইভেটলি ভিজিট করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল কারণ তারা ছিল নতুন বিবাহিত। আমাজনের ইয়ানোমামো পুরুষদের মধ্যে সেই সকল পুরুষদের স্ত্রী ও সন্তানের সংখ্যাই বেশি যারা খুনি। যারা অন্য পুরুষদের তুলনায় বেশি খুন করে, নারী তাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় মনে করে।

ফিলিপাইনে ইলংগোটদের মধ্যে একটি ঐতিহ্য ছিল, তারা তাদের প্রেমিকাকে আকৃষ্ট করার জন্য একজন মানুষের সংরক্ষিত মাথা দেখাত, যাকে সে কোনো একসময় খুন করেছিল। এটা ছিল তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য নিয়ম। রোম্যান্স উপন্যাসের লেখকরা সাধারণত চায় না, তাদের হিরো ধর্ষক অথবা খুনি হোক। তারা প্রথম দিকে সামান্য মিসোজিনি ও অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ সহ্য করে, যখন এটি তাদের ধৈর্যের সীমা না ছাড়িয়ে যায় অথবা তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্যকথায়, তারা আলফা পুরুষ পছন্দ করে, দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী। আলফাই হলো রোম্যান্স উপন্যাসের প্রধান দিক। একজন পরিপূর্ণ হিরো হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই নারীর প্রতি দয়া এবং দুর্বলতা প্রদর্শন করতে হবে, বিশেষ করে যখন নায়িকার অনুভূতির প্রশ্ন আসে।

নারী কেন কঠিন ছেলে ভালোবাসে?

একটি গবেষণায় ডেভিড বাস ৩৭টি সংস্কৃতির মানুষের রিলেশনশিপের ওপর পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে একজন নারী পুরুষের সবচেয়ে বেশি যে কোয়ালিটি পছন্দ করে তা ছিল "দয়াশীলতা ও বোধজ্ঞান"। কিন্তু তার এই আবিষ্কার কার্টুনিস্ট রবার্ট ক্রাম্বের মতো কিছু মানুষকে কনফিউজড করেছিল। ক্রাম্ব ছিলেন একজন আর্টিস্ট, যাকে ঐতিহ্যবাহীভাবে আকর্ষণীয় মনে করা হয় না। সে একটি পুরুত্বসম্পন্ন গ্লাস পরত এবং স্কুল জীবনে খুব বোকা ছিল। সে বুঝতে পারছিল না কেন নারীরা তার মতো সদয় ও সংবেদনশীল মানুষ রেখে খারাপ ও কঠিন মনের নারীদের পছন্দ করে, যাদের মাঝেমাঝে গুণ্ডা বলা হয়। ক্রাম্ব বুঝতে পারলেন যে, আপনি বাহিরের দিকে কেমন সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনি ভেতরের দিকে কেমন।

কিন্তু রোম্যান্সের গল্প ও মুভিতে একটি টুইস্ট আছে। এই সকল গল্পে আমরা দেখতে পাই যে, নারীরা ভালো ছেলেদের প্রতি মোটেও ইন্টারেস্টেড নয়। তারা এমন ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে যারা দৃঢ় ও যত্নশীল। একজন হিরো হলো একটি নারকেলের মতো: বাহিরের দিক থেকে খুবই কঠিন কিন্তু ভেতরের দিক থেকে ভীষণ মিষ্টি। কিন্তু সে তার এই নরম ও মিষ্টি ক্যারেক্টার সাধারণত প্রধান নারী চরিত্রকে প্রদর্শন করে। অন্যদের সাথে পুরুষ তখনও কঠিন মেজাজই প্রদর্শন করে, যতক্ষণ না নায়িকার সাথে দেখা হয়।

তাই রোম্যান্সের গল্পে, নারীরা মাঝেমাঝে এমন কোনো হিরো চায়, যারা প্রয়োজনের সময় কঠিন কিন্তু এমনিতে ভদ্র ও আদুরে। কাঠিন্য ও কোমলতা রোম্যান্স গল্পের একটি কমন থিম। রোম্যান্সের উপন্যাসে নারীর ডিটেক্টিভ এজেন্সি পুরুষের এমন সব সংকেত অনুসন্ধান করে, যা তার লুকায়িত দয়াশীল দিক প্রকাশ করে। একবার যখন নারী পর্যাপ্ত ডেটা সংগ্রহ করে, সে তার মিশনে নেমে পড়ে হিরোর মনকে আরও ভদ্র ও দয়াশীল করে তোলার জন্য।

এটি হিরোর একটি রূপান্তর, যেখানে সে অনেক বেশি আবেগী ও যত্নশীল হয়ে ওঠে। এটি রোম্যান্স গল্পের সবচেয়ে আনন্দদায়ক দিক। এই গল্পে, একজন দৃঢ় ও প্রভাবশালী পুরুষের আবেগের প্রকাশ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়। একজন নারীর কাছে পর্নোভিডিতে প্রদর্শিত একজন নারীর অতিরঞ্জিত শব্দ ও প্রতিক্রিয়া যেমন অবাস্তব মনে

হয়, একজন পুরুষের কাছেও রোম্যান্স গল্পের নায়কের কনফেশন অস্বাভাবিক মনে হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, এলিজাভেথ হোয়েটসের "দ্য সার্পেন্ট প্রিন্সের" একটি স্কিন বিবেচনা করুন: তিনি হোঁচট খেয়ে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেন। রোম্যান্টিক নায়কদের কোকোনাট টেম্পপ্লেটের এই ধারণা দীর্ঘকাল পর্যন্ত রোম্যান্টিক গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য থিম। গুস্তাভ ফ্লবার্টের উপন্যাস "ম্যাডাম বোভারিতে" পুরুষের চরিত্রকে অংকন করা হয়েছিল একটি ভদ্র সিংহের মতো সাহসী এবং ভেড়ার মতো কোমল হিসেবে। যে সবসময় ভালো পোশাক পরিধান করত এবং তার চেহারায় ছিল একটি কান্নার ভাব।

একসাথে দৃঢ়তা ও কোমলতাসম্পন্ন পুরুষ পাওয়া বাস্তব জগতে হয়তো একটু কঠিন। মহিলাদের একটি রোম্যান্স ডিসকাসন ফোরাম বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, একজন নারীর আল্টিমেট লক্ষ্য হলো একজন দৃঢ় ও যত্নশীল সঙ্গীর প্রতি নিরাপদ থাকা, এমন কেউ যে তাদের আঘাত করবে না এবং তাদের সত্যিকারার্থে শুনবে ও যত্ন করবে। রোম্যান্স উপন্যাসের জগতে, নারীর অধিকাংশ ডিটেক্টিভ এজেন্সি বিবর্তিত হয়েছিল পুরুষের সত্যিকার অনুভূতি উন্মোচন করার জন্য। সে এটা নির্ধারণ করার চেষ্টা করে পুরুষটি সত্যিই দয়াশীল ও বোধসম্পন্ন কিনা অথবা তার আবেগের প্রকাশ আন্তরিক কিনা। মাঝেমাঝে এই সকল ডিটেক্টিভ সরাসরি কাজ করে। একজন তরুণ মেয়ে সম্পর্কের পর পুরুষের কাছে যে বিষয়গুলো চায়:

১) তার পিতামাতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া।
২) ফেসবুকে রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস পরিবর্তন করা।
৩) তার ইমেইল, ফেসবুক ও ফোনের পাসওয়ার্ড শেয়ার করা।
৪) এ সকল কাজের মাধ্যমে দুজন সঙ্গীর মধ্যে বিশ্বাস এবং উন্মুক্ততা তৈরি হয়, সে বুঝতে পারে পুরুষটি সত্যি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও বিশুদ্ধ।

মাঝেমাঝে পুরুষ কোনোপ্রকার প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করে নেয় যে একজন নারী যৌন সুখে ভেসে যাচ্ছে। অসংখ্য অ্যাডাল্ট ফিল্ম আছে, যারা বিশ্বাস করে সাশা গ্রে, জেনা জেমসন, এবং সাইথেরিয়া তাদের পর্নোভিডিওতে সত্যিকারে অর্গ্যাজম অনুভব করছে, এমনকি যদিও এটি সত্যি নয়।

তেমনিভাবে কিছু নারী মনে করে যে, তাদের হাইপার-পুরুষত্ব সম্পন্ন পুরুষের সত্যিই একটি সফট সাইড আছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রিজন টক নামক একটি ওয়েবসাইট আছে, সেখানে JJS811 নামক একজন ইউজার একটি গল্প বলেছিল, যে তাদের একজন বন্ধু জেলখানার এক ক্রিমিনালকে চিঠি লিখেছিল। এই ভয়ানক ক্রিমিনাল খুবই

আন্তরিকতার সাথে তার চিঠির উত্তর দিয়েছে। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন ভয়ানক কঠিন ক্রিমিনালেরও একটি সফট মাইন্ড থাকে। দয়া ও বোধের মতো গুণগুলো যদিও সহজাতভাবে একজন নারীর কাছে আকর্ষণীয়, এগুলো অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, যখন আলফা পুরুষের দৃঢ় এক্সটারনাল রূপের সাথে সমন্বিত হয়। সফট মাইন্ড এবং হার্ডকাভার মাঝেমাঝে ডিপলি নারীর সাথে রিজোন্যাট হয়। কিন্তু প্রাথমিকভাবে আলফা পুরুষ নয়, এমন পুরুষকেও নারী একসময় আলফা পুরুষের মর্যাদা দেয়। যদি সে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, সামাজিক স্ট্যাটাস একজন পুরুষকে আলফা করে তোলে।

ম্যাটারিয়াল গার্ল

অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করে পরিস্কারভাবে আপনি সামাজিক আধিপত্য অর্জন করতে পারবেন। আপনি আলফা, বিটা, ওমেগা আপনি যাই হোন না কেন, টাকা আপনাকে আলফা পুরুষে পরিণত করার ক্ষমতা রাখে, ঠিক যেমনি একজন সৈনিক। রোম্যান্সের গল্পগুলোতে সম্পত্তিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়, এটাকে টাইটেল হিসেবে দেখা হয়। অ্যামাজনের রোম্যান্স গল্পের এমনও টাইটেল আছে "The Millionaire's Secretary," "The Billionaire's Virgin Bride" অথবা "The Sheik's Secret Harem Girl"। এ সকল গল্প আমাদের কাছে টাকার গুরুত্ব উপস্থাপন করে।

ম্যাটারিয়াল রিসোর্চের প্রতি এই আকর্ষণ মানুষের মাঝে ইউনিক নয়। প্রাণীজগতে, নারীরা প্রাচুর্যসম্পন্ন পুরুষ পছন্দ করে। এটা হতে পারে একটি শিম্পাঞ্জির সংগৃহীত মাংস, একটি পেলকনের সংগৃহীত মাছ অথবা একটি ওলফ স্পাইডারের সংগৃহীত ইনসেক্ট। অতীতে একজন সম্পদশালী পুরুষ একজন নারীর দীর্ঘকালীন সিকিউরিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেমনটি আমরা জেন অস্টিনের মুভিতে দেখতে পেয়েছিলাম।

যাই হোক, আধুনিক রোম্যান্সের গল্পে নায়িকার সফল ক্যারিয়ার থাকে এবং তারা পুরুষের অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে না।

এই পরিবর্তনের পরও রোম্যান্স হিরোদের সম্পদশালী হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়। নায়িকা যদি অনেক ধনী হয়, তবে নায়ক তার থেকেও ধনী হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নায়িকা যদি সম্পদশালী হয় এবং নায়কের সম্পদ না থাকে, তবে সেই গল্প

নায়কের এক্সসেপশনাল সাহসের দিকে জোর দেয় যেমন নায়ক তাকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থেকে রক্ষা করে!

পর্নোগ্রাফি ভার্সাস নারীর মন

রোম্যান্সের গল্পে একজন নায়ককে অনেক বেশি দক্ষ ও সফল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, সে সিইও, মুভি স্টার, এনএফএল কোয়ার্টারব্যাক, আর্মি কলোনিয়েল অথবা দক্ষ স্পাই যাই হোক না কেন। যেই সকল মানুষের জীবনের কোনো ডিরেকশন নেই, যারা তুচ্ছ কাজ করে এবং যাদের জীবন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন রোম্যান্টিক উপন্যাসের গল্পে তারা খুবই দুর্লভ। রোম্যান্সের গল্পগুলোতে সাধারণত উচ্চমাত্রিক দক্ষতাসম্পন্ন, সক্ষম ও সফল চরিত্রের পুরুষ উপস্থাপন করা হয় কিন্তু পর্নোগ্রাফি পুরুষের দৃঢ়তা, কোমলতা, দক্ষতা এবং সামাজিক অনুক্রমের মতো আদর্শগুলোর দিকে ফোকাস করে না, পর্নোগ্রাফি ফোকাস করে সেক্সচুয়াল কন্টেন্টের দিকে, পর্নোগ্রাফি নারীর মানসিক চাহিদার সাথে মিট করে না।

কারণ দক্ষতা ও সফলতার মতো নন-সেক্সচুয়াল কন্টেন্ট পর্নোগ্রাফির সেন্ট্রাল থিমস নয়। পর্নোগ্রাফিতে একজন নারীকে একটি শরীর হিসেবে দেখা হয়। তার চেহারা এবং শারীরীক আকর্ষণকেই এখানে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পর্নোগ্রাফিতে একজন নারীর প্রধান চরিত্রই হলো অডিয়েন্সের কাছে তাকে আকর্ষণীয় উপায়ে উপস্থাপন করা। তারা নারীর শারীরীক গুণ ও সেক্সচুয়াল কার্যক্ষমতাকেই গুরুত্ব প্রদান করে, তার দক্ষতা অথবা বুদ্ধিমত্তা এখানে কোনো গুরুত্বই রাখে না। এর অর্থ হলো, পর্নোগ্রাফিতে অংশগ্রহণ করার জন্য একজন নারীর বিজ্ঞান, দর্শন, কবিতা, সাহিত্য কোনোকিছুই জানার প্রয়োজন নেই, কোনো বুদ্ধিমত্তা অথবা দক্ষতার প্রয়োজন নেই, তার ব্রেস্ট ও ভ্যাজাইনা থাকলেই যথেষ্ট, তার একটি আকর্ষণীয় শরীর থাকলেই যথেষ্ট।

একজন নারীর সেক্সচুয়াল পারফর্ম্যান্স কেমন হচ্ছে আর সেটা দর্শকের মন জয় করতে পারছে কি না, পর্নোগ্রাফি সেদিকেই গুরুত্ব প্রদান করে। অন্যদিকে, পারিবারিক ও অন্যান্য মিডিয়ায় একজন নারীকে প্রদর্শন করা হয় খুবই মর্যাদাবান, দক্ষ, বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন এবং বিভিন্ন ফিল্ডে পারদর্শী একটি চরিত্র হিসেবে। সমাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারীকে তার চেহারা এবং যৌন আবেদন দ্বারা বিচার করা হয় না।

যাই হোক, পর্নোগ্রাফির সুনির্দিষ্ট কিছু প্রেক্ষাপটে, তাদের প্রধান ফোকাসই থাকে নারীর দেহের দিকে, নারীর পরিচয় অথবা তার সক্ষমতার দিকে কেন্দ্রীয়ভাবে এখানে কোনো ফোকাসই নেই। বাস্তব জীবনেও আমরা দেখতে পাই, একজন পুরুষের কাছে একজন নারী কত দক্ষ, কত বুদ্ধিমান অথবা কত সফল সেটা আকর্ষণীয় অথবা মূল্যবান নয়। নারীদের সম্পর্কে সামাজিক প্রত্যাশা বৈচিত্র্যময় এবং নারীদের জন্য কোনো স্বতন্ত্র স্ট্যান্ডার্ডই নেই, যা সকল প্রসঙ্গে অ্যাপ্লাই করা যাবে। পুরুষরা মাঝেমাঝে সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন অথবা জবলেস নারীদের প্রতিও আকৃষ্ট হয়, এমনকি সে এটাও জানার চেষ্টা করে না মেয়েটি কার ড্রাইভ করতে পারে কি না।

অ্যাঞ্জেলা নাইট ব্যাখ্যা করেছিলেন, রোম্যান্স গল্পের হিরো এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয় যে, সে মাঝেমাঝে নারীর ক্ষমতাকে অসম্মান করে। হাদজা, ইয়ানোমামা, অ্যাচে এবং হপি সম্প্রদায়ের মতো, অসংখ্য সম্প্রদায় পুরুষের লড়াই করার ক্ষমতাকে মূল্যবান মনে করে। রোম্যান্স গল্পের একজন হিরোর বুদ্ধিমত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বোকামিকে নারীরা কখনোই রোম্যান্টিক মনে করেনি। মনোবিজ্ঞানী জেফরি মিলার বলেছিলেন, যৌনতার নির্বাচন, একপ্রকার বিবর্তন, যেটি সম্ভবত নারীকে বুদ্ধিমান ও সৃষ্টিশীল পুরুষ পছন্দ করার জন্য ডিজাইন করেছে। যে সকল নারী ক্রিয়েটিভ পুরুষ পছন্দ করে, তাদের একটি ভালো সম্ভাবনা আছে যে, তারা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্রিয়েটিভ সন্তান পাবে, আর এভাবে একটি ফিডব্যাক সাইকেল তৈরি হবে, যেটি বুদ্ধিমত্তাকে অনুমোদন প্রদান করে।

দক্ষতা ও আধিপত্যের আবেদন আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে কেন একজন নারী রোম্যান্সের উপন্যাসে বয়স্ক পুরুষদের পছন্দ করে। রোম্যান্সের গল্পে দশ বছরের বয়সের ব্যবধান খুবই কমন। যাই হোক, কিছু আধুনিক রোম্যান্স স্টোরি বয়স্ক নারী ও তরুণ ছেলের প্রেম উপস্থাপন করে। বয়সের তারতম্য থাকার পরও নারীরা অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নায়কের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যার সত্যিকার পরিপক্কতা, দৃঢ়তা এবং কার্যকরী যোগাযোগ ক্ষমতা আছে।

নারী ও পুরুষের মিসআন্ডারেস্টেন্ডিং

ফ্যান্টাসির জগতে নারী এবং পুরুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা আলাদা আলাদা। পর্নোগ্রাফি নারীর মনের প্রতি কোনো গুরুত্বই দেয় না, এটি নারীকে এমনভাবে প্রদর্শন

করে যে, তার সেক্সের জন্য দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা। তাদের বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা, আবেগ ও অনুভূতি সবকিছু পর্নোগ্রাফিতে গভীরভাবে উপেক্ষা করা হয়, এখানে তাদের চেহারা ও সেক্সচুয়াল অ্যাকটিভিটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। অন্যদিকে রোম্যান্স উপন্যাসের নায়ক সম্পূর্ণ ভিন্ন। রোম্যান্স উপন্যাসে একজন পুরুষকে অংকন করা হয় সফল, ক্ষমতাধর ও বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে, যারা তাদের আত্মবিশ্বাসী চেহারার আড়ালে তাদের অভ্যন্তরীন স্ট্র্যাগল আড়াল করতে পারে।

নায়করা সাধারণত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের লিডার হয়, বৃদ্ধ, সমৃদ্ধ এবং নায়িকার চেয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এই সকল উপন্যাসে, শারীরীক গুণাবলীর প্রতি ফোকাস কমই থাকে, কিন্তু নায়ক ও নায়িকার মধ্যে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোগ থাকতে হয়। মজার ব্যাপার হলো, রোম্যান্টিক উপন্যাসে, শারীরীক বর্ণনার চেয়ে যৌন অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত সংবেদন ও আবেগগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। রোম্যান্সের লক্ষ্য অর্গ্যাজম নয়, নায়ক ও নায়িকার মাঝে গভীর সংযোগ ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিজ্ঞা, যা মাঝেমাঝে বিবাহের নেতৃত্ব দেয়।

ফ্যান্টাসির এই ভিন্নতা মাঝেমাঝে ভুল বোঝাবুঝি ও অপব্যাখ্যার নেতৃত্ব দেয়। একটি লিঙ্গের কাছে যেটা আকর্ষণীয় মনে হয়, অন্য লিঙ্গের কাছে সেটা মনে হয় অসম্মানজনক ও উদ্ধত। এটি আমাদের কাছে এটাই প্রমাণ করে যে, ফ্যান্টাসি ব্যক্তি ও লিঙ্গভেদে ভিন্ন ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির হতে পারে।

দ্য ম্যাজিক অব HOO HOO

স্কিন হোয়াইট করার ক্রিম ইন্ডিয়াতে খুবই জনপ্রিয় এবং প্রতি বছর হাজার হাজার মিলিয়ন ডলার জেনারেট করে। এটি হলো এমন একটি দেশ, যেখানে গড়পড়তা মাসিক ইনকাম ২৫০ ডলার। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ইন্ডিয়ার একটি বেস্ট সেলিং ক্রিম, একটি টিভি চ্যানেলে, যেটির একটি বিজ্ঞাপন নিয়ে গল্প আছে। এই বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, বাবা ও মেয়ে হিন্দুদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে মন্দির অনুসন্ধান করছে। যাই হোক, তারা ভুলক্রমে একটি হাই-গ্লাস ডোর দিয়ে আধুনিক মডেলিং এজেন্সিতে ঢুকে পড়েছিল।

ভেতরে প্রবেশ করার পর তারা একজন রিসেপশনিস্টের দেখা পায়, যে ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরিহিত ও ফ্যাকাশে ত্বকের অধিকারী। রিসেপশনিস্ট তাদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করে। সে তাদের বলে যে, তারা একটি আধুনিক বিউটি

কোম্পানিতে প্রবেশ করেছে, এখানে ডার্ক স্কিনের কোনো মানুষের স্থান নেই। এই বিজ্ঞাপন ইঙ্গিত করে যে ফর্সা ত্বক অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত ও আকর্ষণীয়, যেটি ইন্ডিয়ার স্কিন হোয়াটিং প্রোডাক্টগুলোর সাধারণ বাজারজাত কৌশল।

এ ধরনের অসম্মানজনক আচরণের পর, মেয়েটির পিতা ক্ষ্যাপে যায় এবং সে বিভ্রত ও হতাশা অনুভব করে। তার পিতা তখন পুরাতন পুঁথি বের করেন এবং প্রাচীন আয়ুর্বেদিক অনুশীলনের ওপর একটি মন্ত্র পাঠ করেন। একটি রহস্যজনক প্রক্রিয়ায় তিনি এক বোতল ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি তৈরি করলেন। তার মেয়ে নিজের স্কিনের ওপর এই ক্রিম অ্যাপ্লাই করে এবং অলৌকিকভাবে, তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তার চেহারায় একটি ফর্সা টোন তৈরি হয়।

এটি মনে করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি এই বিজ্ঞাপন আমেরিকায় প্রচারিত হতো, তবে এটি এক্সট্রিম রেসিজমের অভিযোগে NAACP দ্বারা মারাত্মক সমালোচনার শিকার হতো। যাই হোক, এই বিজ্ঞাপন খুবই সুনির্দিষ্টভাবে, নারীদের অনুপ্রাণিত করেছিল এই ক্রিমটি ক্রয় করার জন্য। তার এই সৌন্দর্য উপস্থিত সকল মানুষকে আকর্ষণ করে, যেখানে তরুণ থেকে শুরু করে আকর্ষণীয় ডিরেক্টর সবাই উপস্থিত ছিল।

পর্দাটি পড়ে যাওয়ার সাথেসাথে তার একটি নতুন ফেস এজেন্সি প্রকাশিত হয়েছিল। যখন সে বিমান থেকে নামে, তাকে ঘিরে অজস্র ক্যামেরাম্যান ও আগ্রহী জনতা ভীড় করে। এটি ছিল একটি ক্লিয়ার মেসেজ যে এই ম্যাজিক্যাল ক্রিম তার জন্য অবিশ্বাস্যভাবে প্রলুব্ধকর এবং দুর্দমনীয় ছিল।

এই দৃশ্যপট, মানুষের সাইকোলজির একটি মৌলিক দিক প্রতিফলিত করে। এটি আমাদের একটি সুইস উক্তির কথা মনে করিয়ে দেয় "Madame de Staël"। এর অর্থ হলো, একজন পুরুষ নারীর প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। আর নারী পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।

ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির এই বিজ্ঞাপন ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও ইকোনোমিক সফলতা অর্জন করেছিল। মজার ব্যাপার হলো, পুরুষরাও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও কেরিয়ারের উন্নতির জন্য একটি ক্রিম ব্যবহার করা শুরু করে ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। নারী ক্রিম ইউজ করে পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য, আর পুরুষ ক্রিম ইউজ করে তার কেরিয়ারের জন্য। এই যে নারীর মধ্যে নিজেকে আকর্ষণীয় করার প্রবণতা, এটি রোম্যান্স উপন্যাসের একটি প্রয়োজনীয় থিমস। যেন নায়ক তার প্রতি দুর্দমনীয় যৌন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। এই থিমটিকে সারাহ ওয়েনডেল এবং ক্যান্ডি ট্যান মজা করে নাম রেখেছিলেন "Magic Hoo Hoo"। একজন নায়িকা যদি অবিশ্বাস্য আকর্ষণীয় গুণ ও ক্ষমতা ধারণ করে, এটি পুরুষের সাথে তার গভীর এবং আবেগপূর্ণ সংযোগ তৈরি করবে।

একজন নারীর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বা বিভ্রতবোধ যাই থাকুক না কেন। এটি একজন পুরুষকে তীব্র যৌনসুখ প্রদান করবে। দুজনের সেক্সচুয়াল কেমেস্ট্রি খুবই গভীর হবে। নারী ও পুরুষের সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্স এতই আবেগপূর্ণ ও পরিপূর্ণ হবে যে এটি মাল্টিপল অর্গ্যাজম সৃষ্টি করবে। ম্যাজিক হো হো আরও বলছে যে, এটি তাৎক্ষণিক নায়ক ও নায়িকার মধ্যে গভীর আবেগীয় সংযোগ তৈরি করবে। এই বন্ধন হবে অযৌক্তিক ও অখণ্ড। এটা অনেকটা নতুন জন্ম নেওয়া একটি হাঁসের ইমপ্রিন্টিং-এর মতো।

পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা হলো সরলরৈখিক, বহির্মূখী এবং স্বতন্ত্রভাবে নারীকেন্দ্রীক। পুরুষ কেবল নারীর দেহের প্রতিই ফোকাস করে। একজন পুরুষ এতটাই নারীমূখী যে, সে তার নিজের সেলফ ইমেজের সংকেত সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না। এই ধরনের একরৈখিক আকাঙ্ক্ষা প্রচলিতভাবে পর্নোগ্রাফিক স্কিনে দেখা যায়, যেখানে নারী সেন্ট্রাল স্টেজ গ্রহণ করে। পুরুষের পারফর্মেন্স মাঝেমাঝে একটি সেকেন্ডারি রোলস প্লে করে, তাদের দণ্ডায়মান অর্গানই হলো তাদের প্রাইম্যারি কন্ট্রিবিউশন।

একজন পুরুষ যখন সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সে জড়িত হয়, তখন সে তার কোনো কগনিটিভ এনার্জিই খরচ করে না, এজন্য সে এটাও বুঝতে পারে না যে, সে কেমন অনুভব করছে। সে যখন পর্নোগ্রাফি দেখে, তখন সে নিজের ইমোশন নিজেই রিফ্লেক্ট করে না। এই দৃশ্যপটে, পুরুষ সবসময় একটি নির্ধারিত ভিজুয়াল টার্গেটের দিকে ফোকাস করে, এটা অনেকটা একজন শিকারীর টানেল ভিশনের মতো। একজন পুরুষ শিকার করার সময় যেমন একটি গ্যাজেলের দিকেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তেমনি সে পর্নোগ্রাফি দেখার সময় নারীর দেহের দিকেই তাকিয়ে থাকে, তার নিজস্ব ইমোশন সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।

অন্যদিকে, একজন নারীর আকাঙ্ক্ষার ব্যাপার যখন আসে, তখন সে অনেক কিছু বিবেচনা করে। তারা রোম্যান্টিক হিরোর বিভিন্ন চরিত্র ও কোয়ালিটি গণনায় নেয়, যার মধ্যে তার শারীরীক দৃশ্যও জড়িত। যাই হোক, নারী পুরুষ থেকে ভিন্ন, তারা নিজের ফিলিংস ও সেলফ ইমেজ এক্সামিন করে, যখন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে তারা সেক্সচুয়াল আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করবে। যার অর্থ হলো একজন নারী কেমন অনুভব করে এবং তার নিজস্ব পরিচিতি, তার সেক্সচুয়াল সংবেদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আমাদের নিজের ভাষায় একটি মজার স্বতন্ত্রতা আছে, যখন আমরা নারী ও পুরুষের আত্মবিশ্বাস আলোচনা করি। আমরা যখন নারীর আত্মবিশ্বাসের ব্যাপারে আলোচনা করি, আমরা একটি টার্ম ব্যবহার করি আর সেটা হলো "নারীর আত্মসম্মান"। অন্যদিকে, আমরা যখন পুরুষের আত্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করি, আমরা এটাকে উল্লেখ করি "পুরুষের ইগো বা অহমিকা"। এই পদগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। নারীর

আত্মসম্মান বলতে আমরা এমন এক আত্মবিশ্বাস বুঝি, যেটি ওঠানামা করে এবং নারীর জন্য যত্ন ও সমর্থন প্রয়োজন। একইসময়, পুরুষের আত্মসম্মান বলতে আমরা নেগেটিভ কিছু মিন করি আর তা হলো আগ্রাসন ও অহংকার, এর অর্থ হলো পুরুষের ইগো রাগ ও অহমিকা প্রদর্শন করে।

রোম্যান্স উপন্যাসের জগতে একজন নায়ক খুব দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও আত্মতুষ্টি প্রদর্শন করে। আর অন্যদিকে নায়িকার আত্মবিশ্বাস লেভেল কম থাকে, বিশেষ করে গল্পের শুরুতে। যাই হোক, যখন নায়ক তাকে আবিষ্কার ও আকাঙ্ক্ষা করে, নায়িকার আত্মবিশ্বাস উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যায়, যা নায়কের প্রশংসা ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়। রোম্যান্সের গল্পে আত্মবিশ্বাসের এই রূপান্তর একটি সাধারণ থিম।

ডোনাল্ড সায়মন ও ব্রুস এলিস আবিষ্কার করেছিলেন, একজন নারী অবিশ্বাস্যভাবে সেক্সচুয়ালি অ্যাট্র্যাক্টিভ হতে চায়, নারীরা মাঝেমাঝে স্ট্রিপার, হারেমের মেয়ে অথবা লাস ভেগাসের শো-গার্ল হতে চায়, যেখানে তারা অসংখ্য মানুষকে আকর্ষণ ও সন্তুষ্ট করতে পারবে। নারীরা মাঝেমাঝে এমনও কল্পনা করে যে একজন আগন্তুক তাকে দেখে সম্পূর্ণ সম্মোহিত হয়ে যাবে, সে এমনভাবে সম্মোহিত হবে, যে সে তার প্রেমিকা ও স্ত্রীকেও ছেড়ে দেবে তার প্রতি পদক্ষেপ নেয়া ও তার সাথে দেখা করার জন্য।

মাঝেমাঝে নারীরা নিজেকে পুরুষের কাছে প্রদর্শন করার জন্য "Wet T-shirt" কনটেস্টে অংশগ্রহণ করে। এটি এমন একটি প্রতিযোগিতা যেটি বার, ক্লাব অথবা বিনোদনমূলক ভ্যানুতে প্রদর্শন করা হয়। একজন মেয়ে এই কনটেস্টে ব্রা ছাড়াই টি-শার্ট পরিধান করে এবং তারা এমন কোনো পদার্থ ব্যবহার করে, যেটা তাদের টি-শার্টকে ভিজিয়ে তোলে যেমন পানি অথবা অন্য কোনো লিকুইড।

এটি যখন ট্রান্সপারেন্ট হয়ে ওঠে, তখন তার ব্রেস্টের দৃশ্য ফুটে ওঠে। মাঝেমাঝে তারা পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ফ্ল্যাশিং করে, তারা তাদের ব্রেস্ট ও যোনি উদ্দীপনাদায়কভাবে প্রদর্শন করে, বিশেষ করে পিউবিক প্লেস। অনেক নারী আছে, তারা পাবলিক প্লেসে নগ্ন হয়ে হাঁটে ও সাইকেল চালায়। শত শত মানুষের ভীড়ে, সে এই কাজটি করে। মিয়ামি নামক একজন নারীকে একবার এক জার্নালিস্ট প্রশ্ন করেছিল, সে কেন এই কাজটি করেছে, সে উল্লসিত হয়ে উত্তর দিয়েছিল, যদি একজন নারীর একটি সুন্দর দেহ থাকে এবং সে এটা নিয়ে ভালো বোধ করে, কেন সে এটা শো করবে না?

তিনি বলেন, প্রতিটি নারীই নুড হতে চায় কিন্তু সে এই কাজটি করে না, কারণ এটি তার একটি ক্যারিয়ার পলিটিক্স। আকাঙ্ক্ষার বস্তু হওয়ার এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে, কেন তরুণ মেয়েরা সেক্সটিং করে, যেখানে স্মার্টফোন ও ওয়েবক্যামে নগ্ন ছবি আদান-প্রদান জড়িত। অসংখ্য ওয়েবসাইট এমন অনেক নুড ছবি

প্রদর্শন করে, যা একজন মেয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজে নিজেই তুলেছে, যেটাকে বলে নুড সেলফি। ওমেন ম্যাগাজিন ও সেলফ হেলপ বইগুলোতে নারীর এই যৌন অপ্রতিরোধ্যতা চিত্রায়িত করা হয় "এমপাওয়ারমেন্টের" একটি রূপ হিসেবে। লরা বার্মান তার "Real Sex for Real Women" বইতে লিখেছিলেন, একজন পুরুষের মধ্যে তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমে একজন নারী শক্তিশালী হয়। পুরুষের মন দখল করার অর্থই হলো সেই পুরুষের ওপর নারীর আধিপত্য ও ক্ষমতায়ন। আমরা ইঁদুরদের মধ্যেও এই প্রবণতা দেখতে পাই, যখন একটি ইঁদুর "প্রোসেপ্টিভ ফেজে" প্রবেশ করে, সে সক্রিয়ভাবে পুরুষ সঙ্গী অনুসন্ধান করে এবং সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।

তারা আগ্রহী পুরুষের কাছাকাছি ডার্টিং ও ঘোরাঘুরি করে। যদি একটি পুরুষ তার প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ ও তার গতিপত অনুসরণ করে, সে তার ওপর আরোহন ও সহবাস করার অনুমোদন প্রদান করে। এই অনুসরণ নারী ইঁদুরের জন্য একটি পুরস্কার, এটি তার মস্তিষ্কের সাবকর্টিয়াল প্রসেস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

যাই হোক, এই শক্তিশালী সাবকর্টিয়াল অপ্রতিরোধ্যতা নারীর মস্তিষ্কে একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। সকল বয়সের নারীরাই তাদের নিজের দেহ সম্পর্কে বারবার অসন্তোষ প্রকাশ করে, এই কন্ডিশনকে বলে অ্যানরেক্সিয়া এবং বুলিমিয়া (anorexia and bulimia), যেটি পুরুষের চেয়ে নারীর মধ্যে বেশি কমন। অন্তরঙ্গ সময়ে নারী পুরুষের কাছে তার বডি ইমেজ নিয়ে খুব বেশি সেলফ কনসাস হয়ে ওঠে এবং তারা যৌন সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী হয়। যখন একজন নারী অনুভব করে যে তার চেহারা পুরুষের কাছে সুন্দর ও আকাঙ্ক্ষিত, তখন সে যৌন সন্তুষ্টির বিবৃতি প্রদান করে।

কেন নারী ধর্ষিত হতে চায়?

ট্র্যাসি ইগ্যান "One Rape, Please (to go)" শিরোনামে একটি আর্টিকেল লিখেছিলেন, যেখানে তিনি ধর্ষণের ফ্যান্টাসি সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছিলেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি বেডরুমে নিজের নিয়ন্ত্রণ অন্য পুরুষের কাছে ছেড়ে দিতে চান। ট্র্যাসি একজন পুরুষ এসকর্ট ভাড়া করেছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে, তার আশা ছিল, তিনি তার সেক্সচুয়াল ফ্যান্টাসি বাস্তবায়ন করবেনএই দৃশ্যপটে উত্তেজনার তৈরি করার জন্য সে তাকে স্কি মাস্ক পরিধান করার

অনুমোদন প্রদান করেছিল। যাই হোক, তার ফ্যান্টাসি তার প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রকাশিত হয়নি।

পরিকল্পনামাপিক অগ্রসর না হয়ে, এসকর্ট তার সাথে বিশুদ্ধ অনুভূতি ডেভেলপ করতে চায়, যেটি একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্ম দেয়। জোরপূর্বক ধর্ষণের শিকার হওয়ার ফ্যান্টাসি নারীর মধ্যে আনকমন নয়। এই ধরনের প্রকাশ মাঝে মাঝে অস্বস্তি ও বিভ্রান্তি জন্ম দেয়। আর এজন্য ফ্যান্টাসি এবং রিয়ালিটির মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ফ্যান্টাসি ও রিয়ালিটির মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সালের রোম্যান্স উপন্যাসগুলোর মধ্যে অনুমোদনহীন সেক্সচুয়াল এনকাউন্টারের ঘটনা আছে। এই সকল উপন্যাস যৌন সংঘর্ষের ছবি অংকন করে, বিশেষ করে আকর্ষণীয় এবং আধিপত্যবাদী পুরুষের সাথে। একটি উল্লেখযোগ্য প্ল্যাটফর্ম ছিল লিটোরিকা, অনলাইনের একটি জনপ্রিয় ইরোটিক স্টোরি সাইট। ২০১০ সালে এখানে প্রায় ২০০,০০০ ইরোটিক স্টোরি ছিল, এ সকল গল্পের ১০,০০০ ছিল জোরপূর্বক ধর্ষণ। এই সকল গল্পের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, কোনো একজন অপরাধী গৃহবধুর ওপর নির্যাতন করছে এবং সৈন্যরা বন্দী নারীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করছে।

ফিকশনগুলিতে অসংখ্য নারী লেখক পাওয়া যায়, যারা সম্মতিহীন যৌন সম্পর্কের গল্প লিখে, কেউ কেউ সংঘর্ষ এবং অসম্মানজনক আচরণে লিপ্ত হয়। এ সকল আচরণের মধ্যে স্পেশাল ট্যাগ ছিল নির্যাতন, সংঘর্ষ, বিডিএসএম, নিপীড়ন এবং অপমান। হ্যারি পটার ফ্যান ফিকশনে কিছু জ নপ্রিয় বর্ণনা এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। কখনো পুরুষ নারীকে বেঁধে, তার শার্ট ছিঁড়ে ফেলে, তার বড় স্তনের দিকে তাকিয়ে থাকে, তার শারীরীক ক্ষতি করে এবং রক্তপাত পর্যবেক্ষণ করে, যা তার যৌন জাগরণ আরও বাড়িয়ে দেয়। তাকে সে থাপ্পড় মারে এবং তার হাত চেপে ধরে রাখে। এই কাজ খারাপ জানার পরও, তাদের দুজনের সাথে একটি তীব্র জাগরণ তৈরি হয়। এ সকল গল্প মাঝে মাঝে অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা থেকেও বেশি কিছু করে। কিছু নারী এই আধিপত্য এবং আনুগত্যের মধ্যে জাগরণ খুঁজে পায়। যদিও তারা এই সকল ফ্যান্টাসি উপভোগ করে কিন্তু একই পরিস্থিতি তারা বাস্তব জীবনে এক্সপেরিয়েন্স করতে চায় না।

পুরুষের মধ্যেও নারীর মতো আনুগত্য গ্রহণের ফ্যান্টাসি দেখা যায়। তাদের পেনিস এবং কোষে তারা নির্যাতন ভোগ করতে চায়। তারা নারীর দ্বারা শারীরীকভাবে নির্যাতিত হতে চায়। এর পেছনে কারণ হতে পারে যে, নারী ও পুরুষ দুজনের মস্তিষ্কের গভীরের হাইপোথালামাস ও মিডব্রেন একটি প্রাচীন সার্কিট শেয়ার করে, যেটি আধিপত্য ও আনুগত্যের সাথে জড়িত।

চেক লেখক মিলান কুন্ডেরার একটি কাল্পনিক গল্পে আমরা দেখতে পাই, একজন অনভিজ্ঞ নারী রোল প্লেয়িং করার সময় নিজেকে প্রস্টিটিউট হিসেবে সমর্পন

করেছে। সে অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে তীব্র আনন্দ অনুভব করে, যেটি তার পূর্ববর্তী সীমারেখা অতিক্রম করেছিল।

নারী কেন সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য নারীর রিভিউ দেখে?

মাঝে মাঝে, আমরা মেয়েদের দেখতে পাই, তারা অন্যের বয়ফ্রেন্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়। একজন পুরুষ যদি অলরেডি কোনো একটি সম্পর্কে থাকে, তবে সে পুরুষের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ বেড়ে যায়। আসলে একজন পুরুষ যদি সফলতার সাথে কোনো একজন নারীর মস্তিষ্কের সফটওয়্যার দখল করতে পারে, তবে অন্য নারীর জন্য এটা সুবিধাজনক হয়। কারণ প্রতিটি মেয়ের মস্তিষ্কের ভেতর একটি সিক্রেট রোবট থাকে। আর এই রোবটের কাজ হলো, অসংখ্য পুরুষের মধ্যে একজন মানসম্পন্ন পুরুষ নির্বাচন করা। এই রোবট খুবই কমপ্লেক্স।

এটাকে ডিজাইনই করা হয়েছে, পুরুষের কোয়ালিটি জাজ করার জন্য। একজন নারীর মস্তিষ্কে যে পুরুষ সার্টিফিকেট পেয়ে যায়, সে পুরুষকে নতুন করে জাজ করার জন্য অন্য আর একজন নারীর অতিরিক্ত সময় ও শক্তি অপচয় হয় না। কোকিল যেমন কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, একজন নারীও অন্য নারীর প্রেমিকের সাথে ফ্ল্যার্ট করার চেষ্টা করে। এই ধরনের কনসেপ্ট সিন্ডেরেলার রোম্যান্স স্টোরিতেও দেখা যায়।

বিবাহিত পুরুষরা নারীর কাছে অনেক সময় আকর্ষণীয় হয়। এটি নারীকে মেসেজ দেয় এই পুরুষটির মধ্যে নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো কোয়ালিটি আছে, যেজন্য সে একজন নারীর অনুমোদন পেয়েছে। এটি তাকে মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। যদি পুরুষটির কোনো উল্লেখযোগ্য ত্রুটি থাকত, তবে নারীর মস্তিষ্কের অটোরোবট, সেটা ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলত। অতএব, একজন পুরুষ যে যোগ্যতম, কোনো একজন নারীর সাথে তার সম্পর্কই তার "সোশ্যাল ভেলিডেশন বা সোশ্যাল প্রুভ।

সোসাইটির মস্তিষ্কের ল্যাবরেটরিতে সে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছে। রোম্যান্সের গল্পে নারীর কাছে আলফা পুরুষই বেশি জনপ্রিয় এবং আলফা চরিত্র নারীদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। যে সকল পুরুষ ওমেগা তারা বিরক্তিকর এবং তারা সামাজিক রিজেক্টের শিকার হয়। রোম্যান্স গল্পে এই সকল পুরুষদের খুব বেশি দেখা যায় না, কিন্তু তাদের নিজস্ব একটি ফ্যান বেজ আছে। আর এজন্য একজন ওমেগা পুরুষ যদি নারীর কাছে আকর্ষণীয় হতে চায়, তাকে বিভিন্ন আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করতে হবে কারণ নারীরা সে সকল পুরুষকেই পছন্দ করে, যারা সামাজিক ভাবে প্রত্যাশিত

বলে প্রমাণিত হয় (Collective Decision-Making)। যাই হোক, এজন্য ওমেগা অথবা বিটাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তারা যদি নারীর ডিটেক্টিভ এজেন্সির সার্টিফিকেট পেতে চায়, তাদের নিজেকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হয়।

নারীর একটি বড় জটিলতা হলো, আপনি যতই স্মার্ট হোন না কেন, সে আপনার সাথে সম্পর্ক করার পূর্বে আরও অসংখ্য নারীর সাথে ডিসকাস করবে, সে তার পরিবার ও প্রতিবেশী নারীদের সাথে ডিসকাস করবে। একজন নারী পুরুষ নির্বাচনের পূর্বে অন্যান্য নারীর অটোরোবটের সাথে ডিসকাস করে, তার সম্পর্কে আরও ডিটেইলস তথ্য ও বোধ অর্জন করে।

কোনো কারণে যদি অন্যান্য নারীর পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সঙ্গীর ব্যাপারে বেড রিভিউ পায়, তবে ছেলেটির জন্য বেড নিউজ ওয়েট করছে। নারী থার্ড পারসনের রিভিউর প্রতি খুবই সেনসেটিভ। এটা বিউটি ইন্ডাস্ট্রির কোনো প্রোডাক্ট হোক অথবা সেক্স পার্টনারই হোক। একজন পুরুষ প্রেম করার জন্য, অন্য কোনো পুরুষের রিভিউ দেখে না। সে থার্ড পারসনের রিভিউর ওপর ডিপেন্ড করে কোনো নারী পছন্দ করে না।

সে একজন নারীকে স্রেফ তার শারীরীক সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে চয়েজ করে। অনলাইন ফ্যান ফিকশনগুলোতে দেখা যায়, নারী পাঠকরা গল্পের ক্যারেক্টারের আবেগ ও শুদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। ফ্যান ফিকশনের গল্পগুলো ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়, রিডার ফিকশনাল চরিত্রের মোটিভেশন ও ইমোশনাল ডেপথ নিয়ে ডিসকাস করে। ফ্যান ফিকশনের আলোচনার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় "মেটা ডিসকাসন"। একজন নারী পুরুষ নির্বাচন করার পূর্বে অন্যের মতামত ও উপদেশ চায়, সে যদি পজেটিভ রিভিউ পায়, তাহলে সে পুরুষকে পছন্দ করে।

নারীর মস্তিষ্কের সিকিউরিটি লক

একজন নারী প্রেমিক নির্বাচনের পূর্বে ১০০-১০০০ ইনপুট গণনা করে। আর একজন পুরুষ তার প্রেমিকা নির্বাচনের পূর্বে কেবল একটাই ইনপুট দেখে, আর সেটা হলো আকর্ষণীয় শরীর, যেমন সুন্দর স্তন, সুডোল নিতম্ব অথবা আকর্ষণীয় জামা-কাপড়। একজন পুরুষ একটা সিঙ্গেল ট্রিগারেই জাগ্রত হয়ে যায়, পুরুষের ব্রেন হলো কম্পিউটারের "OR Gate" এর মতো। নারীর মস্তিষ্ক হলো একটি কম্পিউটারের সিকিউরিটি লক বা পাসওয়ার্ডের মতো। একটি সিকিউরিটি কোডের মধ্যে মাল্টিপল ডিজিট থাকে। আপনি যদি সবগুলো ফ্যাক্টর অথবা ইনপুট প্রদান করতে না পারেন,

তবে সিকিউরিটি লক খুলবে না এবং আপনি কম্পিউটারটি কোনোভাবেই ওপেন করতে পারবেন না (ধর্ষণ করতে হবে)।

আপনি যদি রকেটশিপে প্রবেশ করার পূর্বে তার দরজার সিকিউরিটি লক খুলতে না পারেন, তাহলে আপনি কখনোই মহাকাশে যেতে পারবেন না। এটাকেই বলা হয় কম্পিউটারের "AND logic gate'। পুরুষের মস্তিষ্ক যেখানে একটি ফোনের অফ/অন সুইচের মতো কাজ করে, সেখানে নারীর মস্তিষ্ক কাজ করে একটি কম্পিউটার অথবা বিশাল রকেটের সিকিউরিটি সিস্টেমের মতো। এটাই হলো, নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের ব্যাসিক পার্থক্য। পুরুষের ব্রেন অনেকটা এলমার ফডের মতো যে একটা সিঙ্গেল ফ্যাক্টর দেখেই সক্রিয় হয়ে যায়। একজন নারী পুরুষের শারীরীক স্বাস্থ্য দেখে, তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেখে, শিশুদের প্রতি তার মনোভাব দেখে, আত্মবিশ্বাস এবং নিরাপত্তা দেখে। এটা অনেকটা এমন যে ডিটেক্টিভ এজেন্সির মস্তিষ্কে একটি চেকলিস্ট থাকে এবং সকল আইটেম চেক অফ হওয়ার পরই তার জাগরণ সৃষ্টি হয়। নারীর মস্তিষ্কের অ্যান্ড গেট থেকে আউটপুট পাওয়ার জন্য অথবা সিকিউরিটি লক খোলার জন্য, আপনার একটি পাসওয়ার্ড দরকার আর সেটা হলো- FBSFFP:

1. Financial security (she wants someone stable financially).
2. Being good with children (she appreciates someone who is kind to kids).
3. Self-confidence (confidence is a turn-on for her).
4. Feeling safe (she needs to feel secure with her partner).
5. Feeling irresistible (she wants to feel desired).
6. Physical health (being in good health matters to her).

কিন্তু নারী ও পুরুষের ব্রেন সফটওয়্যারে একটি বিশেষ টুইস্ট আছে। পুরুষ প্রায়শ নারীর বিশেষ কিছু সংকেত দ্বারা উদ্দীপিত হয়, যে জন্য তাদের সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি সেক্সচুয়াল ফেটিশ কাজ করে। এই সংকেত হলো একটি চাবির মতো, যেটি তার জাগরণকে আনলক করে। অন্যদিকে, একজন নারীর জাগরণের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো সংকেতের প্রয়োজন হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, একজন নারীকে জাগ্রত করার জন্য একজন পুরুষকে অবিশ্বাস্যভাবে হ্যান্ডসাম হতে হবে না। সে যদি সম্পদশালী এবং একজন ভালো মনের ডাক্তার অথবা ক্যারিশম্যাটিক ও ধৈর্যশীল মানুষ হয়, এটি নারীকে প্রতারিত করতে পারে। এখানে টুইস্ট হলো এই যে, সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্দীপনা ছাড়া পুরুষ ট্রিগার হয় না, সে কেবল একটা বিষয় দ্বারাই ট্রিগার হয় (the Power of Or)। কিন্তু এটার দ্বারা আমরা এমনও অর্থ বের করতে পারি যে, পুরুষের সেক্সচুয়ালিটি ফ্ল্যাক্সিবল নয়।

আর অন্যদিকে নারী সেক্সচুয়ালি ফ্ল্যাক্সিবল। তারা সুনির্দিষ্ট কোনো সংকেতের মধ্যে লিমিটেড নয়। কিন্তু নারীর জন্যেও একটি হার্ডটাইম আছে কারণ একইসময় তাদের অনেকগুলো কন্ডিশনের সাথে মিট করতে হয়। আর এজন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা নারীর আকাঙ্ক্ষা এবং অর্গ্যাজমের জটিলতা সংক্রান্ত ইস্যুগুলো ফেস করে। তাই যৌন জাগরণের প্রশ্ন যখন আসে, তখন নারীর একাধিক অপশন ও ফ্ল্যাক্সিবিলিটি আছে, তার যৌন জাগরণের জন্য। আর এজন্যই নারীরা মাঝেমাঝে সেম সেক্স সঙ্গী ট্রাই করে, যেমনটি আনহেচে নামক একজন নারী করেছিলেন। তিনি প্রথমে একটি লোককে বিয়ে করেছিলেন, তারপর এলেন ডিজেনারেসের সাথে প্রেম করেছিলেন এবং পরবর্তী সময় তিনি আর একটি পুরুষকে বিয়ে করেছিলেন। পুরুষের থেকে তাদের পার্থক্য হলো, তাদের হাই সেক্স ড্রাইভ তাদের যৌন অভিযোজনের সাথে জড়িত। আমরা অসংখ্য অ্যাডাল্ট ওয়েবসাইট দেখতে পাই, যেখানে নারীর বিভিন্ন মাত্রার মডেল, দৃশ্যপট ও যৌন অভিযোজন দেখানো হয়। আর অন্যদিকে, যে সকল ওয়েবসাইট পুরুষদের টার্গেট করে তৈরি, সেগুলো সুনির্দিষ্ট পছন্দের দিকে জোর দেয়।

পুরুষের মস্তিষ্কের "OR Gate" এর কারণে পুরুষ খুব সহজেই সেক্সচুয়ালি অ্যাকটিভ হয়ে যায়। xHamster, FrolicMe এবং Fansly ওয়েবসাইটের একটি এক্সপ্লিসিট ভিডিও দেখেই সে রেসপন্স করা শুরু করে। আপনি একটা ছেলেকে পর্নোহাব থেকে ৬০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও দেখান, যেখানে মেহজাবিন তার শার্ট খুলে বুবসে ম্যাসাজ করছে। এই ৬০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও যথেষ্ট পুরুষটির মাস্টারবেশন এবং ইজাকুলেশনের জন্য। পুরুষের মস্তিষ্কের "Power of Or" এর কারণে পুরুষ খুব দ্রুতগতিতে বীর্যপাত করে ফেলে। আর নারীর মস্তিষ্কের "AND Gate" তার অর্গ্যাজমের সময় অসুবিধা সৃষ্টি করে। আপনি কোনো নারীকে ৬০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ক্লিপ দেখিয়ে কখনো অর্গ্যাজম দিতে পারবেন না, কারণ তার যোনির সিকিউরিটি লক তার মস্তিষ্কে।

এ সিকিউরিটি লক ওপেন করার জন্য, নারী মানসিকভাবে অসংখ্য সংকেত অনুসন্ধান করে। এজন্য নারীর জাগরণ খুবই জটিল। নারীর অর্গ্যাজমের জন্য মানসিক বা ইমোশনাল জাগরণ খুবই জরুরী। যেখানে একজন পুরুষ মাত্র ৬০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও দেখেই বীর্যপাত করে ফেলে, সেখানে একজন নারীর যৌন জাগরণের জন্য ২৫০

পাতার একটি রোম্যান্টিক উপন্যাস লাগে। আপনি "Literotica" ওয়েবসাইটে এরকম অসংখ্য রোম্যান্স উপন্যাস পাবেন। এ সকল বই নারীর মস্তিষ্কে ইমোশন ও সেক্সচুয়াল টেনশন তৈরি করে। আর এজন্য একজন পুরুষের বীর্যপাত হতে যেখানে ৫-৭ মিনিট লাগে, সেখানে একজন নারীর বীর্যপাত হতে সময় লাগে গড়পড়তা ২৫ মিনিট ৫১ সেকেন্ড।

ফ্যান ফিকশন নামক একটি রোম্যান্টিক গল্পের জগত আছে, যেটাকে বলা হয় "ফিকশনাল ইউনিভার্স"। "Fandom Studies" নামক একটি গবেষণায় ২০১৩ সালে দেখা যায়, ফ্যান ফিকশনের ৬৩ শতাংশ পাঠক নারী এবং ৩৭% পুরুষ। এই গবেষণায় আরও দেখা যায়, ফ্যান ফিকশনের ৬৫% লেখক নারী, যেখানে ৩৫% পুরুষ। ২০১৫ সালের পপুলার কমিউনিকেশনের একটি গবেষণায় দেখা যায়, ফ্যান ফিকশনের ৫২ পাঠক নারী আর ৪৮% পুরুষ। ২০১৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, প্রতি সপ্তাহে একজন নারী গড়পড়তা ১২.৩৩ ঘন্টা ফ্যান ফিকশন পড়ে সময় কাটায়, যেখানে একজন পুরুষের ইনভেস্টমেন্ট ৬.৫ ঘন্টা।

ফ্যান ফিকশনের প্রতি নারীর আকর্ষণের মূল কারণ হলো তার যৌনতার সিকিউরিটি লক খোলার জন্য যেই পাসওয়ার্ড প্রয়োজন, তার প্রতিটি ডিজিট ফ্যান ফিকশনে পাওয়া যায়, যেটি নারীর যৌন জাগরণে হেল্প করে। নারী ও পুরুষ দুজনের যৌন জাগরণ আলাদা। একজন নারীর সেক্সচুয়াল চিন্তা এবং শারীরীক রেসপন্স আলাদা। একজন নারী ফিজিক্যালি ট্রিগার হলেও, সাইকোলজিক্যালি ট্রিগার হতে বেশ স্ট্রাগল করতে হয়। নারীর দেহে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের কারণে অটোম্যাটিক্যালি সেক্স কাজ করতে পারে কিন্তু তার অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম এবং কনসাস মাইন্ডের চিন্তার সাথে তারতম্য আছে।

আর অন্যদিকে পুরুষের সাইকোলজিক্যাল ও ফিজিক্যাল রেসপন্স ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। নারীর সেক্স ও রোম্যান্স একসাথে পথ চলে, বিশেষ করে রোম্যান্সের গল্পে, রোম্যান্স উপন্যাসে একটি বিশাল গল্পের ভেতর সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্স দেখানো হয়, নৈমিত্তিক সেক্সকে অনুপ্রাণিত করা হয় না। আর অন্যদিকে পুরুষের রোম্যান্টিক ব্রেন এবং সেক্সের অনুভূতি আলাদা। একজন পুরুষ পর্নোহাবের একটি ভিডিও দেখেই মাস্টারবেট শুরু করবে, তার কোনো রোম্যান্টিক অনুভূতি দরকার হয় না। এছাড়া একজন পুরুষ পর্নোভিডিও অথবা কোনো অফিস সহকারীর প্রতি সেক্স ফিল করলেও, অন্য কারও প্রতি তার গভীর রোম্যান্টিক ফিলিংস থাকতে পারে।

মানুষের মস্তিষ্কের হাইপোথালামাস তার একটি মৌলিক সাইকোলজিক্যাল ফাংশনের সাথে জড়িত, আর সেটা হলো যৌন আকাঙ্ক্ষা এবং জাগরণ। আর অন্যদিকে অ্যামিগডালা তার ইমোশন প্রক্রিয়াজাত করে, যার মধ্যে রোম্যান্টিক অনুভূতিও অন্তর্ভূক্ত। কিছু কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, একজন পুরুষ যখন পর্নো দেখে, তখন তার

হাইপোথালামাস সক্রিয়তা প্রকাশ করে, আর অন্যদিকে একজন নারী যখন রোম্যান্টিক ইমোশনাল কন্টেন্ট পড়ে, তখন তার মস্তিষ্কের অ্যামিগডালার সক্রিয়তা অনেক বেশি হয়।

এরিক জ্যানসেন এবং জন ব্যানক্রফট নামক দুজন গবেষক দেখিয়েছিলেন, একটি মানুষের যৌনতায় একটি ডুয়েল কন্ট্রোল মোড আছে, এটি অনেকটা গাড়ির ব্রেকের মতো, এটাকে স্টপ ও এক্সিলারেট করা যায়। এই ডুয়েল কন্ট্রোল মোডকে বলা হয় "SIS" এবং SES" অর্থাৎ সেক্সচুয়াল ইনহিভিশন সিস্টেম এবং সেক্সচুয়াল অ্যাকটিভেশন সিস্টেম। সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের সময়, যদি কোনো কারণে সিস সার্কিট সক্রিয় হয়, আপনার যৌন জাগরণ ডাউন হবে এবং যদি সেস সার্কিট সক্রিয় হয়, আপনার যৌন জাগরণ আপ হবে। সিস সার্কিট সাধারণত নেগেটিভ ইমোশন অথবা উদ্দীপক দ্বারা ট্রিগার হয়। হিপোক্যাম্পাস, নিউক্লিয়াস একুম্বেন্স ও অ্যামিগডালা একত্রিত হয়ে সেস (SES) সার্কিট তৈরি করে এবং প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স, এন্টারিয়র সিঙ্গুলেট কর্টেক্স ও ইনসুলা একত্রিত হয়ে সিস (SIS) সার্কিট তৈরি করে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, নারীর মস্তিষ্কের সেক্সচুয়াল ইনহিবিটরি সার্কিট পুরুষের চেয়ে বেশি সেনসেটিভ, আর এজন্য যে কোনো নেগেটিভ ইমোশন অথবা টক্সিক উদ্দীপনা, তার যৌন জাগরণকে ডাউন করে দিতে পারে। নারীর সেক্সচুয়াল ইনহিবিটরি সিস্টেম ওভার সেনসেটিভ হওয়ায় সে ৬০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও দ্বারা সক্রিয় হয় না, তার সেক্সচুয়াল এক্সাইটেশন সার্কিট অথবা হর্নি মনের দরজা খুলতে হলে ২৫০ পাতার রোম্যান্টিক উপন্যাস দরকার, আর এই রোম্যান্টিক উপন্যাসগুলো অসংখ্য গবেষকের রিভিউর পরই অনুমোদন করা হয়ে থাকে।

একজন লম্বা পুরুষ

১৯৭০ সালের দিকে নাইট ক্লাবের মালিক ডগলাস ল্যাম্বার্ট একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, অসংখ্য ম্যাগাজিন "Penthouse, Hustler, and Playboy- এর মতো নুড মডেল ফিচার করছে। যাই হোক, এ সময় এমন কোনো ম্যাগাজিন ছিল না, যেগুলো মেয়েদের নুড মডেলের দিকে ফোকাস করবে। একই সময়, কসমোপলিটনের ম্যাগাজিন ছিল খুবই জনপ্রিয়। আর এটা দেখে ল্যাম্বার্টের মাথায় একটি দুর্দান্ত আইডিয়া এলো__ তিনি ভাবলেন কেন আমরা কসমো এবং প্লে বয়ের স্টাইল মার্জ করছি না। আর তাই, তিনি প্লেগার্ল তৈরি করলেন। তিনি প্লে বয় ও এবং প্লে-গার্ল দুটোকে একই পাবলিকেশনের আন্ডারে নিয়ে আসলেন। তার এই ভিশন

থেকে তিনি এমন একটি প্লে-ম্যাগাজিন আবিষ্কার করলেন, যেটি নারী অডিয়েন্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্লে-গার্লের প্রধান আকর্ষণ ছিল নুড এবং সেমিনুড পুরুষের ছবি।

ল্যাম্বার্টের দৃষ্টিকোণ এই লাইনের ব্যবসায় ছিল খুবই অপ্রথাগত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, নারীরা এত দীর্ঘ বছর অবদমিত ছিল, পুরুষের দেহের ভিজুয়াল স্টিমুলেশন তাদের জন্য স্বাস্থ্যকর। তার এই যুগান্তকারী উদ্বেগের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য, লিম্বার্ট ম্যারিন স্কোট মিলিয়ামকে চিফ এডিটর হিসেবে নিয়োগ করলেন। লিম্বার্ট নিজেকে দাবি করলেন 'মডারেট ফেমিনিস্ট'' এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, নারীদের নুড ম্যাগাজিনের অনুপস্থিতি একটি মিথ্যা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

একজন নারী হিসেবে তিনি মনে করেন, কেবল পুরুষই ভিজুয়াল স্টিমুলেশন অনুভব করে এটি মিথ্যা কথা। মিলাম উৎসাহের সাথে বলেছিলেন যে, নারীদের বেশি বেশি পুরুষের নুড প্রয়োজন, তারা এটা ভালোবাসে। যাই হোক, তিনি স্বীকার করলেন যে, নুড ম্যাগাজিনের গ্রহণযোগ্যতা নারীদের একটি শিক্ষার প্রক্রিয়া, তারা সোশ্যাল কন্ডিশনিং-এর কারণে এটার বিপক্ষে রিয়েক্ট করবে। প্লেগার্ল ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্য ছিল প্লেবয় ম্যাগাজিনের বিকল্প হওয়া। এটি নগ্ন পুরুষদের উচ্চ-কোয়ালিটির ছবি ফিচার করেছিল।

এটা নোট করা জরুরী যে, এটা ছিল একদম প্রাথমিক ইস্যু এবং পরবর্তী কয়েক বছর প্লেগার্ল পুরুষের ইরেক্ট পেনিসের কোনো ছবি প্রদর্শন করেনি। ১৯৭৩ সালে প্লে গার্লের প্রিভিউ ইস্যু ছিল হ্যাগার টুইন, জিম অ্যান্ড জন, যারা দেশের ভ্যারাইটি টেলিভিশন শো "Hee Haw"-এর জনপ্রিয় চরিত্র ছিল।

মজার ব্যাপার হলো, প্লেগার্ল যদিও নারী অডিয়েন্সের মনের মতো মডেল পছন্দ করেছিল, ম্যাগাজিনের আকর্ষণ তাদের প্রাথমিক প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। শুরুর দিকে, প্লেগার্লের সাবস্ক্রিপশন নাম্বার ছিল খুবই ক্ষুদ্র একটি ফ্র্যাকশন। এটি ছিল বিস্ময়কর কারণ প্লেবয়ের ছিল অসংখ্য প্রতিযোগী, যেখানে নারীদের এক্সপ্লিসিট কন্টেন্ট হিসেবে প্লেগার্লের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। কিন্তু প্লেগার্ল তার প্রবাহ ধরে রেখেছিল একটি অপ্রত্যাশিত কাস্টমার বেইসের কারণে, চলুন এখন আমরা দেখে আসি, এই সকল কাস্টমারের AOL সার্চ হিস্টরি। ব্যবহারকারী #4416126:

Gay frat stories

Gay drunk college

Gay college

Nude photos of men

Heath ledger nude—playgirl

Playgirl magazine

Teen male twinks

Shower room guys

Straight guys

Justin timberlake

Signs of homosexuality

প্লেগার্ল যদিও নারীদের উদ্দেশ্য তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু নারীর পরিবর্তে গে-পুরুষরাই প্লেগার্লের পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেছিল__ কারণ স্ট্রেইট পুরুষ ছিল তাদের কাছে জনপ্রিয়। প্লেগার্লের প্রাক্তন সম্পাদক ক্লেয়ার হার্থ, এই ডুয়েল আবেদন স্বীকার করেছিলেন। যদিও এই ম্যাগাজিন হেট্রোসেক্সচুয়াল পুরুষদের উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা, প্লেগার্ল টিম সচেতন ছিল যে, প্লেগার্লের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রিডার ছিল সমকামী পুরুষ। তারা খুবই সূক্ষ্ম একটি ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল, একদিকে নারীদের বিনোদন প্রদানের জন্য সুনাম আর অন্যদিকে বিশ্বস্ত পুরুষ রিডারশিপের মন রক্ষা করা। অন্যকথায় প্লেগার্লের কন্টেন্ট নারী ও সমকামী পুরুষ দুজনকেই আকর্ষণ করেছিল, এমনকি যদিও এটি প্রাথমিকভাবে নারীদের ম্যাগাজিন হিসেবে বাজারজাত করা হয়েছিল। "Playgirl.com" যদিও হোমোসেক্সচুয়ালদের উদ্দেশ্যে তৈরি নয় কিন্তু প্লেগার্লের ওয়েবসাইট ও পেনিস পাম্প সমকামী পুরুষদের আকর্ষণ করে। কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্লে-গার্লের কনসেপ্ট কপি করতে চেয়েছিল। তারা নারীদের সেক্সচুয়াল প্লেজার দেয়ার জন্য পুরুষের নুড তৈরি করতে চেয়েছিল। টিটমাউস, যিনি অ্যাডাল্ট এনটারটেইনমেন্ট বিজনেসের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং যিনি "Cozy Frog" নামক একটি রিসোর্চ সাইট পরিচালনা করেছিলেন অ্যাডাল্টওয়েবমাস্টারদের জন্য, তিনি উল্লেখ করেন যে, তাদের ১১ বছরের ব্যবসায় মাত্র অল্প কয়েকটি পর্নোওয়েবসাইট নারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

অসংখ্য পুরুষ নারীর পছন্দ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে, যখন পর্নোগ্রাফির প্রসঙ্গ আসে, নারী সফট-কোর পছন্দ করে অথবা হার্ডকোর পছন্দ করে। যাই হোক, ডিটেক্টিভ এজেন্সির অভিজ্ঞতা এবং নারীকে আকর্ষণের উদ্দেশ্যে প্লেগার্লের সংগ্রাম

আমাদের নির্দেশনা দিয়েছিল যে এই প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক নয়। ইসাবেলের মতো কিছু নারী, পর্নোগ্রাফিকে আনইন্টারেস্টিং মনে করে, এটি নারী অথবা পুরুষ যার জন্যই তৈরি হোক না কেন। অন্যরা এটাকে অফেন্সিভ মনে করে।

ফেমিনিস্ট রবিন মর্গান ১৯৭৪ সালে একটি বিখ্যাত বিবৃতি দিয়েছিলেন, "pornography is the theory, rape the practice" এবং এই সেন্টিমেন্ট এত বছর পরও সফট হয়নি। ২০১০ সালে পর্নোস্টার রন জেরেমি নেবরাস্কা ইউনিভার্সিটির অ্যান্টিপর্ন অ্যাকটিভিস্ট সুসান কোলের সাথে বিতর্ক করেছিলেন। কোল দাবি করেছিলেন, পর্নোগ্রাফি ব্যক্তি এবং সমাজের জন্য খারাপ এবং এটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে ছিনতাই করে। একই বছর, অ্যাপল কোম্পানী তাদের কাস্টমারের অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাদের আইফোন থেকে পর্নো অ্যাপ্লিকেশন ভ্যান করে দিয়েছিল, বিশেষ করে নারীদের পক্ষ থেকে কারণ তারা এটাকে ডিগ্রেডিং ও অবজেক্টিফিকেশন মনে করে।

প্রশ্ন হলো, এই মুহূর্তে যে কেউ কী নিরাপদে বলতে পারে, নারীরা গ্রাফিকস সেক্স পছন্দ করে না? না, আসলে তা নয়। আজ ক্রিশ্চিয়ান নারীদের ওপর পরিচালিত একটি পরিসংখ্যান বলছে যে, তাদের এক তৃতীয়াংশ ইন্টারনেট পর্নো অনুসন্ধান করে। পর্নোহাবের চিফ টেকনোলজি অফিসার, পেরি স্ট্যাথোপোলোস আবিষ্কার করেন যে, তাদের এক তৃতীয়াংশ ভিজিটর নারী। নারী অডিয়েন্সদের আকৃষ্ট করার জন্য পর্নোহাব তার পূর্বের ট্যাগ "It Makes Your Dick Bigger" থেকে "It Makes Your Dick Bigger and Your Pussy Wet" করেছে। পর্নোহাব এখন নতুন ক্যাটগরি চালু করেছে, যা ফিমেইল ফ্রেন্ডলি। এই ক্যাটাগরির সিলেকশন প্রক্রিয়া খুব বেশি সায়েন্টিফিক নয়। মন্ট্রিল অফিসে একদল নারী একসাথে বসে থাকে এবং গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কোন কন্টেন্ট তাদের পিঙ্ক ভেনাস সিম্বলকে মেরিট প্রদান করবে। মূল ব্যাপার হলো, পর্নোগ্রাফি পছন্দ করেন এমন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নারীদের বের করা কঠিন। AOL সার্চ হিস্টরিতে একজন নারী পর্নোফ্যান মিসেজ জুসির সার্চ হিস্টরি:

porn for women

drunk galleries

explicit erotica pictures

juicy gals

explicit movie sex scenes

fucking pictures

erotica for women

drunk springbreak sex

erotic fine art photography

explicit movie stills

x-rated fine art

erotic photography

explicit movie sex scene pictures

pictures of lust

springbreak fuck adventures

washing machine ratings

এই ব্যবহারকারী গড়পড়তা পুরুষ অনুসন্ধানকারীদের চেয়ে সেক্সচুয়াল সার্চে বারবার ইরোটিক শব্দটি ইউজ করেছিলেন। তার ইরোটিক ফাইন আর্ট ও ফটোগ্রাফিতেও বিশেষ আগ্রহ ছিল। যদিও সে এক্সপ্লিসিট কন্টেন্ট সার্চ করার ক্ষেত্রে কোনো লজ্জা অনুভব করেনি। মজার ব্যাপার হলো মাঝেমাঝে সে আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ছবি অনুসন্ধান করেছে "Pictures of lust"। যাই হোক, এই সফট কোর সার্চের পাশাপাশি, সে এক্সপ্লিসিট আকাঙ্ক্ষা অনুসন্ধান করেছিল যেমন "ড্র্যাংক গ্যালারি"। কিন্তু কেন কিছু মানুষ ভিজুয়াল পর্ন পছন্দ করে, যেখানে কিছু মানুষ পছন্দ করে না, এমনকি কেন অসংখ্য নারী দৃশ্যমান সংকেতে প্রতিক্রিয়া করে না? এটা বোঝার জন্য, আপনাকে নারীর যৌনতার মৌলিক দিক বুঝতে হবে, যেটি মিস মার্পল ডিটেক্টিভ এজেন্সির বাহিরে কাজ করে। কখন নারী পর্নোগ্রাফি দেখতে চায় আর কখন সে পর্নোগ্রাফির প্রতি রক্ষনশীল হয়ে ওঠে?

নারীর সেক্সচুয়াল বডি ম্যাট্রিক্স

একজন নারী তার ডিম নিঃস্বরণ চক্রের ৫ দিনের মধ্যে গর্ভধারণ করতে পারে। কিন্তু মানব নারী অন্যান্য ম্যামাল থেকে ভিন্ন। অন্যান্য ম্যামাল যেখানে ডিম রিলিজের সময় সেক্সের ইচ্ছা প্রকাশ করে মানব নারী তেমন নয়, একজন মানব নারী তার ননফার্টাইল সময়গুলোতেও সেক্সের ইচ্ছা প্রকাশ করে। ডিম রিলিজ হচ্ছে অথবা হচ্ছে না, সেটার ওপর মানব নারীর সেক্সচুয়াল আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করছে না।

ননফার্টাইল পিরিয়ডে সেক্স করার এই ইচ্ছাকে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন "**Extended sexuality**"। অসংখ্য প্রজাতির মধ্যে সম্প্রসারিত উর্বরতা প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা আনুকূল্য পায় কারণ তারা, এই সময় সেক্স করে পুরুষের কাছ থেকে বিভিন্ন সম্পদ আদায় করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি নারী শিম্পাঞ্জি তার মাসিক সাইকেলের বারোদিন তার পেছনের দিকে রেড মার্ক প্রদর্শন করে। কিন্তু এই বারোদিন সময়ের মধ্যে তারা কেবল তিনদিন সন্তান নিতে পারে।

অদ্ভুতভাবে, অন্য নয়দিন, যখন তারা প্র্যাগনেন্ট হতে পারে না, তখনও তারা সক্রিয়ভাবে পুরুষ শিম্পাঞ্জির কাছে সেক্স চায়। এই সময় নারী শিম্পাঞ্জি নিজেই সেক্স শুরু করে এবং পুরুষ শিম্পাঞ্জি যখন তাকে সেক্স অফার করে, সে মোটেও না করতে পারে না। এর কারণ হলো এই সময় তারা অসংখ্য পুরুষের সাথে সেক্স করে ঠিকই কিন্ত প্র্যাগন্যান্ট হয় না। কিন্তু কেন? কেন সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছাড়াই একটি শিম্পাঞ্জি বাছবিচারহীন সেক্স করছে? কোনোপ্রকার প্রজনন উপযোগিতা ছাড়াই এত বিপুল সংখ্যক পুরুষের সাথে সেক্স করার দরকার কী? সহজ উত্তর হলো, পুরুষের কাছ থেকে সম্পত্তি আদায় করা। তারা এই নন-জেনেটিক সেক্সচুয়াল সম্পর্কগুলো করে খাবার ও নিরাপত্তা আদায় করার জন্য। এছাড়া সেক্সের মাধ্যমে তারা পুরুষ শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কে অক্সিটোসিন তৈরি করে। সেক্স পুরুষের দেহে স্ট্রেস হর্মোন হ্রাস করে। এই প্রক্রিয়ায় নারী শিম্পাঞ্জির পুরুষের মস্তিষ্ক থেকে আগ্রাসন হ্রাস করে এবং শিম্পাঞ্জি সমাজে দ্বন্ধ নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

বহু বছর এটা বিশ্বাস করা হয়েছিল যে, সেক্সচুয়াল বাবল (পেছনের অংশ ফুলে ওঠা) ও রেড বুটস (লাল নিতম্ব) প্রাইমেটদের উর্বরতা অথবা প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডের সিগন্যাল। কিন্তু সাম্প্রতিক বিজ্ঞান অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে যে, সেক্স শুরু করার জন্য পুরুষের কোনো বিশেষ প্রম্পটিং দরকার নেই। পুরুষ সবসময় সেক্স চায় এবং এটা চাওয়ার জন্য তাদের স্পেশাল কোনো প্রয়োজনীয়তা দরকার নেই। কৌতুক অভিনেতা

মিচ ফাটেল হাস্যকরভাবে বলেছেন, পুরুষ সবসময় সেক্সের জন্য রেডি, এটা শুরু করার জন্য বিশেষ কোনো রিজন দরকার নেই।

নারীদের সাজসজ্জা যেমন উজ্জ্বল বুটস অথবা রাউন্ড ব্রেস্ট নারীদের উপযোগ দেয়ার জন্যই বিবর্তিত হয়েছিল। এই অলঙ্করণ পুরুষের মনোযোগ এবং সম্পত্তি অর্জনের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়।

প্রাণীজগতে সেক্সের দুটি মোড আছে। একটি মোডকে বলা হয় অন মোড (ডিম রিলিজ হয়) এবং অন্যটিকে বলা হয় অফ মোড (ডিম রিলিজ বন্ধ থাকে)। একজন নারীর ডিম যখন অন মোডে থাকে,তখন তার দেহে ইস্ট্রোজেন হর্মোনের পরিমাণ বেড়ে যায়। তখন সে প্রেমিক নির্বাচনে খুবই সিলেক্টিভ হয়ে ওঠে। তার সামনে আপনি যদি ১০০ জন পুরুষ রাখেন, সে ১০০ জনের মধ্যে জেনেটিক্যালি সবচেয়ে কোয়ালিফায়েড পুরুষ পছন্দ করবে। কারণ অন মোডে তার ডিম রিলিজ হয়, তার গর্ভাশয় সন্তান তৈরির জন্য সম্পূর্ণ রেডি থাকে। এই সময় যাদৃচ্ছিক কোনো পুরুষের সাথে সেক্স করা তার জন্য উপযোগী নয়। আর তাই ১০০ জন পুরুষের মধ্যে সে সবচেয়ে হট অ্যান্ড এক্সাইটিং পুরুষের দিকে ফোকাস করবে। অন্যকথায় অন মুডে একজন নারী আলফা পুরুষ পছন্দ করবে। অপরদিকে, একজন নারীর ডিম যখন অফ মুডে থাকে, তখন তার মস্তিষ্ক প্রোগেস্টেরোন হর্মোন দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সময় সে সেফটি ও সিকিউরিটি অনুসন্ধান করে। এই সময় তার সামনে যদি আপনি ১০০ জন পুরুষ রাখেন, তবে ১০০ জন পুরুষের মধ্যে সে অন্তত ১০-১৫ জন পুরুষ পছন্দ করবে সেক্স করার জন্য কারণ অফ মুডে সেক্স করলে সন্তান তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর তাই নারী এই সময়টি খুব দারুণভাবেই কাজে লাগায়। তারা এই সময় কেবল আলফা পুরুষের সাথেই সেক্স করে না, তারা বিটা ও ওমেগা দুজনকেই চুদতে দেয়। সন্তান উৎপাদনের ভয় না থাকায়, বিটা ও ওমেগা তাদের সাথে সেক্স করলে কোনো সমস্যা হয় না। এই সময় তাদের সন্তান গর্ভধারণ ও লালন পালনের ঝুঁকি কম থাকে। আর তাই অফ মোডে নারী সেক্সের বিনিময়ে বিটা ও ওমেগার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ইকোনোমিক্যাল সাপোর্ট ও সামাজিক সিকিউরিটি আদায় করে নেয়। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অন মোডে নারী পুরুষের দেহের দিকে ফোকাস করে আর অফ মোডে নারী পুরুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্ট্যাটাসের দিকে ফোকাস করে। আর এখানেই একটি প্রশ্নের উত্তর লুকায়িত রয়েছে, কেন কিছু কিছু নারী পর্নোগ্রাফি পছন্দ করে আবার কিছু কিছু নারী পর্নোগ্রাফি দ্বারা টার্ন অফ হয়ে যায়।

তার ডিম যখন অন মুডে থাকে, তখন সে একজন পুরুষের শরীরের দিকে ফোকাস করে, সে তার দৈহিক প্যাটার্ন দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং একজন নারীর ডিম যখন অফ মুডে থাকে, তখন একজন নারী পুরুষের সাইকোলজিক্যাল সংকেতগুলোর দিকে বেশি ফোকাস করে। নারী মারমোসেট, তাসমানিয়ান ডেভিল এবং ক্যাঙ্গারুর ডিম যখন

অন মুডে থাকে, তখন তারা সুপারিয়র জিন সম্পন্ন পুরুষ পছন্দ করে, কিন্তু তাদের ডিম রিলিজ যখন অফ মোডে থাকে, তারা সেক্স করার ক্ষেত্রে খুব বেশি সিলেক্টিভ হয় না।

এখান থেকে এটা আমাদের কাছে পরিস্কার যে, অন মোডে নারী পুরুষের দেহের প্রতি ফোকাস করে, এই সময় তারা পুরুষের শারীরীক সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাই ডিম রিলিজের সময় নারীর মধ্যে পর্নোগ্রাফিক ভিডিও অনুসন্ধান করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এই সময় তারা চায় কোনো একজন আলফা পুরুষ তাদের পাষবিকভাবে চুদে দিক। এই সময় নারী পুরুষের বিগ পেনিসের দিকে ফোকাস করে, ডিপ পেনিট্রেশন চায়, সে নিজেকে কোনো এক আলফা পুরুষের আধিপত্যের কাছে সাবমিট করতে চায়। আর অফ মুডে নারী পেনিস নয়, ডলার দেখে, পলিটিক্যাল ও সামাজিক স্ট্যাটাস দেখে, এই সময় নারীর যোনি সুখ নয় ইকোনোমিক্যাল সাপোর্ট ও সিকিউরিটি অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি পলিটিক্যাল মেশিন হিসেবে কাজ করে। সে পুরুষের আগ্রাসন ও প্রতিযোগিতা হ্রাস করার মধ্য দিয়ে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়।

আর তাই নারী শিম্পাঞ্জি যদিও অনেক বেশি বহুগামী, তবে তাদের ডিম যখন অন মোডে থাকে, তারা সঙ্গী নির্বাচনে সিলেক্টিভ হয় এবং সে সামাজিকভাবে খুবই উচ্চতর পুরুষের সাথে সেক্স করতে চায় এবং যখন তাদের ডিম অফ মোডে থাকে, তারা সাব-অর্ডিনেট পুরুষদের সাথেও সেক্স করে।

মেকাকের মধ্যেও আমরা একই প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। একটি নারী রিসাস মেকাকের ডিম যখন অন মুডে থাকে, তার চেহারায় রেড কালার ধারণ করে কারণ এটি উচ্চতর টেস্টোস্টেরন এবং সামাজিক আধিপত্যের একটি সিগন্যাল।

একজন নারীর ডিম যখন অন মুডে থাকে, সে পুরুষের চেহারা, পুরুষালি কন্ঠ,পুরুষালি ঘ্রাণ এবং সামাজিক আধিপত্যের সুস্পষ্ট সংকেত দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সময় তারা অধিক ফ্ল্যার্ট করে, উস্কানীমূলক পোশাক পরে, বারের প্রতি অত্যধিক ইন্টারেস্ট প্রকাশ করে, ক্লাবে যায় এবং সোশ্যালাইজিং করে।

একটি গবেষণা আবিষ্কার করেছিল, যখন নারীর ডিম্বোস্ফোটন হয়, তখন নারীরা অধিক মুভ করে এবং নতুন নতুন সুযোগ অনুসন্ধান করে। অন মুডের নারীরা তার নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে অত্যধিক সতর্ক থাকে এবং তারা বিপজ্জনক জায়গাগুলো এড়িয়ে চলে। এই সময় তারা বেস্টিয়ালিটি (পশুকাম) এবং ইনচেস্ট (ক্রোমোজম সেক্স) এড়িয়ে চলে। খুব সহজ ব্যাপার হলো, একজন নারীর যখন ডিম রিলিজ হয়, তখন সে আলফা পুরুষ অনুসন্ধান করে।

ভদ্রলোকের ক্লাবে প্রফেশনাল ল্যাপ ড্যান্সারদের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা হয়েছিল এটা জানার জন্য যে, ডিম নিঃস্বরণ নারীদের উপার্জনের ওপর কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন, রেগুলার মাসিক

সাইকেলের নারীরা মাসিকের সময় ১৮৫ ডলার টিপস পায়, মাসিক না হলে (অথবা ডিম রিলিজ না হলে) ২৬০ ডলার টিপস পায় কিন্তু মাসিকের প্রথম দিকে (যখন ডিম রিলিজ শুরু হয়) ৩৩৫ ডলার টিপস পায়। ডিম রিলিজের সময় তাদের টিপসের পরিমাণ বেড়ে যায় কারণ এই সময় অবচেতনে তাদের আচরণের প্যাটার্নও চেঞ্জ হয়ে যায়। একজন নারীর ডিম যখন অফ মুডে থাকে, তখন সে ফেমিনিন-লুকিং ছেলেদের চেহারা পছন্দ করে। এ ধরনের পছন্দ ফিমেইল হর্মোন প্রোগেস্টেরন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

মজার ব্যাপার হলো, যে সকল মহিলা অলরেডি প্রেগন্যান্ট অথবা সুনির্দিষ্ট কোনো বার্থ কন্ট্রোল পিল গ্রহণ করে, তাদের মধ্যেও অফ-মুড নারীদের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় অর্থাৎ তাদের সন্তান জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা কম___ এই সময় তারা ফেমিনি-লুকিং চেহারা পছন্দ করে। গর্ভবতী নারীদের মধ্যে পরকীয়ার মনোভাব বেশি কারণ এই সময় তারা নিশ্চিত করে জানে যে, তাদের পেটে অন্য কারও সন্তান।

তবে, এটা মনে রাখা জরুরী যে, আনফার্টাইল টাইম বা অফ মুডে নারীরা গুড জিনের প্রতি ফোকাস করে না, বিষয়টি এমন নয়। যাই হোক, এই সময় নারীর মন শারীরীক আকর্ষণ থেকেও বেশিকিছু প্রত্যাশা করে। তারা একটি দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কোয়ালিটি অনুসন্ধান করে। তাই একজন নারী যদিও সাধারণত পুরুষের শারীরীক আকর্ষণের প্রতি ফোকাস করে কিন্তু নারী যখন প্র্যাগনেন্সির জন্য রেডি থাকে, তখন সে আকর্ষনীয় পুরুষের সাথেই সেক্স করতে চায়। অন্য সময় পুরুষ আকর্ষণীয় না হলেও সমস্যা নেই তারা ইকোনোমিক্যাল স্ট্যাটাস এবং অন্যান্য কোয়ালিটি থাকলেই হবে।

একজন পুরুষের প্রতি নারীর অনুভূতি তাদের মাসিক চক্রের ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তন হয়। মনে করুন, দুজন নারী বলাবলি করছে, আয়মান ও সালমান সুন্দর কিন্তু অনন্ত জলিল সুন্দর নয়। আমরা জানি যে, আমরা ওদের বিয়ে করতে চাই না, কেবল সেক্স করতে চাই। আর তাই আমরা সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরুষটি নির্বাচন করব, যে আমাদের সাথে সেক্স করতে চায়। কিন্তু আমরা যদি বিয়ের কথা চিন্তা করতাম তবে, আমাদের পছন্দ হতো অন্যরকম।

গবেষণা আবিষ্কার করেছে যে, একজন নারীর ডিম রিলিজের সময়, সে কমিটেড রিলেশনে থাকার পরও, অন্য পুরুষের সাথে প্রেম করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। এর মানে এই নয়, যে প্রধান পার্টনারের প্রতি তাদের আকর্ষণ কমে গিয়েছে। এটি তখনও পুরোপুরি ঠিক আছে। তার পরিবর্তে ডিম রিলিজের সময়, অন্য পুরুষের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেড়ে যায়।

ব্রিটিশদের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বিবাহিত নারীরা ডিম রিলিজের সময় তাদের প্রধান অংশীদার রেখে অন্য কোনো পুরুষের সাথে সেক্স করে। আর এটি করার সময় তারা সে সকল পুরুষের প্রতি ফোকাস করে, যারা দেখতে সেক্সি,

সংবেদনশীল, শারীরীকভাবে আকর্ষণীয় এবং অন্য নারীদের পক্ষ থেকে আকাঙ্ক্ষিত। এছাড়াও, তারা এই সময় যৌনতাকে উপভোগ করে, বিশেষ করে অর্গ্যাজমের দিকে ফোকাস করে।

যদি নারী ডিম রিলিজের সময় নতুন প্রেম অনুসন্ধান করে, তবে কী পুরুষ নারীকে প্রতিহত করার জন্য ইভোল্যুশনারী ডিফেন্স (কাউন্টারমেজার) তৈরি করে? ইয়েস। গবেষণা দেখিয়েছে, ডিম রিলিজের সময় পুরুষ অনেক বেশি ডিফেন্সিভ হয়ে ওঠে এবং সে নারীকে গার্ড দিতে চায়। আবার নারীও পুরুষের মস্তিষ্ককেও ফাঁকি দেয়ার জন্য অভিযোজিত হয়। এটা অনেকটা প্যারাসাইট ও ইমিউন সিস্টেমের সম্পর্কের মতো। প্যারাসাইট যখন আমাদের দেহ আক্রমণ করে, আমাদের দেহ তাকে প্রতিরোধ করার জন্য অ্যান্টিবডি তৈরি করে।

যখন ডিম রিলিজের সময় আসে, পুরুষ অন্য পুরুষদের রেজিস্ট বা দূরে সরানোর চেষ্টা করে। একজন নারী এ সময় এমন অনেক আচরণ করে যা সে নিজেই জানে না। উদাহরণস্বরূপ, আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান এবং পুরুষের দৃষ্টি থেকে লুকানো। আর এই সব কিছু করার কারণ হলো, তার দীর্ঘকালীন সঙ্গীর কাছ থেকে তার সত্যিকার ইনটেনশন লুকানো।

এছাড়া, বেশিরভাগ নারী জানেই না যে, কখন তার ডিম রিলিজ হচ্ছে। আর এজন্য একজন নারী কখন অন মুডে থাকে, সেটা খুঁজে বের করাও কঠিন। নারীর মস্তিষ্কের ডিটেক্টিভ সফটওয়্যার অধিকাংশ সময় দীর্ঘকালীন সঙ্গীর কোয়ালিটি যাচাই করে, তার দেহ, তার চেহারা এবং সাইকোলজি। তবে সে এই সময় সাইকোলজিক্যাল ইস্যুগুলোর প্রতি বেশি ফোকাস করে। যাই হোক, ডিম নিঃস্বরণের সময় সে গ্রাফিক্যাল সংকেতের দিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। গবেষণা আমাদের দেখিয়েছে যে, একজন নারী ডিম নিঃস্বরণের সময় সেক্সচুয়াল ইমেজের প্রতি বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে। তো চলুন এখন দেখি আসি কোন ধরনের ফিজিক্যাল সংকেত একজন নারীকে আকর্ষণ করে।

নারী পুরুষের দেহের কোনদিকগুলো পছন্দ করে?

Sssh.com নামক একটি ওয়েবসাইট ছিল যার উচ্চারণ "shoosh" আর এই ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছিল হেট্রোসেক্সচুয়াল নারীদের প্রতি ফোকাস করে। প্রকৃতপক্ষে, এটি একমাত্র পর্নোসাইট, যেটি স্বতন্ত্রভাবে নারীর প্রতি ফোকাস রেখে তৈরি হয়েছিল। এই সাইটের প্রতি সমকামী পুরুষরাও আকৃষ্ট ছিল, তবে প্লেগার্ল থেকে এরা

সংখ্যায় কম। অ্যাঞ্জি রাউনট্রি যখন ১৯৯৫ সালে Sssh প্রতিষ্ঠা করেছিল, তখন ৯৬০০ বাড মডেম ছিল আদর্শ। সে সময় মানুষ মডেমের মাধ্যমে ইন্টারনেটে কানেক্ট হতো, এটা ছিল খুব স্লো। আর AOL বা আমেরিকার অনলাইন চার্য নির্ধারণ করত টাইমের ওপর, ঠিক যেমনি আজ মোবাইল ফোন মিনিটের ওপর টাকা ধার্য করে।

ম্যারিন স্কট মিলিয়ামের প্লেগার্লের মতো অ্যাঞ্জিরও একই মোটিভেশন ছিল, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, নারীরা ইরোটিক কন্টেন্ট ডিজার্ভ করে। যাই হোক, তিনি এসস থেকে বিকল্প পথ গ্রহণ করলেন, তিনি মেয়েদের ম্যাগাজিন কসমোপলিটন, রেডবুক ও এলির মতো একটা কিছু তৈরি করতে চাইলেন, যেটা প্লেবয়ের মতো নয়।

প্লেগার্ল ম্যাগাজিন থেকে ভিন্নভাবে, সেসস এক্সপ্লিসিট কন্টেন্ট থেকে বেশি কিছু অফার করেছিল। এটি হেলথ, ডায়েট এবং সেক্সচুয়াল হাউ-টু অন্তর্ভুক্ত করেছিল। নারীদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার একটি সক্রিয় ফোরামে পরিণত হওয়ার পর, একদল ব্যক্তি সাবস্ক্রাইবারদের হোরোস্কোপ, বিউটি টিপস, স্ট্রিপটিজ, ইরোটিক স্টোরি ও পর্নোগ্রাফিক ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল। অ্যাঞ্জি গর্বের সাথে বলেছিলেন, তারা নারীর প্রত্যাশা অনুসারে তাদের কন্টেন্ট ফাইন টিউন করতে পেরেছেন। নারীরা ফোরপ্লে, কিসিং এবং মিনিংপুল কনভসারসেশন পছন্দ করে। তারা মেয়েদের বাস্তবসম্মত দেহ এবং পুরুষদের পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন ও ভালো পোশাকে দেখতে চায়। ঢালু পোশাককে সাধারণত প্রশংসা করা হয় না।

তাদের সদস্য পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সবচেয়ে জনপ্রিয় সেক্সচুয়াল কন্টেন্ট ছিল কাপল ইন্টারকোর্স, তবে ফেশিয়াল ছিল কম জনপ্রিয় (নারী মুখে পুরুষের বীর্যপাত)। সেসস ওয়েবসাইটে প্রতিমাসে সাবস্ক্রিপশন খরচ ছিল $19.95। আর তাদের সাসক্রাইবরদের বয়স ছিল ১৮-৬০ বছরের মধ্যে, যাদের বেশিরভাগ বিবাহিত। বিস্ময়করভাবে, প্রায় ৭০% সদস্য এই সাইট একাই দেখেছিল, তাদের পার্টনারকে সঙ্গে না নিয়েই। গড়পড়তা সাবস্ক্রিপশনের দৈর্ঘ ছিল ৩ মাস।

সাধারণ মেল-অরিয়েন্টেড সাইট থেকে দীর্ঘতম এবং কিছু ইউজার কয়েক দশক ধরে সক্রিয় সাবস্ক্রাইবার ছিল। সেস ছাড়াও আরও কিছু ওয়েবসাইট হেট্রোসেক্সচুয়াল নারীদের দিকে ফোকাস করেছিল, যার মধ্যে ছিল ক্যান্ডিয়া রয়েল এবং সেস্কা ৪ লাভার। এছাড়া নারীদের কাছে ভিডিও সেল করার জন্য কিছু সাইট ছিল যেমন Comstock Films and Viv Thomas। এছাড়া অল্পকিছু ওয়েবসাইট ছিল, যারা লেসবিয়ান, বাইসেক্সচুয়াল এবং অলটারনেটিভ নারীদের প্রতি ফোকাস করে যেমন Feck and I Feel Myself।

নারীর চোখে পুরুষের শরীর

অসংখ্য যৌন সংকেত যা নারীকে জাগ্রত করে তা ভিজুয়াল নয়। একটি সেক্সি ভয়েস, পুরুষালী ঘ্রাণ এবং সংবেদনশীল স্পর্শ এসবকিছু নারীর মাঝে ব্যাপক সংবেদন তৈরি করে এবং পুরুষের চেয়ে এটি তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে কেন সাধারণত একজন নারীর কাছে পর্নো খুব বেশি আকর্ষণীয় নয়: কারণ তারা পর্নোগ্রাফিতে নিজেকে জাগ্রত করার জন্য কোনো সেন্সরি সংকেত খুঁজে পায় না। অন্যকথায় And Gate- এর মানদণ্ডের সাথে মিট করার জন্য খুব সরলভাবে যথেষ্ট সংকেত নেই। যদিও রোম্যান্সের গল্প, রোম্যান্স ভিডিও থেকে অধিক অশরীরী অভিজ্ঞতা শেয়ার করে, এগুলো ব্যাপক মাত্রার সাইকোলজিক্যাল সংকেত ধারণ করে, বিশেষ করে ইমোশনাল ডিটেইলস এবং মাঝেমাঝে মেয়েদের উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা পর্নোগুলো ভিজুয়াল ডিটেইলস ধারণ করে।

অ্যালেরা রোজা নামক একজন নারী বলেন, আমি স্ট্রেইট নারীদের লেখা প্রচুর পরিমাণ ফিমেইল ক্রিয়েটেড পর্নোস্টোরি পড়েছি এবং বেশিরভাগ গল্পে পেনিস শব্দটির উল্লেখই নেই। কিন্তু এই সকল পর্নোগ্রাফিতে চোখের কালার এবং তীব্রতা, দেহের স্বাভাবিক গঠন ও মুখের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থিত থাকে। মাঝেমাঝে তারা বুটস নিয়ে আলোচনা করে, নারীরা বুটস পছন্দ করে। বিজ্ঞানীরা ১৯৮৩ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দশ হাজার রোম্যান্স গল্পের টেক্সট চেক করেছে, সেখানে একজন হিরোর সবচেয়ে কমন শারীরীক বর্ণনা ছিল:

- cheekbones
- jaw
- brows
- shoulders
- forehead
- waist
- hips
- And the seven most common adjectives used to describe
- Masculine features?
- lean
- handsome
- blond
- tanned

- muscular
- masculine
- chiselled

অ্যালেরা রোজার সঠিক ছিলেন__ এই হাজার হাজার রোম্যান্টিক গল্পের কোথাও রোম্যান্স হিরোর পেনিস অথবা তার কোনো প্রতিশব্দও উল্লেখ নেই। আমরা যদি একজন আদর্শ হিরোর চেহারার বর্ণনা করি, তবে যেই কমন শব্দগুলো ব্যবহার করি তা হলো, নীল চোখ, খাড়া নাক, উঁচু কপাল এবং বর্গাকৃতির চোয়াল যেগুলো একটি হ্যান্ডসাম চেহারার তৈরি করে। তার মাথায় কালো চুল থাকবে, তার মুখে সাদা দাঁত থাকবে, তার সংবেদনশীল মুখ এবং বক্র হাসি থাকবে।

রোম্যান্সের গল্পে একজন হিরোর অবশ্যই প্রশস্ত কাঁধ, প্রশস্ত বুক, সরু কোমর, সমান্তরাল পেট, দৃঢ় বাহু, বিশাল হাত এবং বিশাল পা উপস্থিত থাকে। ব্রেন ইমেজিং স্টাডি আমাদের দেখিয়েছে যে, একজন নারীর মস্তিষ্ক পুরুষের ভিজুয়াল ফিচার ঠিক একই স্পিডে প্রক্রিয়াজাত করে, যেই স্পিডে পুরুষের মস্তিষ্ক নারীর ভিজুয়াল ফিচার প্রক্রিয়াজাত করে। আকর্ষণীয় ভিজুয়াল ফিচার দুজনের মস্তিষ্কের একই সাব-কর্টিয়াল সার্কিট সক্রিয় করে, যা নারী ও পুরুষের যৌন জাগরণের জন্য জরুরী, কিন্তু নারীর এই অটোম্যাটিক এবং আনকনসাস প্রতিক্রিয়া, তার মস্তিষ্কের ডিটেক্টিভ এজেন্সির হস্তক্ষেপের শিকার হয় এবং তারপরই এটি তার কনসাস মাইন্ডে কনভার্ট হয়।

Power of And- এর কারণে ডিটেক্টিভ এজেন্সি ব্যক্তিগত জাগরণের মানদণ্ডে রিচ করার পূর্বে অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলো গণনা করে__ বিশেষ করে প্রাসঙ্গিক সংকেত। কেন একজন নারী সিঙ্গেল একটি ইমেজ দেখে মাস্টারবেট করে না, এটি হলো তার একটি কারণ। তাদের আরও অতিরিক্ত সংকেত প্রয়োজন, একটি গল্প, যেটি ব্যাখ্যা করতে পারবে, কেন একটি সুন্দর পোশাক পরিহিত একজন ভদ্রপুরুষ একজন নিস্পাপ কাজের মেয়ের স্কার্ট ওপরের দিকে তুলে নিচ্ছে, তার যৌন কল্পনা উদ্দীপ্ত করার জন্য। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, পুরুষ নারীর সে সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট, যেগুলো ইস্ট্রোজেনের সাথে সম্পৃক্ত ।

একইভাবে, একজন নারী পুরুষের সেই সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট, যেগুলো টেস্টোস্টেরনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। এই আকর্ষণ বিশেষ করে ডিম রিলিজের সময় দৃঢ় হয় এবং এই সময় নারী এক্সট্রা-ম্যারিটাল রিলেশনশিপে জড়াতে চায়। যাই হোক, এটা নোট করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইস্ট্রোজেন এবং টেস্টোস্টেরন ভিন্ন ভিন্ন কোয়ালিটির সিগন্যাল দেয়। ইস্ট্রোজেন সিগন্যাল দেয় নারীর স্বাস্থ্য, উর্বরতা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রজনন ক্ষমতার। আর উচ্চমাত্রিক টেস্টোস্টেরন দীর্ঘকালীন স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত।

কিছু গবেষণা ইন্ডিকেট করেছে যে, যে সকল পুরুষের টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বেশি, তাদের দীর্ঘকালীন স্বাস্থ্য খারাপ হয়। এছাড়া টেস্টোস্টেরন লেভেল একজন পুরুষের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রজনন ক্ষমতার কোনো সিগন্যাল দেয় না। একজন পুরুষ তার সারাজীবনই স্থিতিশীল স্পার্ম তৈরি করে, তাদের স্বাস্থ্য অথবা নিউট্রেশনাল স্ট্যাটাস যাই হোক না কেন। এমনকি ৯০ বছর বয়সী একজন পুরুষও সন্তানের পিতা হতে পারে। যাই হোক, টেস্টোস্টেরন পুরুষের স্বাস্থ্য অথবা উর্বরতার প্রতিক নয়, এটি ডিটেক্টিভ এজেন্সির অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের সাথে জড়িত আর সেটা হলো: ডোমিন্যান্স বা আধিপত্য।

অধিকাংশ বিজ্ঞানী টেস্টোস্টেরনকে "মেল কম্পিটিশন" হর্মোন হিসেবে দেখে থাকেন কারণ টেস্টোস্টেরনের সম্প্রসারিত মাত্রা, একজন পুরুষকে অন্য পুরুষের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে বাধ্য করে অথবা তার স্ট্যাটাস সম্প্রসারিত করে। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, যেই দল খেলায় পরাজিত হয়, তাদের ফ্যানদের মস্তিষ্কের টেস্টোস্টেরন লেভেল কমে যায় এবং যে দল খেলায় জয়লাভ করে তাদের ফ্যানদের মস্তিষ্কে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

কিছু কিছু মহিলা মজা করে বলেন, যখন তাদের স্বামী টেস্টোস্টেরন স্যুট পরিধান করে, তারা আগ্রাসী আচরণ করে। পুরুষের মাঝে দ্বন্দ্ব তৈরির জন্য টেস্টোস্টেরন তার দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো পরিচালনা করে, তার পেশি উন্নত হয় এবং তার দেহ দ্রুত শক্তি পোড়ায়। এটি একজন পুরুষের সেক্স ড্রাইভ বাড়িয়ে তোলে। গভীর পুরুষালী কন্ঠ এবং পুরুষালী ঘ্রাণ উচ্চমাত্রিক টেস্টোস্টেরনের সাথে জড়িত এবং এগুলো নারীর কাছে আকর্ষণীয়।

গবেষণা দেখিয়েছে যে, একজন নারী আধিপত্যবাদী পুরুষের ঘামের ঘ্রাণ দ্বারা বেশি আকৃষ্ট হয়, অপেক্ষাকৃত কম আধিপত্যবাদী পুরুষের ঘামের ঘ্রাণের তুলনায়। যে সকল পুরুষের চেহারার পুরুষালী, সেটাকে চিহ্নিত করা হয় দৃঢ় চোয়ালের রেখা এবং সুসংজ্ঞায়িত চেকবোন দ্বারা, যেটি নিজেও সম্প্রসারিত টেস্টোস্টেরনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। নারীরা সাধারণত সেই সকল পুরুষের দেহ পছন্দ করে যেগুলো পুরুষালী, বিশেষ করে বুক, বাহু, পেছনের দিক। তারা অতিরিক্ত বাল্কি বা ভারী টাইপের পুরুষ পছন্দ করে না__ আর এগুলোর সবই উচ্চমাত্রিক টেস্টোস্টেরনের প্রকাশ।

মজার ব্যাপার হলো, নারীদের কাছে পুরুষের আরও একটি বৈশিষ্ট্য জনপ্রিয়, যেটার সরাসরি টেস্টোস্টেরনের সাথে সম্পর্ক নেই: উচ্চতা। এর মানে হলো উচ্চতা NFL and NBA স্পোর্টসের মতো প্রেমের ক্ষেত্রেও একই ভূমিকা পালন করে। একজন উচ্চতাসম্পন্ন পুরুষ অন্য পুরুষের চেয়ে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকে। অসংখ্য গবেষণা দেখিয়েছে, অধিকাংশ নারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে উচ্চতাসম্পন্ন পুরুষ পছন্দ করে, তাদের

মধ্যে অল্পকিছু নারী সংক্ষিপ্ত পুরুষের প্রতি প্রত্যাশা প্রকাশ করে। অধিকাংশ নারী মেনশন করেছে যে, একজন লম্বা পুরুষের মাঝে তারা সেফ ও সিকিউর অনুভব করে।

এটি তাদের মধ্যে এমন একটি অনুভূতি তৈরি করে যে তারা প্রোটেক্টেড। একজন নারী ইউনিফর্ম পরিহিত এবং ভালো পোশাকের পুরুষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। সেটা নৌবাহিনীর নীল ড্রেস হোক অথবা পুলিশ অফিসারের বুট অথবা ব্যাজ হোক, অথবা আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিহিত কোন এক সুসজ্জিত ব্যবসায়ী হোক। ফ্যাশন ব্লগার টেরেসা ম্যাকগার্ক অনুমান করেছিলেন, কেন নারী ইউনিফর্ম পছন্দ করে। একটি ইউনিফর্ম পুরুষের ফিগার সুন্দর করে তোলে(Ooh-YAH!)। যে পোশাক পুরুষকে বহন করে সেটি হলো ইউনিফর্ম, এবার সেটা সাদা এবং নীল অথবা অন্য যে কোনো রঙেরই হোক না কেন। এটি তাকে আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য করে তোলে। খুবই সেক্সি। কারণ ইউনিফর্ম পরিহিত পুরুষ তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানে, সে সকল আবর্জনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। আসলে ইউনিফর্ম একজন পুরুষের চরিত্র সম্পর্কে একজন নারীর কাছে বিপুল পরিমাণ তথ্য দেয়।

থিওরিটিক্যালি নারী পুরুষকে তার ইউনিফর্ম দিয়েই বিচার করে। নারী পুরুষের মতো অ্যানাটমিক্যাল ডিটেলসের দিকে ফোকাস করে না এবং সে সাধারণত পুরুষের পেনিসের দিকে কম ফোকাস করে, যেমনটি গে পুরুষরা করে থাকে। একটি আই ট্র্যাকিং এক্সপেরিমেন্টে দেখা গেছে, একজন নারী পুরুষের পেনিসের দিকে ফোকাস না করে দেহের অন্যান্য অংশের দিকে ফোকাস করছে। আপনি অনলাইনে "টপ টেন পেনিস" নামক কোনো সাইট পাবেন না কিন্তু "টপ টেন বুবস" নামক অসংখ্য সাইট আছে। আসলে নারীদের সাইটগুলোতে অ্যানাটমিক্যাল ডিটেলসের অভাব আছে। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাল-টার্গেটেড "Hot Movies.com"- এ আমরা অসংখ্য ভিডিও ক্যাটাগরি দেখতে পাই এমন:

- Big Tits,
- Small Tits,
- Natural Tits,
- Tit,
- Fucking Mouth and Tongue,
- Shaving,
- Legs and Nylons Big Butts,
- Big Cocks,
- Big Clits এবং
- Camel Toe

কিন্তু HotMoviesForHer.com- এ আমরা সিঙ্গেল কোনো ক্যাটাগরি দেখতে পাই না। যদিও নারীরা পুরুষের দেহের ওপর খুব বেশি ফোকাস করে না, কিন্তু তারা পুরুষের দেহের একটি অংশ খুব পছন্দ করে আর সেটা হলো: বুটস। গ্লুটেনাস ম্যাক্সিমাস অথবা বুট, হলো এমন একটি ব্যাপার, যেটা স্ট্রেইট পুরুষ, গে পুরুষ এবং স্ট্রেইট নারী সবাই পছন্দ করে। একজন নারী সাধারণত একটি টাইট এবং অ্যাথলেটিকস বুট পছন্দ করে। NFL স্কাউটরা বিশ্বাস করে, ফুটবল খেলোয়াড়দের বুটস তাদের শারীরীক দৃঢ়তা এবং খেলার দক্ষতার একটি শক্তিশালী ইন্ডিকেটর।

যাই হোক, বুটসের প্রতি নারীর আকর্ষণ তার ডিটেক্টিভ এজেন্সি দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদিও কিছু পুরুষ ব্রেস্ট এবং বুটসকে গুরুত্বপূর্ণ শারীরীক গুণ মনে করে কিন্তু নারীর কাছে এটা প্রাইম কিছু না। ইহাহুতে যখন নারীদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রায় অর্ধেক নারী বলেছিল, একটি সুন্দর বুটস থাকা সুবিধাজনক কিন্তু এটা প্রধান প্রায়োরিটি না। যদিও সকল নারী পুরুষের মতো সেক্সচুয়াল দিকগুলোতে ফোকাস করে না, অসংখ্য নারী আছে, যারা হার্ডকোর পর্নোগ্রাফি পছন্দ করে। যদিও তারা এটার জন্য খুব বেশি পে করতে রাজি নয়। প্রশ্ন হলো, কোন ধরনের নারী প্রচুর পরিমাণ পর্নোগ্রাফি দেখে? চলুন, আমরা মিসেস ইনটুইশনের AOL সার্চ হিস্টরি দেখি:

- skin massage for stretch marks
- look ten years younger fit tv show
- fake nude jane seymour
- tap your intuition
- chakras
- pampered chef recipes
- sexy vanna white
- family nude beach
- older men younger women
- french country decor
- i am in love with him
- italian framed art
- jealousy between friends
- friends jealous after weight loss
- anna nicole smith nude
- linens & things
- labioplasty

- celebs pics
- free rape movies
- what does sex mean to a man
- how do men feel about sex
- elizabeth montgomery naked
- why are single women attracted to married men
- when will i see results of pilates
- sexy erica hill
- anal sex benefits
- june carter and johnny cash honeymoon pics
- johnny carter cash pics
- honeymoon sex
- playgirl pics
- george clooney nude
- brad pitt nude
- men in shower pics
- porn for women
- nude construction workers
- making love
- erotic nude couple

কিন্তু কেন অল্পকিছু নারী হার্ডকোর পর্নোভিডিওর প্রতি আকৃষ্ট, এই ব্যাপারে বিশদ কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। কিন্তু মিসেস ইনটুইশনের এই সার্চ হিস্টরি আমাদের একটি ভয়ানক সম্ভাবনা উপস্থাপন করেছে। বিশেষ করে যখন আমরা OkCupid কোয়েশ্চানে নারীদের প্রতিক্রিয়ার সাথে এই ডেটা সমন্বয় করি। নারীদের একটি বিশেষ দল রিপোর্ট করেছে যে, তারা বিপুল পরিমাণ পর্নোগ্রাফি দেখে, তাদের বিশাল পর্নো কালেকশন আছে, তাদের সঙ্গীর সাথে পর্নো দেখতে পছন্দ করে, তারা বন্ডেজের প্রতি আকৃষ্ট এবং তারা ইন্টারনেট পর্নো ব্যবহারের প্রতি খুব বেশি ইন্টারেস্টেড। কিন্তু এই মহিলারা কারা? সেলফ আইডেন্টিফায়েড বাইসেক্সচুয়াল। মিসেস ইনটুইশন ব্র্যাড পিট, জর্জ ক্লুনি, নুড কনস্ট্র্যাকশন ওয়ার্কার এবং স্নানের সময় নগ্ন পুরুষের ছবি দেখতে চেয়েছে। কিন্তু সে একইসাথে ভান্না হোয়াইট, জেন সেমুর এবং এলিজাবেথ মন্টগোমারির নুড পিকচারও দেখতে চেয়েছে। একইসাথে সে অন্যান্য ফেমেইল-টার্গেটেড পর্নোগ্রাফিক অনুসন্ধানকারীদের তুলনায় বেশি পর্নোগ্রাফিক ম্যাটারিয়াল অনুসন্ধান করেছে। OkCupid সাইটে বাইসেক্সচুয়াল নারীদের প্রতিক্রিয়া স্ট্রেইট এবং

লেসবিয়ান নারীদের চেয়ে ভিন্ন ছিল কিন্তু একইসাথে তাদের এই প্রতিক্রিয়া হেট্রোসেক্সচুয়াল পুরুষদের মতোই ছিল। আমরা যদি গ্রাফিক্যালি দেখাই, তবে জরিপে হেট্রোসেক্সচুয়াল এবং বাইসেক্সচুয়াল নারীদের প্রতিক্রিয়ার প্যাটার্নে সমতা পর্যবেক্ষণ করা যায়। এছাড়া, বিভিন্ন নন-সেক্সচুয়াল টপিক যেমন আগ্রাসন, আধিপত্য এবং কাজের স্বভাবের মধ্যে বাইসেক্সচুয়াল নারীদের প্রতিক্রিয়া হেট্রোসেক্সচুয়াল পুরুষদের মতোই। Fantasti.cc- এর মতো ভিজুয়াল পর্নোসাইটের রেজিস্টার্ড ইউজারদের মধ্যে ৩৮% নারী সেলফ আইডেন্টিফাইড বাইসেক্সচুয়াল। রিচার্ড লিপ্পার বিবিসি-এর একটি পরিসংখ্যানে, তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, হেট্রোসেক্সচুয়াল ও লেসবিয়ান নারীদের তুলনায় বাইসেক্সচুয়াল নারীদের সেক্স ড্রাইভ উচ্চতর। ইউনিভার্সিটি অব গর্জিয়ার একটি ক্ষুদ্র গবেষণা দেখিয়েছিল, লেসবিয়ান ও হেট্রোসেক্সচুয়ালদের তুলনায় বাইসেক্সচুয়াল নারীরা পর্নোগ্রাফি দেখে বেশি উত্তপ্ত হয়। বিশেষ করে, লেসবিয়ান ও হেট্রোসেক্সচুয়াল নারীদের তুলনায় বাইসেক্সচুয়াল নারীরা লেসবিয়ান পর্নো এবং নারী ও পুরুষের ওরাল-সেক্স দেখে বেশি জাগ্রত হয়। যদিও নারীদের বাইসেক্সচুয়ালিটি সম্পর্কে আমরা এখনো খুব কমই বুঝতে পেরেছি, বিজ্ঞানীরা একটি সম্ভাবনা উন্নত করেছেন যে, বাইসেক্সচুয়াল নারীদের টেস্টোস্টেরনের সার্কুলেশন অন্যদের থেকে উচ্চতর। আর টেস্টোস্টেরনের প্রভাবেই বাই-সেক্সচুয়াল নারীদের মধ্যে ভিজুয়াল পর্নের প্রতি হায়ার সেক্স ড্রাইভ দেখা যায়। একজন নারী reddit.com কে বলেছিলেন, আমি যে কোনো কিছুতেই ঝাপিয়ে পরতে পারি। মাঝেমাঝে আমি চিন্তা করি যে, আমি আমার বয়ফ্রেন্ড থেকে বেশি পর্নোগ্রাফি দেখি। আমি বুঝতে পারি না, কেন অসংখ্য নারী পর্নোগ্রাফি অপছন্দ করে। আমি মনে করি যে, তারা পর্নোগ্রাফিতে একপ্রকার বিভ্রতবোধ করে।

পর্নোকে কেন নারী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করে?

এতক্ষণে আমরা বুঝতে পেরেছি যে পর্নোগ্রাফির যৌন সংকেতগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরুষকে আকৃষ্ট করে কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক নারীই পর্নোগ্রাফিক সংকেত দ্বারা ট্রিগার হয়। কিন্তু পর্নোগ্রাফির আরও একটি সুস্পষ্ট দিক আছে, যেটি উপেক্ষা করা খুবই কঠিন। এটি মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যময় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, যার মধ্যে আছে রাগ, ঈর্ষা অথবা নৈতিক সমালোচনা ইত্যাদি। এটা অনেকটা এমন যে, পর্নোগ্রাফির সংকেত অথবা ইন্ডিকেটরগুলোর "অ্যান্টি ইন্ডিকেটর" আছে। নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের যৌন

সংকেত যেমন আলাদা, তেমনি নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের "অ্যান্টি পর্নো ইন্ডিকেটর" আলাদা। সাধারণত, পুরুষের অ্যান্টি ইন্ডিকেটর আগ্রাসী শত্রুতা জন্ম দেয়, যেখানে নারীর "অ্যান্টি পর্নো ইন্ডিকেটর" বৈচিত্র্যময় আবেগ তৈরি করে।

একজন বিচলিত নারী রেডিটে বলেছিলেন, একদিন যখন আমি দেখি আমার স্বামী পর্নোগ্রাফি দেখছে, আমি সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাসঘাতকতার অনুভূতি লাভ করি। অসংখ্য নারী তাদের বয়ফ্রেন্ডের অনলাইন ইরোটিকায় ডুবে থাকার সময় সহজাতভাবে বিশ্বাসঘাতকতার অনুভূতি লাভ করে। এই ধরনের আবেগ আমাদের কাছে নারীর মস্তিষ্কের ইন্টারনাল ম্যাট গার্ডেনিং সফটওয়্যার রিফ্লেক্ট করে। একজন পুরুষ পর্নো দেখলেই নারীর মনে জেলাসি ট্রিগার হয় কিন্তু একজন নারী পর্নোগ্রাফি দেখলে পুরুষের জেলাসি ট্রিগার হয় না।

কারণ একজন নারী পুরুষের কাছে সাইকোলজিক্যাল বিশ্বস্ততা চায়, আর একজন পুরুষ নারীর কাছে ফিজিক্যাল বিশ্বস্ততা চায়। ব্যাপারটা এমন যে, তুমি যত মিলিয়ন পুরুষের পর্নোগ্রাফি দেখ, কোনো সমস্যা নেই। তুমি শারীরীকভাবে অন্য পুরুষের কাছে না গেলেই হবে। একজন নারী সহজাতভাবেই চায় না, তার প্রেমিকা অন্য কারও জন্য ইনভেস্ট করুক। একজন নারী সবসময় বোঝার চেষ্টা করে পুরুষটি তার প্রতি ইমোশনাল ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলেছে কি না। পর্নোগ্রাফি দেখার সাথে যদিও একজন পুরুষের অন্য কোনো নারীর জন্য ইনভেস্টমেন্ট করার কোনো সম্পর্ক নেই, আর একজন পুরুষ পর্নোগ্রাফি দেখলে নারীর ওপর কোনো থ্রেটই কাজ করে না, তারপরও নারীর মস্তিষ্কের সফটওয়্যার এটাকে এইভাবে দেখে, আমার প্রেমিক আমার ওপর ইমোশনাল কানেকশন হারিয়েছে, তার মন আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কোনো নারীর দেহে স্ক্রল করছে আর মুহূর্তেই নারীর মনের ভেতর অবিশ্বস্ততার এক তিক্ত অনুভূতি তৈরি হয়ে যায়।

সম্ভবত, একজন নারীর জন্য সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি যখন সে আবিষ্কার করে, তার প্রেমিক তার থেকে দেখতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো নারীর পর্নো দেখছে। আমার এক বান্ধবী বলেছিল, আমি একদিন আবিষ্কার করি, আমার বয়ফ্রেন্ড হিজাব পরিহিত মুসলিম মেয়েদের পর্নোভিডিও দেখছে, যাদের বুবস আমার থেকে বড় এবং খুব ভালো সাক করে। সে মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, আমি পৃথিবীতে নেই, আমার মনে হয়েছিল, আমি মহাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। কিন্তু নারীদের পর্নোগ্রাফি দেখা নিয়ে পুরুষের মতামত সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার এক বন্ধু বলেছিল, আমি একবার দেখলাম আমার প্রেমিকা গোপনে XConfessions ওয়েবসাইটে একজন ২৭ বছর বয়সী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের পর্নোগ্রাফি দেখে মাস্টারবেট করছে, আমি মুহূর্তেই টার্ন অন হয়ে গেলাম।

অধিকাংশ পুরুষ এবং এমনকি গে পুরুষও তাদের সঙ্গীকে পর্নোগ্রাফি দেখতে দেখলে টার্ন অন হয়ে যায়। এটি পুরুষের মস্তিষ্কের ম্যাট গার্ডেনিং সফটওয়্যার

অ্যাকটিভেট করে না, কারণ পর্নোগ্রাফি দেখার সাথে ফিজিক্যাল প্রতারণার কোনো রিলেশন নেই। ভার্চুয়ালি কেউ কাউকে স্পার্ম দিতে পারে না। তবুও নারীর ব্রেন পুরুষকে একটি কম্পিউটার সিমুলেটেড পর্নো দেখার পরও প্রতারক মনে করে। পুরুষ সেটা করে না। যাই হোক, একজন পুরুষ পর্নোভিডিও দেখলে নারীর মস্তিষ্কে যদিও বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র অনুভূতি কাজ করে কিন্তু একজন পুরুষ রোম্যান্সের গল্প পড়লে একজন নারীর মস্তিষ্কে কোনপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতার অনুভূতি তৈরি হয় না। আমার ছাত্রী রিভা একবার বলেছিল, রোম্যান্সের গল্প পড়লে, তার প্রেমিকের সাথে সেক্স লাইভস আরও উন্নত হয়।

পুরুষের মস্তিষ্ক যদিও এটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারে, রোম্যান্সের গল্প পড়লে তার প্রেমিকার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো ফিকশনাল পুরুষের ফ্যান্টাসিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে, সে ইমোশনালি এবং ইরোটিক্যালি সেই ফিকশনাল পুরুষের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু যতক্ষণ নারীর দেহে রিয়াল পেনিস প্রবেশ করছে না, ততক্ষণ একজন পুরুষ নারীর এই রিডিং হ্যাবিটের প্রতি কোনো ইর্ষা অনুভব করে না।

কিন্তু একজন পুরুষ নারীর কিছু আচরণে বিরক্ত হতে পারে। এমনই একজন বিরক্ত পুরুষ বলেছিলেন, "আমি মনে করি, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রেমিকা রোম্যান্সের গল্প পড়ার পর, তার প্রেমিককে প্রশ্ন করে, তুমি কেন তার মতো নয়? কিন্তু আমি কোনোদিন ক্যাটরিনার মুভি দেখে আমার প্রেমিকাকে বলিনি, তুমি কেন ক্যাটরিনার মতো নয়? অধিকাংশ নারী পর্নোগ্রাফির বিভিন্ন কাজের প্রতি হুমকি অনুভব করে। তারা ভয় পায় যে, তাদের পুরুষ সঙ্গী তাদের সাথে এইসব করতে চাইবে। তার মনে প্রশ্ন জাগে, আসলেই কী পুরুষ একজন নারীর সাথে এইসব করতে চায়। নারীরা আরও উদ্বেগ অনুভব করে যে, পুরুষ কেবল সে সকল নারীদের প্রতিই আকৃষ্ট, যারা দেখতে পর্নোস্টারের মতো। এটাকে বলা হয় "সেন্টারফোল্ড সিন্ড্রোম"। অন্যান্য নারীরা ভয় পায় যে, পর্নোগ্রাফি পুরুষের মধ্যে সাংঘর্ষিক আচরণ সৃষ্টি করবে। নারীর মস্তিষ্ক খুব সরলভাবে পর্নোগ্রাফিকে পুরুষ থেকে আলাদা উপায়ে দেখে।

অধিকাংশ নারীর ডিটেক্টিভ এজেন্সি পর্নোগ্রাফির সাইকোলজিক্যাল এবং কালচারাল মেসেজগুলোর দিকে ফোকাস করে। নারীর মস্তিষ্ক মিষ্টি ও তিতা স্বাদের প্রতি সংবেদনশীল হলে, পুরুষের মস্তিষ্ক টক ও নোনতা স্বাদের প্রতি সংবেদনশীল। একজন নারী ইরোটিক স্টোরির স্বাদ অনুভব করলেও, একজন পুরুষ পর্নোগ্রাফির স্বাদ অনুভব করে আর এদের দুজন যখন তাদের আলাদা আলাদা জগতের মুখোমুখি হয়, তখন মিসম্যাচ অনুভব করে।

পর্নোগ্রাফি পুরুষের ভিজুয়াল সংকেত ধারণ করে আর ইরোটিক স্টোরি নারীর সাইকোলজিক্যাল সংকেত ধারণ করে। আর আমরা কেবল নিজের সাইকোলজিক্যাল সংকেত দিয়েই অন্যের জগতকে অনুধাবন করি। একজন নারী পর্নোগ্রাফির সামাজিক

মেসেজ দেখে এইভাবে রিয়েক্ট করে যে, নারী হলো জাস্ট ফাকিং হোল বা সেক্স অবজেক্ট, আর এজন্য নারীদের বহুগামী হওয়া উচিত এবং নারীর বিপক্ষে সংঘর্ষ গ্রহণযোগ্য (যদিও পর্নোগ্রাফিতে ভায়োলেন্স খুবই দুর্লভ কিন্তু নারীর মস্তিষ্ক এভাবেই ফিল করে)। পুরুষের মস্তিষ্ক পর্নোগ্রাফি থেকে কোনো সোশ্যাল মেসেজ পায় না, তাদের মস্তিষ্ক ব্রেস্টের ক্লোজ-আপ লুকের দিকে, MILF- এর আসক্তিকর আচরণের দিকে অথবা একটি বিশাল পেনিসের দিকে আকর্ষণ অনুভব করে।

যেহেতু পর্নের প্রতি নারীর বিগ রেঞ্জের রিয়েকশন আছে, পুরুষ সাধারণত তাদের অনেক সহ্য করে। তারপরও ব্যাপারটা একসময় সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে। কিছু স্ট্রেইট পুরুষের গে-পর্নের প্রতি বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়া আছে অথবা অন্য কোনো পর্নোগ্রাফি যা তাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়। পুরুষরা অস্বাভাবিক সেক্সচুয়ালিটিকেও অনৈতিক মনে করে। বিগত শতাব্দীতে, মেল ডোমিনেন্ট মেডিক্যাল পেশা বলেছিল মাস্টারবেশন, ফ্যালিটো, কানিলিংগ্যাস, অ্যানাল সেক্স, হোমো সেক্সচুয়ালিটি, বাইসেক্সচুয়ালিটি এবং এক্সট্রা-ম্যারিটাল সেক্স শারীরীকভাবে অস্বাস্থ্যকর এবং নৈতিকভাবে ভুল।

এমনকি আজকেও, বিভিন্ন সেক্সচুয়াল আচরণ পুরুষদের মধ্যে উগ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। কেন কিছু পুরুষ যৌনতার ক্ষেত্রে ধার্মিকদের মতো বিহেভ করে? একটি পরোক্ষ কারণ হলো পুরুষের খুব দৃঢ় সেক্সচুয়াল ড্রাইভ। আমরা দেখেছি পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা এত দৃঢ়ভাবে রিলিজ হয় যে তারা কর্মক্ষেত্রেও মাস্টারবেট করতে চায়। যে কোনো আকাঙ্ক্ষা যা খুবই শক্তিশালী তার একটি রিস্ক আছে। যদি পুরুষ নন-প্রোডাক্টিভ কোনোকিছুর প্রতি যৌন আকাঙ্ক্ষা ডেভেলপ করে, এটি পিঁপড়া অথবা অফিসের ডাক্তারের ওপর গিয়েও পতিত হতে পারে__ সে হয়তো সন্তানহীন একটি জীবনে নিঃস্বরিত হতে পারে।

তারুণ্যে যখন একজন পুরুষের প্রথম সেক্সচুয়াল ইমপ্রিন্টিং হয়ে যায়। আপনার কাছে এটি প্রতীয়মান হতে পারে যে, পুরুষের ব্রেন অস্বাভাবিক, বিপজ্জনক এবং বিরক্তিকর সব আচার আচরণ ডেভেলপ করতে পারে। আর এজন্য পুরুষের মস্তিষ্ক কম্পিউটারের OR গেটের মতো কাজ করে। একবার যেটা ইনপুট হয়ে যায়, সেখান থেকে তার বের হতে ব্যাপক সংগ্রাম করতে হয়। আর নারীর মস্তিষ্ক কাজ করে কম্পিউটারের And গেটের মতো, নারী যৌনতার ক্ষেত্রে ভুল, অনুতাপ, রাগ, লজ্জা এবং ইনসিকিউরিটি ইত্যাদি কঠিনভাবে দূর করতে চায়। পুরুষের ক্ষেত্রে বিরক্তি ও অপমান একই উদ্দেশ্য পালন করে। এটি তার সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সকের প্রাইজের দিকে স্থির রাখে: যৌন প্রজনন।

একজন প্রতারক স্ত্রী এবং উন্মাদ বালিকা

আমার বন্ধু নাদিম একজন ফিনেন্সিয়ালি সফল মানুষ। তার একটা জোস ওয়াইফ আছে। কিন্ত তার একটি সিক্রেটও আছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে সে বাসার দিকে ড্রাইভ করার সময় একটি ভুল এক্সিট গ্রহণ করেছিল। আর তারপর একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল। সে অটোপাইলটে চলে যায়। সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ড্রাইভিং করতে শুরু করে। রাতের অন্ধকারে আকস্মিক সে একটি বাসার জানলা থেকে আলো নিঃস্বরিত হতে দেখে। সে অপরিচিত ঘরটির কাছাকাছি যায়। কিছুক্ষণ সে ঘরের সিড়িতে বসে রেস্ট করে। তারপর দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে। সে ঘরটির ভেতর প্রবেশ করে দেখে কেউ নেই। কিচেনের কাছাকাছি যাওয়ার পর একজন বয়স্ক মহিলার ফিগার তার চোখে পড়ে। তার মাথায় একটি খারাপ চিন্তা আসে। সে প্যান্টের চেইন খুলে তার পেনিসে হাত রাখে এবং মহিলাটির পেছনে দাঁড়িয়ে মাস্টারবেট করতে শুরু করে। সে জানে এটি একটি ক্রাইম, সে এটাও জানে যে তার এই কাজের জন্য পাবলিক প্লেসে তার অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সে মহিলাটির চেহারা অথবা নুড বডি কোনোকিছুই দেখেনি কিন্তু সে মনে মনে এটা ভেবে টার্ন অন হয়ে আছে যে, মহিলাটি কখনো না কখনো পেছন দিকে তাকিয়ে দেখবে। যে কোনো মুহূর্তে ঘরের পুরুষ মানুষটি দরজা খুলে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সীমালঙ্গনের এই অনুভূতি তার যৌন উত্তেজনার আরও বাড়িয়ে দেয়। সে আমায় বলেছিল, এই যৌন অভিজ্ঞতা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে সুখের অভিজ্ঞতা। সে তীব্র অর্গ্যাজম অনুভব করে। কিন্তু কেন? কারণ নিষিদ্ধ কাজ আমাদের বিশেষভাবে জাগ্রত করে।

কারও ব্রেস্ট অথবা বুটস না দেখেও আপনি তার প্রতি তীব্র যৌন অনুভূতি অনুভব করতে পারেন কারণ সীমালঙ্ঘনও একটি সাইকোলজিক্যাল স্টিমুলাস। এটি কোনো একটি পরিস্থিতি অথবা ব্যক্তির ইন্টারপ্রিটেশন, এটি তার অ্যানাটমি অথবা কন্ঠস্বরের ইন্টারপ্রিটেশন নয়। যদিও পূর্ববর্তী চ্যাপ্টারে আমরা বৈচিত্র্যময় সাইকোলজিক্যাল সংকেত আলোচনা করেছি, এই অধ্যায়ে আমরা এমন কিছু সাইকোলজিক্যাল সংকেত আলোচনা করব যা একজন পুরুষের আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে জাগ্রত করতে পারে। কিন্তু প্রথমে আমরা ট্র্যানগ্রেসন নিয়ে আলোচনা করব___ এটি একটি সাইকোলজিক্যাল স্টিমুলাস যা নারী ও পুরুষ দুজনকেই জাগ্রত করে। একজন ২৩ বছর বয়সী তার অনলাইন জার্নালে বলেন, আমি ১৫ বছর বয়সে সর্বপ্রথম পর্নোস্টোরি আবিষ্কার করেছিলাম। আমার সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার ছিল, আমি প্রায় মুহূর্তেই ট্যাবু সেক্সের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠি।

নরমাল কোনো সেক্সের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল না। যে সকল যৌন গল্পে অপমান, ইনসেস্ট এবং অন্যান্য ডিস্টার্বিং টপিক ছিল, সেগুলো আমাদের কাছে রোম্যান্সের গল্পের চেয়ে ভালো মনে হতো। নারী ও পুরুষ দুজনই অনৈতিক এবং ডেঞ্জারাস পরিস্থিতিতে টার্ন অন হতে পারে, এই সকল কন্টেন্টের অনৈতিকতা এবং বিপদের কারণে।

১৯৬৭ সালের "Belle de Jour" মুভিতে আমরা ক্যাথরিন ডেনিউভ নামক একটি চরিত্র দেখতে পাই, যিনি একজন ডাক্তারের ভদ্র ও রক্ষনশীল গৃহিণী। বিস্ময়করভাবে, তিনি তার তরুণ, নিবেদিত এবং হ্যান্ডসাম ডাক্তার স্বামীর প্রতি সেক্স ফিল করতেন না। তার পরিবর্তে এই নারীর মধ্যে পতিতালয়ের প্রতি একটি ডার্ক ফ্যান্টাসি কাজ করে। তার প্রথম ক্লায়েন্ট ছিল খুবই বিদঘুটে ও বিশ্রী। সে ছিল একজন দুর্ধর্ষ গ্যাংস্টার। বিস্ময়ের সাথে, এই গ্যাংস্টারের প্রতি সে লালসা অনুভব করে। যেহেতু গ্যাংস্টার একজন আলফা পুরুষ, তার স্ট্যাটাস অবশ্যই আকর্ষণের একটি অংশ। এই মুভিতে আমরা দেখতে পাই ডেনিউবের চরিত্র প্রাথমিকভাবে গ্যাংস্টারের ঝুঁকিপূর্ণ এবং নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ কর্মকান্ড দ্বারা অ্যাকটিভ হয়।

যখন এই অনৈতিক এবং বিপজ্জনক গ্যাংস্টার তার সাথে রোম্যান্টিক সম্পর্ক ডেভেলপ করার চেষ্টা করে, তখন তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এর অর্থ হলো, একজন নারী ট্যাবু এবং নিষিদ্ধ সেক্স দ্বারা থ্রিল অনুভব করলেও, সে সবসময় রোম্যান্স অথবা অন্তরঙ্গতা ডেভেলপ করতে পারে না। সে কেবল পুরুষটিকে চেয়েছিল অসম্মানিত ও অপমানিত হওয়ার জন্য, ট্যাবু উন্মোচন করার জন্য। কিন্তু কেন এই সকল মানুষগুলো নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে? এদের সবাই কী সীমালঙ্গনের সাইকোলজিক্যাল সংকেত শেয়ার করে? ডোনাল্ড সাইমন বলেছিলেন, প্রতিটি যৌন সংকেত বিশেষ উদ্দেশ্য বিবর্তিত, এগুলোর বিবর্তনীয় উপযোগিতা আছে। পুরুষরা তারুণ্যের সংকেত দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কারণ এই সংকেত তাদের এমন সঙ্গী খুঁজে পেতে সাহায্য করে, যার পক্ষে স্বাস্থ্যকর সন্তান জন্ম দেয়া সম্ভব। আর একজন নারী পুরুষের সামাজিক ডোমিন্যান্স দ্বারা প্রভাবিত কারণ এটি তাদের এমন পুরুষ খুঁজে পেতে সাহায্য করে যে সন্তানের সফলতা নিশ্চিত করতে পারবে।

ট্র্যানগ্রেসনের বা সীমালঙ্ঘনের সংকেত একজন মানুষকে কোনো একজন আগন্তুকের কাছে সেক্স অনুসন্ধান করতে সাহায্য করে অথবা এমন কোনো অসম্মানজনক সেক্স অনুসন্ধান করতে যা আসলেই বিপজ্জনক। আপনি অনুমান করতে পারেন যে, সীমালঙ্ঘনের সংকেত খুব সরলভাবে নারী ও পুরুষকে অনুপ্রাণিত করে সাধারণ সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সে বিজড়িত হওয়ার জন্য। যাই হোক না কেন, সেক্সকে অসংখ্য সমাজে মাঝেমাঝে নিষিদ্ধ কর্ম মনে করা হয়। অথবা একজন মানুষ হয়তো কাউকে পেনিট্রেশন করার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপেক্ষা অতিক্রম করতে চায়। আমরা

সহজাতভাবে অনুভব করি যে, জোরপূর্বক কারও নাকে একটি লাঠি ঢুকিয়ে দেয়া অন্যায়। কিন্তু কারও দেহে ফিজিক্যাল পেনিট্রেশন আমাদের বিপজ্জনক মনে হয় না, উত্তেজনাদায়ক মনে হয়।

যখন পুরুষ এবং সেক্সের প্রসঙ্গ আসে, সামাজিক নিয়ম নির্বিশেষে তাদের অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয় না। এছাড়া, পুরুষের আধিপত্য এবং নারীর আনুগত্যের যে মানসিকতা সেক্সচুয়াল পেনিট্রেশনের ক্ষেত্রে তাদের মোটিভেট করতে পারে এবং নারীরাও এটি গ্রহণ করে নেয়। যদি বিবর্তন সীমালঙ্ঘনের কোনো সংকেত ডিজাইন না করে এবং এটি যদি সংজ্ঞানুসারে সোসালাইজেশনের পন্য না হয়, তাহলে কেন নিষিদ্ধ বস্তু এত থ্রিলিং?

বিস্ময়করভাবে, এটি আমাদের মস্তিষ্কের একটি অদ্ভুত নকশা। আমাদের দেহের অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম দেহের আনকনসাস প্রসেস ম্যানেজ করে যেমন পরিপাক, লালা নিঃস্বরণ অথবা শ্বসন। এই অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম একদল এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলারের মতো: তারা কীভাবে জব করে, আপনি সেটা জানেন না, কিন্তু তারা যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ না করে, তবে সকলকিছুই ক্রাশ করবে।

আমাদের অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের একটি অংশ হলো ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স। যখন এটি কোনো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে উপনীত হয়, সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম আমাদের দেহকে অ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত করে। এটি আমাদের হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি করে, আমাদের পেশির রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং এটি আমাদের গভীর নিঃশ্বাস নিতে সহযোগিতা করে। আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। কিন্তু আমাদের সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম আমাদের আর একটি দৈহিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে আর সেটা হলো "অর্গ্যাজম"। আমাদের সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম কী সীমালঙ্ঘনের প্রতি সেক্সচুয়ালি জাগ্রত হওয়ার ক্যাপাসিটির সাথে জড়িত? দুজন কানাডিয়ান মনোবিজ্ঞানী এই প্রভাবশালী ধারণা টেস্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার উত্তর ভ্যাঙ্কুভারে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সেতু ব্যবহার করে, তাদের এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করেছিলেন। প্রথমটি ছিল ক্যাপিলানো ক্যানিয়ন সাসপেনশন ব্রিজ, একটি সরু ফুটব্রিজ যা তারের সাথে সংযুক্ত কাঠের বোর্ড দিয়ে তৈরি।

ফিগার: ক্যাপিলানো ক্যানিয়ন সাসপেনশন ব্রিজ

এই ব্রিজটির দৈর্ঘ ৪৫০ ফুট বিস্তৃত কিন্তু কেবল ৫ ফুট প্রশস্ত। আপনি যখন এই ব্রিজটির ওপর দিয়ে হাঁটবেন, এটি দুলবে, কাত হবে অথবা টলমল করবে। আর কোনো কারণে আপনি যদি পা পিছলে পড়ে যান, তবে আপনি ২৩০ ফুট নিচে পতিত হবেন। দ্বিতীয় ব্রিজটির অবস্থান আরও দূরে ছিল। এটি আরও চওড়া, শক্ত এবং উঁচু হ্যান্ড্রাইল সহ ভারী সিডার দিয়ে তৈরি। ব্রিজটির থেকে আপনি যদি পড়ে যান, তবে আপনি মাত্র ১০ ফুট নিচের একটি সরু নদীতে গিয়ে পড়বেন। এই এক্সপেরিমেন্টে, একজন আকর্ষণীয় চেহারার ইন্টারভিউয়ার নারী ব্রিজে দাঁড়ানো ভিন্ন ভিন্ন দুটি মানুষের দিকে এগিয়ে যাবে এবং ব্রিজে দাঁড়ানো অবস্থাতেই তাদের কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলবে।

তাদের একজন অল্পবয়সী তরুণীর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত ড্র্যামাটিক গল্প লিখতে বলা হয়েছিল। ইন্টারভিউয়ার তাদের ফোন নাম্বারও দিয়েছিল, যদি তারা ঘটনাক্রমে তাদের সাথে কথা বলতে চায়। সম্ভবত, দুটি গ্রুপের সদস্যদের একমাত্র পার্থক্যই ছিল সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের সক্রিয়তার ভিন্নতা। আর তাই সাইকোলজিস্টরা আসলে কী আবিষ্কার করেছিল? যে সকল মানুষ অ্যাংজাইটি ইনডিউসিং ব্রিজ অতিক্রম করেছিল, লক্ষনীয়ভাবে তারা অধিক সেক্সচুয়াল কন্টেন্ট লিখেছিল, যারা নিরাপদ ব্রিজ অতিক্রম করেছিল, সে সকল মানুষের তুলনায়।

প্রথম গ্রুপের ১৮ জনের মধ্যে ৯ জন ব্যক্তি সবশেষে নারী ইন্টারভিউয়ারের সাথে যোগাযোগ করে, যেখানে দ্বিতীয় গ্রুপের ১৬ জনের মধ্যে মাত্র ২ জন ব্যক্তি একই কাজ করে। এর অর্থ হলো একজন মানুষের মধ্যে যখন বিপদের অনুভূতি তীব্র হয়, এটি তার যৌন জাগরণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু একজন নারী একই পরিস্থিতিতে কীভাবে রিয়েক্ট

করে? নারীর ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি আরও জটিল। নারীর সেক্সচুয়ালিটি মস্তিষ্কের দুটি আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত: সচেতন মানসিক জাগরণ এবং অচেতন শারীরীক জাগরণ। এই দু-ধরনের জাগরণ ডিটেক্টিভ এজেন্সি তদন্ত করে। যখন নারীর আনকনসাস সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ট্রিগার হয়, তখন ডিটেক্টিভ এজেন্সি তার দায়িত্ব পালন করে।

এই বিষয়টি কানাডিয়ান সাইকোলজিস্টরা তাদের আর একটি এক্সপেরিমেন্ট থেকে নিশ্চিত করেছিলেন। এই পরীক্ষায়, নারী সাবজেক্টদের দুটি ভিন্ন ভিন্ন কন্ডিশনে ভাগ করা হয়েছিল। একটি এক্সপেরিমেন্টাল কন্ডিশনে, একজন নারীকে সাধারণ ভ্রমণের একটি মুভি দেখানো হয়, তারপর হেট্রোসেক্সচুয়াল ফোরপ্লে এবং ইন্টারকোর্স। আর একটি কন্ডিশনে অংশগ্রহণকারীদের অঙ্গচ্ছেদের সাথে সম্পৃক্ত হুমকিকর ও ভয়ানক মুভি দেখানো হয়েছিল এবং তারপর ইরোটিক মুভি দেখানো হয়। গবেষকরা নারীর যোনিতে প্লেথ্যস্মগ্রাফ নামক একটি মেশিন বসিয়ে তার শারীরীক জাগরণ পরিমাপ করার চেষ্টা করে এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তার সাইকোলজিক্যাল জাগরণ মূল্যায়ন করে। অঙ্গচ্ছেদের সাথে সম্পৃক্ত মুভি দেখার পর, নারীর যোনিতে রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায়__ যেটি ইন্ডিকেট করছে যে তার দেহ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছে। যাই হোক, তারা উল্লেখযোগ্যভাবে বিবৃতি দিয়েছিল যে, তাদের সাইকোলজিক্যাল জাগরণ হ্রাস পেয়েছে। সহজ কথায়, তাদের দেহ উত্তেজিত হয়েছে কিন্তু মন উত্তেজিত হয়নি। এটি আমাদের নির্দেশনা দেয় যে, আমাদের শারীরীক রেসপন্স যদিও সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম দ্বারা প্রভাবিত হয়, আমাদের সাইকোলজিক্যাল দিক প্রভাবিত হয় খুব ভিন্নভাবে।

এই আবিষ্কার বিবেচনা করলে, এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে সীমালঙ্ঘনের সাথে সম্পৃক্ত যৌন জাগরণের পেছনে সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ভূমিকা পালন করে। যদিও নারী ও পুরুষের শারীরীক এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া ভিন্ন । এ বিষয়টিকে আরও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী ব্রেট কার তার “"Who’s Been Sleeping in Your Head?" বইতে একটি উল্লেখযোগ্য সেক্সচুয়াল ফ্যান্টাসি গল্প শেয়ার করেছিলেন। এই গল্পটি তাকে বলেছিল একজন বয়স্ক ইহুদি মহিলা।

তার পিতামাতা ভয়ানকভাবে নাৎসি গণহত্যায় মৃত্যুবরণ করেছিল। আর যে কেউ ভাবতেই পারে নাৎসিদের প্রতি তার রাগ ও আতঙ্ক অত্যন্ত প্রবল। যাই হোক, তার মস্তিষ্কে সবসময় একটি কল্পনা ভেসে বেড়াতো যে, একজন নাৎসি পোশাক পরিহিত এস.এস অফিসার তাকে জোরপূর্বক আনড্রেস করছে, তাকে ড. জোসেফ মেঙ্গেলের মেডিক্যাল এক্সামিনেশন টেবিলে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছে এবং সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে তার দেহকে তদন্ত করছে।

বিস্ময়করভাবে, যে পুরুষটি তার পিতাকে হত্যা করেছিল, তার প্রতি সে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ উত্তেজনা অনুভব করেছিল, তার প্রতি ছিল তার ডিপ সিক্রেট ফ্যান্টাসি এবং তার বর্ণনা অনুসারে এস এস অফিসার ছিল তার জন্য "the most explosive of orgasms"। নাৎসি ফ্যান্টাসি, নাদিমের মাস্টারব্যাটরি আচরণ এবং ব্রিজ এক্সপেরিমেন্ট আমাদের একটি ঐক্যবদ্ধ ইশারা প্রদান করছে যে, আমাদের কাছে সীমালঙ্ঘনকে উত্তেজনাদায়ক মনে হয়: আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের একটি অংশ, যেটি বিপদকে প্রতিক্রিয়া করে, সেটি যৌন প্রতিক্রিয়াও উৎপন্ন করে।

যদি তাই হয়, সীমালঙ্ঘন নারী ও পুরুষ দুজনের আকাঙ্ক্ষার একটি ইউনিক সোর্স। সীমালঙ্ঘন নারীর ক্ষুদ্র পা অথবা লম্বা পুরুষের মতো বিবর্তনীয় কোনো সংকেত নয়। এটি আমাদের মস্তিষ্কের বিবর্তনীয় নকশার একটি অদ্ভুত ত্রুটি, এটি কোনো অভিযোজন নয়, এটি একটি উপজাত বা বাইপ্রোডাক্ট। যা কিছু বিপজ্জনক অথবা ট্যাবু__ তা সোশিওকালচার ঝুঁকি অথবা আইন লঙ্ঘনই হোক না কেন__ একইসাথে এটি আমাদের ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স এবং যৌন জাগরণ ট্রিগার করে।

স্পার্মের প্রতিযোগিতা ও ইন্টারনেট

শেক্সপিয়ার তার অথেলোতে যেই জেলাসির কথা বলেছিলেন, সেটা ছিল মূলত সেক্সচুয়াল জেলাসি। বিবর্তন পুরুষের মস্তিষ্ককে নারীর যৌন প্রতারণা শনাক্ত করার জন্য হাইপার-অ্যালার্ট করে ডিজাইন করেছে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, একজন নারী কার সন্তান গর্ভধারণ করেছে সেটা সে খুব ভালো করেই জানে কিন্তু একজন পুরুষ জানে না যে তার প্রেমিকার গর্ভে যেই সন্তান তৈরি হয়েছে সেটা কার। গবেষকরা ৯টি অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশের প্রায় ২৪ হাজার শিশুর ওপর পরিসংখ্যান করে দেখেছিলেন, ৩% শিশুর রিয়েল বাবা, তাদের মায়ের বর্তমান স্বামী অথবা প্রেমিক কোনোটাই নয়। এর অর্থ হলো, কমপক্ষে ৩০ জনের মধ্যে একজন পুরুষ নিজের অজান্তে এমন কোনো সন্তান লালন-পালন করে, যার সাথে তার জেনেটিক সম্পর্ক নেই, এটি আপাতত একটি ক্ষুদ্র শতাংশ, যদি না আপনিও সেই প্রতারিত পিতাদের একজন হয়ে থাকেন।

২০০৭ থেকে ২০০৮ সাল নাগাদ ব্রিটিশ চাইল্ড সাপোর্ট এজেন্সির কাছে ৩৫০০টি মামলা এসেছিল। এই সকল মামলার মূল কারণ ছিল সন্তানের পিতা বিশ্বাস করে না যে তার সঙ্গীর গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া সন্তান তার নিজের। বিস্ময়কর ব্যাপার

হলো, এই মামলাগুলোর ১৯% সত্য ছিল অর্থাৎ সমর্থনদানকারী পিতা সন্তানের প্রকৃত পিতা ছিল না। আজ আমেরিকায় প্রতি ৫ জনের মধ্যে একজন সন্তান জারজ, এই সকল সন্তান তাদের পিতার সাথে জৈবিকভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। আমাদের পূর্বসূরী হোমো ইরেক্টাস এবং হোমো ইরগেস্টাররাও জারজ সন্তান জন্ম দিত। অন্য একজনের সন্তানের জন্য অফুরন্ত সময়, শক্তি, সম্পদ ও আবেগ বিনিয়োগ করার ঝুঁকি থেকে একজন পুরুষের মস্তিষ্কের মধ্যে একটি লাই ডিটেক্টিং সফটওয়্যার বিবর্তিত হয়েছিল।

তারা এমন সব চিহ্ন অনুসন্ধান করতে শুরু করেছিল যা সঙ্গীর সম্ভাব্য অবিশ্বস্ততা ডিটেক্ট করতে পারে। ঈর্ষা হলো খুবই শক্তিশালী এবং অপ্রতিরোধ্য আবেগ, মাঝেমাঝে এটি হিংসাত্মক ক্রোধে বিস্ফোরিত হতে পারে। এই তীব্র আবেগ একজন ব্যক্তিকে চূড়ান্ত সব কর্মকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করে, যা শেক্সপিয়ারের অথেলোতে চিত্রায়িত করা হয়েছিল এবং সম্ভবত এটি ও.জে. সিম্পসনের বিখ্যাত কেসেও প্রতিফলিত হয়েছিল। ভয়ানক ব্যাপার হলো, একজন পুরুষ যদিও তার স্ত্রীকে অন্য কারও সাথে শেয়ার করতে তীব্র জেলাসি অনুভব করে কিন্তু এটা খুবই বিস্ময়কর পর্নো ইন্ডাস্ট্রিতে "cuckold porn" ব্যাপক জনপ্রিয়।

এই সকল পর্নে আমরা দেখতে পাই, একজন স্বামী তার স্ত্রীর সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করছে। বিভ্রান্তিকরভাবে একজন ব্যক্তি যখন চিন্তা করে যে তার স্ত্রী তার সাথে প্রতারণা করছে সে তীব্রভাবে জাগ্রত হয়। কুকল্ড ওয়েবসাইটের একটি মেসেজ বোর্ডে একজন ব্যক্তি লিখেছিল, আমার প্রেমিকা সেদিন হট ও সেক্সি পোশাক পরেছিল, যেটা সে সচারচর সবসময় করে না। তারপর সে সরাসরি ঘরের ছাদের সুইমিং পুলের কাছাকাছি চলে যায়, যেখানে সুইম করছিল তার ফ্রেন্ড। তাকে দেখে তার বন্ধু উঠে আসে, সে অনেক খুশি। সে যে কত খুশি সেটা তার শর্টপ্যান্টের ওপরের ফোলা অংশ দেখে বোঝা যাচ্ছে। আমি আবিষ্কার করি, আমার প্যান্টও ফুলে উঠেছে। ইংরেজী ভাষার হেট্রোসেক্সচুয়াল পর্নোগ্রাফিক সার্চের মধ্যে কুকল্ড পর্ন সবচেয়ে জনপ্রিয়।

এখানে তরুণরাই বেশি জনপ্রিয়। পর্নোহাবে "cheating wife" খুবই জনপ্রিয় একটি সার্চ। ২০১০ নাগাদ অ্যালেক্সা অ্যাডাল্ট লিস্টে প্রায় ৩৪৩টি ওয়েবসাইট ছিল, যেখানে একজন নারী আগন্তুকের সাথে সেক্স করে, যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল "Please Bang My Wife, Cream My Girlfriend and Cheater Sex Spy"। কুকল্ড পর্নের একটি সাধারণ দৃশ্যপট হলো পেইড স্ত্রী। এখানে স্ত্রীকে অন্য পুরুষের কাছে প্রদান করে পেমেন্ট নেয়া হয়। স্বভাবতই, এই সকল ইন্টারনেট ভিডিও ১৯৯৩ সালের মুভি "Indecent Proposal" এর মতো নয়, যেখানে একটি ব্যায়বহুল পেন্টহাউজে ডেমি মুর নামক একটি চরিত্র সন্ধ্যাকালীন একটি পরকীয়ার জন্য হ্যান্ডসাম রবার্ট রেডফোর্ড থেকে এক মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করেছিল।

তার পরিবর্তে এই সকল ভিডিও কারও স্ত্রীকে খুব সাধারণ দামে বিক্রি করে। এখানে একজন ট্যাটু পরিহিত বাইকার আপনার প্রেমিকাকে সোফায় ফেলে চোদার জন্য মাত্র কয়েকশত ডলার পে করে। কুকল্ড পর্নে বয়ফ্রেন্ড অথবা হাজব্যান্ড সবসময় সাইডলাইন থেকে সম্পূর্ণ ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করে, সে হতাশা এবং বিরক্তির চোখে তাকিয়ে থাকে। এ সকল ভিডিওতে মাঝে মাঝে স্ত্রী স্বামীকে ডেকে বলে বুলকে আরও সুপারিয়র ও ভালো কৌশল শিখিয়ে দিতে__ বুল কাকল্ডারের একটি কমন টার্ম (নারীদের এখানে হটওয়াইফ অথবা ককওল্ডার) বলা হয়। কুকল্ড সাইটের একটি ক্ষুদ্র অংশ যেমন "Forced BiCuckolds" সাইটে আমরা দেখতে পাই, একজন সন্তুষ্ট স্ত্রী স্বামীকে বুলের পেনিসে ব্লোজব করতে বাধ্য করছে। সুস্পষ্টভাবে এই সকল নারী তার স্বামীর পরিবর্তে অন্য কারও সাথে সেক্স করছে। এই যৌনতা স্বাধারণত ঐচ্ছিক, যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিপীড়ন ও ব্ল্যাকমেইলের মতো কিছু ব্যাপার দেখা যায়। একজন স্ত্রী লোন পরিশোধ করার জন্য লোন অফিসারের সাথে সেক্স করতে পারে, স্বামীর প্রমোশনের জন্য বসের সাথে সেক্স করতে পারে অথবা কোনো সুপার ভিক্টরি সেলিব্রেট করার জন্য স্বামীর এক ডজন বন্ধুর সাথে সেক্স করতে পারে। কিন্তু কুকল্ড ইরোটিকার আরও একটি ভয়ানক উপাদান আছে। এই লিস্টের দিকে তাকান। কুকল্ড সাহিত্যে এই দুই ওয়ার্ডের একটি সেন্টেন্স সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়।

Most Common Phrases in Cuckold Stories

black cock
black man
your wife
another man
your husband
big black
other men
my wife
her lover

অধিকাংশ কুকল্ড পর্নে আমরা সুঠাম দেহের কোনো কালো পুরুষের সাথে সাদা নারীর সেক্সচুয়াল কর্মকাণ্ড দেখতে পাই, তার স্বামী তাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে। অধিকাংশ কুকল্ড সাইট এক্সক্লুসিভলি কালো কুকল্ডারদের ফিচার ব্যবহার করে যেমন Interracial Hotwife, My Wife Went Black and Black Mother-Fuckers।

ক্রেগলিস্টে যে সকল বিজ্ঞাপন পোস্ট হয়েছিল, সেখানে এক তৃতীয়াংশ দম্পত্তি সুনির্দিষ্টভাবে কালো পুরুষ চেয়েছিল। Fantasti.cc ওয়েবসাইটে কুকল্ড ট্যাগ করা ৫০টি ভিডিওর মধ্যে সেরা ২৫টি ছিল কালো পুরুষ এবং কালো নারীর। কুকল্ড পর্নোসাইটের একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল ব্ল্যাক পেনিস। এটি অপরিহার্যভাবে বিশাল। একজন নারী সবসময় তার স্বামীর ক্ষুদ্র অর্গ্যানের সাথে এটাকে তুলনা করে প্রশংসা করে।

কেন প্রতারক স্ত্রীদের সবসময় কালো পুরুষদের সাথেই সেক্স করতে দেখা যায়? পর্নের একটি ধারা থেকে আমরা এর একটি সংকেত পাই, যেখানে কোনো নারী অথবা স্ত্রী নেই। Gay porn। সমকামী পুরুষরা কালো পুরুষদের হট মনে করে। রকো নামক একটি সমকামী পুরুষ বলে, এখানে আল্টিম্যাট লক্ষ্য হলো, তুমি আমাকে সাক করবে, আর আমি তোমার মুখে ঢেলে দেব। কালো পুরুষ হলো টপ, বিগ এবং স্ট্রং, তাদের একটি প্রভাবশালী এবং বিশাল ডিক আছে। সমকামী পুরুষদের কাছে চতুর্থ জনপ্রিয় ক্যাটাগরি হলো ব্ল্যাক। একজন সমকামী পুরুষ পেনিস অথবা অ্যানাসের তুলনায় কালো পুরুষ বেশি অনুসন্ধান করে। কেন? এর একটি সংকেত সমকামী পুরুষদের পর্নো সাইটে পাওয়া যায়। ২০১০ সাল নাগাদ সাদা এবং কালো পুরুষদের যত সমকামী পর্নো ছিল, সেখানে আট বারের মধ্যে সাত বার কালো পুরুষ শীর্ষে ছিল। অনলাইন ভিডিও এবং গল্পে একজন কালো পুরুষ একটি বিশেষ কোয়ালিটি ধারণ করে আর সেটা হলো: ডোমিন্যান্স বা আধিপত্য।

কিন্তু কেন একজন স্ট্রেইট পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে কোনো একজন প্রভাবশালী কালো পুরুষকে সেক্স করতে দেখলে টার্ন অন হয়। পুরুষের ঠিক কোন যৌন আকাঙ্ক্ষা তার যৌনতার ঈর্ষা অতিক্রম করতে সহযোগিতা করে? জীববিজ্ঞান আমাদের এই প্রশ্নের ভয়ানক একটি উত্তর দেয়। স্পার্ম কম্পিটিশন। স্পার্ম প্রতিযোগিতা আমাদের কাছে পুরুষের অনেক শারীরীক এবং আচরণগত অভিযোজন ব্যাখ্যা করতে পারে, যা একজন পুরুষকে অন্য পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে নারীর ডিমের ওপর দখল নিতে সহযোগিতা করে।

এ সকল অভিযোজন বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্যতা তৈরি করে। শিম্পাঞ্জির দৈত্যাকার অণ্ডকোষ বীর্যের প্রতিযোগিতা করার জন্য বিপুল শুক্রাণু জমিয়ে রাখে। এটি হলো একটি শারীরীক অভিযোজন। নারী শিম্পাঞ্জি তার ডিম নিঃস্বরণের সময় একাধিক পুরুষের সাথে সেক্স করে, তাই পুরুষ বেশি স্পার্ম লোড করতে পারে তার নিজের টিকে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

অনেক জীববিজ্ঞানী হাইপোথিসাইজ করেছিলেন, পুরুষের পেনিসের মাশরুমের মতো মাথা এবং সম্প্রসারিত দৈর্ঘ আর একটি শারীরীক অভিযোজন। এর কাঠামো প্রতিযোগী পুরুষের স্পার্ম বের করার জন্য খুবই কার্যকরী। আপনি সম্ভবত

দেখেছেন, বীর্যপাতের পর পুরুষের পেনিস অপরিহার্যভাবে নুইয়ে পড়ে। কিন্তু এর কারণ কী জানেন? প্রতিযোগী পুরুষের বীর্য বের করার পর একজন পুরুষ যেন নিজের বীর্য নিজেই স্ট্রোক করে বের না করে ফেলে, সেজন্যই বীর্যপাতের পর এটা হার্ডকোর নরম হয়ে যায়। কুকুর, হরিণ, ক্যাঙ্গারু শুক্রাণুর প্রতিযোগিতার কিছু আচরণগত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। যদি এই সকল প্রজাতির প্রাণীরা সেন্স করতে পারে, একজন নারী অন্য কোনো পুরুষের সাথে সেক্স করতে পারে, তবে তাদের অকাল বীর্যপাত দেখা যায়।

কখনো কখনো তারা খুব জোরে স্ট্রোক করে এবং কখনো কখনো মাল্টিপল ইজাকুলেশনও হয়। ইঁদুর, পেঁচা এবং ভ্রমর স্পার্ম কম্পিটিশনকে রেসপন্স করার জন্য তাদের স্পার্ম নিঃস্বরণ সমন্বয় করে। তাদের স্পার্মের গতিশীলতা এবং তাদের বীর্যপাতের শক্তি নির্ভর করে নারীর জন্য পুরুষের মধ্যকার প্রতিযোগিতার ঝুঁকির তীব্রতার ওপর। পুরুষ স্টিকলব্যাক মাছকে যদি অন্য কোনো পুরুষের সাথে তার প্রেমিকার পর্নোভিডিও দেখানো হয়, সে আরও বেশি বেশি স্পার্ম তৈরি করে। ঠিক এই কারণেই একজন পুরুষ কুকল্ড বা প্রতারক স্ত্রীর পর্নোভিডিও দেখলে বেশি জাগ্রত হয়। এটি আর একটি আচরণগত অভিযোজন। যদি একজন পুরুষ বিশ্বাস করে যে, তার সঙ্গী কোনো প্রতিযোগী পুরুষের সাথে সেক্স করছে, এই অভিযোজন তাকে দ্রুত এবং শক্তিশালী উপায়ে নারীর সাথে সেক্স করতে ফোর্স করবে।

একজন হটওয়াইফ তার কুকল্ড সঙ্গীর শারীরীক প্রতিক্রিয়া এভাবে বর্ণনা করেছিলেন: আমার স্থিতিশীল প্রেমিক, যার নিক নেইম "IFuckAmy", সে মানসিকভাবে দৃঢ় এবং শারীরীকভাবে দুর্বল। সে অবশ্যই একগামী। কিন্তু সে আমার জন্য একজন নতুন বয়ফ্রেন্ড নিয়ে আসে। সে শারীরীকভাবে ফিট। একই ছেলে আমাকে চোদার সময় কয়েকবার সে দেখেছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমার বয়ফ্রেন্ড খুবই জেলাস এবং পরবর্তীতে সে যখন আমাকে চুদেছিল, আমি খেয়াল করেছি যে, তার লোড খুবই স্ট্রং এবং হেভি এবং তার খুব দ্রুত অর্গাজম হয়েছিল।

অসংখ্য প্রজাতিতে, সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিযোগী পুরুষ, একজন শক্তিশালী স্পার্ম প্রতিযোগী এবং তার যৌন জাগরণ সর্বাধিক, সম্ভবত প্রভাবশালী পুরুষের বীর্যপাত আনুগত পুরুষ থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। কালো পুরুষদের যেহেতু প্রভাবশালীও মনে করা হয়, সম্ভবত তারা বীর্যের প্রতিযোগিতার সংকেতকে অধিক কার্যকরীভাবে জাগ্রত করতে পারে। ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী নিকোলাস পাউন্ড এমনকি অনুমান করেছিলেন, একটি দণ্ডায়মান পেনিস এবং মানি স্যুট দুটোই স্পার্ম প্রতিযোগিতার একটি সিগন্যাল, যেটি যৌন জাগরণ ট্রিগার করে।

যদি পাউন্ড সঠিক হয়ে থাকে, এটি সম্ভবত আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারবে, কেন বিশাল পেনিস কুকল্ড পর্নে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে বড় কালো পেনিস। এটাও আপনাকে মনে রাখতে হবে, পেনিস পুরুষের মস্তিষ্কে একটি

বিশেষ ভূমিকা পালন করে। স্পার্ম প্রতিযোগিতা আমাদের কাছে অনলাইন পর্নের আর একটি জনরা ব্যাখ্যা করতে পারে। ওয়েবসাইটে, গ্রুপ সেক্স বৈচিত্র্যময় উপধারায় বিস্ফোরিত হচ্ছে। এমন অনেক গ্যাং ব্যাং সাইট আছে, যেখানে একজন নারী এবং একাধিক পুরুষের ফিচার করা হয় যেমন such as Gang Bang Squad, Gang Bang Arena and Her First। অসংখ্য "Orgy" সাইট আছে যেমন Teenage Group Sex, Orgy World Girls, and Anal Party Orgies। এ সকল সাইটে প্রফেশনাল স্টারদের স্টেজ গ্রুপ সেক্স দেখানো হয়। পার্টি সেক্সের একটি ধারা আছে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে Frat House Fuck Fest, Party Hard Core and In the VIP। এই সকল সাইটে নাইট ক্লাব এবং পার্টি সেক্স দেখানো হয়, যেখানে একজন নারী অসংখ্য পুরুষের সামনে সেক্স করে, কখনোবা একাধিক সঙ্গীর সাথে। একই বাস্তবতার আরও কিছু অ্যামেচার গ্রুপ সেক্স সাইট আছে, যেগুলো কোনোপ্রকার অডিয়েন্স ছাড়াই গ্রুপ সেক্স করে যেমন Dare Dorm, Russian Orgy and Frat House Hazing। নিকোলাস পাউন্ড "polyandrous sexual activity (Gang Bang)" ভিডিও ব্যবহার করে একবার একটি এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, একজন পুরুষ একাধিক নারীর সাথে একজন পুরুষের সেক্সের দৃশ্য থেকে অথবা একজন নারীর সাথে একজন পুরুষের সেক্সচুয়াল দৃশ্য থেকে, একাধিক পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর সেক্সের দৃশ্য দ্বারা বেশি আকৃষ্ট হয়। অনলাইনে স্পার্মের প্রতিযোগিতার আর একটি প্রমাণ ছিল, গ্রুপ সেক্স অংশগ্রহণকারীদের লিঙ্গের অপ্রতিসাম্যতা। অসংখ্য ওয়েবসাইট দশ থেকে পনের জন পুরুষের সাথে একজন নারীকে সেক্স করতে দেয় যেমন 6 Buck Orgy, 10 Man Cum Slam and 15 । কিন্তু একটি ওয়েবসাইট পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি রাখে আর সেটি হলো "Fuck Team Five"।

এখানে আমরা ৩ থেকে ৫ জন নারী দেখতে পাই, যে একজন ভাগ্যবান পুরুষকে সন্তুষ্টি দিচ্ছে। যদিও দুই নারী এবং এক পুরুষের থ্রিসাম ভিডিও জনপ্রিয়, ফাক টিম ফাইভ অ্যালেক্সা অ্যাডাল্ট লিস্টের একমাত্র সাইট, যেখানে আমরা একজন পুরুষের সাথে মাল্টি-ফিমেইল দেখতে পাই। বিপরীতে ৩৮১টি গ্যাং ব্যাং সাইট আছে, যেখানে মাল্টি-মেল ও ওয়ান-ফিমেইল পর্নো প্রদর্শিত হয়। (কিছু সংখ্যক মাল্টি-ফিমেইল এবং ওয়ান-মেল ওয়েবসাইটের ধারাও আছে যেমন CFMN(Clothed Female Naked Man)।

যাই হোক, এই ধারাতে আমরা কেবল দেখতে পাই একজন পুরুষ একদল পোশাক পরিহিত নারীর পক্ষ থেকে উত্তক্ত, শাসিত ও অপমানিত হচ্ছে। আর এটি সম্ভবত ভিন্ন কোনো সাইকোলজিক্যাল সংকেতের প্রতি আবেদন সৃষ্টি করে: সাবমিশন বা আনুগত্য)। পর্নোহাবে ১০১০ সাল নাগাদ প্রায় ৩০০ গ্রুপ সেক্স ভিডিও দেখা যায়।

তার মধ্যে ৪৫টি ভিডিও ছিল, একাধিক পুরুষ ও একজন নারীর; ২৫টি ভিডিও ছিল তিন বা ততোধিক নারীর সাথে একজন পুরুষের। এক্সট্রিম পর্যায়ের গ্রুপ সেক্সের ধারাও দেখা যায়। প্রায় কয়েক ডজন মেগা গ্যাং ব্যাং ভিডিও আছে, যেখানে একজন সিঙ্গেল নারীর সাথে শতাধিক পুরুষের সেক্স প্রদর্শিত হয়।

বিপরীতে, আমরা এমন কোনো ভিডিও পাই না, একজন পুরুষ কয়েক ডজন নারীর সাথে সেক্স করছে, এমনকি CFNM পর্নেও আমরা এটা দেখতে পাই না। লিঙ্গের তারতম্যে গ্রুপ সেক্সের ফ্যান্টাসিতে পার্থক্য দেখা যায়। নারীর চেয়ে পুরুষের গ্রুপ সেক্স ফ্যান্টাসি সর্বাধিক। একজন পুরুষ নারীর চেয়ে গ্রুপ সেক্সের প্রতি বেশি ফ্যান্টাসি প্রদর্শন করে। এটা গ্রুপ সেক্সের সময় বিপুল সংখ্যক পুরুষের উপস্থিতির মাধ্যমে খুব সহজে বোঝা যায়। পুরুষের মস্তিষ্ক স্পার্মের প্রতিযোগিতা সমর্থন করে, তার একটি শেষ প্রমাণ ইন্টারনেট থেকে যাওয়া যায়। ইন্টারনেটে গে-গ্যাং ব্যাং খুবই জনপ্রিয়। গে-পুরুষদেরও কুকল্ড সংকেতের প্রতি সেনসেটিভিটি আছে।

কেন পুরুষ চায় তাকে সাক করা হোক?

অনেক নারীই আছেন, সেক্সের সময় কোনো সাউন্ড করে না। আসলে অসংখ্য নারী সেক্সের সময় পুরোপুরি উত্তেজিত হয় না। অনেক নারীকে বলতে শুনি তাদের কখনো অর্গ্যাজমই হয় না। তাই এটা খুবই অযৌক্তিক যে সে ফেইক সাউন্ড ও এক্সপ্রেসন তৈরি করবে। কিন্তু একজন পুরুষ যদি নারীর সুস্পষ্ট এক্সপ্রেসন বুঝতে না পারে, পুরুষটি পুরোপুরিভাবে টার্ন অন হয় না। পর্নোস্টার Sasha Grey প্রচলিত বিউটি স্ট্যান্ডার্ড থেকে সুন্দর নয়। তার দেহ খুবই স্কিনি এবং কার্ভলেস। কিন্তু পর্নোওয়েবসাইটে তার বিশাল ফ্যান ব্যাজ আছে।

প্রশ্ন হলো, সাশা সেক্সচুয়ালি আকর্ষণীয় না হওয়ার পরও, কীভাবে তার এত হিউজ ফ্যান কমিউনিটি ডেভেলপ হতে পারে? ফ্রিওয়ান নামক একটি ওয়েবসাইটে একজন ভক্ত তার সম্পর্কে রিভিউ লিখতে গিয়ে বলেন, "স্তন নেই, জঘন্য রোগা কিন্তু ঈশ্বরের অভিশাপ! আমি তারপরও সারাদিনই তার পর্নোগ্রাফি দেখি! এই চিকন রোগা মহিলাটি সেক্সের সময় পুরোপুরি টার্ন অন থাকে, সে পরিস্কারভাবে তার যৌন উত্তেজনার এক্সপ্রেসন প্রকাশ করে, সে খুব আন্তরিক, ডিপলি সাক ও ফেশিয়াল করে। এই পর্নোস্টার মূলত খুবই উৎসাহের সাথে এই কাজগুলো করে। তার মতো আন্তরিক

হার্ডওয়ার্ক করে এরকম স্টার খুব কমই আছে। আমার ইচ্ছা করে এইরকম এনার্জিটিক একজন মেয়েকে খুন করে ফেলি"।

যে সকল নারী অথেনটিক অর্গ্যাজমের এক্সপ্রেসন প্রকাশ করে একজন পুরুষের কাছে সে সবচেয়ে হট ও আকর্ষণীয় অথবা পুরুষের দেহ টার্ন অন হয় না। আপনার একটা ব্যাপক সুন্দর বডি থাকলেই যে একজন পুরুষ টার্ন অন হয়ে যাবে, এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। সেক্সচুয়ালি রেসপন্সিভ নারী যদি দেখতে আকর্ষণীয় না হয়, তার অর্গ্যাজমের অথেনটিসিটির কারণে সে পপুলার হয়ে ওঠে। এরকম অসংখ্য পর্নোস্টার আছে, যারা কেবল তাদের এক্সপ্রেসনের কারণে বিরাট ফেন বেইজ তৈরি করে ফেলেছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন, Sasha Grey, Nina Hartley, Chloe, Cytherea and Jenna Jameson। ২০১৩ সাল নাগাদ Tiffany Tatum, Maya Bijou, Kimmy Granger, Scarlit Scandal, Kenzie Reeves, Maddy O'Reilly এবং Janice Griffith সহ আরও কয়েকজন পর্নোস্টারের বিশাল ফ্যান বেজ পাওয়া যায়, তাদের এক্সপ্রেসনের তীব্রতার কারণে। যেখানে একজন পুরুষ নারীর ফেইক এক্সপ্রেসন দেখলেই ক্রেইজি হয়ে যায়, সেখানে এই সকল পর্নোস্টার রিয়াল অর্গ্যাজম তৈরি করতে পারে। সমকামী পুরুষরাও তার সঙ্গীর উত্তেজনাদায়ক এক্সপ্রেসনের প্রতি আকৃষ্ট। ২০১১ সালে Fan#tasti.cc পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইটের কমেন্ট সেকশনে সবচেয়ে পপুলার কমেন্ট ছিল, "She loves it!", "Look at how excited she is," "Would more co#cks make her even happier?"। দ্বিতীয় জনপ্রিয় কমেন্ট ছিল, "What a delightful piece of anatomy"।

কিন্তু অনেক নারী পুরুষকে এই অনুভূতি থেকে বঞ্চিত করে। তারা সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় রোবটিক হয়ে থাকে। আমার এক ফ্রেন্ড বলেছিল, "আমার প্রেমিকা খুবই দারুণ, চমৎকার বডি অ্যানাটমি কিন্তু সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় সে মৃত মানুষের মতো বিহেভ করে, আমি ফোরপ্লে অথবা ডিপ পেনিট্রেশন যাই করি, তার পক্ষ থেকে কোনো অ্যাকটিভ রেসপন্স নেই এবং এমনকি সে কোনোদিন সাক ও ফেশিয়াল কিছুই করেনি। আর এজন্য আমি পুরোপুরিভাবে টার্ন অন হতে পারি না। আমার যৌন উত্তেজনা আপ-ডাউন করে, আমি মনে মনে কল্পনা করে নেই যে সে আমাকে সাক করছে। আমার যৌন জীবন প্রচণ্ড অসুখী এবং আমি তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারছি না আর"।

আসলে এটা পুরুষের অন্যায় আকাঙ্ক্ষা নয়। এটি তার একটি বিবর্তনীয় প্রয়োজনীয়তা।পুরুষের মস্তিষ্ক এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন সে নারীর বিশ্বস্ততা নির্ণয় করতে পারে। যে সকল নারী সেক্সের সময় পুরুষের সাথে অন্তরঙ্গতা এবং সক্রিয়তা প্রদর্শন করে না, তারা পুরুষের আকাঙ্ক্ষার সফটওয়্যারকে ট্রিগার করতে ব্যর্থ হয়। একজন পুরুষ যদি দেখে তার পার্টনার সাইলেন্ট এবং কুল, তবে তার মস্তিষ্ক

অবচেতনে তাকে সিগন্যাল দেয় যে, এই নারী অবিশ্বস্ত, তার পরকীয়া প্রেম আছে এবং সে তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে।

একজন পুরুষ চায় তার প্রেমিকা সেক্সচুয়ালি সক্রিয় হোক এবং সে তার আনন্দের অনুভূতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করুক। পুরুষের যৌন জাগরণের জন্য এটি একটি কন্ডিশন। একজন নারী যদি পুরুষকে আনন্দদায়ক যৌন অনুভূতি দিতে পারে, তবে পুরুষটি বারবার সেই নারীর সাথে শুতে চাইবে, আর এটি দীর্ঘকালীন সম্পর্কের ভিত্তি অথবা সম্পর্কগুলো ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড অথবা সাময়িক সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যেতে পারে। পর্নোগ্রাফিতে কিছু কিছু নারীর বীর্যপাত হয়, যেটাকে বলে "squirting"। এটি হলো দুধের মতো দেখতে একপ্রকার সাদা পদার্থ। এটি নারীর যৌন জাগরণের একটি পরিস্কার সাইন। এ ধরনের পর্নোস্টারদের পর্নোগ্রাফিক বিশ্বে বিরাট ফ্যানবেইজ আছে।

মেয়েরা পাগল হয়ে গেছে!

২০১১ সালে একজন ব্যক্তি পর্নোগ্রাফিক মুভির মাধ্যমে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিলেন। বিস্ময়করভাবে, তিনি এই টাকা উপার্জন করার জন্য কোনো ইন্টারকোর্স অথবা ফ্যালিটো ফিল্ম তৈরি করেনি। সে কোনো অভিনেত্রী ভাড়া করেনি অথবা সে কোনো সেটও তৈরি করেনি। তার মুভিতে কোনো স্টোরিই ছিল না এবং সাম্প্রতিক তার মুভিগুলো বিক্রির জন্য ইন্টারনেটে নেই। এই ব্যক্তির নাম ছিল জয় ফ্রান্সিস। তার কোম্পানির নাম ছিল "Girls Gone Wild"।

ফ্রান্সিসের ভিডিওগুলোতে কলেজের মেয়েরা তার আলট্রা-লো-বাজেটের ক্যামেরার সামনে নিজেদের এক্সপোজ করত। আর এটি সাধারণত গ্রীষ্মকালীন ছুটি এবং ইউনিভার্সিটি পার্টির সময়গুলোতে ধারণ করা হতো। এই সকল কলেজ ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের তারা বিভিন্নভাবে উস্কানী দিয়ে তাদের থেকে সফট-কোর পর্ন আদায় করে নিত। আর এটি করার জন্য তারা মেয়েদের গার্ল গোন ওয়াইল্ডের টি-শার্ট গিফট করত এবং তাদের বোঝাতো যে তাদের এই ছবি মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ ওয়াচ করবে। তাদের সেলিব্রেটি করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তাদের কাছ থেকে তাদের নুড পিকচার ও সংক্ষিপ্ত ভিডিও আদায় করে নিত। আর এই সকল ভিডিও মধ্যরাতে ইনফোমার্শিয়াল নামক একটি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করত। কেন একজন পুরুষ মাত্র ৫ সেকেন্ডের ইন্টারকোর্স ফ্রি একটি ভিডিও কালেকশন দেখার জন্য $19.99 ডলার ব্যয় করেছিল?

জয় ফ্রান্সিসের গুলফস্ট্রিয়াম বিমান এবং সিলভার ফেরারি পুরুষের মনের দুর্বলতাকে ব্যবহার করে অস্তিত্বশীল হয়েছিল। আর এই দুর্বলতা হলো পুরুষ নারীর অথেনটিক শরীর পছন্দ করে। নারী ও পুরুষ দুজনের কাছেই অথেনটিসিটি গুরুত্বপূর্ণ। এটি ডিটেক্টিভ এজেন্সির একটি প্রাথমিক কাজ: সেই সকল সংকেত অনুসন্ধান কর, যে সংকেতের মাধ্যমে তুমি বুঝতে পারবে পুরুষটি তার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সৎ কি না।

সে কী সত্যিকারার্থেই আলফা অথবা সে পিকআপ আর্টিস্ট কমিউনিটির কোনো কৌশল প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে? সে কী আমাকে সত্যি ভালোবাসে, অথবা সে আমাকে কেবল বিছানায় নেয়ার চেষ্টা করছে? অন্যদিকে, পুরুষ সবসময় শারীরীক অথেনটিসিটি অনুসন্ধান করে। তার ব্রেস্টগুলো কী সত্যিই বড় অথবা সে কোনো ভিক্টোরিয়া সিক্রেট পরিধান করেছে, এগুলো বড় করে তোলার জন্য? তার বয়স কী সত্যি ২৫ বছর অথবা সে কেবলই নিজেকে তরুণ দেখানোর জন্য কোনো প্রযুক্তি অ্যাপ্লাই করেছে? তার চেহারা কী বিশুদ্ধ যৌন আনন্দ প্রকাশ করে অথবা সে মিথ্যা এক্সপ্রেসন প্রকাশ করছে? শারীরীক অথেনটিসিটির প্রতি এই আকাঙ্ক্ষা অ্যামেচার অথবা ক্যান্ডিট পর্নের অসাধারণ জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করেছিল। ডগফাইলে অ্যামেচার নয়টি সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্যাটাগরির মধ্যে অন্যতম। কেন অথেনটিসিটি ভিজুয়াল সংকেতের পরিবর্তে একটি মনস্তাত্বিক সংকেত?

এক্ষেত্রে আমরা সমকামী পুরুষদের কথাই বলতে পারি। সমকামী পুরুষ এবং স্ট্রেইট পুরুষ দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। একজন সমকামী পুরুষ একজন স্ট্রেইট পুরুষকে পছন্দ করে, সে কোনো গে পুরুষ পছন্দ করে না, এমনকি যদি দুজন যমজও হয় তাতে কিছু আসে যায় না। একইভাবে, একজন স্ট্রেইট পুরুষ কোনো হট প্রফেশনাল পছন্দ করে না, সে পছন্দ করে অ্যামেচার। ওয়েবসাইটে এরকম অসংখ্য ভিডিও আছে। এই সকল ওয়েবসাইট ফেসবুক অথবা মাইস্পেস থেকে পাওয়া সাধারণ নারীদের ফটো এবং ভিডিও ফিচার করেছে।

এই ছবিগুলো সাধারণত ডোনেট করে থাকে তাদের এক্স-বয়ফ্রেন্ড, অথবা এগুলো একজন ব্যক্তির অজান্তেই আইফোনের মাধ্যমে ক্যাপচার করা। উদাহরণস্বরূপ Watch My Girlfriend, Busty Candids, JayBee, Girls Next Door এবং and Real Emo। রেডিট বিশ্বের সবচেয়ে বিশাল নিউজ সাইটগুলোর একটি, সেখানে একটি খুব জনপ্রিয় “Gone Wild forum” আছে, যেখানে ব্যবহারকারীরা নিজের ছবি নিজেই পোস্ট করে। “Dare Dorm” নামক একটি ওয়েবসাইট আছে, যেখানে কলেজ শিক্ষার্থীরা নিজেই নিজেদের গ্রুপ সেক্সের ভিডিও ধারণ করে প্রেরণ করে। যদিও অসংখ্য পর্নোগ্রাফিক সাইট নুডিটি ধারণ করে, অ্যামেচারদের খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ নন-নুড এবং খুব সরলভাবে আকর্ষণীয় কোনো নারীর প্রাত্যহিক জীবনের ফিচার ধারণ

করে। অ্যামেচারের একজন ফ্যান কমপ্লেইন করেছিল, আমি এখন প্রফেশনাল পর্ন দেখিই না। অসংখ্য ফেইক টিটস, ফেইক অর্গ্যাজম, ফেইক শীৎকার এবং প্রায় প্রতিটি সেশনেই দেখা যায়___একটা ছেলে একজন মেয়ের মুখে বীর্যপাত করছে।

অ্যামেচার সাইটগুলো মাঝেমাঝে তাদের মিডিয়ামে নারীর বিশুদ্ধতার প্রমাণ উপস্থাপন করে ডিজিটাল ক্যামেরায় লো-রেজুলেশনের ছবি অথবা জনবহুল ব্রিজের ব্লারি ফটোশটের মাধ্যমে। "Girls Gone Wild" ভিডিওতে মার্ডি গ্র্যাস ফেস্টিবল অথবা স্প্রিং ব্রেকে নারীদের ছবি ফিল্ম করা হয় অথবা অসংখ্য মানুষের সাথে বসে থাকা অবস্থায়, যা আসলে ফেইক নয়। অবশ্যই, অবজেক্টিভলি বলতে গেলে পিক্সেলেটেড পিকচারে অথেনটিক বলতে কোনোকিছু নেই কারণ আপনি তার সাথে কখনো দেখা করেননি এবং আপনি তার সম্পর্কে কোনোকিছুই জানেন না।

তারপরও একজন ব্যক্তির একটি দূরবর্তী সম্ভাবনা আছে যে, সে প্রফেশনাল পর্নোস্টারের সাথে টাকার বিনিময়ে সেক্স করতে পারবে। কিন্তু একজন অপরিচিত অ্যামেচার সবসময় তার ধরাছোঁয়ার বাহিরে। তারপরও একজন পুরুষ প্লেবয়ের নেক্সট ডোরের মহিলাকে পছন্দ না করে, তার নিজের নেক্সট ডোরের মহিলাকেই পছন্দ করে।

একজন রেডিটের কমেন্টার বলেছিলেন, সকল পর্নোস্টারই মিথ্যা, মিথ্যা বুবস, মিথ্যা চুল, মিথ্যা অর্গাজম। কিন্তু আপনি কলেজের ভিডিওগুলোতে বাস্তবতা পাবেন, যেখানে এক দল নারী তার প্রেমিকের সাথে একত্রে সেক্স করছে, মেয়েরা এটা ভালোবাসে, তাদের প্রাকৃতিক শরীর__এটি অনেকটা দিন এবং রাতের মতো। আর একটি সম্পর্কযুক্ত পর্নোগ্রাফির জনরা আছে "রিয়ালিটি পর্ন", যেটি অ্যামেচার পর্নের অথেনটিসিটি অনুকরণ করে।

"Mike's Apartment" নামক একটি ওয়েবসাইট আছে, যেখানে মেয়েরা শহুরে এলাকায় থাকার জন্য যৌনতার ব্যবসা করে। আর একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় দীর্ঘকালীন উদাহরণ হলো ব্যাং বাস। যেখানে পর্নোগ্রাফাররা ক্যালিফোর্নিয়ার আশেপাশে একটি ভ্যান রাইড করে এবং সে সকল নারীদের অনুসন্ধান করে, যাদের রাইড প্রয়োজন আছে। তারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক একাকী নারী খুঁজে পায়, যারা একদল আগন্তুকের সাথে ভ্রমণ করতে রাজি হয় এবং তাদের সাথে সেক্স করে। এই ধরনের সাইটগুলো পুরুষের অথেনটিসিটির প্রতি দুর্বলতা ব্যবহার করে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় করে।

ছেলেদের ফ্ল্যার্ট করার সুযোগ দেন প্লিজ!

এ পর্যন্ত আমি ১৫ জন নারীর সাথে সেক্স করেছি। সবাই আমার কলেজ ও ভার্সিটির ফ্রেন্ড। কিন্তু অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির কসম! একবার সেক্স করার পর আমার তার প্রতি আর কোনো সেনসিটিভিটি কাজ করে না। আমার মস্তিষ্ক একটি ফাকিং হোল, বিগ ফাকিং হোল। আমি জানি না, এই মুহূর্তে আমার কী করা উচিত। কিন্তু বিশ্বাস কর দোস্ত, এইটার ওপর আমার কোনো কন্ট্রোল নাই। আমাকে আমার এক্স-গার্ল ফ্রেন্ডরা অভিশাপ দেয়। তারা বলে আমি অনৈতিক। কিন্তু একমাত্র আমার মস্তিষ্কের নিউরন জানে, আমি একটা মাদার ফাকার। আমি একটা প্রাগৈতিহাসিক নষ্ট। নষ্টামি আমার ডিএনএ-তে কোডিং করা। ছেলেটি কাঁদতে থাকে।

কারণ যে মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য সে ৫ বছর যুদ্ধ করেছে, ৩০ লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছে, সেক্স করার পর তার প্রতি আর কোনো গ্রেভেটি কাজ করে না। একদিন দুপুরে নিজের প্রেমিকার ছোটবোনকে সোফায় ফেলে সেক্স করার সময় সে ধরা পড়ে যায়। এরপর রিলেশন ব্রেকআপ। শুধু তাই নয়, আমার এই ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু আমাকে আরও বলেছিল, সে তার এক্সের ছবি অ্যামেচার সাইটে ডোনেট করতে চেয়েছিল, নৈতিকতার তাড়নায় সে এটা করতে পারেনি কিন্তু নিজের প্রেমিকার ছোটবোনকে সোফায় ফেলে সেক্স করার সময় সে কোনোপ্রকার মরাল রেস্ট্রিকশন ফিল করেনি।

সে এটাকে দুর্দমনীয় যৌন আকাঙ্ক্ষা বলেছে। আমার মিক জ্যাগারের কথা মনে পড়ে যায়, যে ব্যক্তি চার হাজার নারীর শরীরে বীর্যপাত করেছিল। কেন পুরুষ এমন হয়? কেন পুরুষদের মধ্যে অ্যামাচার পর্নো এত জনপ্রিয়? কেন পুরুষ পর্নোস্টারদের তুলনায় সাধারণ মেয়েদের নুড ভিডিওর প্রতি বেশি আকৃষ্ট?

বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য ইঁদুরের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। ১৯৫০ সালে গবেষকরা আবিষ্কার করেছিলেন, একটি পুরুষ ইঁদুর যদি একই নারীর সাথে কয়েকবার সহবাস করে, সে ক্লান্তবোধ করে। এটা অনেকটা এমন যে, সে দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে সোফায় বসে পড়েছে এবং রিমোট হাতে নিয়ে বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ার ক্রিকেট ম্যাচ দেখা শুরু করেছে। পুরুষ ইঁদুর কয়েক রাউন্ড খেলার পর যখন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে, তখন নারী ইঁদুর এসে তার শরীরে ম্যাসাজ এবং সাক করতে থাকে। সে তার মনে আসক্তি ছড়িয়ে পুনরায় জাগানোর চেষ্টা করে কিন্তু ছেলেটি খুব সরলভাবে তার বাসায় শুয়ে থাকে এবং তার মধ্যে কোনোপ্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। ঠিক এই সময় গবেষকরা একজন অপরিচিত অ্যামাচার নারী এনে ইঁদুরের খাঁচায় উপস্থাপন করে।

অ্যামেচার দেখে মুহূর্তেই ইঁদুরটি লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার চারপাশে স্ক্রল করতে থাকে, সে তার দেহের পেছনের পা ও বুটস প্রদর্শন করে এবং তার বহুমূখী লেজ নাড়াতে থাকে। যে পুরুষ ইঁদুর কিছুক্ষণ পূর্বেই ক্লান্ত ও ডিপ্রেসড হয়ে শুয়ে ছিল, সে পুরুষটি এখন পাক্কা খেলোয়াড়ের মতো মাঠে নেমে যায়। সে মাদকাসক্তের মতো এই নতুন নারীর সাথে যৌন মিলন করে। গবেষকরা অবাক হয়। তারা ইঁদুরটির সামনে নতুন নতুন নারী এনে উপস্থাপন করে, আর ইঁদুরটি মেসির মতো একের পর এক গোল পোস্টে পুস করতে থাকে। একবার একটি ইঁদুর একসাথে বারোজন নারীর সাথে সেক্স করেছিল এবং ফাইনালি সে ক্লান্ত হয়ে ধপাস করে পড়ে গিয়েছিল।

প্রতিবার সেক্স করার পর পরই সে ক্লান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই নতুন কোনো নারী তার সামনে এসে দাঁড়ায়, সে লাফিয়ে উঠে এবং তাকে ব্রাউজ করতে শুরু করে। এটা অনেকটা সূতায় বাঁধা পুতুলের মতো, তার ব্রেন তাকে যেটা কমান্ড করছে, সে সেটাই পালন করছে। যখনই সে নতুন কোনো মহিলা দেখে, সে প্রায় মুহূর্তেই হর্নি হয়ে যায় ! কিন্তু কেন? পুরাতন নারীর সাথে সেক্স করলে কী এমন সমস্যা ছিল তার?

স্টেট ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। একটি এক্সপেরিমেন্টে তারা ৪০ জন হেট্রোসেক্সচুয়াল পুরুষকে সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের ছবি দেখিয়েছিল। তাদের যৌন জাগরণ পরিমাপ করার জন্য তাদের পেনিসে "plethysmograph" নামক একটি মেশিন বসানো হয়েছিল। একদল তরুণকে একই সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের ছবি ৫ বার দেখানো হয় এবং অন্য একদল তরুণকে ভিন্ন ভিন্ন সময় ৫টি ভিন্ন ভিন্ন ইরোটিক ছবি প্রদর্শন করা হয়। এই এক্সপেরিমেন্টে দেখা গিয়েছিল, প্রথম গ্রুপের সদস্যদের পেনিসের রক্ত প্রবাহ সময়ের সাথে কমে যাচ্ছে এবং পরবর্তী গ্রুপে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কেন একজন পুরুষের একবার অর্গ্যাজম হয়ে যাওয়ার পর, দ্বিতীয়বার তার জাগ্রত হতে সমস্যা হয়? কেন একবার অর্গ্যাজম হলেই তার পেনিস নরম হয়ে যায়? আবার কেনই একই পুরুষ কোনো ফ্রেশ নারীর উপস্থিতিতে মুহূর্তেই জাগ্রত হয়ে ওঠে? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, স্পার্ম কম্পিটিশন।

পুরুষের পেনিস বিবর্তিত হয়েছিল নারীর যোনি থেকে অন্য পুরুষের স্পার্ম বের করার জন্য। এজন্যই মূলত পুরুষ হার্ডকোর পেনিট্রেশন করতে চায়। পুরুষের একবার স্পার্ম আউট হয়ে যাওয়ার পর সে যদি একই নারীর প্রতি পুনরায় জাগ্রত হয়, তবে সে নিজের স্পার্ম নিজেই বের করে ফেলবে। কারণ পুরুষের পেনিসের অ্যানাটমি এমনই। এজন্যই সেক্সের পরপর পুরুষের পেনিস শুয়ে পড়ে।

এটা পুরুষের দুর্বলতা নয়, এটি একটি কৌশল। পুরুষের পেনিস যখন শুয়ে থাকে তখনও সে অন্য পুরুষের বিপক্ষে নীরব যুদ্ধ করে। সে তখন সাইলেন্ট কিলার। অন্য পুরুষের স্পার্ম বের করে নারীর যোনিতে নিজের স্পার্ম রাখার পর, একই নারীর

প্রতি পুরুষ যদি বারবার জাগ্রত হয়, তবে সে ভুলক্রমে নিজের স্পার্ম নিজেই বের করে ফেলবে। কিন্তু নতুন কোনো নারীর ক্ষেত্রে তার জন্য এই আতঙ্ক নেই। সেক্সের পর একজন পুরুষের পেনিস নরম হয়ে যায় এবং সে তার সেক্সচুয়াল ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলে। যদি সে এই কৌশল না মেনে চলত তবে, সে নারীকে কখনোই প্রেগন্যান্ট করতে পারত না। এজন্যই পুরুষের ব্রেন নতুন নতুন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য প্রোগ্রামড। এটাকে বলে স্পার্ম প্রিজার্ভেশন টেকনিক।

পুরুষ অসভ্য ও লুচ্চা বলেই সে নতুন নতুন নারীর সাথে সেক্স করতে চায়, এইটা সঠিক নয়। পুরুষ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তার স্বার্থেই নতুন নতুন নারী চায় ও অ্যামেচার পর্নো পছন্দ করে। রেগুলার পর্নোস্টারের প্রতি পুরুষ এজন্যই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ওয়েবক্যামে যে সকল নারী প্রথমবার তাদের নুড ভিডিও প্রকাশ করে, তারা প্রথম এক সপ্তাহেই সর্বোচ্চ ইনকাম করে। পর্নো ইন্ডাস্ট্রিতেও নতুন একজন পর্নোস্টার মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

আজকাল তরুণ অ্যামেচাররা বিনামূল্যেই তাদের নুড ভিডিও পাবলিসড করতে চায়। তারা চায় মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ তাদের ওয়াচ করুক। JayBee, Sexbook, and My Ex Girlfriend নামক ওয়েবসাইটগুলোতে হাজার হাজার অ্যামেচার নারীর ছবি পাওয়া যায়।

এই সকল সাইটে নারীরা নিজেই নিজের নুড বডি পাবলিসড করে। এর কারণ হলো নারী পুরুষকে তার শরীর দিয়ে আকৃষ্ট করতে চায়, আর পুরুষ নারীর শরীরের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার পে করে হ্যাপি ফিল করে। আর তাই নেক্সট টাইম নিজের বয়ফ্রেন্ডকে লুচ্চা বলার আগে কমপক্ষে দশবার ভাববেন! মনে রাখবেন, তার মস্তিষ্কের ডিজাইনার আপনি না। তাই তাকে বুলিং বা ট্রল করার কোনো অধিকার নেই আপনার!

ফাকার ও ফাকিং হোল

গেলডাস হলো একপ্রকার বানর যারা ইথিওপিয়ায় বাস করে। তাদের সৌনালী কেশর এবং লাল চোখ আছে। তারা ঘাস খায় এবং ধারালো দাঁত আছে। তাদের বুকের মধ্যে একটি বিশেষ জোড়াতালি আছে, যেটি দেখতে হোয়ারগ্লাসের মতো। হোয়ারগ্লাসের রঙ গ্রুপে একটি গেলডাসের গুরুত্ব প্রদর্শন করে। আলফা পুরুষের সবচেয়ে উজ্জ্বল হোয়ারগ্লাস থাকে। সে গ্রুপের লিডার এবং তার চারপাশে অসংখ্য নারী থাকে। এখানকার নারীরা খুবই মূল্যবান এবং আলফা পুরুষ যদি তাদের যত্ন না নেয়, তবে

তারা তাকে পরিত্যাগ করে। আলফা পুরুষের স্থান দখল করার জন্য এখানে সবসময় অন্যান্য পুরুষ অপেক্ষা করে। যদি কোনো কারণে পুরুষটি দুর্বল হয়ে ওঠে, অন্য আর একটি পুরুষ তাকে অ্যাটাক করে। আলফা পুরুষ তার নিজের পজিশনের জন্য সবসময় যুদ্ধ করে কিন্তু মাঝেমাঝে সে পরাজিত হয়। যদি একটি পুরুষ পরাজিত হয়, তারপরও তাকে গ্রুপে থাকার অনুমোদন দেয়া হয়। তার হোয়ারগ্লাস গোলাফি রঙে রূপান্তরিত হয়।

আমরা সেক্সের সাথে জড়িত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সাইকোলজিক্যাল সংকেতের দিকে চোখ রাখতে পারি এবং এগুলো নারী ও পুরুষ দুজনের মধ্যেই পাওয়া যায়: সেক্সচুয়াল ডোমিনেশন এবং সেক্সচুয়াল সাবমিশন। পুরুষের মস্তিষ্কে, সবচেয়ে প্রাথমিক এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী সংকেত হলো আপনি একজন নারী এবং পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারবেন কি না। সেক্সচুয়াল সাবমিশন হলো, নারীর মস্তিষ্কের একটি মৌলিক সংকেত। কিন্তু প্রথমে আসুন আমরা সামাজিক আধিপত্য এবং যৌন আধিপত্যের পার্থক্য সম্পর্কে পরিস্কার হই। যদিও এই প্রসঙ্গটির ওপর বিশদ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা নেই, এটা মনে হয় যে, সামাজিক আধিপত্য এবং যৌনতার আধিপত্য মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সাথে জড়িত। সামাজিক আধিপত্য প্রধানত সামাজিক স্ট্যাটাসের ওপর নির্ভর করে এবং এটি পুরুষতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে বেশিকিছু।

উদাহরণস্বরূপ, পুরুষ গেলডাস যখন সামাজিক আধিপত্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকে, তার দেহে তখন রেডনেস এবং হোয়ারগ্লাস শেইপ দেখা যায়। নারী গেলডাসেরও হোয়ারগ্লাস শেইপ আছে, কিন্তু তার রেডনেস আমাদের ডিম নিঃস্বরণ সাইকেল সম্পর্কে বলে, এটি আমাদের তার সামাজিক স্ট্যাটাসের কথা বলে না। যৌন আধিপত্য বলতে সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় একজন ব্যক্তির রোল প্লেয়িং বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ, ইঁদুরদের মধ্যে ইন্ট্রোমিশন (যে ইনসার্ট করে) হলো সেক্সচুয়ালি ডোমিন্যান্ট একটা রোল, যেখানে লর্ডোসিস (যে রিসিভ করে) একটি সাবমেসিভ রোল। সমকামী সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উপর ও নিচ বলতে সেক্সচুয়ালি ডোমিনেন্ট এবং সেক্সচুয়ালি সাবমেসিভ রোল বোঝানো হয়। তাই, সামাজিক আধিপত্য এবং সেক্সচুয়াল আধিপত্য একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু ভিন্ন।

এবার আসুন আমরা সামাজিক আধিপত্য নিয়ে কথা বলি। আমরা পূর্বে দেখেছিলাম, কীভাবে একজন প্রভাবশালী পুরুষ নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিস মার্পল এবং অন্যান্য নারীর মধ্যে আমরা আলফা পুরুষের প্রতি ট্রেন্ড দেখতে পাই, যারা তাদের কন্ঠ, ঘ্রাণ এবং এমনকি চলার ধরনের মধ্য দিয়ে আধিপত্য প্রকাশ করে।

প্রাণীদের জগতে সামাজিক আধিপত্য প্রায়শই একটি পুরুষালী ব্যাপার এবং এটি এমনকিছু যা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। পুরুষের আধিপত্য

সাধারণত একটি হর্মোন দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার নাম টেস্টোস্টেরন, যেটাকে কেউ কেউ ম্যাল কম্পিটিশন হর্মোনও বলে থাকে। আর টেস্টোস্টেরনের প্রভাবেই পুরুষ গেলডাসের মধ্যে লাল রঙের হোয়ারগ্লাস শেইপ দেখা যায়। টেস্টোস্টেরন আগ্রাসনের সাথে জড়িত, যে সকল পুরুষের টেস্টোস্টেরন উচ্চ পর্যায়ের তাদের মধ্যে আগ্রাসনের পরিমাণ বেশি হয়। যুদ্ধে পারদর্শী হওয়া অথবা উচ্চমাত্রিক পদমর্যাদা অর্জন করা কখনো কখনো পুরুষকে সামাজিক লিডার হতে সাহায্য করে।

বানরের মস্তিষ্কের রাগ ও আগ্রাসনের সাথে জড়িত অংশগুলো স্টিমুলেট করে বিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন, যখন তাদের মস্তিষ্ক স্টিমুলেট করা হয়, তারা অন্যদের সাথে ফাইট করে। টেস্টোস্টেরন পুরুষের আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের সাথে সংযুক্ত যেমন পেশি, গভীর কন্ঠ এবং স্কিনের বিভিন্ন কালার। আর তাই গ্রুপে একজন ব্যক্তির অবস্থান কত উঁচু, সেটা নির্ধারণ করার জন্য টেস্টোস্টেরন বিশাল ভূমিকা পালন করে। আমাদের এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো মানুষই ডোমিন্যান্ট হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সে এটা অর্জনের জন্য কাজ করে এবং এখানে তার সফল না হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এজন্য পুরুষের মস্তিষ্ক ডোমিন্যান্ট ও সাবম্যাসিভ দুটি পর্যায়ে মুভ করার জন্য বিবর্তিত। একজন পুরুষের আলফা পুরুষ হওয়ার জন্য যে সকল ফিজিক্যাল এবং পারসোনাল বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন, একজন পুরুষ সে সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেই যে সে আলফা পুরুষ হবে বিষয়টি এমন নয়।

উদাহরণস্বরূপ, একজন পুরুষের লম্বা, দৃঢ়, গভীর ভয়েস, আগ্রাসী ব্যক্তিত্ব অথবা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থাকার পরও সে যদি আলফা পুরুষ হতে চায়, তবে সমাজের অন্যান্য পুরুষের সাথে তার ইন্টারেকশন প্রয়োজন। এর অর্থ হলো সামাজিক ডোমিন্যান্স পুরুষের মস্তিষ্কে হার্ডওয়্যার্ড নয় কিন্তু এটি সময়ের সাথে অভিযোজিত এবং পরিবর্তিত হয়। "The Blind Side" মুভিতে মাইকেল অথার এনএফএলের একজন টপ অফেন্সিভ ট্যাকল ছিল। ৬'৪" হাইট বিশিষ্ট্য ৩০৪ পাউন্ড ওজনের এই ভদ্র দৈত্য প্রথম দিকে খুবই ভীতু ও অনুগত ছিল। তার ভেতর আত্মবিশ্বাস তৈরি করার জন্য তার প্রচুর সময় ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ছিল।

সামাজিক আধিপত্য একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক সফলতা অথবা নারীর কাছে তার আকর্ষণকেই প্রভাবিত করে না; এটি সরাসরি তার যৌনতাকেও প্রভাবিত করে। এর একটি অস্বাভাবিক উদাহরণ ছিল নুড মোল ইঁদুর, যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত একটি স্তন্যপায়ী। নেকেড মোল ইঁদুরকে জীববিজ্ঞানীরা "ইউসোশ্যাল সৃষ্টি" বলে থাকে, যারা পিঁপড়া এবং টারমাইটের মতোই। তাদের কলোনিতে তাদের ভিন্ন ভিন্ন রোল আছে। একটি দল আছে বন্ধ্যা। তাদের অশেষ প্রজনন অধিকারসম্পন্ন রানী আছে।

এখানে মজার ব্যাপার হলো এই যে, যে সকল ইঁদুর অধীনস্থ তারা কর্মী। অধীনস্থ কর্মীরা অ্যাসেক্সচুয়াল, নারী ও পুরুষ কর্মীর মধ্যে পার্থক্য নেই বলেলই চলে।

তারা প্রজনন করতে পারে না কিন্তু তারা মাটি খনন, খাবার অনুসন্ধান এবং সন্তানের দেখাশুনার দিকে মনোযোগ দেয়। তারা কোনোপ্রকার প্রশ্ন ছাড়াই রানীর কমান্ড মেনে চলে। অন্যদিকে, নেকেড মোল ইঁদুরদের একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ আছে, যারা ব্রিডার এবং তারা সেক্স করে। কিন্তু নেকেড মোল ব্রিডার হবে অথবা কর্মী হবে, সেটি জেনেটিক্যালি সেট আপ করা নয়। তাদের ব্রেন দুটি রোলসের জন্যই বিবর্তিত। অ্যান্ড্রোজেন এবং টেস্টোস্টেরন নামক সুনির্দিষ্ট কিছু হর্মোন এই রূপান্তরের সাথে জড়িত। যখন অ্যান্ড্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখন একজন ব্যক্তির মস্তিষ্কে দাসত্বের অনুভূতি দেখা দেয় এবং উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

ইঁদুরগুলো সুস্পষ্ট সেক্সচুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক প্রদর্শন করতে শুরু করে। একইভাবে, তাদের মস্তিষ্কে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পরিবর্তন দেখা যায়: নতুন নিউরন ডেভেলপ হয়, বিদ্যমান নিউরনের রিসেপ্টরের সংখ্যা কমে যায় এবং তাদের মস্তিষ্কের ওয়্যারিং রূপান্তরিত হয়। একবার যখন একজন অধীনস্থ ব্যক্তি সমাজে নিজেকে ডোমিন্যান্ট দাবি করে, তার জন্য প্রধান পুরস্কার হলো যৌন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ। নেকেড মোল ইঁদুরদের সামাজিক আধিপত্য এবং যৌনতার মধ্যে যেই সংযোগ, তা অসংখ্য ম্যামাল সোসাইটিতে দেখা যায়: সেক্স ড্রাইভের বৃদ্ধি।

একজন মানব পুরুষ যখন সামাজিকভাবে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, তার দেহ অধিক টেস্টোস্টেরন তৈরি করে, যেটি তার সেক্স ড্রাইভ বৃদ্ধি করে। যে সকল পুরুষের টেস্টোস্টেরনের মাত্রা অনেক বেশি, তারা খুব অল্প বয়সেই তাদের ভার্জিনিটি হারায়, অন্যদের তুলনায় তাদের সেক্স পার্টনার বেশি হয় এবং তারা মেয়েদের সেক্স করার জন্য খুব দ্রুত প্রতারিত করতে পারে। আর এজন্য আলফা পুরুষদের খুবই সুতীব্র সেক্স ড্রাইভ দেখা যায়।

টেলিভিশন সিরিজ "Breaking Bad" এর একটি চরিত্র ছিল ওয়াল্টার হোয়াইট। তার দেহে টার্মিনাল ল্যাং ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে অবৈধ ক্রিস্টাল মিথের জগতে প্রবেশ করবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সে এই অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে এবং একজন ড্রাগের ডিলারকে হত্যা করে। সে নিজেই একজন বিখ্যাত ড্রাগ ডিলারে পরিণত হয়, একজন সত্যিকার আলফা পুরুষ। এই অপ্রত্যাশিত আধিপত্য অর্জনের পর, সে তার বাসায় ফিরে আসে এবং তার স্ত্রীর সাথে দুর্দান্ত পর্যায়ের সেক্স করে। তার আগে তার মধ্যে এত চূড়ান্ত যৌন তাড়না দেখা যায়নি।

"Man on Wire" ডকুমেন্টারিতে একবার দেখানো হয়েছিল ফিলিপ পেটিট নামক একজন ব্যক্তি একটি অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। সে অবৈধভাবে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার টুইনটাওয়ারে একটি অবৈধ কেবল সেট করেছিল এবং ফ্লোর থেকে ১২০ ফুট উচুতে উঁচুতে কোনোপ্রকার সেফটি ইকুয়েপমেন্ট ছাড়াই সে তার দুর্দান্ত খেলা দেখিয়েছিল। তাকে পুলিশ গ্রেফতার করার পর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল কারণ

পাবলিক দাবি করেছিল সে একজন হিরো। সে যখন পুলিশ স্ট্যাশনে হেঁটে বেড়াচ্ছিল শত শত মানুষ তাকে ঘিরে ধরেছিল। একজন মহিলা তার এই নতুন পাওয়া আলফা পুরুষ উপাধির ওপর মোহিত হয়েছিল। সে তার কাছে ছুটে যায়। ফিলিপ পাবলিক ও মিডিয়ার তীব্র মনোযোগ ও ভীড় উপেক্ষা করে মেয়েটিকে নিয়ে তার অ্যাপার্টমেন্টে যায় ও সেক্স করে। সে একবারও চিন্তা করেনি যে এখন তার বীরত্ব প্রদর্শনের সময়, সেক্সের নয়।

অধ্যায় ৬

নারীর মনের লজিক গেট

The logic gate of the woman's mind

কেন নারীর মনে রোম্যান্টিক ভালোবাসা বিবর্তিত হয়েছিল?

একজন নারী জন্মের পর ১ থেকে ২ মিলিয়ন ডিম নিয়ে জন্মায়। ৫৫-৬০ বছর বয়সে তার প্রায় ১০,০০০ ডিম অবশিষ্ট থাকে। মেনোপজের শেষের দিকে তার ডিম অবশিষ্ট থাকে মাত্র ৭০-১০০টি।

অন্যদিকে একজন পুরুষ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৫০০ স্পার্ম তৈরি করে, আর সারাজীবনে এই স্পার্মের পরিমাণ দাঁড়ায় কয়েকশত বিলিয়ন থেকে ট্রিলিয়ন। তাই একজন নারী সবসময় পুরুষ নির্বাচনে সিলেক্টিভ কারণ তার ডিম সসীম। এজন্যই দেখা যায়, স্কুল ও কলেজ লাইফের রিলেশনগুলো প্রায়শ ভেঙে যায়। একজন নারীর সামনে আপনি যদি ১০০ জন পুরুষ উপস্থাপন করেন, সে ১০০ জন পুরুষের মধ্যে তাকেই নির্বাচন করবে যে আলফা বা বিটা। সে সবচেয়ে টপ রেঞ্জের পুরুষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু একজন পুরুষ এদিক থেকে একেবারেই অপরিকল্পিত। গবেষণায় দেখা গেছে, একজন পুরুষ ১০০ জন নারীর মধ্যে অন্তত ৬০ জন নারীর সাথে এক রাতের জন্যে হলেও সেক্স করতে চায়, কিন্তু নারী প্রথম দেখায় কোনো আগন্তুকের সাথে সেক্স করতে চায় না।

১৯৯৬ সালে ভায়াগ্রা যখন সেক্সচুয়াল ডিসফাংশনের সমস্যা সমাধান করে বিপুল জনপ্রিয়, তখন নারীর যোনির ওপর গবেষকরা ভায়াগ্রা প্রয়োগ করেছিলেন। তারা চেয়েছিলেন, সেক্সচুয়াল ডিসফাংশন আক্রান্ত নারীদের যোনিতে ভায়াগ্রার মাধ্যমে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করবে ও তার যৌন আকাঙ্খা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। কিন্তু গবেষকরা ব্যর্থ হয়। তারা দেখতে পায়, ভায়াগ্রার প্রভাবে নারীর যোনিতে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায় না কারণ সে মানসিকভাবে সে জাগ্রত হয় না।

কুইন্স ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক, মেরেডিথ চিভার্স ২০০৪ সালে নারীর ওপর আর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। তারা নারীকে বিভিন্ন ইরোটিক ছবি দেখায় যেমন লেসবিয়ান, স্ট্রেইট এবং মাঙ্কি সেক্স। প্লেথ্যস্মগ্রাফ নামক একটি মেশিন দিয়ে এই সময় নারীর যোনির রক্ত প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। গবেষকরা দেখতে পান, মাঙ্কি সেক্স থেকে শুরু করে হেট্রোসেক্সচুয়াল সেক্স ___ সকল সেক্সচুয়াল দৃশ্যই নারীর যোনিতে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু সাইকোলজিক্যালি সে কেবল হেট্রোসেক্সচুয়াল ও লেসবিয়ান সেক্স দেখেই জাগ্রত হয়েছে।

যার অর্থ হলো, নারীর দেহ ও মন বিচ্ছিন্ন, একজন নারী কারও প্রতি ফিজিক্যালি সেক্স ফিল করলেও, সে তার প্রতি সাইকোলজিক্যাল সেক্স ফিল করবে, এমন কোনো রুলস নেই। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, একজন নারীর যৌনতা চারটি বিষয়ের ওপর ডিপেন্ড করে আর তা হলো ইমোশনাল ডিটেক্টিভ, সোশ্যাল ডিটেক্টিভ, কালচারাল

ডিটেক্টিভ এবং ফিজিক্যালি ডিটেক্টিভ। মূলকথা কথা হলো, একজন নারী একজন পুরুষের মধ্যে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখতে চায়। প্রতিটি নারীর প্রধান উদ্দেশ্য থাকে আলফা। নারীর মন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ড দ্বারাও প্রভাবিত।

আয়মান সাদিক যতই চমৎকার ও আকর্ষণীয় পুরুষ হোক না কেন, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো না হলে মুনজেরিন তাকে কখনোই পছন্দ করত না, আয়মান যদি লিহন হতো মুনজেরিন তাকে চয়েজ করত না। কারণ তার ফিজিক্যালি হাইট যতই ভালো হোক, তার বুটস যতই আকর্ষণীয় হোক এবং তার ভয়েস যতই পুরুষালী হোক, তার সোশ্যাল ও কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড মুনজেরিনের সাথে রিজোন্যাট করে না।

নারী সবসময় আলফা পুরুষ চায়। এজন্য অনেক সেলিব্রেটি ও আকর্ষণীয় নারী আলফা পুরুষই পায়। আর বিটা, ওমেগা ও প্রোটেক্টিভ পুরুষরা আলফা পুরুষের চারপাশে ঘুরঘুর করে, তার পোস্টে লাইক ও কমেন্ট করে তাকে সেলিব্রেটি করে তোলে আর রাতের বেলায় সেলিব্রেটি ফিগারকে ভেবে মাস্টারবেট করে এবং অধীনস্ত নারীরা গভীর হতাশা ও আতঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ট্যাবলেট খায়। ডিপ্রেসন কেটে উঠলে পুনরায়, তাদের পোস্টে লাইক ও কমেন্ট করে শান্তনা নেয়, নিজেকে প্রভাবশালী ফ্রিকোয়েন্সির কাছাকাছি রেখে মানসিক শান্তি পায়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, ১০০ জন পুরুষের মধ্যে নারী যদি কেবল আলফা ও বিটা পুরুষকেই পছন্দ করে, অন্য পুরুষগুলো যাবে কোথায়? মাস্টারবেট করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় আছে? ঠিক এ কারণেই বিশ্বে বিপুল সংখ্যক নারী (৩.৯ বিলিয়ন) অস্তিত্বশীল থাকার পরও, নারী পুরুষের সাথে সেক্স করতে চায় না, তারা আলফা আর বিটা খুঁজে আর মিলিয়ন মিলিয়ন পুরুষ নারীর অভাবে মাস্টারবেট, পর্নোগ্রাফি ও ইরোটিক স্টোরিতে হারিয়ে যায়, তারা তাদের আইডলকে পর্নোহাবে খুঁজে নেয়।

কিছুদিন পূর্বে ফ্লোরা নামক এক নারীবাদী (বাংলাদেশী) সুগার ডেডি বিয়ে করে সিগারেট হাতে ছবি পোস্ট করে ভাইরাল হয়েছিল। তার কদিন পর সে পোস্ট করে এই কথা ক্লিয়ারলি বলেছিল, ফকিন্নি বিয়ে করা বাধ্যতামূলক নয়। এখান থেকেই নারীর রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্র্যাটেজির মৌলিক একটি সত্য বেরিয়ে আসে আর তা হলো, একজন নারী কেবল পুরুষের শরীর দ্বারা প্রভাবিত নয়, সে তার থেকে বেশিকিছু চায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন, নারীর মন এত জটিল?

এই প্রশ্নের উত্তর ছিল নারীর মন কম্পিউটারের AND গেটের মতো। কম্পিউটারের অ্যান্ড গেটের একটি উদাহরণ হলো একটি মোবাইল ফোন অথবা রকেটের সিকিউরিটি লক। একটি রকেটের সিকিউরিটি লক খোলার জন্য যেমন একাধিক ইনপুট প্রয়োজন, তেমনি নারীর মনের সিকিউরিটি লক খুলে, তার ডিমের ওপর অ্যাকসেস নেয়ার জন্যেও আপনার মাল্টিপল ডিজিটের একটি পাসওয়ার্ড

প্রয়োজন। আপনি একজন পুরুষের সামনে যদি অভিনেত্রী মিথিলা অথবা বিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহার একটি ৩০ সেকেন্ডের ইরোটিক ভিডিও প্রদর্শন করেন, সে মুহূর্তেই টার্ন অন হয়ে যাবে, তার পেনিসে রক্ত প্রবাহ বেড়ে যাবে এবং সে মাস্টারবেট করা শুরু করবে। একজন পুরুষ একবারের জন্যেও এটা দেখবে না যে, মিথিলা অথবা সেঁজুতি সাহার সামাজিক স্ট্যাটাস কী।

সেঁজুতি সাহা বিজ্ঞানী অথবা একজন রাঁধুনি সেটা পুরুষের কাছে কোনো ম্যাটার করে না, একজন পুরুষ ফোকাস করবে সেঁজুতি সাহার দেহের বুবস ও বুটসের ওপর। আর এজন্য পুরুষের মস্তিষ্ককে তুলনা করা হয় কম্পিউটারের OR গেটের সাথে। কম্পিউটারের অর-লজিক-গেট হলো একটি ফোনের সুইচের মতো, যেখানে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট আউটপুট পাওয়ার জন্য একটি ইনপুট দরকার হয়।

আপনি একজন নারীকে ৩০ সেকেন্ডের একটি পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে সেক্সচুয়ালি টার্ন অন করতে পারবেন না, কারণ একজন নারী পুরুষের পেনিস অথবা বুটস নয়, তার থেকেও বেশিকিছু দেখতে চায়। একজন নারী দেখতে চায় পুরুষটি গুগলের সিইও, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাথম্যাটিশিয়ান অথবা বিশ্ববিখ্যাত কোনো ফুটবল প্লেয়ার। এটা ঠিক যে কিছু কিছু পুরুষ সামাজিক স্ট্যাটাস সম্পন্ন নারীর প্রতি সেক্স ফিল করে। আমার এক বন্ধু শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির প্রতি টার্ন অন হয় এবং নিয়মিত তার ছবি দেখে মাস্টারবেট করে। এ ধরনের যৌন আকাঙ্ক্ষাগুলো সীমালঙ্ঘনের প্রতি মস্তিষ্কের ডোপামিন সার্কিটের সেনসেটিভিটির একটি পরিণাম হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন নারীর মস্তিষ্ক পুরুষ নির্বাচনের পূর্বে একটি পাসওয়ার্ড দাবি করে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য চলুন আমরা ৮ মিলিয়ন বছর অতীত থেকে ঘুরে আসি:

মিলিয়ন বছর অতীতে থেকে দেখা:

৮ মিলিয়ন বছর পূর্বে আফ্রিকার জঙ্গল খেজুর, ডুমুর, বন্য নাশপাতি, মেহগনি এবং চিরহরিৎ গাছে সমৃদ্ধ ছিল। এই সময় আমাদের পূর্বসূরীরা ছিল বৃক্ষবাসী। নৃতাত্ত্বিকদের কাছে যদিও তাদের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো রেকর্ড নেই কিন্তু একটা ব্যাপারে তারা প্রায় নিশ্চিত যে, এই সময় আমাদের পূর্বসূরীরা ছিল দেখতে আধুনিক শিম্পাঞ্জির মতো, যারা আমাদের সাথে ৯৮% ডিএনএ শেয়ার করেছিল। এরা ছিল শিম্পাঞ্জি ও মানুষের সাধারণ পূর্বসূরী। আমরা যদিও সঠিকভাবে এদের নাম জানি না। তবে তাদের "দ্য লাস্ট কমন এনসেস্টর" বলে ডাকা হয়। বিজ্ঞানীরা যখন তাদের নাম উল্লেখ করেন, তখন সাধারণত "আর্ডিওপিথিকাস অথবা সাহলেনথ্রপাস (Ardipithecus and

Sahelanthropus)" নামক দুটি শব্দ ব্যবহার করেন। ফসিল রেকর্ড থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন, এই সকল বৃক্ষবাসী পূর্বসূরী দলবদ্ধভাবে বাস করেছিল, এক একটি দলে সদস্য ছিল ৮০ থেকে ১০০ জন। তারা গাছের চূড়ায় ঘুমিয়েছিল, ঘুম থেকে জেগে মাটিতে নেমে এসেছিল এবং তারা একসাথে তাদের নিজস্ব একটি এলাকায় স্পেস শেয়ার করেছিল। তাদের কোনো ভাষা ছিল না, তারা বিভিন্ন শব্দ ও শারীরীক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিজের মনকে এক্সপ্রেস করেছিল।

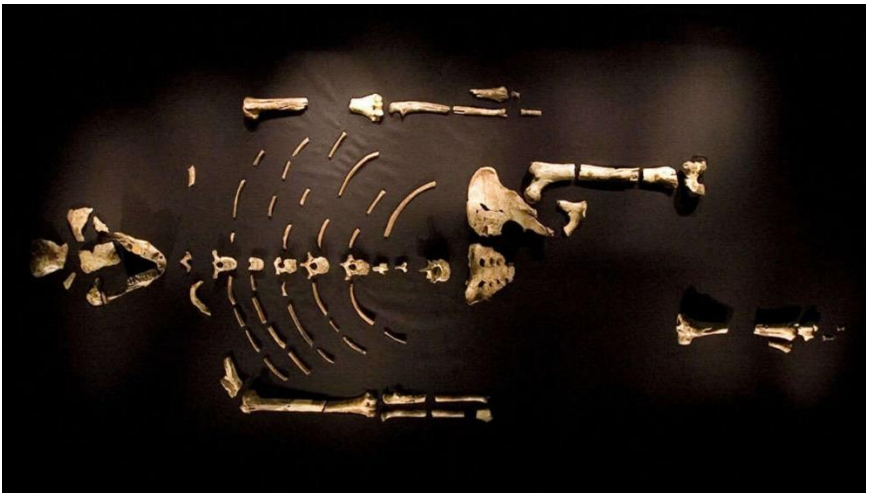

ফিগার: ফসিল রেকর্ড থেকে পাওয়া আর্ডিওপিথিকাসের একটি স্কেলিটন।

তারা পাথরের হাতুড়ি চালাতে পারত, যেটা দিয়ে তারা বাদাম ভেঙ্গেছিল। তারা দেখতে আজকের শিম্পাঞ্জির মতোই ছিল। তারা শিকার করেছিল, খাবার ভাগ করেছিল এবং নিজের প্রতিবেশী গ্রুপের সাথে যুদ্ধ করেছিল।

আসলে আজও শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কের সাথে আমাদের অদ্ভুত সব মিল পাওয়া যায়। গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন, শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কে ফটোগ্রাফিক মেমরি আছে। আপনাকে যদি আমি একটি ৯ ডিজিটের একটি সিকিউরিটি লক ১০ সেকেন্ডের জন্য দেখিয়ে সেটা মুছে ফেলি, আপনি সেটা স্মরণ করতে পারবেন না। কিন্তু শিম্পাঞ্জি পারে! শুধু তাই নয়, নয় সংখ্যার একটি পাসওয়ার্ডের কোন কোন ডিজিট কম্পিউটারের কোনো কোন স্পোটে প্রদর্শিত হয়েছিল, সে স্পোটগুলো একটি শিম্পাঞ্জি মুহূর্তেই মুখস্ত করে ফেলতে সক্ষম। "Chimp vs Human" নামক একটি এক্সপেরিমেন্টে বিবিসি একবার

দেখিয়েছিল, মেমরির ক্ষমতায় শিম্পাঞ্জি মানুষকে জঘন্যভাবে পরাজিত করতে সক্ষম, ফটোগ্রাফিক মেমরি সম্পন্ন মানুষ বা অটিজমের কিছু রোগী ছাড়া মেমরির প্রতিযোগিতায় শিম্পাঞ্জির সাথে কোনোভাবেই লড়াই করে টিকে ওঠা সম্ভব নয়।

ফিগার: তেৎসুর মাৎসুজাব ১৯৭৭ সাল থেকে এআই নামক একটি শিম্পাঞ্জির ওপর গবেষণা করেছিলেন।

একজন বিজ্ঞানী বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, ভাষা ও মেমরির সাথে সম্পৃক্ত ব্রেন সার্কিট মস্তিষ্কের একই লোকেশনে অবস্থান করে। মানুষের ভাষার সাথে সম্পৃক্ত এলাকার নাম হলো ব্রোকা ব্রেন এরিয়া এবং মেমরির সাথে সম্পৃক্ত কর্টেক্সের নাম হিপোক্যাম্পাস। এই দুটি ব্রেন সার্কিট একসাথে অবস্থান করার কারণে কোনো একটি সার্কিট যদি বেশি বড় হয়ে ওঠে, ত+বে অন্যটির জন্য স্পেসের পরিমাণ হ্রাস পায়।

মানুষের ভাষা বিবর্তনের সময় তার ব্রোকা ব্রেন এরিয়া বড় হয়ে গিয়েছিল, যার ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে হিপোক্যাম্পাস ছোট হয়ে গেছে। আর এজন্য শিম্পাঞ্জির থেকে তার স্মরণশক্তি আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। মানুষের মস্তিষ্কে প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স আছে। প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সের মাধ্যমে তারা ভবিষ্যৎ সময়কে কল্পনা করতে পারে। কিন্তু শিম্পাঞ্জির কোনো ভবিষ্যৎ কাল নেই, তার মধ্যে সেন্স অব ফিউচার কাজ করে না।

মানুষের মস্তিষ্কে সেন্স অব ফিউচার উপস্থিত থাকার কারণে সে কেবল বর্তমান বাস্তবতা নিয়েই চিন্তা করে না, সে সম্ভাব্য আরও অসংখ্য অপশন বা বিকল্প নিয়ে চিন্তা করে। এজন্য মানুষ যা শিখে বা পর্যবেক্ষণ করে, সেটা সে পুরোপুরিভাবে মনে রাখতে পারে না কারণ প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স বিভিন্ন সম্ভাব্য অপশন দেখিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করে। এ কারণেই একটি শিম্পাঞ্জি মুহূর্তেই ৯ ডিজিটের একটি পাসওয়ার্ড হুবহু স্ক্যান করে রাখতে পারে, মানুষ পারে না।

এটি আমাদের আবারও প্রমাণ করে যে, আমাদের ‘লাস্ট কমন এনসেস্টর’ শিম্পাঞ্জির মতোই দেখতে কোনো জীব ছিল। তারা শিকার করেছিল, তারা সম্পর্ক গড়ে

তুলেছিল এবং প্রতিবেশীদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু মানুষের থেকে তারা সেক্সচুয়ালি বেশি সক্রিয় ছিল। তারা বহুগামী ছিল এবং তারা কোনো দীর্ঘকালীন সম্পর্কই গড়ে তুলত না।

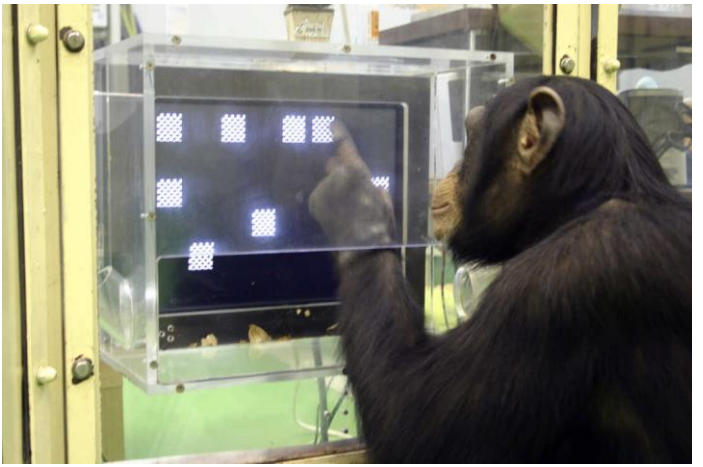

ফিগার: গবেষণায় দেখা গেছে ৯ ডিজিটের একটি পাসওয়ার্ড একটি শিম্পাঞ্জি ৯০ শতাংশ সময় মনে রাখতে পারে। যদিও স্ক্রিন থেকে সংখ্যাগুলো মুছে ফেলা হয়, তাতে তার এই স্মরণশক্তি প্রভাবিত হয় না।

যাই হোক, শিম্পাঞ্জির মতোই হয়তো আমাদের পূর্বসূরীদের কোনো রোম্যান্টিক ভালোবাসা ছিল না। তারা সিঙ্গেল কোনো সঙ্গীর দিকে ফোকাসই করত না। আমাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে ভালোবাসা ও রোম্যান্টিক অনুভূতির মতো জটিল আবেগ তৈরি হয়েছিল, যখন তারা বৃক্ষ থেকে মাটিতে নেমে আসে, বৃক্ষ থেকে মাটিতে নেমে আসার পর, তারা নতুন নতুন পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, যেটা তাদের মস্তিষ্কে রোম্যান্টিক ভালোবাসা জন্ম দেয়। শিম্পাঞ্জি তার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কারণে এখনো জঙ্গলে টিকে আছে কিন্তু ভাষার বিবর্তনের পর মানুষকে আফ্রিকার জঙ্গল বের করে দিয়েছে। আর তাই টিকে থাকার জন্য মানুষকে বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল, আর তা ছিল "রোম্যান্টিক ভালোবাসা"।

অস্ট্রোলোপিথিকাস নারীর মস্তিষ্কের AND গেট

এবং রোম্যান্টিক ভালোবাসা

জীবনের ক্যালকুলাস সবসময় এক রকম ছিল না। এক এক সময় জীবনের গণিত এক এক উপায়ে অগ্রসর হয়েছিল। মাঝে মাঝে জীবনকে মনে হয় একটি অ্যালগোরিদমের মতো। একটি কফি মেশিনকে একাধিক ইনপুট দেয়ার পর (চিনি, দুধ, পানি ও কফি), সে যেমন একটি সিঙ্গুলার আউটপুট প্রদান করে (এক কাপ কফি), তেমনি জীবনের কম্পিউটারও এক একসময় এক এক ইনপুট নিয়ে কাজ করে আর আমাদের একটি সিঙ্গুলার আউটপুটের দিকে নিয়ে যায়।

এই ইনপুটগুলো আসে বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ থেকে, আমাদের চারপাশের মহাবিশ্বে প্রতিনিয়ত বিক্ষিপ্তভাবে ছুটে বেড়ানো ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন পরমাণুর অবিরাম সংঘর্ষ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রেক্ষাপট আমাদের জিনোমের ওপর নতুন নতুন কন্ডিশন ইনপুট করে, আর আমাদের ডিএনএ আমাদের দেহ ও মস্তিষ্কের গঠন প্রক্রিয়ায় সে সকল ইনপুট থেকে প্রাপ্ত ডেটার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আউটপুট তৈরি করে।

রোম্যান্টিক ভালোবাসা ছিল এনভায়রনমেন্টাল অপারেটর থেকে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট কিছু ইনপুট দ্বারা তৈরি একটি বিশেষ আউটপুট।

এটি প্রথম শুরু হয়েছিল আনুমানিক ৬-৭ মিলিয়ন বছর পূর্বে। এই সময় আমাদের একদল আদিম আত্মীয়ের বসবাস ছিল উত্তর আফ্রিকার চাদ নামক একটি লেকের ধারে। আমরা যদিও তাদের সম্পর্কে খুব বেশিকিছু জানি না, কিন্তু তাদের একটি ফসিল ছিল আমাদের কাছে, যেটাকে বলা হয় চাদের খুলি। আমি মজা করে এখানে এটাকে চন্দ্রের খুলিই বলব। চন্দ্রের খুলির পরবর্তী নাম রাখা হয়েছিল "তুমি"। আপনি সম্ভবত আমার কথা শুনে বিশ্বাস করছেন না, সত্যি ইংরেজীতে এই নামটি ছিল "Toumai"। যদিও তাদের মস্তিষ্ক শিম্পাঞ্জির মতোই ছিল, তাদের চেহারা ও দাঁত ছিল দেখতে মানুষের মতো।

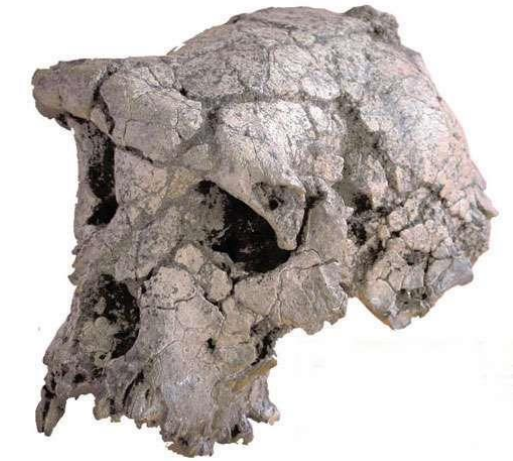

ফিগার: ৬-৭ মিলিয়ন বছর পূর্বের একজন "তুমি"।

এ সময় তারা গাছেই বাস করত, তবে তারা ছিল উভচর। তারা তৃণভূমিতেও ব্রাউজ করতে শুরু করেছিল। তারা পরিবর্তনশীল পরিবেশকে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য শিকার ও সংগ্রহ করেছিল। আনুমানিক ৩.৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে আফ্রিকায় আরও অসংখ্য হোমিনিড প্রকাশিত হয়। জীবনের ক্যালকুলাসে নতুন নতুন ইনপুট এবং নতুন নতুন আউটপুট আসতে থাকে। এই সময় অস্ট্রোলোপিথিসাইন বা অস্ট্রোলোপিথিকাস নামক একটি পূর্বসূরী দেখা যায়। তাদের পা, পায়ের তালু, নিতম্ব ও মাথার খুলি পড়ে আমরা বুঝতে পারি, তারা ছিল দ্বিপদী জীব। তারা দু-পায়ে ভর করে সোজা হয়ে হাঁটতে পারত

এবং দুপায়ে ভর করে হাঁটার এই অবিশ্বাস্য ক্ষমতা জীবনের ইকুয়েশনের সম্পূর্ণ মোড়ই ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

হাঁটার ক্ষমতা অস্ট্রোলোপিথিকাসদের অনেক কিছুই উপহার দিয়েছিল। তাদের উপরের দুটি পা হাঁটার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে পাথরের অস্ত্র বহন করতে শুরু করে, তারা এখন টুলস ব্যবহার করতে পারে, তারা হাতের মাধ্যমে ঈশারা-ইঙ্গিত ও কথা বলতে পারে। আর এই হাত এক সময় রকেট, বিমান এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরির কাজে লাগে।

যাই হোক, এই দ্বিপদ নারীদের দিকে একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। কারণ তাদের পক্ষে একসাথে পাথরের অস্ত্র ও সন্তান বহন করা অসম্ভব হয়ে যায়। আমাদের বৃক্ষবাসী পূর্বসূরী সাহলেনথ্রপাসরা সন্তান বহন করেছিল তাদের পিঠে, কিন্তু একজন অস্ট্রোলোপিথিকাস নারী সন্তান বহন করেছিল কোমরে।

এটা ছিল তাদের জন্য খুবই বিপজ্জনক। মনে করুন, আপনি একজন অস্ট্রোলোপিথিকাস মা। আপনি আফ্রিকার জঙ্গলে আপনার সন্তানকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার প্রেমিক নেই, সন্তান জন্মের পর আপনার প্রেমিক আপনাকে ছেড়ে অন্য কোনো নারীর কাছে চলে গেছে। আপনার চারপাশে হিংস্র নেকড়ে অথবা বাঘ। এ মুহূর্তে আপনার পক্ষে কী সন্তান প্রোটেক্ট করা সম্ভব? আপনি এক হাতে পাথরের অস্ত্র আর অন্য হাতে আপনার সন্তানের ভার সহ্য করতে পারবেন? আপনি এই দুটি ভারী অবজেক্ট নিয়ে একসাথে দৌড়াতে পারবেন?

এটি ছিল একটি পরিবেশগত প্রেসার। এটি একটি নতুন ইনপুট। নারী কীভাবে এই সিলেকশন প্রেসার অতিক্রম করবে? এই মুহূর্তে নারীর জন্য প্রয়োজন একজন পুরুষ বা একজন সঙ্গী। একজন নারীর পক্ষে একসাথে দুটি অবজেক্ট বহন করা সম্ভব নয় বলেই, তার সাথে একজন পার্টনারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পুরুষ নারীর অ্যাসিস্টেন্ট এবং বডিগার্ড হিসেবে যোগ দেয়। আর এখান থেকেই মানুষের মস্তিষ্কে সর্বপ্রথম পেয়ার বন্ডিং বা যুগল বন্ধনের কেমেস্ট্রি বিবর্তিত হয়। নারীর জন্য একজন অ্যাসিস্ট্যান্স দরকার আর পুরুষ প্রাক্টিক্যালি বুঝতে পারে এ ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ নেই (H. Fisher 1989, 1992, 1999)। [9]

এমনকি ফসিল রেকর্ড পড়েও আমরা বুঝতে পারি, মানুষ আনুমানিক সাড়ে তিন মিলিয়ন বছর পূর্বে একগামিতা শুরু করেছিল। কারণ অস্ট্রোলোপিথিকাস নারী ও পুরুষের দেহের স্কেলিটন বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখতে পায়, তাদের দেহের আকারের পার্থক্য আধুনিক নারী ও পুরুষের মতোই। যেটি প্রমাণ করে যে অস্ট্রোলোপিথিকাস ছিল "প্রিন্সিপ্যালি একগামী"(Reno et al. 2003)।[10]

বিজ্ঞানীরা একগামিতার সাপেক্ষে জেনেটিক প্রমাণও আবিষ্কার করেছিলেন।

প্রেইরি ভোল নামক একটি মাউস আছে, যারা বয়সন্ধীর পর যুগল বন্ধন গড়ে তোলে আর সেটি তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্থিতিশীল থাকে। নিউরোসায়েন্টিস্ট টম ইনসেল এবং তার সহযোগিরা আবিষ্কার করেছিলেন, ডিএনএর সুনির্দিষ্ট একটি জিন, যেটি মস্তিষ্কের ভেসোপ্রেসিন রিসেপ্টরের বন্টনের সাথে জড়িত, সেটি তাদের প্রতিবেশী বহুগামী প্রজাতি মন্ট্যান ভোলের মধ্যে অনুপস্থিত (Rosenthal 2002, p. 280)।[11]

বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়ে যান যে, যদি একগামী প্রেইরি ভোলের ডিএনএ থেকে জিনটি কেটে নিয়ে, কোনো বহুগামী প্রেইরি ভোলের ডিএনএ-তে ইনসার্ট করা হয়, তখন তাদের মধ্যে একগামী আচরণ দেখা দেবে। মানুষের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপারটি প্রযোজ্য।

কিছু কিছু মানুষের ডিএনএ তে ভেসোপ্রেসিন জিন উপস্থিত আর কিছু মানুষের ডিএনএ-তে এর উপস্থিতি কম। আমরা যথাযথভাবে জানি না, কেন মানুষের ডিএনএ-তে একগামিতার জিন প্রবেশ করেছিল। তবে ভালোবাসার বাইবেল আমাদের বলছে, একজন থেকে দুজনই ভালো।

হেলেন ফিশার মনে করেন, আনুমানিক সাড়ে তিন মিলিয়ন বছর পূর্বে, অস্ট্রোলোপিথিকাসদের মস্তিষ্ক রোম্যান্টিক হয়ে উঠেছিল। এখন আর নারী পুরুষের শরীর দেখে সিডিউস হয় না, এখন নারী একজন পুরুষের বিশ্বস্ততার প্রতি ফোকাস করে। একজন নারীর মন এখন একটি ইনপুট দিয়ে একজন পুরুষকে জাস্টিফাই করে না, সে একাধিক ইনপুট বিচার করে। কিন্তু অস্ট্রোলোপিথিকাস নারীর মস্তিষ্ক ছিল ৪০০ থেকে ৫০০ কিউবিক সেঃমি। পুরুষকে চেনার জন্য হয়তো তার মস্তিষ্ক তখনও যথেষ্ট ছিল না। আমাদের জানা পৃথিবীর প্রথম মানব প্রেমিকার নাম ছিল লুসি। যে ছিল একজন অস্ট্রোলোপিথিকাস নারী। সম্ভবত, সর্বপ্রথম তার মস্তিষ্ক কম্পিউটারের AND গেটকে অনুসরণ করতে শুরু করে। তার আবেগ ও অনুভূতি জটিল হয়ে ওঠে। সম্ভবত, লুসিই সর্বপ্রথম অনুভব করেছিল, একজন অসভ্য

পুরুষের শরীর তার ভ্যাজাইনা লুব্রিকেট করে তুলছে কিন্তু তার মন লুব্রিকেট হচ্ছে না। তার সচেতন ও অবচেতন মন ফেটে দু-ভাগ হয়ে গেছে।

কেন বিচ্ছেদ? কেন ডিভোর্স?

জীবনের বিবর্তন যেন একটি জীবন্ত মানব মস্তিষ্কের সংযোগ। মানুষের মস্তিষ্কে প্রতিদিন মিলিয়ন মিলিয়ন সংযোগ তৈরি হয় এবং মিলিয়ন মিলিয়ন সংযোগ বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিলুপ্ত ডায়নোসরের মতোই বিলুপ্ত নিউরাল সংযোগগুলো আর পুনরুদ্ধার করা যায় না, হারিয়ে যায় অসংখ্য ছবি, শব্দ, গল্প এবং উপন্যাসের পাতা। একইভাবে জীবন বিবর্তনের সংযোগগুলিও মিলিয়ন মিলিয়ন বছর সংশোধন ও সংযোজন চলছে। তার মধ্যে একটি হলো প্রেমের বিচ্ছেদ। সম্পর্কের বিচ্ছেদ।

আমাদের আদিম পূর্বসূরীদের মধ্যেও দীর্ঘকালীন একগামিতার সম্পর্ক ছিল না। পরীক্ষামূলক প্রমাণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, বিশ্বের অসংখ্য সোসাইটি সম্পর্কের একটি পর্যায়ে বিচ্ছেদ ঘোষণা করে, ডিভোর্স হয়। কিন্তু বিস্ময়করভাবে, সৌরজগতের নেপচুন অথবা প্লেটোর আবর্তন ও বিবর্তনের মতোই সম্পর্কের একটি চক্র আছে, সুনির্দিষ্ট একটি প্যাটার্ন।

পৃথিবীতে ২৪ ঘন্টায় যেমন একদিন হয়, তেমনি প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যেই ৪ বছর পর পর ডিভোর্স অথবা বিচ্ছেদের প্রবণতা দেখা যায় (H. Fisher 1992.)। বিজ্ঞানীরা বৈচিত্র্যতময় সোসাইটির ওপর গবেষণা করে ৪ বছরের এই সাইকেল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। হেলেন ফিশার আমেরিকার ডেমোগ্রাফিক ইয়ারবুক থেকে প্রায় ৫৮ টি ভিন্ন ভিন্ন সমাজের একটি রিপোর্ট দেখতে পান, যেখানে ৪ বছর বিরতিতে সম্পর্ক বিচ্ছেদের এই অদ্ভুত প্যাটার্ন প্রদর্শিত হয়। প্রতিটি কাপল তাদের বিয়ের চার বছরের মাথায় তাদের সম্পর্কের উপসংহার লিখে। প্রথমে আপনার কাছে এই প্যাটার্ন অর্থহীন মনে হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর দিকে চোখ রাখবেন, বিস্ময়করভাবে আপনি এমন একটি প্যাটার্ন দেখতে পাবেন। পৃথিবীতে ৩% স্তন্যপায়ী যৌথভাবে সন্তান লালন পালন করে, তার মধ্যে মানুষও একজন। এক্ষেত্রে আমরা রেড ফক্সের কথা বলতে পারি। রেড ফক্স এবং ভিক্সেন ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি যুগল ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করে, দুজন প্রেমিক প্রেমিকা মিলে কয়েকটি গুহা তৈরি করে, সেই গুহার ভেতর সন্তান জন্ম দেয় ও একসাথে সন্তান লালন-পালন করে। এর কারণ হলো রেড ফক্সের সন্তানগুলো খুবই অসহায় অবস্থায় জন্মায়, বেশিরভাগ শিশুই অন্ধ ও বধির। দৃষ্টি ও

শ্রবণশক্তিহীন এই শিশুদের পাশে সবসময় মাকে উপস্থিত থাকতে হয়। আর রেড ফক্সের দুধের ঘনত্ব এতটাই পাতলা যে, সন্তানের পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য মাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে গুহার ভেতর বসে থাকতে হয়।

সন্তানকে অবিশ্রান্তভাবে দুধ পান করাতে গিয়ে তার নিজেরই আর খাওয়া হয় না। এখন মনে করুন, তার সঙ্গী পুরুষ একজন বহুগামী। সন্তান জন্মের পরপরই পুরুষ অন্য কোনো নারীর কাছে চলে গেছে। ক্ষুধার্ত নারীটি যদি সন্তানটিকে রেখে খাবার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বের হয়, তবে সন্তানের মৃত্যু হবে আর যদি সে সন্তানকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রেস্ট ফিড করতে চায়, তবে একসময় তার মৃত্যু হবে। আর তাই তারা তাদের স্পেশাল ফ্রেন্ডের সাথে যুগল প্রেমের বন্ধন গঠন করে ও একসাথে সন্তান লালন-পালন করে। কিন্তু গ্রীষ্মের দিকে যখন সন্তানের চোখ ও কান প্রস্ফূটিত হয়, যখন তারা টিকে থাকার কৌশল উন্নত করে, নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্রেকআপ হয়। তারা নতুন কোনো সঙ্গী অনুসন্ধান করে। পরবর্তী বছর একই রুটিন অনুসরণ করে, তাদের আবার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় আর এভাবে সৌরজগতের কোনো একটি গ্রহের মতোই সম্পর্কের এই প্যাটার্ন আবর্তিত হতে থাকে। একজন সিরিয়াল কিলারের মতোই রবিনরা একের পর এক সম্পর্ক হত্যা করে। এই ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় "সিরিয়াল মনোগ্যামি"।

একই প্রিন্সিপল বা মূলনীতি মানুষের ওপর অ্যাপ্লাই করা যায়। কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী আছে, যারা একটি বিশেষ লাইফ স্টাইল ফলো করে। তারা নিয়মিত ব্যায়াম করে, তারা সরল খাবার গ্রহণ করে এবং তারা দেহের ওজন কমানোর চেষ্টা করে। তারপর তারা ঘড়ির কাঁটার মতো মেপে মেপে সন্তান লালন-পালনে অংশ নেয়। তাদের এই বিশেষ লাইফ স্টাইল তাদের ডিম নিঃস্বরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

অন্যকথায়, এ ধরনের সমাজে একজন নারী একবার সন্তান জন্ম দেয়ার পর কয়েক বছর পর্যন্ত আর ডিম নিঃস্বরণ করতে পারে না। তাদের এই বিশেষ লাইফ স্টাইল তাদের ডিম উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকার কুং সম্প্রদায়, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সম্প্রদায়, নিউ গিনির গেঞ্জ, আমাজোনিয়ার ইয়ানোমামো এবং নেটসিলিক এস্কিমোসদের মধ্যে আমরা এই প্যাটার্নটি দেখতে পাই। "The Allocation of Parental Care among the Ye'kwana" নামক একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে চার বছরের সম্পর্কের সাইকেলের এই প্যাটার্ন আমাদের সাক্ষী দেয় যে, আজ থেকে আড়াই মিলিয়ন বছর পূর্বে আমাদের পূর্বসূরী অস্ট্রোলোপিথিকাসদের মধ্যেও এই প্যাটার্ন উপস্থিত ছিল, চার বছর সন্তান লালন-পালনের পর অস্ট্রোলোপিথিসাইনরাও সম্পর্ক ব্রেক-আপ করেছিল এবং ভূমিকা লিখেছিল নতুন কোনো সম্পর্কের। চার বছরের এই স্পেস আজকের নয়, এটি মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পূর্বের। কিন্তু বিস্ময়করভাবে বিজ্ঞানীরা আরও একটি কমন প্যাটার্ন

আবিষ্কার করলেন। তারা দেখলেন, একটি সম্পর্ক ব্রেক-আপ হওয়ার পর, বিরহের যন্ত্রণাও চার বছর পর্যন্ত স্থিতিশীল থাকে।

এই থিওরি অনুসারে, সাড়ে তিন মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে মানুষ চার বছরের জন্য সম্পর্ক গড়ে তুলত, এই চার বছর সময় যথেষ্ট ছিল সন্তানের লালন-পালন ও বেড়ে ওঠার জন্য। একটা সময় সন্তানের সাপোর্টের জন্য মায়ের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। তখন তারা "ডিভোর্স" প্রদান করে এবং নতুন সম্পর্ক গঠন করে। ডিভোর্সের এই আদিম নীলনকশা এখনো আমাদের জিনোমে রয়ে গেছে, আর এটি আমাদের উত্তরসূরীদের ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গঠন করার অনুমোদন প্রদান করে। সিরিয়াল মনোগ্যামি, প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিবর্তিত হয়েছিল, আর মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের বিবর্তন আমাদের মস্তিষ্কে শর্ট-কাট সম্পর্কের জন্য ব্রেন সার্কিট ডেভেলপ করে। আর এজন্যই সম্ভবত আমরা পর্নোগ্রাফিতে বয়স্ক মহিলা অথবা MILF-এর প্রতি আকৃষ্ট হই।

শর্ট-টার্ম রিলেশনের আদিম সার্কিট এখনো আমাদের মস্তিষ্কের ভেতর রয়ে গেছে। সাময়িক সময় সম্পর্ক গঠনের এই আদিম প্রবণতা থেকে তিন মিলিয়ন বছর পূর্বে পিতা, স্বামী, অণু পরিবারের বিবর্তন ঘটে এবং একইসাথে বিবর্তন ঘটে দীর্ঘকালীন সম্পর্কের অস্থিরতা ও যন্ত্রণার। আর এই অস্থিরতা থেকে আমরা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছিলাম এবং উন্নত করেছিলাম নতুন সংযোগ। এখন প্রশ্ন হলো, শর্ট-টার্ম সম্পর্কের প্রতি এই প্রবণতাই কী রোম্যান্টিক ভালোবাসা জন্ম দিয়েছিল? একটি থিওরি অনুসারে, আদিম নারী ও পুরুষ সন্তান লালন-পালনের জন্য টিম গঠন করেছিল, এ সময় তাদের মধ্যে গভীর আকর্ষণ প্রয়োজন ছিল, বিশেষ করে স্পেশাল ফ্রেন্ডের সাথে, যেটি গভীর আকর্ষণের অনুভূতির বিবর্তন ঘটিয়েছিল। যাই হোক, শিশুরা যখন একটি সুনির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হয়েছিল, অবচেতন মনেই মা ও বাবার মস্তিষ্কের ভেতর নতুন সন্তান জন্ম দেয়ার বাসনা তৈরি হয়েছিল, তারা আরও বৈচিত্র্যময় সঙ্গীর সাথে তাদের জেনেটিক ম্যাটারিয়াল আদান-প্রদান করতে চেয়েছিল। আনুমানিক সাড়ে তিন মিলিয়ন বছর পূর্বে অস্ট্রোলোপিথিকাসদের মস্তিষ্ক ছিল খুবই সরল। তাদের ক্রেনিয়াল ক্যাপাসিটি শিম্পাঞ্জি থেকে সামান্য বেশি হলেও তাদের ভাষা ও কথা বলার দক্ষতা ছিল না। এই সকল পূর্বসূরী সম্পর্কের জন্য সামাজিক স্ট্যাটাস, বুদ্ধি ও শারীরীক আকর্ষণের দিকে ফোকাস করেছিল। তাদের মধ্যে গভীর আকর্ষণ ছিল এবং দুজন নর-নারীর সংযোগ বিদ্যমান ছিল মাত্র কয়েক বছর। তারপর তারা আবারও প্রেম করেছিল এবং প্রেম করেছিল নতুনের সাথে।

হোমো হ্যাবিলিসের প্রেম

২ মিলিয়ন বছর পূর্বে তানজানিয়ার কেনিয়ায় মানব বিবর্তনের নতুন একটি ব্রাউজার খুলেছিল, যেখানে হোমো হ্যাবিলিস অথবা হ্যান্ডি ম্যান নামক নতুন একটি প্রজাতি আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন পাথরের টুলস জমাটবদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। যদিও এই টুলসগুলো উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার কোনো সাক্ষর ছিল না কিন্তু এগুলো আমাদের পাওয়া অন্যান্য হোমিনিনদের বুদ্ধিমত্তার স্কেলকে ছাড়িয়ে যায় (Potts 1988)[12]।

এই সকল মানুষরা মাংস প্রসেস করার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হতো যা আমাদের নির্দেশনা দেয় যে, তারা একসাথে শিকার করেছিল, মাংস ভাগ করেছিল এবং একসময় বিভিন্ন টুলস ও পশুর হাড় পরিত্যাক্ত অবস্থায় রেখে চলে গিয়েছিল। তারা জেবরা, ঘোড়া, শূকর, বানর এবং গ্যাজেলের মতো অসংখ্য প্রাণী শেয়ার করেছিল এবং শিকারী প্রাণীর মাংস ভাগ করার জন্য তাদের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম ছিল। ২.৮ মিলিয়ন বছর আদিম একটি আবর্জনার স্তুপের মধ্যে আমরা এরকম প্রায় ২৫০০ পাথরের টুলস ও পশুর হাড় আবিষ্কার করেছি। এই ২৫০০ হাড়ের মধ্যে আমরা এমন কিছু ফসিল পেয়েছি, যা রোম্যান্টিক ভালোবাসার চিহ্ন প্রদর্শন করে।

হোমো হ্যাবিলিসরা ২৫০০ হাড়ের মধ্যে হাতির দাঁত এবং পায়ের আঙ্গুল আলাদা করে খুলে রেখেছিল। প্রশ্ন হলো কেন? হোমো হ্যাবিলিস কী নিয়তিতে বিশ্বাস করেছিল? তারা কী তাদের ডেস্টিনি চেঞ্জ করতে চেয়েছিল, যেজন্য হাতির দাঁত ও আঙ্গুল তারা তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করেছিল? নাকি তারা এই সকল পরিত্যাক্ত ব্যবহার করেছিল ভালোবাসার মানুষকে ইমপ্রেস করার উদ্দেশ্যে? হাতির দাঁত অথবা তার পায়ের আঙুল কী তারা ট্রপি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল কোনো আকর্ষনীয় বুবস ও বুটসের মন পাওয়ার জন্য? যেটি তাদের এনে দিতে পারে আকর্ষনীয় কোনো এক ফিগারের সাথে প্রজননের রোম্যান্টিক টোকেন! জীবন বিবর্তনের একটি পর্যায়ে কেনিয়ার হোমো হ্যাবিলিসদের মস্তিষ্ক ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে। তাদের মস্তিষ্কের আকার হয়ে ওঠে ৭৭৫ কিউবিক সেঃমি। তাদের মস্তিষ্কে আমরা ব্রোকা ব্রেন অ্যারিয়ার চিহ্ন দেখতে পাই, যেটি ভাষা উৎপাদনের সাথে জড়িত। ভাষার উন্নয়ন ছিল মানব সভ্যতার জন্য একটি ম্যাজিক্যাল পদক্ষেপ। ভাষার বিবর্তনের সাপেক্ষে আমাদের কাছে এখন অসংখ্য থিওরি আছে। তবে এটা চিন্তা করা খুবই যৌক্তিক যে আদিম মানুষের ভাষার ভ্রুণ বিকশিত হয়েছিল ব্রোকা ব্রেন এরিয়া থেকে। ভাষার অসংখ্য উদ্দেশ্য আছে, ভাষা হোমো হ্যাবিলিসদের যোগাযোগ করার অনুমোদন দেয়, তারা এখন যুক্তি উপস্থাপন

করতে পারে, চুক্তি সম্পাদন করতে পারে, দক্ষতার শিক্ষা দিতে পারে এবং প্রকাশ করতে পারে আবেগ। আদিম মানুষ যে সকল টপিক নিয়ে কথা বলেছিল সেগুলো ছিল খুবই প্রাক্টিক্যাল। তারা প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনা একে অন্যের সাথে শেয়ার করেছিল, আবহাওয়ার পরিস্থিতি কেমন অথবা কোথায় ভালো খাবার পাওয়া যাবে। তাদের ভাষাগত দক্ষতা সমৃদ্ধ হয়, তারা গভীর মাত্রা থেকে সহানুভূতি ও সংযোগ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করে। ভাষা তাদের ভালোবাসার মানুষের সাথে গল্প বলার, গান গাওয়ার, চিন্তা ও অনুভূতি ভাগ করার অনুমোদন প্রদান করে। সময়ের সাথে, প্রাণীদের আকর্ষণের ব্রেন সার্কিট মানবীয় রূপ ধারণ করে, যেটি রোম্যান্টিক ভালোবাসার একটি ইন্ডিকেটর। এই প্রস্তাব আমাদের প্রাগৈতিহাসিক সময়ের কয়েকটি সম্পর্কযুক্ত ফ্যাক্টর দ্বারা সমর্থিত।

হোমো ইরেক্টাসের প্রেম

রোম্যান্টিক ভালোবাসার বিবর্তনে ১.৬ মিলিয়ন বছর পূর্বের ৮-১২ বছর বয়সী একটি ছেলের ফসিল জড়িয়ে আছে। তার মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল দেড় মিলিয়ন বছর পূর্বের প্লাইস্টোসিন যুগে। লাখ লাখ বছর পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে এই ফসিল পরিচিত ছিল, পরিবর্তনের সাথে সে যুদ্ধ করেছিল আর একসময় এটি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ভেঙ্গে যায়, কিন্তু তারপরও নারিকোটম পুরুষের স্মৃতিসোধ হিসেবে পৃথিবী এই ফসিলটি সংরক্ষণ করে রাখে। এ যেন পৃথিবীর হার্ডডিস্কে হোমো ইরেক্টাসের প্রেমের এক অজানা গল্প। জীবাশ্মবিদরা তার দেহের বিক্ষিপ্ত টুকরোগুলো একসাথে জোড়া লাগায়, তারা এক বিস্ময়কর ব্যাপার আবিষ্কার করে, তারা দেখতে পায় ৬ ফুট উচ্চতার আট থেকে দশ বছর বয়সী একটি অদ্ভুত ছেলে তাদের সামনে নীস্তব্ধ পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাদের আড়াই মিলিয়ন বছর পূর্বের রূপ দেখে বিস্মিত হয়। যদিও নারিওকোটম পুরুষ দেখতে মানুষের মতোই ছিল নারিওকোটম এবং তার হোমো ইরেক্টাস আত্মীয়ের মানুষের চেয়ে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উপস্থিত ছিল, পুরু ভ্রুকুটি, নিচু কপাল, প্রসারিত মুখ, বড় দাঁত এবং চিবুকের অনুপস্থিতি।

ফিগার: নারিওকোটম পুরুষ, যার বয়স ৮-১২ এবং উচ্চতা ৬ ফুট

হোমো ইরেক্টাস দেখতে কেবল আমাদের মতোই ছিল তা নয়, তাদের মস্তিষ্ক বিবর্তিত হয়েছিল খুবই যথাযথ উপায়ে। তারা ছিল যন্ত্র তৈরির মাস্টার। তারা পূর্ব আফ্রিকার চারপাশে তাদের শিকার দক্ষতার প্রমাণ রেখে অত্যাধুনিক আচিউলিয়ান হাত কুড়াল তৈরি করেছিল। তারা হিপো, হাতি, মহিষ ও জেবরার মতো প্রাণী শিকার করেছিল, যা আমাদের সাক্ষী দেয়, তাদের মস্তিষ্কে উন্নত পর্যায়ের স্থানিক ক্ষমতা, স্মৃতি এবং সামাজিক দক্ষতা ছিল।

আগুন ছিল হোমো ইরেক্টাসদের একটি রূপান্তকারী প্রযুক্তি। আগুনের মাধ্যমে তারা বর্শার মুখ ধারালো করে তুলেছিল, পশুর মাংস পুড়িয়েছিল, হাতিকে ফাঁদে ফেলেছিল এবং রোগাক্রান্ত, তরুণ ও বৃদ্ধ মানুষদের নিয়ে একসাথে একটি সিকিউর ক্যাম্প গড়ে তুলেছিল। আগুন তাদের রাতের অন্ধকারের ওপর আধিপত্য প্রদান করেছিল, আগুন তাদের সামাজিক কর্মকাণ্ড বুস্ট করেছিল এবং আগুনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সামাজিক বন্ধন। আগুনের ওপর আধিপত্য হোমো ইরেক্টাসদের আফ্রিকার বাহিরে নিয়ে যায়, বিপদের মুখে আগুন তাদের সাহস যোগায়।

ফিগার: হোমো ইরেক্টাসের প্রেম ও সন্তান

একটা সময় পৃথিবী গ্ল্যাসিয়াল যুগে প্রবেশ করে, চারদিক বরফ ও শীতলতার অন্ধকারে তলিয়ে যায়। এ মহান শীতল আর অন্ধকার বিশ্বে আগুনই ছিল হোমো ইরেক্টাসদের একমাত্র পথ প্রদর্শক। হোমো ইরেক্টাস এই বরফ শীতল এলাকা থেকে নিজেদের মুক্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন স্থান অনুসন্ধান করতে শুরু করে। আর এজন্য তাদের যারা সহযোগিতা করেছিল তারা ছিল জঙ্গলের বিভিন্ন পশুপাখি। তারা পর্যবেক্ষণ করেছিল, পশুর পাল কোনদিকে যায়। কারণ মাইগ্রেটরি পশুরা জানে পৃথিবীর কোন এলাকায় এখন উত্তাপ পাওয়া যেতে পারে। মাইগ্রেটরি পশুদের অনুসরণ করে হোমো ইরেক্টাস ইউরোপ, চায়না এবং জাভা ভ্রমণ করে, তাদের পদচিহ্নের পেছনে পড়ে থাকে হাজার হাজার পশুর হাড়, মৃত মানুষের কঙ্কাল এবং পাথরের অস্ত্র। আর আমরা তাদের পদ চিহ্নের রেখা অনুসরণ করে আবিষ্কার করি তাদের ফেলে যাওয়া স্মৃতি, আমরা বুঝতে পারি তারা কীভাবে অভিযোজিত হয়েছিল এবং কীভাবে তারা টিকেছিল বৈচিত্র্যময় পরিবেশে!

আগুন ও ভালোবাসা

শুনলে কেমন লাগবে, আজ আপনি ডেটিং অ্যাপসে যে সকল রোম্যান্টিক মেসেজ চালাচালি করছেন, তার পেছনে আগুনের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য? না না! ভুল নয়। আপনি ঠিকই শুনেছেন। আগুনই সর্বপ্রথম মানুষের মস্তিষ্কে রোম্যান্টিক ভালোবাসার অনুভূতি সিদ্ধ করেছিল। প্রেমের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আজ আমরা যত রোম্যান্টিক মুভি ও উপন্যাস দেখছি, তার পেছনে দায়ী ছিল রান্না করা খাবার।

ইরোটিক স্পিস শুনলে আজ আপনার প্রেমিকার মুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠে, লজ্জা ও অভিমানে সে লাভার মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে, আপনার বিপ্লবী দুটি ঠোঁট বার বার পরাজিত হয়ে ফিরে আসে তার কোমল দুটি হাতের তীব্র প্রতিবাদে। রোম্যান্টিক প্রেমের কেমেস্ট্রিতে আপনি পুড়তে থাকেন ১০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রের কেন্দ্রে পিষ্ট হওয়া একটি হাইড্রোজেন অণুর মতো। আপনার প্রেমিকা পর্নোগ্রাফি দেখলে বিরক্ত হয়, রোম্যান্সের গল্প পড়লে আনন্দে টলমল করে তার দুটি চোখ!

কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, আপনার এইসব অনুভূতির সবই রান্নার অবদান! ভাবতে যে কারও একটু অদ্ভুত লাগবে। এটা কীভাবে সম্ভব? আসলে আজ থেকে আড়াই মিলিয়ন বছর পূর্বে হোমো ইরেক্টাসরা আগুন আবিষ্কারের পর, যে যুগান্তকারী কাজটি সর্বপ্রথম শুরু করেছিল সেটি ছিল রান্না। রান্নার সময় তারা কেবল জেবরা অথবা গ্যাজেলের মাংসই সিদ্ধ করেনি, তারা একসাথে পরিবর্তন করে দিয়েছিল তাদের মস্তিষ্কের আয়তন এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু সার্কিট। রান্না করা মাংসের মধ্যে ছিল প্রচুর পরিমাণ অ্যামাইনো অ্যাসিড, এটি হোমো ইরেক্টাসদের খাবার পরিপাক করতে সহযোগিতা করেছিল। এটি সবজি থেকে টক্সিন এবং অন্যান্য জীবাণু হত্যা করেছিল। আর এতে করে হোমো ইরেক্টাসদের জীবনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়, তাদের মৃত্যু হার হ্রাস পায়, টিকে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং দিন দিন হোমো ইরেক্টাস একটি সমৃদ্ধ প্রজাতির রূপ ধারণ করে।

কিন্তু কীভাবে আগুন মানুষের রোম্যান্টিক ব্রেন তৈরি করেছিল? আসলে একসময় আমাদের পূর্বসূরীরা প্ল্যান্ট বেইসড খাবার খেত, গাছের পাতা ও ফলের মধ্যে পর্যাপ্ত পুষ্টিগুণ উপস্থিত ছিল না, আবার এই সকল খাবার পরিপাক করার জন্য তাদের দেহের জটিল পরিপাকতন্ত্র ছিল এবং দিনের বেশিরভাগ সময় তাদের দেহ খাবার পরিপাক করার জন্যেই ব্যয় করেছিল। খাবার পরিপাকের জন্য প্রচুর মেটাবলিক শক্তি প্রয়োজন ছিল।

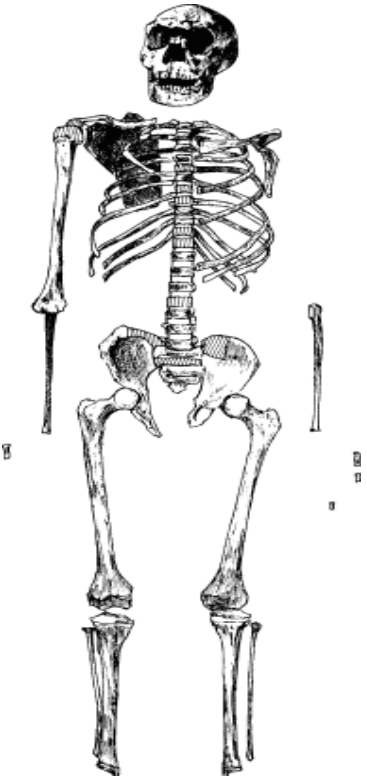

ফিগার: হোমো ইরেক্টাসের একটি স্কেলিটন

যাই হোক, হোমো ইরেক্টাস ছিল, মাংসাশী জীব। শিকার করার জন্য তাদের মস্তিষ্কের উন্নত প্রকৌশল প্রয়োজন। শিকারের পরিকল্পনা ও শিকারকে কন্ট্রোল করার জন্য তাদের উন্নত ব্রেন পাওয়ার প্রয়োজন। তাই একইসাথে হোমো ইরেক্টাস তার মস্তিষ্কের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ শক্তি বিনিয়োগ করেছিল। নারিওকোটম পুরুষের মস্তিষ্কের ক্রেনিয়াল ক্যাপিসিটি ছিল ৮৮০ কিউবিক সেঃমি। তার কিছু আত্মীয়ের ক্রেনিয়াল ক্যাপাসিটি ছিল প্রায় ১০০০ কিউবিক সেঃমি। যা আধুনিক মানুষের ক্রেনিয়াল ক্যাপাসিটি ১৩২৫ কিউবিক সেন্টিমিটার থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

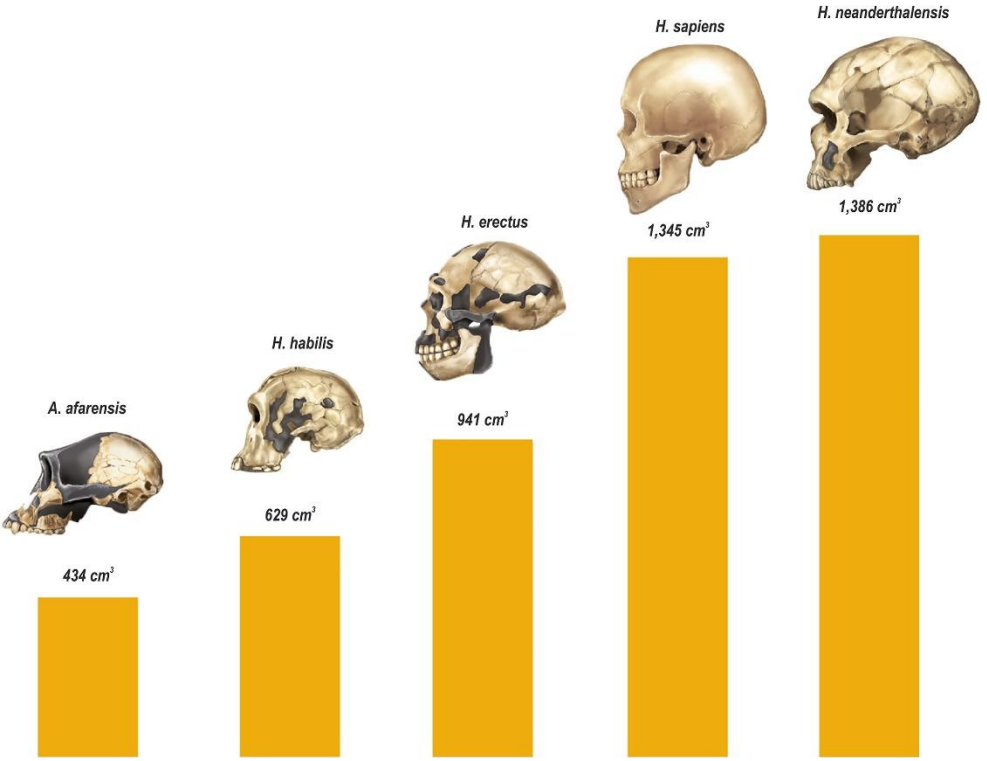

কী ভয়াবহ বিনিয়োগ! কিন্তু কীভাবে ৮৮০-৯৪১ কিউবিক সেন্টিমিটারের একটি ব্রেন ১৩৫০ কিউবিক সেন্টিমিটারে পরিণত হয়েছিল? এত ক্ষমতা তারা কোথা থেকে পেয়েছিল? মানুষের মস্তিষ্ক তার দেহের মোট ভরের ২% মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র একটি মস্তিষ্ক শরীর থেকে ২৫% মেটাবলিক এনার্জি ও ৪০% রক্তের গ্লুকোজ শোষণ করে নেয়। মেটাবলিক এনার্জি দেহের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, হার্ট, লিভার, কিডনি এবং অন্ত্রের গঠন ও পরিচালনার জন্য মেটাবলিক এনার্জি প্রয়োজন। মানুষের মস্তিষ্ক যদি অতিরিক্ত মেটাবলিক এনার্জি খরচ করে ফেলে, তবে তার দেহের লিভার, কিডনি ও হৃদপিণ্ডে সমস্যা দেখা দেবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, মানুষের ব্রেন তার বিকাশের জন্য শক্তি পেয়েছিল অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে, রান্না করা নরম খাবার তাদের অন্ত্রের ওপর চাপ কমিয়ে দেয়, তাদের পরিপাকতন্ত্র ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হয়ে যায়, অতিরিক্ত শক্তি তারা তাদের মস্তিষ্কের সার্কিট উন্নয়নে ইনভেস্ট করার সুযোগ পায় এবং তাদের মস্তিষ্ক ক্রমশ বিশাল হয়ে ওঠে।

হাজার হাজার জিন মানুষের মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষের জিনোমের ৩ ভাগের এক ভাগ জিনই মস্তিষ্কের উন্নয়নের জন্য ডেডিকেডেট। জন্মের প্রথম বছরে একজন শিশুর দেহের ৫০% মেটাবলিক এনার্জিই খরচ হয় তার মস্তিষ্কের জন্য, এটি শিশুর ব্রেন মেকানিজমকে গঠন ও পরিশোধন করে। কিন্তু সামান্য মিস্টেক হলেই ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যায়। আর তাই হোমো ইরেক্টাসের মস্তিষ্ক ছিল খুবই ব্যায়বহুল এবং সংবেদনশীল। ক্ষুদ্র একটি মিউটেশন অথবা প্রকৌশলগত ত্রুটি তার জীবনে ভয়াবহ বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে। হোমো ইরেক্টাসদের এই বিস্ময়কর মাথা বিবর্তিত হয়েছিল বিশেষ কিছু উদ্দেশ্যে: সঙ্গীকে ইমপ্রেসড করার জন্য, ভাষাগত দক্ষতা উন্নয়ন, শৈল্পিক দক্ষতার বিকাশ এবং সঙ্গীর প্রতারণা ডিটেক্ট করার জন্য।

কিন্তু এই বড় মস্তিষ্ক হোমো ইরেক্টাসদের একটি ভয়াবহ বিপদে ফেলে দিয়েছিল। এটি "অবস্টেট্রিক্যাল ডিলেমা" নামক একটি উভয় সংকট জন্ম দিয়েছিল এবং এই উভসংকটকে জবাব দেয়ার জন্য বিবর্তিত হয়েছিল "রোম্যান্টিক ভালোবাসা"।

হোমো ইরেক্টাসের রোম্যান্টিকতা!

আমাদের সোসাইটিতে এক শ্রেণীর মানুষ পুরুষকে মারাত্মকভাবে ট্রল করছে। নারীদের মধ্যে গণতান্ত্রিকভাবে আমরা পুরুষের বিপক্ষে একটি অপবাদ দেখতে পাই আর তা হলো, নারী হলো একটি জলন্ত সিগারেটের মতো, কামনার আগুন নিভে গেলে পুরুষ তাকে চরম উপেক্ষার সাথে স্ট্রেতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এ ধরনের স্টেরিওটাইপের ওপর ভিত্তি করে আজকাল ব্যাপক চিত্রকর্মও তৈরি হচ্ছে। কিন্তু কেন? কেন একজন পুরুষ নারীর দেহের প্রতি ফোকাস করে, মনের প্রতি নয়? কেন একজন নারী রোম্যান্টিক আচরণ করলেও, পুরুষের রোম্যান্টিকতা স্থিতিশীল নয়, কেন সে একজন বিশ্বজননীন বিশ্বাসঘাতকের ট্রপি হাতে দাঁড়িয়ে আছে?

এর উত্তর হলো হোমো ইরেক্টাসদের ৮৮০ কিউবিক সেন্টিমিটার আকারের একটি মাথা। অস্ট্রোলোপিথিকাসদের ব্রেন সাইজ ছিল ৪৩৪ কিউবিক সেন্টিমিটার, হোমো হ্যাবিলিসদের ব্রেন সাইজ ছিল ৬২৯ কিউবিক সেন্টিমিটার, আর অন্যদিকে হোমো ইরেক্টাসদের মস্তিষ্কের আকার ছিল ৮৮০-৯৪১ কিউবিক সেঃমি। সময়ের সাথে আমাদের আদিম পূর্বসূরিদের মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধি পেলেও, নারীর জন্মনালীর আকারে কোনো পরিবর্তনই ঘটেনি।

রান্না করা খাবার খাওয়ার কারণে মানুষের অন্ত্রের ওপর খাবার পরিপাকের চাপ কমে যায়, যেজন্য খাবার পরিপাকের মেটাবলিক এনার্জির সাশ্রয় ঘটে, এই বাড়তি শক্তি

মানুষের মস্তিষ্ককে ক্রমশ বড় করে তোলে, কিন্তু মস্তিষ্কের সাথে পাল্লা দিয়ে নারীর জন্মনালী সম্প্রসারিত হয়নি, এটি মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পূর্বের অবস্থাতেই পড়ে থাকে, আগের মতোই সংকীর্ণ ও সরু। আর এখান থেকেই "অবস্টেট্রিক্যাল ডিলেমা" জন্ম হয়। একদিকে দু-পায়ে ভর করে হাঁটতে হলে শ্রোণীচক্রের আকার ম্যানটেইন করতে হয় আর অন্যদিকে সন্তানের বড় আকারের মস্তিষ্ক।

জীবনের ক্যালকুলাস যেন কিছুতেই মিলতে চায় না। যাই হোক, প্রকৃতি এই ক্যালকুলেশন মেলাতে গিয়ে একটি নতুন পদ্ধতি ফলো করে। রেড ফক্সের মতো মানব শিশু এখন অবিকশিত অবস্থায় জন্মায়। একটি কুকুর ছানার জন্মের পর যেমন তার চোখ ফোটে না, মানব শিশুর মস্তিষ্কের নিও কর্টেক্স ও নিউরাল কানেকশনও এই সময় পুরোপুরিভাবে ডেভেলপ হয় না।

সময়ের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন বৃক্ষের ফল ও প্রাণীর মাংস খেয়ে আমাদের দেহে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কোষের জন্ম হয় বছরের পর বছর। আমাদের মস্তিষ্কের নিউ কর্টেক্সও জন্মের পর ধীরে ধীরে বড় হয় এবং জন্মের প্রথম চার বছরে একটি শিশুর মস্তিষ্কে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কানেকশন তৈরি হয়। একজন মা কেবল সন্তানের প্রাথমিক স্ট্রাকচার তৈরি করে, একটি সন্তানের মস্তিষ্ক ও শরীরের বিশাল এবং উল্লেখযোগ্য একটি অংশ বিকশিত হয় তার জরায়ু অথবা গর্ভাশয়ের বাহিরে, পৃথিবীর আবহাওয়া, জলবায়ু, পশু-পাখি, ফুল-ফল, বৃক্ষ, আলো, বাতাস আর সূর্য গঠে তোলে শিশুটির অবশিষ্ট শরীর। কিন্তু জন্মের সময় শিশুর মস্তিষ্ক যদি ১০০ ভাগ উন্নত হয়ে জন্মগ্রহণ করত, তবে এত সরু জন্মনালী দিয়ে সন্তানের পক্ষে বের হওয়া সম্ভব ছিল না। আর তাই হোমো ইরেক্টাস শিশুরা ছিল অসহায় এবং অবিকশিত।[13]

হোমো ইরেক্টাস মায়েদের প্রতি প্রকৃতি আরও একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। গর্ভাশয়ের ভেতর পরিপূর্ণভাবে সন্তানের মস্তিষ্ক বিবর্তিত না হওয়ায়, শিশুটির ম্যাচিউরিটি প্রসেস দীর্ঘায়িত হয়ে ওঠে। একটি শিশুর মস্তিষ্কের আবেগ নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত কর্টেক্স উন্নত হতে সময় লাগে বিশ বছর। বিভিন্ন ইন্দ্রীয় থেকে সেন্সরি তথ্য সংগ্রহ করে তথ্য সমন্বয়ের সাথে জড়িত মস্তিষ্কের অ্যাসোসিয়েটিভ এরিয়ার উন্নয়নে সময় লাগে আঠার থেকে বিশ বছর। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সাথে কমিউনিকেশনের জন্য হোয়াইট ম্যাটারে মেলিনেটেড নার্ভ ফাইবার নামক একপ্রকার ফাইবার আছে, এই ফাইবার উন্নয়নে বছরের পর বছর সময় লাগে। মস্তিষ্কের আবেগ নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত এমিগডালা ও হিপোক্যাম্পাস উন্নত হতে শিশুকাল ও বয়সন্ধী শেষ হয়ে যায়। এ সার্কিটগুলো উন্নত না হলে একটি মানুষ তার আবেগ ও চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। সমস্ত বয়সন্ধী কালজুড়ে অপ্রয়োজনীয় কানেকশনগুলো মস্তিষ্ক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, এটাকে বলে সিন্যাপ্টিক প্রুনিং।

মস্তিষ্কের ভাষার সাথে জড়িত ব্রোকা ব্রেন এরিয়া এবং ওয়ার্নিক এরিয়ার উন্নয়নের জন্য একজন মানুষকে শিশুকাল থেকে শুরু করে স্কুল জীবন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তার মানে দেখা যাচ্ছে, একটি মানব শিশু মায়ের গর্ভাশয়ে পরিপূর্ণভাবে জন্মায় না, তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক গর্ভাশয় প্রয়োজন। সমস্ত মহাবিশ্বটাই যেন একটি মানব শিশুর গর্ভাশয়, যেখানে সে একটি ক্ষুদ্র ভ্রুণ।

যাই হোক, শিশুকাল দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়ার কারণে আঠার থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে একটি মানব শিশু পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় না। যেখানে একটি শিম্পাঞ্জি প্রায় জন্মের পরপরই ম্যাচিউরিটি অর্জন করে। মানব শিশুর এই "Delayed maturation" নারীর ওপর একটি প্রেসার ক্রিয়েট করে। এখন একজন মানব নারী চাইলেও সন্তানকে ছেড়ে যেতে পারে না, তাকে সন্তানের সাথে আটকে থাকতে হয়। মহাবিশ্বের গর্ভাশয়ের ভেতর সন্তানকে রেখে, মা শিশুটির এক্সটারনাল ইমিউন সিস্টেমের মতো বছরের পর বছর শিশুটিকে প্রোটেক্ট করে।

আর এভাবে নারীর মস্তিষ্কে দীর্ঘকালীন সঙ্গী অনুসন্ধান করার প্রবণতা তৈরি হয়। নারীরা এখন শর্ট-টার্ম সেক্সচুয়াল রিলেশন নয়, তারা একজন সঙ্গীকে দীর্ঘকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, তারা তাদের পাশে একজন যোগ্য দীর্ঘকালীন সঙ্গী চায়, যে তার ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করবে। একজন পুরুষ একজন নারীর বুটস ও বুবস দেখলেই পাগল হয়ে যায় কিন্তু একজন নারী বিয়ের পূর্বে একজন পুরুষ সম্পর্কে কমপক্ষে ১০০১টি প্রশ্ন করে। নারীর মস্তিষ্ক কম্পিউটারের And Gate- এর মতো হয়ে ওঠে। একটি কম্পিউটারের সিকিউরিটি লকের মতো। তার মনের সিকিউরিটি লক খুলে তার গর্ভাশয়ে স্পার্ম রাখার জন্য ১০০১ ডিজিটের একটি সিকিউরিটি লক জানতে হয়। মূলত, দীর্ঘসময় সন্তান গর্ভধারণ এবং জন্মের পর তার ডিলেইড ম্যাচিউরেশন প্রসেসে অংশগ্রহণের জটিলতার কারণেই নারীর মন-মানসিকতা সিকিউরিটি লকের মতোই জটিল হয়ে গেছে। একজন নারী পুরুষের সাথে সম্পর্ক করার পূর্বে যে সকল প্রশ্ন করে তার খুবই সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা নিচে দেয়া হলো-

ব্যক্তিগত আশা ও উদ্দেশ্য

- তোমার জীবনের স্বপ্ন ও লক্ষ্য কী?
- তুমি কীভাবে তোমার কর্ম জীবনে উন্নয়নের পথ খুলতে চাও?
- তোমার জীবনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য কী?
- তোমার অফিশিয়াল কাজের বাহিরে ব্যক্তিগত কোনো শখ আছে?

- তুমি তোমার একটি সুস্থ্য ও স্বাভাবিক কর্মজীবন কোন পদ্ধতিতে ম্যানটেইন কর?

যোগাযোগ ও দ্বন্ধ নিরসন

- তুমি অন্যান্য মানুষের সাথে সাধারণত কীভাবে যোগাযোগ কর?
- তুমি তোমার সহানুভূতি ও স্নেহ প্রকাশ করার জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন কর?
- কোথাও দ্বন্ধ দেখা দিলে তুমি সেটা কীভাবে নিরসন কর?
- তুমি কী তোমার অনুভূতি ও আবেগ সম্পর্কে উন্মুক্তভাবে আলোচনা করতে পছন্দ কর?
- তুমি কীভাবে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর?

পরিবার ও সম্পর্ক

- তোমার পরিবারের সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন?
- তুমি তোমার পিতামাতা এবং গার্ডিয়ানদের কাছ থেকে কোন ধরনের কোয়ালিটি প্রত্যাশা কর?
- বিয়ের পর তুমি তোমার পরিবার থেকে কী আশা কর?
- একসাথে সন্তান লালন-পালন করা নিয়ে তোমার ভাবনা কী?
- পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তোমার পরিকল্পনা কী?

মূল্যবোধ ও বিশ্বাস

- তোমার কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাস কী?
- ধর্ম ও স্পিরিচুয়ালিটিকে তুমি কীভাবে সংজ্ঞায়িত কর?
- তোমার জীবনে কোন কোন নৈতিক দিক ভূমিকা পালন করে?
- তোমার সামাজিক সংযোগ ও দায়িত্ববোধ কেমন?
- পরিবেশগত স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে তোমার চিন্তা কী?

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

- তোমার সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কেমন যেমন আয়, ঋণ এবং সম্পত্তি?
- তুমি তোমার বাজেট ও অর্থনীতি কীভাবে ম্যানেজ কর?
- ভবিষ্যতে তোমার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কী, তুমি কী কোন বাড়ী ক্রয় করতে চাও অথবা তোমার রিটায়ারম্যান্টের টাকা জমা করতে চাও?
- অর্থনৈতিক তথ্য শেয়ার এবং যৌথ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তুমি কেমন অনুভব কর?
- বিয়ের পূর্বে চুক্তি সম্পর্কে তোমার চিন্তা কী?

ব্যক্তিগত শখ ও জীবন মান

- তোমার প্রাত্যহিক শখ অথবা রুটিন?
- তুমি তোমার শারীরীক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি কতটা মনোযোগী?
- তোমার খাবারের পছন্দ অথবা রেস্ট্রিকশন আছে?
- তোমার কোনো অ্যালার্জি অথবা সেনসেটিভিটি আছে?
- তোমার কোন শখ বা আগ্রহের বিষয় আছে?

অন্তরঙ্গতা ও মানসিক সংযোগ

- অন্তরঙ্গতা বলতে তুমি কী বোঝো?
- তুমি তোমার সঙ্গীর প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা কীভাবে প্রকাশ কর?
- তুমি শারীরীক অন্তরঙ্গতা ও সন্তুষ্টি বলতে কী বোঝো?
- তোমার মানসিক চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার সাথে তুমি কীভাবে দেখা কর?
- সম্পর্কে প্রত্যাখ্যানন অথবা আঘাতের শিকার হলে তুমি সেটা কীভাবে ম্যানেজ কর?

স্বপ্ন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- তোমার স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?
- তুমি কোন ধরনের লোকেশন অথবা পরিবেশে থাকতে পছন্দ কর?
- তুমি কী চাও আমরা সন্তান নেই?

- তুমি কী চাও আমরা একসাথে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করি?
- একসাথে আমাদের অবসর ও বার্ধক্য উদযাপন নিয়ে তোমার চিন্তা কী?

সমর্থন ও অনুপ্রেরণা

- তোমার প্রেমিকার স্বপ্ন ও আশা পূরণে তুমি কীভাবে সমর্থন করবে?
- তোমার প্রেমিকার বেড়ে ওঠা ও উন্নয়নের জন্য তুমি কতটা অনুপ্রাণিত করবে?
- তুমি তোমার সঙ্গীর অর্জন ও সফলতাকে কীভাবে সেলিব্রেট কর?
- তুমি চ্যালেঞ্জিং সময়ে তোমার সঙ্গীকে ঠিক কীভাবে স্বাচ্ছন্দ্য ও সমর্থন প্রদান কর?
- তুমি তোমার সঙ্গীর প্রতি কীভাবে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রকাশ কর?

সম্মান ও বিবেচনা

- তুমি তোমার সঙ্গীর মতামত, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল?
- তুমি তোমার সঙ্গীর অনুভূতি ও দৃষ্টিকোণগুলো কীভাবে দেখ?
- তুমি কষ্টদায়ক ও অসম্মানজনক মন্তব্যগুলো কীভাবে উপেক্ষা কর?
- তুমি তোমার কর্মের দায়বদ্ধতা কীভাবে গ্রহণ কর এবং কীভাবে তুমি তোমার ভুলের জন্য ক্ষমা চাও?
- তুমি তোমার সম্পর্কে কীভাবে বিশ্বাস ও সততা বজায় রাখ?

ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা ও ছাড় দেয়া

- তুমি একটি কাপলের অংশ হওয়ার পর কীভাবে তোমার ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতাকে দেখ?
- কীভাবে তুমি মতানৈক্যের মধ্যে একটি কমনগ্রাইন্ড আবিষ্কার কর?
- তুমি কীভাবে অন্যের প্রতি অতি-নির্ভরশীলতাকে অতিক্রম কর?
- উদ্ভাবন ও স্বতস্ফূর্ততা সম্পর্কে তোমার মনোভাব কী?

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড

- সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড তোমার সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করে?

- তুমি কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা ও পারিবারিক দৃষ্টিকোণ বিচার কর?
- তুমি ভিন্ন কোনো সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ডে সন্তানকে কীভাবে লালন পালন করতে চাও?
- তুমি কীভাবে অন্য কোনো পরিবার এবং বন্ধুর সাথে সংযুক্ত হও?

যেখানে একজন নারী একজন পুরুষকে নির্বাচন করার পূর্বে প্রায় ১০০১টি প্রশ্ন করে, সেখানে একজন পুরুষ চায় নারীটি কেবল শারীরীকভাবে তার হোক, মানসিকভাবে সে অন্য কোনো পুরুষকে ভেবে মাস্টারবেট করলেও সমস্যা নেই কিন্তু মেয়েটি যেন তাকে ছেড়ে অন্য কোনো পুরুষের সাথে তার ডিম্বাশয় শেয়ার না করে, সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় মেয়েটি যেন তার প্রতি আন্তরিক ও সহনশীল হয়, তার মধ্যে যেন ফেশিয়াল এক্সপ্রেসন ও আর্তনাদ দেখা যায় এবং সে যেন তার পেনিসটি ভদ্রভাবে সাক করে দেয়। পুরুষ মেসেঞ্জারে নারীকে কিস করতে চায়, তার পায়ের ছবি চায়, তার চোখ ও হাসির প্রশংসা করে, তার বুটস টাচ করতে চায়, তার বুবসের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে, তার যোনি সাক করতে চায়, তাকে পেনিট্রেশন করতে চায়, তার সাথে অ্যানাল করতে চায়, তার সেক্সচুয়াল ফ্যান্টাসি শুনতে চায়, থ্রিসাম প্রাক্টিস করতে চায়, রোলস প্লে করতে চায় কিন্তু তার সবকিছুর পেছনে একটাই টেন্ডেন্সি আর সেটা হলো "শরীর"। প্রায় ১০০১টি কন্ডিশন পালন করার পরও, একজন নারী একজন পুরুষের পেনিস সাক করতে সবসময় রাজি হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, সে সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় মিথ্যা এক্সপ্রেসন তৈরি করতে পারে এবং সাক ও ফেশিয়াল সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারে।

কিন্তু এতকিছুর পরও পুরুষের প্রতি নারীর আরও অনেক অভিযোগ আছে। উদাহরণস্বরূপ, সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সের পর পুরুষের স্পার্ম যখন আউট হয়, তখন তার ব্রেন টার্ন অফ হয়ে যায়। সে তখন নারীর প্রতি নতুন করে আগ্রহ অনুভব করে না। যদি সে নারীর প্রতি নতুন করে আগ্রহ অনুভব করত, তবে সে বারবার সেক্স করত, আর এতে করে নারীর যোনি থেকে স্পার্মগুলো বেরিয়ে চলে আসত, সে নিজেই পেনিট্রেশন করে নিজের স্পার্ম নিজে বের করে ফেলত আর এতে করে নারীটির প্র্যাগনেন্ট হতে সমস্যা হতো। এজন্য প্রকৃতি নিজেই পুরুষের ব্রেনকে ব্লাইন্ড করে দিয়েছে, যেজন্য সে সেক্সের পর আগ্রহ হারায়, তার পেনিস নেতিয়ে পড়ে। এজন্যই পুরুষ সেক্সের পর নারীকে উপেক্ষা করে। আর নারী ভেবে নেয় যে, পুরুষটি তাকে জ্বলন্ত সিগারেটের মতো ফুঁকে নিঃশেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে!

যাই হোক, নারীর মস্তিষ্কের রোম্যান্টিক আচরণের পেছনে সন্তানের দীর্ঘ ম্যাচিউরিটি প্রসেসই দায়ী। বড় মাপের প্রাণী শিকার করার প্রয়োজনীয়তা, উন্নত টুলস, আগুনের ব্যবহার, বড় মস্তিষ্ক, অসহায় শিশু, সম্প্রসারিত শিশুকাল এবং নতুন নতুন পরিবেশে মাইগ্রেশনের প্রয়োজনীয়তা আমাদের পূর্বসূরীদের দীর্ঘকালীন সম্পর্কের দিকে ঠেলে দেয়। প্যারেন্টিং একটি বিভাজিত দায়িত্বে পরিণত হয়। আমি বিশ্বাস করি যে কোর্টশিপের প্রয়োজনীয়তা থেকে এটি আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। আর ঠিক এই সময় থেকে মানুষ তার সঙ্গীকে আকৃষ্ট করার জন্য ইউনিক সব কোয়ালিটি প্রদর্শন করতে শুরু করে। যোগাযোগের জন্য মানুষের ভাষা, শিল্প, কৌতুক, উদ্ভাবন এবং সাহস টিকে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এগুলো রোম্যান্টিক ভালোবাসার অপরিহার্য উপাদান। ড. সাতোশি কানাজাওয়া মনে করেন, পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞানী তাদের ৩০ বছরে উপনীত হওয়ার পূর্বেই যুগান্তকারী সব আবিষ্কার সম্পাদন করে, একমাত্র সঙ্গীকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে! আর এই প্যাটার্ন সর্বপ্রথম শুরু হয়েছে হোমো ইরেক্টাসের সময় থেকেই!

সৌন্দর্য স্কিনে নয়, স্কিনের ভেতরে?

অধিকাংশ মানুষ বলে থাকেন, স্কিনের ভেতর সৌন্দর্য নেই, সৌন্দর্য ডিপস্কিনে। তুমি মানুষের মনের সৌন্দর্য দেখ, আসল সৌন্দর্য হলো মনের সৌন্দর্য। তাদের মতে, সৌন্দর্য যার যার চোখের ব্যাপার। আই ডোন্ট নো, তারা মূলত কী বোঝানোর চেষ্টা করে। তারা কী এটা বোঝানোর চেষ্টা করে যে প্রত্যেকটি মানুষের সৌন্দর্যের স্ট্যান্ডার্ড আলাদা এবং কোনো মানুষই কোনটা সুন্দর আর কোনটা সুন্দর নয় সে ব্যাপারে কোনোদিন একমত হতে পারবে না? তারা আরও বলে থাকে, সৌন্দর্যের উপস্থিতি ডিপ স্কিনে। এর অর্থ হলো আকর্ষণীয় মানুষ ও অনাকর্ষণীয় মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তারা দেখতে যেমনই হোক না কেন? স্ট্যান্ডার্ড সোশ্যাল সায়েন্সের মডেল অনুসারে, এ দুটি বক্তব্য সেন্স তৈরি করে। কারণ সামাজিক বিজ্ঞান অনুসারে, প্রতিটি মানুষ ব্ল্যাঙ্ক স্ল্যাট হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। তারা মনে করে, প্রতিটি শিশুর মনই একটি অলিখিত হোয়াইট বোর্ড।

যেহেতু মানব শিশুর মন একটি অলিখিত সাদা কাগজ হয়ে জন্মায়, স্বাদ থেকে শুরু করে সৌন্দর্য সবকিছু একটি শিশু জন্মের পর সোসালাইজেশনের মাধ্যমে শেখে। যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করে, প্রাকৃতিকভাবেই তাদের ভিন্ন ভিন্ন বিউটি স্ট্যান্ডার্ড আছে। একটি নির্দিষ্ট

সংস্কৃতির মানুষের কাছে যেটা সুন্দর অন্য সংস্কৃতির মানুষের কাছে সেটা অসুন্দর মনে হতে পারে। আর তাই আকর্ষণীয় ও অনাকর্ষনীয় মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা যাদৃচ্ছিক। এজন্য স্ট্যান্ডার্ড সোশ্যাল মডেলের যুক্তিগুলো আপাতদৃষ্টিতে সত্য মনে হয়। অসংখ্য প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের বইগুলোতে এমন একটি ছবি অংকন করা হয় যেন, সৌন্দর্য সংস্কৃতির তৈরি। যদিও পাশ্চাত্যের মানুষ এসব বইগুলোকে এখন অদ্ভুত চোখে দেখে।

যাই হোক, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান মানুষের এই সাধারণ অনুমান এবং বহুল প্রচলিত বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে। কারণ বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান আমাদের বলছে যে সৌন্দর্যের স্ট্যান্ডার্ড বিশ্বজনীন। প্রতিটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি এবং সকল প্রকার সংস্কৃতিতে বিউটি স্ট্যান্ডার্ড একটাই। আপনি আমেরিকার কথা বলেন, আপনি পূর্ব এশিয়ার কথা বলেন। আপনি সাদা মানুষের কথা বলেন অথবা আপনি কালো মানুষের কথা বলেন, কোন ধরনের চেহারা আকর্ষণীয় এ ব্যাপারে প্রতিটি সংস্কৃতির মানুষ মোটামুটি একমত। আমেরিকা, রাশিয়া, চায়না ও ইন্ডিয়া সহকারে পৃথিবীর অসংখ্য দেশের মানুষ সৌন্দর্যের নির্দিষ্ট প্যাটার্নের ব্যাপারে একমত, যদি সৌন্দর্য জিনিসটা ভিন্ন ভিন্ন পরিবার ও সমাজের সোসালাইজেশনের ফসল হতো, তবে কেন এত বৈচিত্র্যময় মানুষ সৌন্দর্যের বিশ্বজনীন প্যাটার্নের ব্যাপারে একমত প্রকাশ করে?

এটা কীভাবে সম্ভব যে, এত বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি কোনটি সুন্দর আর কোনটি সুন্দর নয়, সে ব্যাপারে একমত প্রকাশ করবে? এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বের প্রতিটি আলাদা আলাদা সংস্কৃতির মানুষ প্রবৃত্তিগতভাবে একই সৌন্দর্যের স্ট্যান্ডার্ড শেয়ার করে। ১৯৮০ সালে স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত একটি এক্সপেরিমেন্টে দেখা গিয়েছিল, একজন দুই থেকে তিন মাস বয়সী শিশুও সেই চেহারার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকে, যেটি বয়স্ক মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে আকর্ষণীয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, এক সপ্তাহ বয়সী একজন শিশু সেই চেহারার দিকেই দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকে, বড়দের দৃষ্টিতে যে চেহারাটি বেশি সুন্দর। আর একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছিল যে ১২ মাস বয়সী একটি শিশু আকর্ষণীয় মাস্ক পরিহিত একজন আগন্তুক দেখলে তার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করে, তার সাথে অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করে, মানসিক চাপ হ্রাস পায় এবং তার কাছ থেকে সহজে নিজেকে ছাড়াতে পারে না। এছাড়া যে সকল পুতুলের চেহারা আকর্ষণীয়, তার সাথে অনাকর্ষণীয় চেহারার পুতুলের চেয়ে তারা বেশি সময় কাটায়। যদি সৌন্দর্য একটি সামাজিক শিক্ষা হয়ে থাকে, তবে এত অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে একটি শিশুর মধ্যে সৌন্দর্যের স্ট্যান্ডার্ড প্রবেশ করে? শিশুরা এত দ্রুততর সময়ের ভেতর কীভাবে সৌন্দর্যের স্ট্যান্ডার্ড দাঁড় করায়? এই সকল গবেষণা খুব দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যে, সৌন্দর্যের স্ট্যান্ডার্ড আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগত, এটি আমাদের সোশ্যালাইজেশনের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয় না।

অন্যকথায় সৌন্দর্য একজন ব্যক্তির একটি অভিযোজন। কিন্তু এটি আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করে, কেন বিউটি স্ট্যান্ডার্ড আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগত? কীভাবে আমাদের মধ্যে একটি সর্বজনীন ধারণা তৈরি হয়েছে, কে সুন্দর আর কে সুন্দর নয়। এসবের পেছনে ইভোল্যুশনারী লজিক কী? শারীরীকভাবে আকর্ষণীয় কয়েকটি ফিচার আমাদের মধ্যে দৃশ্যমান হয়, যেগুলোর সৌন্দর্যের ব্যাপারে পৃথিবীর সকল মানুষ প্রায় একমত: ১)দ্বিপাক্ষিক প্রতিসাম্য, ২) গড়পড়তা এবং ৩) দ্বিতীয় যৌন চরিত্র।। একটি আকর্ষণীয় চেহারার প্রতিসাম্যতা, অনাকর্ষণীয় একটি চেহারা থেকে বেশি। দ্বিপাক্ষিক প্রতিসাম্যতা অর্থাৎ যাদের মুখের উভয় পাশে আইডেন্টিক্যাল তারা প্যারাসাইট, প্যাথোজেন ও টক্সিনের বিপক্ষে প্রোটেকশন তৈরি করতে পারে। কোনোপ্রকার ক্ষতিকর জেনেটিক মিউটেশন অথবা ইনব্রিডিং এর কারণে মানুষের মুখের দু-পাশের প্রতিসাম্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

ডেভেলপমেন্টালি অথবা জেনেটিক্যালি একজন স্বাস্থ্যকর মানুষের চেহারা ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যে বিশাল প্রতিসাম্যতা দেখা যায়। এই কারণে যে সকল পরিবেশে প্যারাসাইট ও প্যাথোজেনের প্রাদুর্ভাব বেশি সেখানে সঙ্গী নির্বাচনে শারীরীক আকর্ষণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। কিছু কিছু সমাজ আছে, যেখানকার পরিবেশে প্রচুর প্যারাসাইট ও প্যাথোজেন। এজন্য সঙ্গী নির্বাচনের সময় অপ্রতিসম চেহারার নারী বাদ পড়ে যায়। ফেশিয়াল গড়পড়তা আর একটি ফিচার যেটি শারীরীক আকর্ষণ বৃদ্ধি করে; যে সকল মানুষের চেহারা গড়পড়তা সমাজের অন্যান্য মানুষের কাছাকাছি তারা সঙ্গীর কাছে বেশি আকর্ষণীয়, চূড়ান্তভাবে দুর্লভ চেহারার প্রতি মানুষ আকর্ষণবোধ করে না। জুডিথ এইচ ল্যাংলোইসের একটি কথা এ ব্যাপারে মনে পড়ে যায়, যিনি প্রথম এই বিষয়টি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি বলেন,"attractive faces are only average"। ঠিক কি কারণে গড়পড়তা চেহারা বেশি আকর্ষণীয় অথবা কেন মুখের প্রতিসাম্যতা সুন্দর তার বিবর্তনীয় কারণ পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। আমাদের সাম্প্রতিক জ্ঞান অনুসারে, ফেশিয়াল গড়পড়তা তৈরি হয় হেট্রোজিনিটি থেকে, জিনের হোমোজেনিটি থেকে নয়। যে সকল মানুষের জিনের দুটি ভিন্ন ভিন্ন কপি (অ্যালিল) আছে, তারা বিপুল সংখ্যক প্যারাসাইটের বিপক্ষে রেজিস্টেন্ট গড়ে তুলতে পারে, তাদের দেহে ডিলেটারিয়াস বা ক্ষতিকর জিন কম এবং তাদের চেহারা গড়পড়তা সাধারণ মানুষের মতোই হয়। যদি এই অনুমান সঠিক হয়, তবে বলতেই হবে দ্বিপাক্ষিক প্রতিসাম্যতা ও চেহারার গড়পড়তা জেনেটিক স্বাস্থ্য এবং প্যারাসাইট রেজিস্টেন্টের একটি ইন্ডিকেটর।

সৌন্দর্য কারও চোখের ব্যাপার নয়, সৌন্দর্যের ডিপ স্কিনের আত্মার ব্যাপার নয়, সৌন্দর্য হলো একটি জেনেটিক এবং স্বাস্থ্যগত উন্নয়নের নির্দেশক। অন্যকথায় সৌন্দর্য হলো "হেলথ সার্টিফিকেশন"। অধিক আকর্ষণীয় মানুষ স্বাস্থ্যকর, তাদের শারীরীক ফিটনেস ভালো, তাদের দীর্ঘায়ু এবং তাদের ব্যাকপেইন কম হয় (যদিও কিছু

ব্যতিক্রম আছে)। দ্বিপাক্ষিক প্রতিসাম্যতা এতটাই যথাযথ যে এমনকি একটি কম্পিউটারও একজন ব্যক্তির ছবি থেকে ফেশিয়াল সিমেট্রির মাত্রা পরিমাপ করতে পারে এবং বলে দিতে পারে, সে অন্যের কাছে কতটা আকর্ষণীয় হবে। কম্পিউটার প্রোগ্রাম এখন ডিজিটালি গড়পড়তা মানুষের চেহারা বলতে পারে। আর তাই সৌন্দর্য হলো মানুষের বস্তুভিত্তিক ও পরিমাপগত একটি গুণ, উচ্চতা এবং প্রশস্ততার মতো। উচ্চতা এবং প্রশস্ততাকেও মাপকাঠি ও স্কেল আবিষ্কারের পূর্বে মানুষের চোখের নিজস্ব ব্যাপার মনে করা হতো।

কেন প্রস্টিটিউশন পৃথিবীর সবচেয়ে আদিম পেশা? আর কেন পর্নোগ্রাফি একটি বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি?

আপনি কী কখনো শুনেছেন কোনো নারী সেক্স করার জন্য প্রস্টিটিউশনে গিয়েছে? নারী প্রস্টিটিউটরা পুরুষকে আকর্ষণ করে, আবার পুরুষ প্রস্টিটিউটরাও সমকামী পুরুষদের আকর্ষণ করে, প্রস্টিটিউশনের একমাত্র ক্লায়েন্টই হলো পুরুষ, অল্পকিছু নারীই আছে যারা প্রস্টিটিউশনে যায়। কেন ব্যাশ্যাবৃত্তিতে আমরা এই লিঙ্গ বৈষম্য দেখতে পাই? আজকের বিশ্বে প্রায় ৪২ মিলিয়ন ব্যাশ্যা আছে, তার মধ্যে মাত্র ৮ মিলিয়ন হলো পুরুষ প্রস্টিটিউট। প্রস্টিটিউশন পেশায় এই বিশাল শূন্যস্থানের কারণ হলো নারী ও পুরুষের রিপ্রডাক্টিভ বায়োলজির অপ্রতিসাম্যতা।

একজন পুরুষের প্রজননগত সফলতা নির্ভর করে, সে কত সংখ্যক নারীর সাথে সেক্স করতে পারবে তার ওপর কিন্তু একজন নারীর প্রজনন সফলতা সে কত মিলিয়ন পুরুষের সাথে সেক্স করছে তার ওপর নির্ভর করে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন পুরুষ যদি এক বছরে এক হাজার নারীর সাথে সেক্স করে, তবে সম্ভাবনার দিক থেকে সে এক হাজার সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম এবং বাস্তবতার দিক থেকে হিসেব করলে, ১০০০ নারীর মধ্যে অন্তত ৩০ জন নারী প্র্যাগনেন্ট হবে। এর অর্থ হলো প্রতি ইন্টারকোর্সে পুরুষটির সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনা ০.০৩ %। আর অন্যদিকে আমরা নারীর বেলায় তীক্ষ্ম বৈপরিত্য দেখতে পাই, একজন নারী যদি এক বছরে ১০০ পুরুষের সাথে সেক্স করে, তবে একইসময় সে মাত্র একটি সন্তান উৎপাদন করতে পারবে। তার অর্থ হলো একজন নারী একশজন পুরুষের সাথে সেক্স করা যে কথা, একজন পুরুষের সাথে সেক্স করাও একই কথা কারণ এক বছরে সে একটির বেশি সন্তান জন্ম দিতে

পারবে না। একজন নারী যদি একজন পুরুষের সাথে সপ্তাহে ২ বার করে এক বছরে ১০০ বার সেক্স করে, তবে তার প্র্যাগন্যান্ট হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র ০.৯৫। যেখানে একজন নারী একজন পুরুষের সাথে বছরে একশবার সেক্স করেও প্র্যাগনেন্ট হতে পারে না, তার জন্য বিপুল সংখ্যক পুরুষ অনুসন্ধান করা খুব বেশি লাভজনক নয়।

আর এজন্য একজন পুরুষ বিপুল সংখ্যক নারীর প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার জন্য বিবর্তিত। কারণ একজন নারীর সাথে সেক্স করে সে সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ হলেও, অসংখ্য নারীর মধ্যে কোনো না কোনো নারীকে সে প্রেগন্যান্ট করতে পারবেই।[14] গড়পড়তা একজন তরুণ পুরুষ আটজন নারীর প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলে তারা উন্মুক্ত কন্ঠে স্বীকার করে। কিন্তু একই সময় সীমায় একজন তরুণী নারী মাত্র একজন পুরুষে প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। আর এজন্য নারীর তুলনায় পুরুষের সেক্সচুয়াল বৈচিত্র্যতা অনেক বেশি। প্রস্টিটিউশন, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন প্রফেশন, এটি আর কিছুই নয়, এটি বৈচিত্র্যময় নারীর প্রতি পুরুষের মস্তিষ্কের আকাঙ্ক্ষার সফটওয়্যার থেকে সৃষ্ট একটি ফলাফল। প্রস্টিটিউট হলো পুরুষের মস্তিষ্কের ডোপামিনের বীর্যপাত। পৃথিবীর সকল প্রস্টিটিউশনের ঈশ্বরই হলো পুরুষের মস্তিষ্কের নিউরন। এটি এক হাজার বছরও সার্ভাইভ করতে পারত না, যদি পুরুষের এই ধরনের কোনো আকাঙ্ক্ষার সার্কিট না থাকত। কিন্তু নারীর মস্তিষ্কে পুরুষের মতো একই আকাঙ্ক্ষা নেই, অন্তত একই মাত্রা থেকে, যেটি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে, কেন পৃথিবীতে নারীদের জন্য কোনো প্রস্টিটিউশন নেই, যেখানে কী তারা পুরুষকে চুদবে।

নারী ও পুরুষের যৌনতার ভিন্নতার আরও একটি ইন্ডিকেটর হলো সেক্সচুয়াল ফ্যান্টাসি। নারী ও পুরুষ দুজনই বাস্তবতার ফানুস ভেঙে সেক্সচুয়াল ফ্যান্টাসিতে বুঁদ হয়ে থাকে।[15] একটি গবেষণায় ৩১ জন পুরুষের ওপর পরিসংখ্যান চালিয়ে দেখা যায়, একজন পুরুষ তার সামগ্রিক জীবনে এক হাজার থেকেও বেশি নারীকে নিয়ে ফ্যান্টাসি করে, যেখানে মাত্র ৮% নারী একই বিবৃতি প্রদান করেছিল। তাছাড়া, সেক্সচুয়াল ফ্যান্টাসির সময় একজন পুরুষ একজন নারীকে কল্পনা করতে করতে অন্য নারীতে সুইচ করে, যেটি তাদের কাল্পনিকভাবে অসংখ্য নারীর সাথে সেক্স করার অনুমোদন দেয়। তাদের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স একের পর এক নারীর প্যান্টি ছিঁড়তে থাকে। অন্যদিকে একজন নারী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সম্পর্কে সেক্সের প্রতি সবচেয়ে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে, তারা অপরিচিত কোনো মানুষের সাথে সেক্স করতে চায় না। নারী রোম্যান্সের গল্প পছন্দ করে, পর্নোগ্রাফি নয়, কারণ তাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো তাদের সেক্সচুয়াল ফ্যান্টাসির পূর্ণতা।

কিন্তু পর্নোগ্রাফির ব্যাপারে কি বলবেন? প্রস্টিটিউশনের মতোই পৃথিবীর বেশিরভাগ পুরুষই পর্নোগ্রাফির ভোক্তা। পুরুষের যৌনতার আকাঙ্ক্ষার বৈচিত্র্যতা দেখেই বোঝা যায়, কেন পুরুষ অতিরিক্ত পর্নোগ্রাফি পছন্দ করে এবং কেন তারা

পর্নোগ্রাফিক পিকচার ও ভিডিওতে দেখা নারীদের সাথে সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্স করতে চায়, যেমনটি তারা প্রস্টিটিউটদের সাথে করে থাকে। আমরা প্রস্টিটিউটদের সাথে সঙ্গম করতে পারি কিন্তু আমরা পর্নোস্টারের সাথে সঙ্গম করতে পারি না। কিন্তু সাভানা হাইপোথিসিস অনুসারে, মানুষের মস্তিষ্ক আসলে জানে না কোনটি রিয়াল নারী আর কোনটি রিয়াল নারী নয়।

যখন একজন পুরুষ নগ্ন এবং সেক্সচুয়ালি রিসেপ্টিভ কোনো নারী দেখে, তখন তার ব্রেন সত্যিকারার্থে বুঝতে পারে না যে, এগুলো একজন নারীর আর্টিফিশিয়াল ইমেজ। তারা এটাও বুঝতে পারে না, এই সব নারীর সাথে তাদের দেখা ও সেক্স কোনোটাই হবে না কারণ আফ্রিকার সাভানায় এই ধরনের আর্টিফিশিয়াল কোনো ইমেজ ছিল না, তাই তারা কোনটা আর্টিফিশিয়াল আর কোনটা আর্টিফিশিয়াল নয়, সেটার তারতম্য বুঝতে পারছে না। আর এজন্য প্রতিটি উলঙ্গ মহিলাকে আমাদের প্রস্তরযুগের মস্তিষ্ক তার সম্ভাব্য সেক্স পার্টনার হিসেবেই দেখছে। যার ফলস্বরূপ, আমাদের মস্তিষ্ক পর্নোস্টারদের দেখলে বাস্তবিক সেক্সচুয়াল এনকাউন্টারের অনুভূতি পায়।

কেন পর্নোগ্রাফিক ফটোগ্রাফ ও ভিডিও দেখলে পুরুষের পেনিস দাঁড়িয়ে যায়, যখন ইরেকশনের একমাত্র বায়োলজিক্যাল ফাংশনই হলো বাস্তব কোনো নারীর সাথে ইন্টারকোর্স ও সন্তান উৎপাদন? যদি মানুষের মস্তিষ্ক সত্যিকারার্থেই বুঝতে পারত যে, তারা পর্নোগ্রাফির উলঙ্গ নারীটির সাথে সেক্স করতে পারবে না, তবে তাদের পেনিস পর্নোগ্রাফিক ভিডিও দেখে কখনোই রেসপন্স করত না। এর অর্থ হলো, পুরুষের ব্রেন এটাই বোঝে না যে সে যা দেখছে তা পর্নোগ্রাফি। পুরুষের মতোই নারীর ওপরও সাভানা হাইপোথিসিস প্রয়োগ করা যায়; পুরুষের মতোই নারীর মস্তিষ্কে একইপ্রকার লিমিটেশন আছে। এই কারণেই পুরুষের মতো নারীরা পর্নোগ্রাফি পছন্দ করে না। যদিও পুরুষের চেয়ে নারীদের সেক্সচুয়াল ফ্যান্টাসি অনেক বেশি। কিন্তু নারীরা বৈচিত্র্যতা পছন্দ করে না কারণ বিপুল সংখ্যক পুরুষের সাথে সেক্স করার মধ্যে তার কোনো প্রজননগত উপকারিতা নেই। প্রকৃতপক্ষে, একজন নারী তার লাইফটাইমে খুব অল্প সংখ্যক সন্তানই জন্ম দেয়, তাই ভুল কোনো মানুষের সাথে সেক্স করা তাদের জন্য খুবই ব্যায়বহুল। আর এজন্য নারীরা অপরিচিত কোনো পুরুষের সাথে সেক্স করার ক্ষেত্রে সবসময় সতর্ক থাকে; একজন নারী একজন পুরুষের সাথে সেক্স করার পূর্বে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে। গড়পড়তা একজন নারী একজন পুরুষের সাথে সেক্স করার পূর্বে ছয়মাস অপেক্ষা করে, যেখানে একজন পুরুষ অপেক্ষা করে মাত্র এক সপ্তাহ। আর তাই কেন নারী অপরিচিত কারও সাথে আপেক্ষিক সেক্স এড়িয়ে চলে, এটি আমাদের কাছে পারফেক্ট সেন্স তৈরি করে।

নারীর মস্তিষ্ক তাকে বাস্তবিকই বলতে পারে না যে পর্নোগ্রাফিতে দেখা বিপুল সংখ্যক পুরুষের সাথে তার সেক্স করার সম্ভাবনা নেই। নারীর মস্তিষ্ক বুঝতে পারে না,

তারা পর্নোগ্রাফি দেখলে প্রেগনেন্ট হবে না। নারীর অবচেতন মন কোনটা পর্নোগ্রাফি ও কোনটা পর্নোগ্রাফি না, দুটোর মধ্যে তারতম্য করতে পারে না। কারণ আফ্রিকার সাভানায় কোনো পর্নোগ্রাফিক পুরুষ ছিল না, সবই ছিল রিয়াল পুরুষ। আর তাই নারীর অবচেতন মন মনে করে সে পর্নোগ্রাফি দেখলেও প্রেগন্যান্ট হয়ে যেতে পারে। নারী মন পর্নোগ্রাফি বুঝতে পারে না, ঠিক যেমনি পুরুষের মস্তিষ্কও বুঝতে পারে না, পর্নোগ্রাফিক নারীরা রিয়াল নয়। যে কারণে পুরুষ পর্নোগ্রাফি পছন্দ করে, একই কারণে নারী পর্নোগ্রাফি ত্যাগ করে। উভয়ক্ষেত্রেই ব্রেন ইমাজিনারি সেক্স পার্টনার ও রিয়াল সেক্স পার্টনারের পার্থক্য বোঝে না।

নারী ও পুরুষ কেন একই পরিস্থিতিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে?

আমার এক বন্ধুর বিশ্বাস করত কলেজের সকল মেয়ে তার প্রতি ক্রাশ। একদিন একটা মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে জাস্ট হেসেছিল, সে সমস্ত কলেজে নিউজ করেছিল যে মেয়েটি তার প্রেমে উন্মাদ। একটা সময় আমরা সবাই একত্রিত হয়ে মেয়েটিকে প্রশ্ন করি, তুমি কি সত্যি আবিরকে পছন্দ কর? তার উত্তর ছিল, আবির কে আমি সেটাই জানি না। কিন্তু আবির এসে মেয়েটির মুখের ওপর বলে বসলো, আমি জানি তোমার এইডস। এজন্য তুমি আমার প্রতি তোমার ভালোবাসার কথা স্বীকার করছ না, কারণ তুমি চাও না আমার এইডস হোক। তাই না প্রিয়? মেয়েটি একেবারেই সারপ্রাইজড। সে সম্ভবত এত বিরাট কৌতুক কোনোদিন শুনেনি। কিন্তু কেন? কেন পুরুষ নারীর একটা ইনোসেন্ট হাসির মধ্যেও সেক্সচুয়াল ইনভাইটেশন দেখে? কেন পুরুষ নারীর সাথে একটি ইনোসেন্ট, ফ্রেন্ডলি ও প্লেটোনিক আলোচনার মধ্যেও যৌনতার ঘ্রাণ পায়? এটা কেবল আমার বন্ধুর সাইকোলজিক্যাল ক্রায়সিস নয়, এটা আমাদের সাইকোলজিক্যাল ক্রাইসিস, এটি পৃথিবীর বিলিয়ন বিলিয়ন পুরুষের মস্তিষ্কের একটি কগনিটিভ বায়াসড। আর পুরুষের মস্তিষ্কের এই কগনিটিভ বায়াসড এক্সপেরিমেন্টালি প্রমাণিত।

আমি নিজেও এটি পর্যবেক্ষণ করেছি, এ পর্যন্ত যত নারী আমার সাথে ফ্রেন্ডলি কনভারসেশন করেছে, আমার মনে হয়েছে, সে আমার সাথে রোম্যান্টিক সম্পর্ক করতে চায়, সে আমার প্রেমে পড়েছে। মেয়েদের সাথে কথা বলার সময় পুরুষের মস্তিষ্কের আনন্দ ও পুরস্কারের সাথে জড়িত কর্টেক্স বেশি সক্রিয় হয়। পুরুষের মস্তিষ্কের এমিগডালা, নিউক্লিয়াস অ্যাকুম্বেন্স, প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স ও হাইপোথালামাস মেয়েদের সাথে কথোকপথনের সময় ইন্টারেক্ট করে এবং এই কগনিটিভ বায়াসড জন্ম দেয়।

পুরুষের মস্তিষ্ক যে নারীর প্রতি কগনিটিভ বায়াসডে আক্রান্ত এটি ল্যাব এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছিল। এই এক্সপেরিমেন্টে একজন নারী ও পুরুষকে ৫ মিনিট কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। ৫ মিনিট আলোচনা করার পর পুরুষ পার্টিশিপেন্ট এবং পুরুষ পর্যবেক্ষক দুজনই সাক্ষী দিয়েছিল যে, মেয়েগুলো লুচ্চা এবং অবিশ্বস্ত প্রকৃতির। তাদের মতে, মেয়েরা তাদের প্রতি আসক্ত। পুরুষরা আলোচনার সময় মেয়েদের তুলনায় বেশি সেক্সচুয়াল আকর্ষণ অনুভব করে। পুরুষ ও নারীর সংবেদনের এই পার্থক্য আমাদের কাছে প্রমাণ করে যে, সেক্সের পার্থক্য মানুষের মধ্যে কগনিটিভ বায়াসড জন্ম দেয়।

নারী ও পুরুষের মধ্যে সেক্সের ভিন্নতা থেকে সৃষ্ট এই কগনিটিভ ইল্যুশন থেকে ভুল বোঝাবুঝি জন্ম হয়, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়, কর্পোরেশন এবং সোসাইটি লেভেলেও। একটি সুপারমার্কেট সেফওয়ের কথা চিন্তা করুন। মনে করুন, একজন মেয়ে আপনাকে কাস্টমার সার্ভিস দিচ্ছে। সুপারমার্কেট সাধারণত তার কর্মীদের এমনভাবে শিক্ষা দেয়, যেন তারা কাস্টমারদের সাথে চোখ রেখে হাসি হাসি মুখ নিয়ে কথা বলে। যদিও এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজে দেয় কিন্তু পুরুষের সাথে এই পলিসি অ্যাপ্লাই করতে গেলে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায়। এই বন্ধুসূলভ অঙ্গভঙ্গি মানুষ ভুল বুঝে, নির্যাতনের স্বীকার হয়। মার্টি জি হ্যাসেলটন এবং ডেভিড এম বাস এই সর্বজনীন প্যাটার্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাদের "Error Management" থিওরিতে।

এই থিওরি অনুসারে, নারীর প্রতি পুরুষের এই কগনিটিভ বায়াসড বিবর্তিত হয়েছিল একটি অ্যাডাপ্টিভ মেকানিজম হিসেবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন এই কগনিটিভ বায়াসড বিবর্তিত হয়েছিল? কল্পনা করুন, আপনি বোঝার চেষ্টা করছেন যে, কোনো একজন আপনার প্রতি রোম্যান্টিক আকর্ষণ ফিল করে কি না। আপনি এটা অনুমান করতে গিয়ে দু-ধরনের ভুল করতে পারেন: আপনি ভাবতে পারেন যে, সে আপনার প্রতি ইন্টারেস্টেড, আসলে সে ইন্টারেস্টেড নয় (ফলস পজিটিভ ভুল) অথবা আপনি ভাবতে পারেন যে সে আপনার প্রতি ইন্টারেস্টেড নয়, আসলে সে আপনার প্রতি ইন্টারেস্টেড (ফলস নেগেটিভ)। পুরুষের জন্য ফলস নেগেটিভের ভুলের মূল্য ফলস পজেটিভ ভুলের মূল্য থেকে অনেক বেশি। আপনার প্রতি একটা মেয়ে আকৃষ্ট হওয়ার পরও, যদি আপনি মনে করেন, সে আপনার প্রতি আকৃষ্ট নয়, আপনি তার সাথে প্রজননের সার্টিফিকেটই পাবেন না। আর অন্যদিকে, আপনি যদি ভুলক্রমে মনে করে বসেন, একটা মেয়ে আপনার প্রতি রোম্যান্টিক, আপনি তার শাস্তিস্বরূপ সামান্য টার্ন ডাউন হবেন, এর বেশিকিছু তো নয়? আর এজন্য পুরুষের মস্তিষ্ক এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছিল যেন, সে নেগেটিভ কগনিটিভ বায়াসড তৈরি করে। আর এজন্য পুরুষ নারীর আকাঙ্ক্ষাকে মিস ইন্টারপ্রিট করে। আপনি আপনার পেছনে একটি বাঘের আওয়াজ শুনে যদি সেটাকে পাতার শব্দ মনে করেন, আপনি মরবেন। কিন্তু আপনি যদি ভুলক্রমে পাতার শব্দকে

বাঘের শব্দ মনে করেন, আপনি সামান্য আতঙ্কিত ও প্রতারিত হবেন। এর বেশিকিছু তো নয়? এখন প্রশ্ন হলো, বাঘকে পাতা মনে করার চেয়ে, পাতাকে বাঘ মনে করে প্রতারিত হওয়াটা কী বেশি সুবিধাজনক নয়! ইয়েস! ঠিক তাই।

এজন্যই কোনো মেয়ে মিষ্টি হেসে একজন পুরুষের সাথে কথা বলেল, পুরুষ তাকে সেক্স পার্টনার ভেবে নেয়, সে ভাবে মেয়েটি তার প্রেমে পুড়ে চারখার হয়ে যাচ্ছে। "Error Management" থিওরি আমাদের আরও বলে, একজন নারী সম্ভাব্য ব্যায়ের কথা ভেবে একজন পুরুষের রোম্যান্টিক কমিটমেন্টকে আন্ডারেস্টিমেট করতে পারে। কারণ একজন নারী তার প্রেগন্যান্সির আতঙ্কের কথাও চিন্তা করে। তবে মজার ব্যাপার হলো, পুরুষ নারীর আকাঙ্ক্ষাকে ওভারেস্টিমেট করলেও, নিজের বোনের বেলায় সে এটা প্রয়োগ করে না, কারণ বোনকে প্রোটেক্ট করার জন্য এই কৌশল দরকারী। এছাড়া ধর্মের উদ্ভবকেও অ্যানথ্রোমোফর্মিজম (মানুষ নয় এমন কোনো অবজেক্টের ওপর মানবীয় গুণ আরোপ) নামক কগনিটিভ বায়াসড দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, যেখানে সম্ভাব্য বন্ধু ও শত্রুকে ইগনোর করার চেয়ে (ফলস নেগেটিভ) সামান্য প্যারানয়েড অথবা অ্যান্থ্রোপোমর্ফিক হওয়া ভালো (ফলস পজেটিভ)। অন্য কথায়, পাতাকে বাঘ মনে করা, বাঘকে পাতা মনে করার চেয়ে নিরাপদ।

কেন কন্যা সন্তান জন্ম হলে পিতার মস্তিষ্ক বহুগামী হয়ে ওঠে?

সাতোসি কানাজাওয়ার দাবি করেছেন, একজন কন্যা সন্তানের চেহারা দেখলে পুরুষের মস্তিষ্কের বহুগামিতার সার্কিট অ্যাকটিভেট হয়। তার মস্তিষ্ক থেকে প্রেমিকার প্রতি অক্সিটোসিন ও ভেসোপ্রেসিন হ্রাস পায় এবং নতুন নতুন সঙ্গী অনুসন্ধানের মনোভাবের সাথে জড়িত ডোপামিনের অ্যাকটিভিটি বেড়ে যায়, এক কথায় সে সাইকোলজিক্যালি বহুগামিতার জন্য ট্রিগার হয়। কন্যা সন্তানের চেহারা পিতার মস্তিষ্ককে অন্য কোনো নারীর সাথে সেক্স করার জন্য ট্রিগার করে। কিন্ত প্রশ্ন হলো কেন? কেন কন্যা সন্তান জন্ম হলে পুরুষের মধ্যে লুচ্চামির প্রবণতা বেড়ে যায়? সমাজবিজ্ঞানী ও জনসংখ্যাবিদদের একটি সরল টার্ম অনুসারে, যে সকল কাপলের অন্তত একটি ছেলে সন্তান আছে, তাদের মধ্যে কন্যা সন্তান আছে, এমন কাপলদের তুলনায় ডিভোর্সের পরিমাণ কম। বিষয়টি প্রথম দৃষ্টিতে যে কারও কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি স্মরণ করি যে পুরুষের মূল্য তার সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতার ওপর

নির্ভরশীল এবং নারীর মূল্য তার তারুণ্য ও শারীরীক আকর্ষণের ওপর নির্ভরশীল, তবে এটি আমাদের কাছে সেন্স তৈরি করে।

একজন পিতার কাছে তার পুত্রের ভবিষ্যৎ প্রজনন সফলতা নিশ্চিত করার জন্য তাকে উত্তারাধিকারসূত্রে সম্পদশালী এবং সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একজন কন্যা সন্তানের জন্মের পর পিতার পক্ষ থেকে তার প্রজনন সফলতা নিশ্চিত করার জন্য কোনো ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন ছিল না। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, একজন পুত্রের জীবনে পিতার গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্য পুত্র সন্তানের চেহারা দেখলে পুরুষের মস্তিষ্কে ভালোবাসা ও বন্ধনের হর্মোন অক্সিটোসিন ও ভেসোপ্রেসিন ট্রিগার হয় এবং ডিভোর্সের সম্ভাবনা কমে যায়।

পুত্র সন্তানের চেহারা পুরুষের মস্তিষ্কের একগামিতার সার্কিটকে ট্রিগার করে। এখান থেকে আমরা পরিস্কার হয়ে যাই যে, পুত্র সন্তানের প্রতি পিতার কগনিটিভ বায়াসড কোনো ধর্ম অথবা সংস্কৃতির সৃষ্টি নয়। লাখ লাখ বছর পূর্ব থেকেই পিতার মস্তিষ্ক পুত্রের প্রতি পক্ষপাত করছে। এজন্যই পিতা পুত্রের জন্য বেশি ইনভেস্ট করে, এটি প্রজনন সফলতার একটি মৌলিক বিবর্তনীয় যুক্তি।

কেন নারী ক্যাডের চেয়ে ড্যাডের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়?

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি হোমো ইরেক্টাসদের সময় থেকেই সন্তানের জন্য নারীকে প্রচুর পরিমাণ ইনভেস্ট করতে হয়। আর জন্য প্রেম করার সময় নারী ড্যাড ও ক্যাডের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। ড্যাড হলো সে সকল পুরুষ যারা প্রেমিকা ও সন্তানের জন্য দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। আর ক্যাড হলো সে সকল পুরুষ যারা নারীর সাথে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মজা নিতে চায় এবং সেক্সের পর তাকে ত্যাগ করে। আমরা জানি যে, একজন নারী একজন পুরুষের সাথে এক বছরে এক হাজার বার সেক্স করলেও তার মাত্র একটি সন্তানই জন্মায়। আর তাই সন্তানের প্রতি নারীর কগনিটিভ বায়াসড পুরুষের চেয়ে বেশি।

একজন নারী যদি কোনোভাবে ভুল কোনো মানুষকে পছন্দ করে, তবে তার ও তার নিজের সন্তানের জীবন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে একজন নারী বুঝতে পারে কে সন্তানের জন্য বিনিয়োগ করবে আর কে সন্তানের জন্য বিনিয়োগ করবে না? যাই হোক, একজন ভালো ড্যাডির দুটি কোয়ালিটি থাকে, সম্পদ

অর্জনের ক্ষমতা এবং বিনিয়োগের ইচ্ছা। আর এই বিষয়টি স্ক্রিন করার জন্য, একজন নারী বিবর্তনীয়ভাবে কোর্টশিপের গিফট হিসেবে খুবই ব্যায়বহুল কিছু দাবি করে।

উপহারটি অবশ্যই দামী কিন্তু অন্তর্নিহিত মূল্যের অভাব থাকতে হবে। ডায়মণ্ড হলো একটি চমৎকার কোর্টশিপ গিফট কারণ এটি খুবই দামী কিন্তু এর সহজাত কোনো ব্যবহার উপযোগিতা নেই। কোনো মানুষই সহজাতভাবে ডায়মণ্ডের প্রতি ইন্টারেস্টেড নয়। ফুলও একটি আকর্ষণীয় উপহার, যেটি ব্যায়বহুল কিন্তু যার সহজাত কোনো ভ্যালু নেই। এগুলোর সৌন্দর্য হলো তাদের সহজাত ব্যবহার অনুপযোগিতায়। এই ইভোল্যুশনারী লজিক গেম থিওরি দ্বারা সমর্থিত।

গেম থিওরি অনুসারে, একটি দেশ যদি পারমাণবিক বোমা তৈরি করে, তবে অন্যদেশও সেই দেশকে কপি করে পারমাণবিক বোমা তৈরি করবে। নয়তো ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে এবং বিশ্বের প্রতিটি দেশ পারমাণবিক ক্ষমতার দাসে পরিণত হবে। আর তাই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ডিফেন্স মেকানিজম তৈরি করার জন্য প্রতিটি দেশই পারমাণবিক বোমা তৈরির চেষ্টা করে। বিশ্বের প্রতিটি দেশের কাছেই যখন পারমাণবিক শক্তি উপস্থিত থাকবে, তখন তারা কেউ কাউকে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করবে না, কারণ এটি চেইন রিয়েকশন তৈরি করবে এবং সমগ্র বিশ্ব চোখের পলকে শেষ হয়ে যাবে।

এই পদ্ধতিতে পারমাণবিক বোমা বিশ্বের শান্তি ও ভারসাম্য প্রতিস্থাপন করে। ঠিক তেমনি নারী ও পুরুষের মধ্যেও গেম থিওরির ইকুয়েশন কাজ করে। পুরুষ চায় নারীকে প্র্যাগনেন্ট করে, অন্য কোনো নারীর সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে, সে সন্তানের প্রতি তার দায়বদ্ধতা গ্রহণ করতে চায় না কারণ পুরুষের প্রজনন সফলতা নির্ভর করে বিপুল সংখ্যক সেক্স পার্টনারের অনুসন্ধানের মাঝে। এটি নারীর জীবনে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। আর তাই নারী পুরুষকে কন্ট্রোল করার জন্য তার কাছে প্র্যাক্টিক্যালি মূল্যহীন অত্যন্ত দামি কোনো উপহার দাবি করে। এটা অনেকটা আমারিকা আর রাশিয়ার পারমাণবিক কৌশলের মতো। দুজন দুজনকেই ইন্টারনালি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে। পুরুষের কাছে প্রাক্টিক্যালি মূল্যহীন অতিরঞ্জিত দামি জিনিস উপহার চাওয়া হলো নারীর একটি পারমাণবিক বোমা। এটার মাধ্যমে নারী পুরুষের সাথে স্নায়ুযুদ্ধ করে। সে পুরুষকে রিলেশনশিপের ব্যাপারে ডিমোটিভেট করে। আর পুরুষও এত ব্যায়বহুল গিফট উপহার দিয়ে নারীর ওপর অ্যাকসেস নেয়ার ক্ষমতা রাখে না, আর এ পদ্ধতিতে পুরুষের বহুগামী মনোভাব নারীদের পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য এক সাইলেন্ট যুদ্ধ।

কেন কিছু নারী খারাপ স্বামী পছন্দ করে?

পূর্ববর্তী অংশের কথা চিন্তা করুন, সৌন্দর্য স্কিনের ডিপে থাকে না, এটি জেনেটিক ও ডেভেলপমেন্টাল হেলথের ওপর নির্ভর করে। এখন আসুন আমরা আলোচনা করি, কেন হ্যান্ডসাম ছেলেরা, আনহ্যান্ডসাম লাইফ পার্টনার থেকে পৃথক। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানী স্টিভেন গ্যাংস্ট্যাড এবং জেফরি অ্যা জিম্পসন একটি ভয়ানক প্রস্তাব করেছিলেন।

একজন পুরুষ তার প্রজননগত সফলতা নিশ্চিত করার জন্য দুটি প্রাথমিক কৌশল মেনে চলে। একটি হলো "ড্যাড স্ট্র্যাটেজি" আর অন্যটি "ক্যাড স্ট্র্যাটেজি"। ড্যাড স্ট্র্যাটেজি হলো একজন নারীর সাথে যৌথভাবে সন্তান জন্মাদান ও লালন পালনের উদ্দেশ্যে একসাথে থাকা এবং ইনভেস্ট করা। আর অন্যদিকে "ক্যাড স্ট্র্যাটেজি" হলো সন্তান জন্মদানের কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই অসংখ্য স্বল্পমেয়াদী সম্পর্ক অনুসন্ধান করা।

পৃথিবীর প্রায় সকল পুরুষ ক্যাড হতে চায় কিন্তু ড্যাড খুব কম পুরুষই হতে চায়, আর এজন্য পুরুষকে কন্ট্রোল করার জন্য এখানে নারীর বিশেষ ভূমিকা আছে। এজন্য নারীরা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ভালো জিনের উদ্দেশ্যে হ্যান্ডসাম পুরুষদের অনুসন্ধান করে। এমনকি বিবাহিত নারীরাও সাময়িক সময়ের জন্য হ্যান্ডসাম পুরুষ অনুসন্ধান করে, যারা খুব সম্ভবত তাদের দুটি জগতেই হেল্প করবে__ হ্যান্ডসাম মানুষের কাছ থেকে উচ্চ কোয়ালিটির জিন এবং সম্পদশালী পুরুষের কাছ থেকে প্যারেন্টাল ইনভেস্টমেন্ট।

বিপরীতে, অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় পুরুষরা, সাময়িক সময়ের প্রেমের কৌশল মেনে চলে না, তাদের মধ্যে ড্যাড স্ট্র্যাটেজি ফলো করার প্রবণতা দেখা যায়, তারা দীর্ঘকালীন সম্পর্ক করে এবং প্রচুর পরিমাণ ইনভেস্ট করে। অন্যদিকে, হ্যান্ডসাম পুরুষরা তার বিশেষ বিশেষ সম্পর্কগুলোর জন্য খুব বেশি ইনভেস্ট করে না, তারা সঙ্গীর প্রতি সৎ ও মনোযোগী নয় তেমন। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এ বইটিতে "ভালো" ও "মন্দের" মতো মূল্যবান জাজমেন্টগুলো উপেক্ষা করছি। যাই হোক, পরীক্ষামূলক ডেটা আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছে যে, যদিও হ্যান্ডসাম পুরুষরা ভালোবাসার মানুষ হিসেবে দারুণ কিন্তু বিয়ের জন্য মোটেও তারা সুবিধাজনক নয়। আর এজন্য কিছু স্ত্রী হ্যান্ডসাম পুরুষদের অনাকর্ষণীয় মনে করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হ্যান্ডসাম পুরুষরা ভালো প্রেমিক হতে পারে কিন্তু তারা ভালো স্বামী হতে পারে না। হ্যান্ডসাম পুরুষরা

নির্দিষ্ট কোনো নারীর জন্য নয়, হ্যান্ডসাম একটি ইভল্যুশনারী কোয়ালিটি আর এজন্য অসংখ্য নারীর তার জিন প্রয়োজন।

অধ্যায় ৮

কেন সুন্দর মানুষদের কন্যা সন্তান বেশি থাকে?

Why beautiful people have more daughters?

আমাদের সমাজে সর্বজনীনভাবে বিশ্বাস করা হয় যে পিতামাতা ছেলে অথবা মেয়ে সন্তান জন্ম দেবে, সেটি সামগ্রিকভাবে সম্ভাবনা দ্বারা নির্ধারিত। এটি পুরোপুরিভাবে ঠিক নয়, এখানে একটি ফ্যাক্টর আছে, যা সন্তানের সেক্সকে খুব সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে। এটা সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে, অর্ধেক শিশু ছেলে ও অর্ধেক শিশু মেয়ে হয়ে জন্মায়। হ্যাঁ, এটা যথেষ্ট সঠিক কিন্তু পুরোপুরি নয়। সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে নরম্যাল সেক্স রেশিও ০.৫১২২, যার অর্থ হলো প্রতি ১০০ জন মেয়ের বিপরীতে ১০৫ জন পুরুষ জন্মায়।

কেন সম্পদশালী পুরুষদের অধিক পুত্র সন্তান হয়?

এবার আসুন আমরা একজন প্রতিভাবান জীববিজ্ঞানীর দুর্দান্ত একটি ধারণার সাথে পরিচিত হই। তার নাম রবার্ট এল ট্রিভার্স। ১৯৭৩ সালে রবার্ট. এল ট্রিভার্স এবং গণিতবিদ ড্যান ই.উইলার্ড একটি হাইপোথিসিস প্রস্তাব করেছিলেন, যার নাম ট্রিভার্স-উইলার্ড হাইপোথিসিস। এই আইডিয়া আমাদের নির্দেশনা দেয় যে, যে সকল পিতামাতা সামাজিকভাবে উচ্চপদর্যাদার, তাদের মধ্যে পুত্র সন্তানের প্রতি কগনিটিভ বায়াসড দেখা যায়। আর অন্যদিকে দারিদ্র পিতামাতার মধ্যে কন্যা সন্তানের প্রতি অধিক কগনিটিভ বায়াসড দেখা যায়। কিন্তু কেন? বেশ। এর কারণ হলো, সন্তান পিতামাতার কাছ থেকে সম্পদ ও প্রতিপত্তি লাভ করে। আপনি যদি সম্পদশালী পরিবারের সন্তান হয়ে থাকেন, তবে ইতিহাস আমাদের বলে যে, আপনি প্রচুর পরিমাণ বুবস ও বুটস পাবেন এবং অসংখ্য সন্তান উৎপাদন করতে পারবেন।

একই পরিবারের একজন নারী কেবল অসংখ্য সন্তান পায়, কিন্তু অসংখ্য পার্টনার পায় না। অন্যদিকে, দরিদ্র পুরুষদের প্রেমিকা খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। কিন্তু একজন দরিদ্র মেয়ের প্রেমিক খুঁজে পেতে মোটেও কষ্ট হয় না। আর এর কারণ হলো, পুরুষ সম্পর্কের জন্য নারীর ইকোনোমিক্যাল স্ট্যাটাস দেখে না, দেখে তার ব্রেস্ট ও বুটস। সে তরুণ ও আকর্ষণীয় নারী দেখলেই পাগল হয়ে যায়।

আর এজন্য গরীব ছেলেদের সন্তান উৎপাদনে সমস্যা হলেও, গরীব মেয়েদের অন্তত কিছু সংখ্যক সন্তান থাকে। একদিকে নারী পুরুষের সম্পত্তির প্রতি দুর্বল, অন্যদিকে পুরুষ নারীর দেহের প্রতি দুর্বল, তাই ধনী ছেলেরা গরীবের মেয়ের দৈহিক সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে তাকে বিয়ে করে নেয়। মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে প্রকৃতিতে এই ঘটনা ঘটেছিল আমাদের আদিম পূর্বসূরিদের সাথে।

আর এজন্য এখনো সম্পদশালী মানুষদের মধ্যে ছেলে সন্তানের প্রতি কগনিটিভ বায়াসড দেখা যায়, আর গরীব মানুষদের মধ্যে কন্যা সন্তানের প্রতি কগনিটিভ বায়াসড দেখা যায়।

এক্ষেত্রে আমরা খুবই ইন্টারেস্টিং একটি উদাহরণ দিতে পারি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কেবিনেট সেক্রেটারির কন্যা সন্তানের চেয়ে ছেলে সন্তানের পরিমাণ অনেক বেশি। এমনকি জার্মানীর হিস্ট্রিক্যাল রেকর্ড এবং ইন্ডিয়ান শেয়ানদের মধ্যেও আমি একই প্যাটার্ন দেখতে পাই। যদিও এখানে ব্যতিক্রম আছে, অধিকাংশ প্রমাণ টিভার্স-উইলার্ডের হাইপোথিসিস সমর্থন করে। এটা অনেকটা এমন যে, প্রকৃতি একটি পরিবারের ইকোনোমিক সিচুয়েশনের ওপর নির্ভর করে ছেলে ও মেয়ে সন্তানের পরিমাণ অ্যাডজাস্ট করে।

যে সকল পিতামাতা সিস্টেম্যাটিক চিন্তা করে, তাদের কেন ছেলে সন্তান বেশি হয়?

সাম্প্রতিক ট্রিভার্স-ইউলার্ড হাইপোথিসিসটি সম্প্রসারিত হয়ে ভিন্নমাত্রিক একটি থিওরিটিক্যাল কাঠামো জন্ম দিয়েছে। নতুন হাইপোথিসের পেছনে ধারণাটি আসলে পুরাতন হাইপোথিসিসের মতোই। কিন্তু এই নতুন হাইপোথিসিস বলছে, কেবল মাত্র সম্পত্তি এবং সামাজিক মর্যাদাই হেরিটেবল বা উত্তারাধিকারসূত্রে অর্জিত হয় না, পিতামাতার যদি এমন কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে, যেটি ছেলে সন্তানের জন্য বেশি উপযোগী, সেটি ছেলে সন্তানের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং যদি পিতামাতার এমন কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে, যা কন্যা সন্তানের জন্য বেশি উপযোগী, তবে সেই বৈশিষ্ট্য কন্যা সন্তানের মধ্যে বেশি হস্তান্তরিত হয়।

পিতামাতার সম্পদ ও প্রতিপত্তি হলো কেবল দুটি হেরিটেবল বৈশিষ্ট্য, যা সন্তানের কাছে হস্তান্তরিত হয়, আর এটা কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তানের জন্য বেশি ভেনিফিশিয়াল। কিন্তু এখানে আরও অসংখ্য ফ্যাক্টর আছে। ব্রেন টাইপ এই সকল হেরিটেবল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি। যে সকল নারী ও পুরুষের মস্তিষ্ক অধিক মেল টাইপ অথবা যে সকল মানুষের ব্রেন সিস্টেম্যাটিক, তাদের এই বৈশিষ্ট্য নারীর চেয়ে পুরুষের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ব্রেন টাইপ হেরিটেবল, বা এটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়, জেনেরালাইজড ট্রিভার্স-উইলার্ড হাইপোথিসিস পূর্বাভাস করছে, যে সকল মানুষের স্ট্রং মেল ব্রেন আছে, অথবা যে সকল নারী ও পুরুষ সিস্টেমাইজার (

ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাথম্যাটিশিয়ান এবং সায়েন্টিস্ট), তাদের পক্ষ থেকে পুত্র সন্তান জন্ম নেয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর যে সকল মানুষের স্ট্রং ফিমেইল ব্রেন আছে, অথবা যে সকল নারী ও পুরুষ এমপ্যাথাইজার (সেবক, সামাজ কর্মী অথবা স্কুলের শিক্ষক) তাদের পক্ষ থেকে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়ার সম্ভাবনা বেশি। এটি মূলত একটি কেস।

যদিও সাধারণ মানুষদের মধ্যে জন্মগত সেক্স রেশিও ০.৫১২২__ অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন কন্যা সন্তানের বিপক্ষে ১০৫ জন পুত্র সন্তান__ কিন্তু নতুন এই গবেষণা দেখিয়েছে, ম্যাথম্যাটিশিয়ান ও ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে এই সেক্স রেশিও ০.৫৮৩৩__ যার অর্থ হলো প্রতি ১০০ জন নারীর জন্য পুরুষের সংখ্যা ১৪০ জন।

এই বিষয়টি আবার নার্স বা এমপিথাইজারদের উপরও প্রয়োগ করা যায়। এমপিথাইজারদের ক্ষেত্রে এই সেক্স রেশিও ০.৪২৫৫__ যার অর্থ হলো প্রতি ১০০ জন ছেলের জন্য নারীর সংখ্যা ১৪০ জন।

একই টোকেনে লম্বা এবং বড় আকারের পিতামাতার অধিক সংখ্যক ছেলে থাকে এবং তারা অধিক সংখ্য পুরুষ ফিটাস উৎপাদন করে, আবার অন্যদিকে খাটো পিতামাতার কন্যা সন্তানের পরিমাণ বেশি থাকে। কিন্তু কেন লম্বা নারী ও লম্বা পুরুষদের ছেলের সংখ্যা বেশি হয়? আসলে আফ্রিকার সাভানায় পুরুষের দেহের সাইজ টিকে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যে সকল পুরুষ উচ্চতাসম্পন্ন ও সাইজের দিক থেকে বিশাল তারা লিওপার্ড ও নেকড়ের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। আফ্রিকার জঙ্গলের প্রতিকূল পরিবেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য, পুরুষের দেহের সাইজ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেই, লম্বা ও বিশাল সাইজের নারী ও পুরুষরা অধিক সংখ্যক পুত্র সন্তান জন্ম দেয়, যেন এই বৈশিষ্ট্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে টিকে থাকতে পারে।

আর আমার মতে, খাটো মানুষদের কন্যা সন্তান বেশি হয় কারণ খাটো মেয়েরা সেক্সচুয়ালি রিসেপ্টিভ এবং তাদের ক্লাইটোরিস ও ভ্যাজাইনাল ডিস্টেন্স এক ইঞ্চির কম। এজন্যই সম্ভবত, খাটো মেয়েদের সাথে সেক্স করে পুরুষ মজা পেত। এই সকল মেয়েদের দ্রুত অর্গ্যাজম হয়, এরা খুবই উত্তেজিত ও রেসপন্সিভ। তাই পুরুষ এদের বেশি বেশি প্র্যাগনেন্ট করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল।

এছাড়া, প্রাগৈতিহাসিক সমাজে ভায়োলেন্স ছিল একটি প্রাত্যহিক রুটিন, এজন্য যে সকল মা-বাবা সাংঘর্ষিক বা আগ্রাসী, তাদের বেশি বেশি পুত্র সন্তান হয়েছিল। সাংঘর্ষিক মানুষদের পুত্র সন্তান হওয়ার এই প্রবণতা আমরা আমেরিকা ও যুক্তরাষ্ট্রের মানুষদের মধ্যে দেখতে পাই।

কেন সুন্দর মানুষদের কন্যা সন্তান বেশি হয়?

প্রথমেই আপনাকে একটা কথা মনে করিয়ে দেই, আর তা হলো জিন সেলফিশ। সেলফিশ জিন তাই করে যা তার অধিক সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করতে সহযোগিতা করে। এই অনুলিপি কোনো পুরুষ তৈরি করছে, কোনো নারী তৈরি করছে, কোনো সমকামী তৈরি করছে অথবা কোনো এক কোষী জীব তৈরি করছে, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। যদি একটি এক কোষী জীব মানুষের চেয়ে আরও সফল ও টেকশই উপায়ে, নিজের অনুলিপি তৈরি করতে পারে, তবে এক কোষী জীবই প্রাকৃতিক নির্বাচনে আনুকূল্য পাবে, এটাই হলো জীবনের বেসিক ইকুয়েশন।

এখন মনে করুন, আপনার পিতা ও মাতা দুজনের সাইজই লম্বা। আপনি যদি তাদের জিন পান, তবে আপনার সাইজও লম্বা হওয়া উচিত। কিন্তু আপনি যদি একজন লম্বা মেয়ে হোন, তবে এটা অসুবিধাজনক। কারণ আফ্রিকার সাভানায় বাঘ ও সিংহের সাথে যুদ্ধ করার জন্য লম্বা ও বিশাল আকারের পুরুষের দেহ উপযোগী ছিল, নারীর দেহ নয়। এজন্য ন্যাচারাল সিলেকশন পদ্ধতিতেই সেলফিশ জিন একটি ট্রিকস করবে। আর তা হলো লম্বা পুরুষ ও লম্বা নারীদের ক্রোমোজম থেকে, সে কন্যা সন্তানের চেয়ে, ছেলে সন্তানের জন্মের রেশিও বাড়িয়ে দেবে।

সোজা কথা, দুজন কাপলের বডি সাইজ যদি বিশাল হয়, তাদের ছেলে সন্তান জন্ম হবে, কারণ বিশাল সাইজ পরিবেশগত ডেঞ্জার মোকাবিলার জন্য পুরুষের জন্য বেশি উপযোগী। কেননা লম্বা পুরুষ ও লম্বা নারীর ঘর থেকে যদি আর একজন লম্বা নারী জন্ম হয়, এটি একটি জেনেটিক অপচ। অযথা একটা মেয়ের বডি সাইজ বড় করা আফ্রিকার সাভানায় দরকারী ছিল না। আর জিন সবসময় অপেক্ষাকৃত কম সময় ও শক্তি ব্যবহার করে অধিক উপযোগী পদ্ধতিতে নিজের অনুলিপি তৈরি করার টেন্ডেন্সি রাখে।

এছাড়া আমরা জানি, লম্বা নারীদের গড়পড়তা ক্লাইটোরিস ও ভ্যাজাইনার মধ্যবর্তী দূরত্ব এক ইঞ্চি থেকে বেশি হয়। তাই তারা রেগুলার পেনিট্রেশনের মাধ্যমে অর্গ্যাজমে রিচ করতে পারে না। এজন্য এরা এক পুরুষে সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু আদিম পরিবেশে সন্তানের লালন পালনের জন্য একজন নারীর বিশ্বস্ত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এজন্য সম্ভবত আদিম পুরুষরা লম্বা নারীদের থেকে খাটো নারীদের প্রতি অধিক বিশ্বস্ত ছিল। অতএব দুজন লম্বা নারী ও পুরুষের আর একজন লম্বা নারী সন্তান জন্ম দেয়া বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লজিক্যাল নয়।

এখন মনে করুন, দুজন নারী ও পুরুষ দেখতে খুবই আকর্ষণীয়। আর তাদের ঘর থেকে একটি ছেলের জন্ম হলো, যে দেখতে ভীষণ আকর্ষণীয় ও হ্যান্ডসাম। তাহলে

কী ঘটবে, এটা কী সেলফিশ জিনের জন্য লাভজনক? উত্তর হলো, না লাভজনক নয়। কেন? কারণ একজন মেয়ে যদি আকর্ষণীয় হয়, তবে সে ড্যাড ও ক্যাড দুজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তার সাথে হ্যান্ডসাম পুরুষ (ক্যাড) শর্ট-টার্ম দৃষ্টিকোণ থেকে সেক্স করতে চায় এবং আনহ্যান্ডসাম পুরুষ (ড্যাড) তার সাথে লং-টার্ম দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পর্ক করে। একজন আনহ্যান্ডসাম পুরুষ একজন সুন্দরী নারীর জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বাজি রাখতে পারে। তার মানে একজন নারী যদি আকর্ষণীয় হয়, তবে সে ড্যাডের কাছ থেকে সিকিউরিটি, সেফটি ও ইকোনোমিক ইনভেস্টমেন্ট পায়, বিপরীতে সে ক্যাডের পক্ষ থেকে (বা অসংখ্য হ্যান্ডসাম পুরুষ) সাইকোলজিক্যাল রিওয়ার্ড ও গুড জিন পায়। সে ড্যাডের কাছ থেকে ডলার ও সিকিউরিটি নিয়ে, ক্যাডদের সাথে মজা নিতে পারে এবং একইসাথে সে ক্যাডদের কাছ থেকে উন্নত মাপের জিন আদায় করার সুযোগ পায়।

এখন মনে করুন, দুজন আকর্ষণীয় নর-নারীর ক্রোমোজম থেকে একজন হ্যান্ডসাম পুরুষ জন্ম নিল। সে কী হবে? সে হবে একজন ক্যাড। সে অসংখ্য নারীর মন পাবে ঠিকই কিন্তু তার সাথে সকল নারী সম্পর্ক করতে চাইবে না। কারণ হ্যান্ডসাম পুরুষদের ডিমান্ড বেশি, তারা অধিক সংখ্যক নারীকে আকৃষ্ট করতে পারে, এজন্য অনেক নারী হ্যান্ডসাম পুরুষকে এক রাতের সঙ্গী করতে রাজি হলেও, চিরকালের জন্য তাকে বিলিফ করতে পারে না।

যে পুরুষটির চোখের ইশারায় শত শত নারীর মন লুব্রিকেট হয়ে ওঠে, তাকে বিশ্বাস করা নিশ্চয়ই তার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাহলে ইকুয়েশন আমাদের কী বলছে? ইকুয়েশন আমাদের বলছে যে, দুজন প্রেমিক প্রেমিকা যদি দেখতে ভীষণ ভীষণ রকমের আকর্ষণীয় হয়, তবে তাদের ক্রোমোজম থেকে হ্যান্ডসাম একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়া উচিত, হ্যান্ডসাম কোনো ছেলে নয়। কারণ হ্যান্ডসাম একজন মেয়েকে নিয়ে ক্যাড ও ড্যাড দুজনই টানাটানি করবে, ক্যাড তাকে ডিএনএ দিতে চাইবে আর ড্যাড দেবে সিকিউরিটি ও ডলার।

সে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই উপযোগ পাবে কিন্তু একজন হ্যান্ডসাম পুরুষ হবে কোনো একজন সুন্দরী নারীর এক রাতের সেক্স পার্টনার। তাই আকর্ষণীয় পুরুষদের জিন সেই সল্যুশনই ফলো করবে, যেটি তার অনুলিপি তৈরির জন্য বেশি লাভজনক। হ্যান্ডসাম স্বামী ও স্ত্রীর বেশি বেশি মেয়ে হবে। এই হাইপোথিসিসের সাপেক্ষে আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, তরুণ আমেরিকানদের মধ্যে যারা সবচেয়ে আকর্ষনীয়, তাদের ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা ৪৪% কিন্তু তাদের ক্রোমোজম থেকে মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনা ৫৬%/। বিপরীতে, সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে, ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা ৫২% আর মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনা ৪৮%।

তার মানে দেখা যাচ্ছে, আকর্ষণীয় নর-নারীর সাধারণ মানুষের তুলনায় কন্যা সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা ৩৬% বেশি।

আর একটি প্রমাণ উপস্থাপন করছি আমি এই হাইপোথিসিসের সাপেক্ষে। আপনি আপনার চারদিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনি দেখবেন ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অনেক বেশি সুন্দর ও কিউট। শারীরীকভাবে তারা আকর্ষণীয়। আপনি পুরুষ অথবা নারী, গে অথবা স্ট্রেইট যাই হোন না কেন, গড়পড়তা, মেয়েরা দেখতে ছেলেদের থেকে বেশি আকর্ষণীয়।

কিন্তু এটি কেন? একবার এটা নিয়ে চিন্তা করে দেখুন তো। কেন সারাবিশ্বের মেয়েরা দেখতে এত কিউট ও সেক্সি? এর উত্তর হলো, শারীরীক সৌন্দর্য উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হয় বা এটি হেরিটেবল (কম আকর্ষণীয় পিতামাতার সন্তানও কম আকর্ষণীয় হয়), এবং যদি সুন্দর মানুষদের ছেলে সন্তানের চেয়ে মেয়ে সন্তানের পরিমাণ বেশি হয়, তবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই ঘটনা পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। এই ঘটনাটি মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে যদি অবিরামভাবে রিপিট হতে থাকে, তবে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একটি জনপুঞ্জে (Population) মেয়েরা (গড়পড়তা) ছেলেদের থেকে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

আর এজন্যই আজ আমাদের চারপাশে আমরা এত কিউট ও সেক্সি মেয়েদের দেখতে পাই। আবারও প্রমাণ আমাদের এই হাইপোথিসিসকে সমর্থন করছে। গড়পড়তা মেয়েদের শারীরীক আকর্ষণ পুরুষদের শারীরীক আকর্ষণ থেকে বেশি। নারীরা পুরুষের থেকেই এজন্যই বেশি সুন্দর, কারণ সুন্দর মা-বাবার ছেলে সন্তানের চেয়ে, অধিক সংখ্যক সুন্দর সুন্দর মেয়ে সন্তান থাকে। তার মানে দেখা যাচ্ছে, এখানে কেবল রান্ডম চাঞ্চ নয়, আরও অসংখ্য ফ্যাক্টর আছে, যদিও এই সকল ফ্যাক্টর খুবই সূক্ষ্ম। জেনেরালাইজড ট্রিভার্স এবং উইলার্ড হাইপোথিসিস আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে, কেন এই সকল ফ্যাক্টর বিবর্তনীয়ভাবে একটি শিশুর সেক্স প্রভাবিত করে। মূলত, বিবর্তন নর-নারীকে সবচেয়ে কার্যকরী উপায়ে জিন হস্তান্তর করার অনুমোদন প্রদান করে থাকে।

কেন সন্তানের চোখ পিতার মতো নীল?

আমেরিকাতে বর্তমানে প্রায় ১৩২ মিলিয়ন পুরুষ আছে। ল্যাব টেস্ট অনুসারে, তার মধ্যে ৩২% পুরুষ এমন কোনো সন্তানের পিতা, যাদের দেহে তাদের জেনেটিক উপাদান নেই। এর অর্থ কী? সহজ উত্তর হলো, নারী বহুগামী। এই মুহূর্তে পুরুষের কী করা উচিত? কোকিল যেমন অন্যের বাসায় ডিম পাড়ে, পৃথিবীর মিলিয়ন মিলিয়ন পুরুষ অন্য কারও স্ত্রীর গর্ভাশয়ে তার জেনেটিক উপাদান ডোনেট করে।

আপনি কী এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলতে পারবেন, আপনি যাকে আপনার সন্তান মনে করছেন, সে আসলেই আপনার সন্তান? আপনি কি ল্যাব টেস্ট করে নিশ্চিত হয়েছেন, আপনি এমন কারও জেনেটিক্যাল উপাদান ধারণ করেন, যে আপনার সাম্প্রতিক পিতার অফিসের বস অথবা আপনার মায়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয়? আসলে ল্যাব টেস্ট ছাড়া পুরুষের পক্ষে এটা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব, তার স্ত্রী যেই সন্তান জন্ম দিয়েছে, সেটা আসলেই তার সন্তান। আর যদি তাই হয়ে থাকে, তবে এটা একজন পুরুষের জন্য একপ্রকার জেনেটিক্যাল সুইসাইড। একজন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর প্রতারণা ডিটেক্ট করতে না পারে অথবা একজন পুরুষ এটা নিশ্চিত হতে না পারে যে, তার স্ত্রীর সন্তান, আসলেই তার জেনেটিক সন্তান, তবে তার জিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মে ট্র্যান্সমিট করতে পারবে না। আর এজন্য সন্তান জন্ম দেয়ার পর একজন পুরুষকে তার জেনেটিক সন্তানের ব্যাপারে ১০০ ভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো আফ্রিকার সাভানায় তো কোনো ল্যাব ছিল না, কোনো ডিএনএ টেস্টিং প্রযুক্তি ছিল না। তাহলে একজন পুরুষ কীভাবে বুঝতে পেরেছিল, কোন সন্তানটি তার জেনেটিক আর কোন সন্তানটি জেনেটিক নয়? আফ্রিকার সাভানায় কী আমাদের আদিম পুর্বসূরী হোমো ইরেক্টাসরা এক একটি কাক ছিল? তারা কী কাকের মতোই কোকিলের ডিমে তা দিয়েছিল? কোনোপ্রকার টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট ছাড়া, তারা কীভাবে নিশ্চিত হয়েছিল, কোনটি তার রিয়াল সন্তান, আর কোনটি তার রিয়াল সন্তান নয়? এজন্য পুরুষকে সন্তানের দেহে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে হবে, যে বৈশিষ্ট্যটি দেখতে তার মতো, রাইট? সন্তান যদি দেখতে পিতার মতো না হয়ে, মায়ের মতো হয়ে থাকে, তবে পিতার পক্ষে কখনোই ডিটেক্ট করা সম্ভব নয়, এটি কাক না কোকিলের ডিম। অন্যকথায় একটি শিশুর শরীরের মধ্যেই এমন কোনো সাইন থাকবে, যেটা পড়ে হোমো ইরেক্টাস অথবা আমাদের অন্যান্য আদিম মানুষরা তাদের জেনেটিক সন্তানকে রিড করতে পারবে।

পুরুষ যদি সন্তানের চেহারা দেখে রিড করতে পারে, এটা তার জেনেটিক সন্তান, তবে সে নারীটির সাথে সম্পর্ক করবে, আর পুরুষ যদি এটা নির্ধারণ করতে না পারে যে, এটা তার জেনেটিক সন্তান নয়, তবে সে নারীটিকে ডিভোর্স করে দেবে। আর এই পদ্ধতিতে লাখ লাখ বছরের বিবর্তনে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, বিশ্বের প্রতিটি শিশুর মধ্যে এই জেনেটিক বৈশিষ্ট্যটি হস্তান্তরিত হবে। ন্যাচারাল সিলেকশন প্রক্রিয়ায় জন্মের পর সন্তানের চেহারা দেখতে অনেকটা পিতার মতো হবে। যার মাধ্যমে পিতা বুঝতে পারবে যে, এই সন্তানটি তার, এটি তার প্রেমিকার পরকিয়া প্রেমিকের নয়।

এই পদ্ধতিতে সন্তানের চেহারা লাখ লাখ বছর নারীর পরকীয়া কন্ট্রোল করতে পুরুষকে সহযোগিতা করবে। এ ধরনের একটি যৌক্তিক প্রক্রিয়া থেকে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছিল, যে সকল শিশু দেখতে পিতার মতো, তারা সেই সকল শিশু থেকে বেশি উপযোগ পাবে, যারা দেখতে পিতার মতো নয়।

পিতা যখনই ডিটেক্ট করবে, এই সন্তান তার নয়, সে তাকে হত্যা করবে। আর এই পদ্ধতিতে কোনোপ্রকার কোকিলের বাচ্চা মানব সমাজে সার্ভাইভ করতে পারবে না, মানব সমাজে কেবল কাকের বাচ্চাই সার্ভাইভ করবে। লাখ লাখ বছর এই সিলেকশন প্রক্রিয়ার পর এটি একটি পপুলেশনের কমন ফ্রিকোয়েন্সিতে রূপান্তরিত হবে।

যাই হোক, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, সানডিগোর সাইকোলজিস্ট নিকোলাস এইচএস ক্রিশ্চিয়ানফেল্ড এবং এমিলি এ হিল একটি বিতর্কিত ফলাফল আবিষ্কার করেছিলেন। একটি এক্সপেরিমেন্টে তিনি অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন শিশুর ছবি দেখান এবং তাদের বাস্তব পিতামাতার সাথে শিশুগুলোর ছবি ম্যাচ করার জন্য আদেশ করেন।

এক বছর বয়সী শিশু ব্যতীত আর কারও সাথে তারা বাবার চেহারার কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পায়নি। অংশগ্রহণকারীরা দেখতে পান, পুত্র সন্তান হোক (0.505) অথবা কন্যা সন্তান (0.505), তারা দেখতে বেশিরভাগ বাবার মতোই হয়, তাদের চেহারা মায়ের মতো নয়। তাদের এই আবিষ্কার মিডিয়াতে প্রচুর প্রচার প্রসার হলেও, এই এক্সপেরিমেন্ট পরবর্তী সময়ে রিপিট হয়নি। তাদের এই গবেষণায় অখণ্ডনীয় লজিক থাকার পরও, অদ্ভুত কারণে এই এক্সপেরিমেন্ট রেপ্লিকেট করা সম্ভব হয়নি। আর তাই এটি আজ পর্যন্ত ইভল্যুশনারী সাইকোলজির সবচেয়ে কন্ট্রোভার্সিয়াল একটি টপিক।

পরবর্তী সময়ে আরও কিছু গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। এই সকল গবেষণায় সম্পূর্ণ বিপরীত সত্য আবিষ্কার হয়। তারা দেখতে পায়, নবজাতক সন্তানের চেহারা পিতার মতো নয়, বরং মায়ের মতো। ২০০০ সালে একটি এক্সপেরিমেন্ট পরিচালিত হয়েছিল এই প্রসঙ্গটির ওপর। কিন্তু তারা এক বছর বয়সী শিশুর মধ্যে পিতা ও মাতার সাদৃশ্যের হারের উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য দেখেনি। এখন প্রশ্ন হলো, কেন একজন মা বহুগামী হওয়ার পরও, সন্তানের চেহারায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না?

তাহলে কী কোকিলেরই জয় হবে? তাহলে কী প্রাকৃতিক নির্বাচন পরকীয়া প্রেমিকদেরই সুবিধা প্রদান করবে? উত্তর হলো, ইয়েস! এক্ষেত্রে আমার হাইপোথিসিস হলো, একজন পুরুষ যদি তার জেনেটিক সন্তানকে সঠিকভাবে ডিটেক্ট করতে সক্ষম হয়, তবে সে পরকীয়া প্রেমিকের সন্তানকে হত্যা করবে। কিন্তু নারীর দেহের জিন এটা হতে দেবে না। কারণ এতে নারীর জিনের লস হচ্ছে। আপনি আপনার প্রেমিকার পরকীয়া প্রেমিকের সন্তান হত্যা করলে, আপনার জিনের ক্ষতি হবে না ঠিকই কিন্তু আপনার প্রেমিকার জিনের তো ক্ষতি হবে। আপনি ভাইরাসকে অ্যান্টিভাইরাস দিলে, ভাইরাস কী এমনি এমনি বসে থাকবে? সে কী আপনার বিপক্ষে ডিফেন্স মেকানিজম তৈরি করবে না? হ্যাঁ করবে। জীবনের বিবর্তনের এক পর্যায়ে আমাদের পূর্বসূরী পুরুষরা হাজার হাজার কোকিলের সন্তান হত্যা করেছিল, আর তাই নারীর জিনে কোনো একটি দুর্লভ মিউটেশন ঘটেছিল, যে মিউটেশন এক বছর বয়সী সন্তানের চেহারার গঠনকে কন্ট্রোল করতে পারে।

এই জিন সন্তানের চেহারা পিতার মতো না করে, কিছুটা ব্লার বা অস্পষ্ট করে তোলে, আর এতে করে শিশু হত্যার পরিমাণ হ্রাস পায়। এই পদ্ধতিতে নারী, তার শর্ট-টার্ম প্রেমিকদের জিনকে পৃথিবীতে সার্ভাইভ করার সুযোগ প্রদান করে। সে ড্যাডের হাত থেকে ক্যাডদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

অন্যকথায়, নারী সিকিউরিটি এবং অর্থের জন্য আনহ্যান্ডসাম পুরুষ বিয়ে করলেও, তার ব্রেন হ্যান্ডসাম পুরুষের জিনের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। সে তাদের কাছ থেকে উন্নত কোয়ালিটির জিন চায়। আর তাই সে ড্যাডের সাথে থেকেও ক্যাডের সাথে সেক্স করে। জন্মের পর সন্তানের চেহারা যদি পিতার মতো হতো, তবে হ্যান্ডসাম পুরুষদের উন্নত জিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মে প্রবেশ করতে পারত না। আর তাই সন্তানের চেহারার উপর পিতার জিন নয়, মায়ের জিনের নিয়ন্ত্রণই সর্বাধিক হবে, সন্তান দেখতে হয়তো মায়ের মতো হবে অথবা তার চেহারা হবে ব্লার অর্থাৎ সন্তানের চেহারা এমন হবে যে, সে মায়ের মতো অথবা বাবার মতো__ সেটা সবসময় ডিটেক্ট করা সম্ভব হবে না। প্রাকৃতিক নির্বাচন হ্যান্ডসাম পুরুষদের পরকীয়ার মনোভাবকে সিকিউর করার জন্যই এই অপশন নির্বাচন করেছে। অন্যকথায়, ডিএনএ টেস্ট ছাড়া, আমরা জানি না, আমরা কার ক্রোমোজম থেকে এসেছি। আমাদের মা নিশ্চিত কিন্তু আমাদের পিতা হলো একটি সম্ভাবনা।

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, মাদার ন্যাচার সন্তানের জেনেটিক উপাদান ডিটারমাইন করার জন্য, আমাদের ভিজুয়াল কোনো নিদর্শন দেয়নি। কিন্তু কানাডা, ম্যাক্সিকো এবং অ্যামেরিকার মতো দেশগুলোর ওপর গবেষণা করে একটি ভয়ানক সত্য আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। তারা দেখতে পান, একটি শিশুর চেহারা যেমনই হোক না কেন, মায়ের পক্ষের আত্মীয়রা সবসময় সেই সন্তানটির মধ্যে

সন্তানের বাবার চেহারার মিল খুঁজে পায়। তারা এমন একটি জ্ঞানগত পক্ষপাত বা ডিল্যুশনে আক্রান্ত যে, শিশুটির চেহারা একদম তাদের বাবার মতো! মায়ের পক্ষের আত্মীয়রা সহজাত প্রবৃত্তির বশেই পিতাকে বোঝনোর দেয়ার চেষ্টা করে, সন্তান তো একদম তোমার মতোই দেখতে। এই কৌশলের মাধ্যমে মূলত, মায়ের পক্ষের আত্মীয়রাও পরকীয়া প্রেমিকের জিনকে প্রোটেক্ট করতে চায়। তারা চায় ড্যাড তাদের মেয়েকে ভুল না বুঝুক, ড্যাড তাদের মেয়ের সন্তানকে হত্যা না করুক। প্রতিটি নারীর পরিবার নিজের অজান্তেই অবচেতন মনে পরকীয়া প্রেমের সমর্থক, হ্যান্ডসাম পুরুষদের জিন দ্বারা বায়াসড। আর এজন্যই তারা ড্যাডকে মানসিকভাবে বিভ্রান্ত করতে চায়।

এছাড়া, অসংখ্য সমাজে, সন্তানের শেষ নামের সাথে পিতার নাম যোগ করা হয়। সন্তানের নামের পূর্বে পিতার নাম যোগ করে নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয় যে, এই ছেলেটি অন্য কোনো পুরুষের নয়, এই ছেলেটি তার। এমনকি এমন অনেক সমাজ আছে, যেখানে মেয়েরা বিয়ের পরও নিজের নামের শেষে পিতার নাম ধারণ করে।

সন্তানের নামের শেষে পিতার নাম যোগ করার এই ট্রেন্ড পাশ্চাত্যের প্রফেশনাল নারীদের মধ্যেও দেখা যায়। মূলত, এরা সবাই অচেতন মনেই পুরুষকে এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে, সোনা! এটা তোমার ব্যাবি, যদিও এটি অনেক সময় তার ব্যাবি নয়। আসলে সন্তানের নামে পিতার নাম যোগ করার এই টেন্ডেন্সিও হ্যান্ডসাম পুরুষদের জিন প্রোটেক্ট করার জন্য নারী ও নারীর মাতৃপক্ষের আত্মীয়দের তৈরি একটি কৌশল বা ছলনা।

এরা সবাই মিলে যৌথভাবে হ্যান্ডসাম পুরুষের জিনের দাসত্ব করে। ক্যাডের জিনকে প্রোটেক্ট করার জন্যই সন্তানের নামের আগে ড্যাডির নাম যুক্ত হয়। কিন্তু হাস্যকর হলেও সত্য যে, আজকের সমাজে ড্যাডরা এতে খুবই খুশি, তারা নিজেরাই চায়, সন্তানের নামের পরে তার নাম যোগ করা হোক। নারীর জেনেটিক থেকে তৈরি এই ডিল্যুশনের খাঁদে পা রাখে ড্যাডি, সে চায় তার সন্তানের নামের সাথে তাকে রাখা হোক। কিন্তু সে যে জিনসটা বুঝতে পারছে না তা হলো, সে নিজেই তার প্রেমিকাকে হ্যান্ডসাম পুরুষ বা ক্যাডের জিন প্রোটেক্ট করার জন্য হেল্প করছে। ড্যাড নিজেই ক্যাডের দাস!

কেন ডিভোর্সের পর সন্তানকে মায়ের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়?

আমেরিকার আদমশুমারী অনুসারে, ২০২১ সালে আমেরিকায় কাস্টোডিয়াল মায়ের সংখ্যা ১৩.৯ মিলিয়ন। তার মধ্যে ৬৬.২ শতাংশ নারী এবং ৩৩.৮ শতাংশ পুরুষ।

অন্যদিকে ১৯৬০ সালে আমেরিকায় কাস্টোডিয়াল মায়ের সংখ্যা ছিল ৯০%। কিন্তু কেন? কেন ডিভোর্সের পর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তান মায়ের কাছেই থাকে? কেন আমাদের সমাজে এই ধরনের একটি জেনারেল ট্রেন্ড দেখা যায়? এর কারণ হলো ইন্টারনাল গেস্টেশন। আপনি হয়তো একটি প্রবাদ বাক্য শুনে থাকবেন, 'Mommy's baby, Daddy's maybe'। এটি কোনো চটকদার বক্তব্য নয়, এটি রিয়ালিটি। সন্তানের জন্য গর্ভাশয় শেয়ার করে নারী, পুরুষ নয়। এখন একজন নারী ঠিক কার ক্রোমোজম নিজের গর্ভাশয়ে ধারণ করেছে, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। সে নিশ্চিত না হলেও, এটা যে তার গর্ভাশয় থেকেই বেরিয়েছে, এটা একদম কনফার্ম। কিন্তু আফ্রিকার সাভানায় একজন পুরুষ এটা নির্ধারণ করতে পারত না যে, কোনটি তার সন্তান আর কোনটি তার সন্তান নয়। আর এজন্যই ডিভোর্সের পর পুরুষ ইন জেনারেল সন্তানের প্রতি আকর্ষণবোধ করে না।

কারণ অবচেতন মনে সে এটাই নিশ্চিত হতে পারে না যে, তার স্ত্রীর গর্ভের সন্তানটিই তার। এজন্য পুরুষের মধ্যে একটি কগনিটিভ বায়াসড জন্ম নেয়। পুরুষ নারীর তুলনায় সন্তানের প্রতি বেশি উদাসীন ও নির্লিপ্ত হয়। একজন মা সন্তানের প্রতি যতটা যত্নশীল, একজন পিতার মধ্যে আমরা সেই পরিমাণ যত্নশীলতা দেখতে পাই না। এমনকি ডিভোর্সের পরও পুরুষটি সন্তানের প্রতি খুব বেশি আগ্রহবোধ করে না।

এখান থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের অবচেতন মন তার প্যাটার্নিটি সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। পুরুষ জানেই না যে এটা তার সন্তান। আজকের যুগে আমেরিকার ৩০% পুরুষ এমন কোনো সন্তানের পিতা, যাদের সাথে তাদের জেনেটিক রিলেশন নেই। এখন প্রশ্ন হলো, যেখানে একজন পুরুষ তার সন্তানের ব্যাপারে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর অনিশ্চিত ছিল, সে ঠিক কোন যুক্তিতে ডিভোর্সের পর সন্তানের দায় নেবে? এই অনিশ্চয়তা তার জেনেটিক লেভেলে খোদিত, এটি পুরুষের মস্তিষ্কের একটি প্রকৌশলগত ডিজাইন, এটি তার একটি জেনেটিক প্রোগ্রাম। আর তাই সন্তানের প্রতি পুরুষের এই কগনিটিভ বায়াসডের পেছনে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে দায়ী করা যায় না। এটাকে একটি সিস্টেমেটিক ইস্যু হিসেবে দেখা উচিত।

এছাড়া, আপনাকে আরও একটি ইস্যু মনে রাখতে হবে। একজন নারী এক বছরে এক হাজার পুরুষের সাথে সেক্স করলেও, মাত্র একটি সন্তান জন্ম দেয়। কিন্তু একজন পুরুষ যদি এক বছরে এক হাজার নারীর সাথে সেক্স করে, সে থিওরিটিক্যালি ১০০০ সন্তানই জন্ম দেবে। আর ঠিক এই কারণেই পুরুষের সন্তানের প্রতি আগ্রহ কম। কারণ নারীর চেয়ে তার প্রজননগত সফলতা অনেক বেশি। নারীর প্রজননগত সফলতা কম হওয়ায় নারীর মধ্যে সন্তানের প্রতি পুরুষের চেয়ে বেশি কগনিটিভ বায়াসড কাজ করে। আর পুরুষ এই বিষয়টি খুব ভালো করেই জানে। পুরুষ খুব ভালো করেই জানে

মা কখনো তার সন্তানকে ছেড়ে চলে যাবে না, তাই সে নিশ্চিন্তে সন্তানকে রেখে চলে যায়।

কিন্তু এর মানে কী এই যে সকল মা সহজাতভাবে পিতার চেয়ে অনেক ভালো? পৃথিবীতে এমন মায়েরও অস্তিত্ব আছে, তারা নিজের সন্তানের ক্ষতি নিজেই করে। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান আমাদের কাছে এই ধরনের আচরণের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরগুলো উপস্থাপন করে। পরিসংখ্যান আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছে, তরুণ মা, বিশেষ করে টিনএজরা তাদের শিশুর ক্ষতি করে। এর কারণ হলো একজন টিএনএজ নারীর সামনে প্রচুর পরিমাণ সময় পড়ে আছে, তারা প্রচুর পরিমাণ পুরুষের সাথে সেক্স ও সন্তান উৎপাদন করতে পারবে। আর তাই তারা তাদের ফিউচার জিনের কথা চিন্তা করে, তাদের বর্তমান সন্তান হত্যা করে। এছাড়া, টিএনএজ বয়সে সন্তান জন্ম হলে, সে পুরুষের কাছ থেকে হয়তো সাপোর্ট পায় না, কারণ নবাগত সন্তানকে সে তার ভবিষ্যৎ কল্যাণ এবং সঙ্গী নির্বাচনের জন্য থ্রেট মনে করে।

অন্যদিকে, বয়স্ক মহিলারা (৩৫ বছর বয়স থেকে বেশি) ভিন্ন কোনো কারণে তাদের সন্তান হত্যা করে। আসলে একজন নারীর বয়স বৃদ্ধির সাথে ডিফেক্টিভ সন্তান জন্ম দেয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। প্রতিটি সন্তানই পিতামাতার সম্পদ ভোগ করে। কিন্তু ডিফেক্টিভ সন্তান যদি সম্পদের জন্য, সুস্থ্য সন্তানদের সাথে প্রতিযোগিতা করে, তবে এটি মায়ের জন্য ক্ষতিকর। কারণ একজন অসুস্থ্য সন্তানের প্রজননগত সফলতার পরিমাণ কম। এজন্য পিতামাতা সহজাত প্রবৃত্তির বশেই সেই সন্তানের জন্য বিনিয়োগ করে, যারা স্বাস্থ্যবান ও উন্নত। ইন্টেলেকচুয়াল সন্তান আনইন্টেলেকচুয়াল সন্তান থেকে মায়ের কাছ থেকে বেশি প্রায়োরিটি পায়। আকর্ষণীয় সন্তান অনাকর্ষণীয় সন্তান থেকে পরিবারের পক্ষ থেকে বেশি সাপোর্ট পায়। আর এই পদ্ধতিতে তারা সিস্টেমেটিক্যালি আনইন্টেলেকচুয়াল সন্তানদের হত্যা করে।

হ্যাঁ, বিবর্তনীয় যুক্তি খুবই নিষ্ঠুর, শীতল এবং হৃদয়হীন। এটি কেবল জিনের সার্ভাইভালের দিকে ফোকাস করে।

কেন ডিভোর্সী মহিলাদের মেয়েরা বহুগামী প্রকৃতির হয়?

একজন মেয়ে যদি তার জন্মের ৫ বছরের মাথায় পিতামাতার ডিভোর্সের অভিজ্ঞতা লাভ করে, তবে ডিভোর্স হয়নি এমন পরিবারের সন্তানদের তুলনায় তারা দ্রুত বয়সন্ধীতে পৌঁছায়। দ্রুত বয়সন্ধীতে পৌঁছানোর পর তারা দ্রুত সেক্সচুয়াল অ্যাকটিভিটিতে জড়িত হয় এবং টিএনএজ বয়সে প্র্যাগনেন্সির সম্ভাবনা দেখা দেয়। শুধু তাই নয় নিজের বিয়ের

পরও তার ডিভোর্সের পসিবিলিটি দেখা দেয় এবং তারা বহুগামী হয়ে যায়। বয়সন্ধীর বিবর্তনীয় উপযোগ হলো, প্রজনন দশা শুরুর একটি সিগন্যাল, এটি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে কীভাবে অল্পবয়সে বয়সন্ধী, দ্রুত সেক্সচুয়াল অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণের সাথে জড়িত, যদিও এটি অপরিহার্যভাবে প্রত্যাশিত নয়। এখানে দুটি ব্যাখ্যা আছে: যে সকল নারী দ্রুত বয়সন্ধীতে রিচ করে তাদের জেনেটিক উপাদানে ভিন্নতা আছে, অথবা একই জেনেটিক উপাদান পরিবেশের ভিন্নতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। উভয় মডেলই, আমাদের প্রিম্যাচিউর বয়সন্ধীর ঘটনাটি বুঝতে সহযোগিতা করে। প্রমাণ আমাদের জেনেটিক মডেল সমর্থন করে। এটি আমাদের বলে যে বয়সন্ধীর সময় হেরিটেবল (৫০-৮০%)।

যে সকল নারী খুব অল্প বয়সে বয়সন্ধীতে পৌঁছায়, তাদের মধ্যে বহুগামিতার মনোভাব সর্বাধিক। এই সকল জিন সম্ভবত তাদের কন্যার মধ্যেও সংক্রমিত হয়, এবং এই চক্র নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে।

যাই হোক, পরিবেশগত ফ্যাক্টরও জেনেটিক সীমারেখার সাথে বয়সন্ধীর সময়কে প্রভাবিত করে। আনুমানিক ২০-৫০% বয়সন্ধীর টাইমিং জিন দ্বারা নির্ধারিত। এই মডেলে পিতার অনুপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফ্যাক্টর।

যে সকল মেয়ে পিতার অনুপুস্থিতিতে বেড়ে ওঠে, তাদের জেনেটিক এক্সপ্রেসন পরকীয়া করার জন্য অভিযোজিত হয়, আর এজন্য তাদের বয়সন্ধীকাল খুব দ্রুত শুরু হয় এবং তারা শর্ট-টার্ম রিলেশনশিপে জড়িয়ে পড়ে।

এর কারণ সম্ভবত, তাদের মধ্যে এমন একটি মনোভাব তৈরি হয় যে, পুরুষ দীর্ঘকালীন সম্পর্কের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়। আর যে সকল মেয়ে পিতার উপস্থিতিতে বড় হয়, তাদের প্রজননের কৌশল খুবই সীমাবদ্ধ পরিস্থিতিতে থাকে, তাদের বয়সন্ধী শুরু হতে দেরী হয় এবং তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও দীর্ঘকালীন সম্পর্ক গঠন করে। এজন্য, ৫ বছর বয়সের পূর্বে পিতার উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি কন্যার বয়সন্ধী এবং তার প্রজনন কৌশলে হস্তক্ষেপ করে।

সৎ বাবার দেহের ফেরোমন কী নারীর ব্রেনকে বহুগামী করে?

একটি পরিবারে পিতার অনুপুস্থিতি সন্তানের প্রিম্যাচিউর বয়সন্ধী ট্রিগার করে। একটি পরিবারে যদি পিতার উপস্থিত থাকে, তবে নারীর বয়সন্ধীর সময় পিছিয়ে যায় আর পরিবারে পিতা যদি অনুপস্থিত থাকে একজন নারী দ্রুত তার ব্রেস্ট ও বুটস ডেভেলপ করে, তার ভ্যাজাইনা সেক্স ও সন্তান উৎপাদনের জন্য রেডি হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই ধরনের মেয়েরা খুব অল্প বয়সে সেক্স করা শুরু করে এবং তারা কোনো সুনির্দিষ্ট পুরুষের সাথে সম্পর্ক করতে চায় না। একইসাথে এই ধরনের নারীদের মধ্যে পরকীয়ার মনোভাব সর্বাধিক। টিএনএজ বয়সে সন্তান উৎপাদনের রিসেপ্টিভিটির কারণে তাদের মধ্যে সন্তান হত্যা করার প্রবণতাও বেশি। কিন্তু কেন? কেন পিতার অনুপস্থিতি সন্তানের দেহের বায়োকেমেস্ট্রি প্রভাবিত করে।

যাই হোক, একটি পরিবারে পিতা অনুপস্থিত থাকার মানে এই নয় যে, পিতার দীর্ঘকালীন সম্পর্ক করার ইচ্ছা নেই। যে সকল সমাজ উচ্চমাত্রিকভাবে বহুগামী, সেখানে একজন পুরুষ একসাথে একাধিক স্ত্রী ম্যানটেইন করে, কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো স্ত্রীর সাথে সে আটকে থাকে না। আর এ ধরনের বহুগামী সমাজে একজন পুরুষ সুনির্দিষ্ট কোনো সন্তানের জন্যেও সময় ব্যয় করে না। অতএব আপনি বুঝতেই পারছেন, মেয়েরা (ছেলেও) এখানে পিতার কাছ থেকে খুব বেশি সমর্থন পায় না। যদি একজন মেয়ে পিতার কাছ থেকে সমর্থন না পায়, সে কী করবে বা তার কী করা উচিত? তার খুব অল্প বয়সেই ব্রেস্ট ও বুবস ডেভেলপ করা উচিত, তার ভ্যাজাইনার বায়োকেমেস্ট্রি পরিবর্তিত হওয়া উচিত, যেন সে এই বহুগামী সমাজের সাথে খুব দ্রুত সেক্সের মাধ্যমে কানেক্ট হতে পারে এবং বহুগামী স্বামীর কাছ থেকে অর্থনৈতিক সমর্থন লাভ করে। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিবারে পিতার উপস্থিতি মাইক্রোস্কোপিক স্কেলে এবং বহুগামী সমাজ ম্যাক্রোস্কোপিক স্কেলে নারীর মস্তিষ্ক ও রাসায়নিক কন্ডিশন পরিবর্তন করে দেয়, যেন তারা নিজেরাও বহুগামী হয়ে ওঠে।

পিতাহীন পরিবারে একজন নারীর বয়সন্ধীতে রিচ করতে যদি দেরী হয়, তবে তার জন্য এটা খুব বেশি উপযোগী নয়। মনে করুন, বহুগামী সমাজে একজন ল্যান্ডলর্ডের অসংখ্য স্ত্রী থাকে। একজন মেয়ে যদি দ্রুত বয়সন্ধীতে পৌঁছায়, তবে সে সেই ল্যান্ডলর্ডের থার্ড স্ত্রী হতে পারবে। আর তাই নারীর ডিম্বাশয় খুব অল্পসময়ে রেডি হয় বহুগামী পুরুষদের কাছ থেকে ইকোনোমিক্যাল সাপোর্ট আদায় করার জন্য।

একগামী সমাজে যদি একজন মেয়ে দ্রুতগতিতে বয়সন্ধীতে রিচ করে, তবে এটি তাকে বিশেষ কোনো উপযোগ দেয় না। কারণ একগামী সমাজে প্রতিটি বিবাহিত

পুরুষ একটি নারী গ্রহণ করে। একজন মেয়ে যদি এই সমাজে প্রিম্যাচিউর বয়সন্ধীতে প্রবেশ করে, সে কোনো ল্যান্ডলর্ডের থার্ড ওয়াইফ হওয়ার সুযোগ পাবে না। তাছাড়া, একগামী সমাজে একজন নারীর নিজের পরিবারেও পিতার সমর্থন উপস্থিত থাকে। বহুগামী সমাজে যে সকল মেয়ে দ্রুত সেক্সচুয়াল রিসেপ্টিভিটি অর্জন করে, তারা অন্যান্য মেয়ের তুলনায় টিকে থাকার উপযোগিতা পায়।

আরও একটি ব্যাপার হলো, বহুগামী সমাজে নারী এক পুরুষে সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু এই সমাজে পুরুষ তাদের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন দেয় না, তাই তারা নতুন নতুন পুরুষ এক্সপেরিয়েন্স করে। একগামী সমাজে প্রিম্যাচিউর সেক্সচুয়াল রিসেপ্টিভিটির পুরস্কার নেই, বহুগামী সমাজে আছে। একগামী সমাজে মেয়েরা তরুণ ছেলে বিয়ে করে। একটি গবেষণা অনুসারে, কিছু কিছু নারী জেনেটিক্যালি দ্রুত সেক্সচুয়াল রিসেপ্টিভিটি অর্জন করে, তার বুটস ও বুবস ডেভেলপ হয় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

সম্ভবত, এই সকল নারীর জিন এমন কোনো সমাজ থেকে এসেছে, যে সমাজ হাজার হাজার বছর বহুগামী ছিল আর তাদের মধ্যে ডিভোর্সের প্রবণতা বেশি। এছাড়া ক্রসকালচারাল ডেটা আমাদের বলছে যে, একগামী সমাজের তুলনায় বহুগামী সমাজে ডিভোর্সের পরিমাণ বেশি। আমেরিকাতে এখন মেয়েদের বয়সন্ধীর সময় পূর্বের তুলনায় নিচের দিকে পতিত হচ্ছে। ২০১৯ সালে আমেরিকায় ডিভোর্সের সংখ্যা ৮২৭,২৬১।

বয়সন্ধীতে রিচ করার সময় কমে যাওয়ার মানে হলো, আমেরিকার নারীরা এখন অল্পবয়সে অধিক সংখ্যক পার্টনারের সাথে সেক্স করার জন্য অভিযোজিত। পিতামাতার ডিভোর্স ঠিক কীভাবে একজন মেয়েকে অল্পবয়সে সেক্সচুয়ালি রিসেপ্টিভ করে তোলে, তা এখনো আমরা জানি না। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী ব্রুস জে. এলিস হাইপোথিসাইস করেছিলেন, মায়ের আশেপাশে সৎ পিতা অথবা কোনো পরকীয়া প্রেমিকের উপস্থিতি কন্যার মস্তিষ্কে ফেরোমন সিগন্যাল প্রেরণ করে এবং কন্যাকে বলে, তোমার মাকে এখন আমি কন্ট্রোল করব, তুমি তোমার রাস্তা খুঁজে নাও।

আসলে সৎ পিতা অথবা মায়ের পরকিয়া প্রেমিকের দেহের কোনো রাসায়নিক অণু কন্যার প্রিম্যাচিউর বয়সন্ধী ট্রিগার করে। আর একটি ব্যাখ্যা অনুসারে, ডিভোর্সের পর একটি পরিবারে স্ট্রেস দেখা যায়। স্ট্রেস থেকে সন্তানের দেহে স্ট্রেস হর্মোন কর্টিসল নিঃস্বরণ হয়, এই স্ট্রেস হর্মোন কর্টিসল নারীর প্রিম্যাচিউর সেক্সচুয়াল রিসেপ্টিভিটি তৈরি করে। যেন মেয়েটি তার ফিউচারের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে বহুগামী মানসিকতার সাথে অভিযোজিত হতে পারে।

অধ্যায় ৮

নারী পৃথিবীর সকল সন্ত্রাসী ও বিজ্ঞানীর গড মাদার

Woman is the god mother of all terrorists and scientists of the world

স্ট্যান্ডার্স সোশ্যাল মডেল অনুসারে, নারী ও পুরুষ জন্মের সময় একটি অলিখিত সাদা কাগজের মতো হয়ে জন্মায়। তারা মনে করে, নারী ও পুরুষের মধ্যে অ্যানাটমিক্যাল কিছু পার্থক্য থাকলেও, তাদের প্রবৃত্তিগত পার্থক্য সামান্য। সামাজিক ট্রিটমেন্ট এবং সোশ্যালাইজেশনই নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের লেখক। কিন্তু কেমব্রিজ বিশ্ববদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী সিমন-কোহেন এবং তার দল, একদিন বয়সী ৪৪ জন ছেলে এবং ৫৮ জন মেয়ের উপর একটি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। এই এক্সপেরিমেন্টের সময় গবেষকরা নিজেরাও জানত না এই শিশুগুলোর জেন্ডার কী। তারা এই শিশুগুলোকে মানুষের ছবি এবং মেকানিক্যাল মোবাইল দেখিয়েছিল। কোন শিশু কোন বস্তুটির দিকে বেশি তাকায়, তারা সেটা রেকর্ড করেছিল। তারা আবিষ্কার করেছিল যে, মেয়েরা মানুষের মুখের দিকে বেশি তাকায়, আর ছেলেরা তাকায় মেকানিক্যাল মোবাইলের দিকে। এর অর্থ হলো পুরুষরা ফিজিক্যাল ইউনিভার্সের প্রতি কিউরিয়াস এবং নারীদের আগ্রহ সামাজিক সম্পর্কের প্রতি। এটি স্ট্যান্ডার্ড সোশ্যাল মডেলের ব্ল্যাংস্লেট ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নারী ও পুরুষের পার্থক্য সোশ্যালাইজেশন থেকে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পূর্বের বিবর্তনীয় ইতিহাস থেকে। এম. আলেকজান্ডার এবং মেলিসা হাইন্স, ৪৪জন পুরুষ এবং ৪৪জন নারী বানরের ওপর একটি এক্সপেরিমেন্ট করেছিল।

তারা বানরদের সামনে পুরুষতান্ত্রিক খেলনা বল, পুলিশ কার এবং নারীবাদী খেলনা পুতুল ও রান্নার পাতিলের মতো অবজেক্ট প্রদর্শন করেছিল। এছাড়া তারা নিউট্রাল কিছু ছবি দেখিয়েছিলেন যেমন বই অথবা কুকুর। বিস্ময়করভাবে, পুরুষ বানর পুরুষতান্ত্রিক খেলনা পছন্দ করেছিল আর নারী বানর বছর করেছিল, ফেমিনিন খেলনা। নিউট্রাল খেলনার প্রতি তাদের পছন্দ ছিল অপরিবর্তনীয়। এখান থেকে আবারও এটাই প্রমাণিত হয় যে, নারী ও পুরুষ সোসালাইজেশনের সৃষ্টি নয়, নারী ও পুরুষ প্রবৃত্তিগতভাবে একে অন্যের থেকে আলাদা।

নারী ও পুরুষের ভিন্নতা এসেছে কেমব্রিয়ান বিস্ফোরণ থেকে

নারী ও পুরুষের সেক্সের ভিন্নতা, জ্ঞান, মূল্যবোধ ও পছন্দ প্রাথমিকভাবে সামাজিকীকরণের ফসল নয়, এগুলো নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের সহজাত দিক। নারীর যোনি আর পুরুষের পেনিস যেমন দেখতে একরকম নয়, ঠিক তেমনি নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের গঠন পদ্ধতিও আসলে একরকম নয়। এটা ঠিক যে জেন্ডার সোশ্যালাইজেশন

মানুষের মধ্যকার সহজাত পার্থক্যকে সম্প্রসারিত, দৃঢ়, স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী করে কিন্তু সোশালাইজেশন মানুষের কোনো প্রবৃত্তি তৈরি করতে পারে না, এটি আমাদের কোনো প্রবৃত্তির কারণও নয়। অন্যকথায় নারী ও পুরুষ তাদের ভিন্ন ভিন্নভাবে সোশাইলাইজেশনের ফলে ভিন্ন হয়নি, তাদের মধ্যকার ভিন্নতা হলো সহজাত।

কিন্তু যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, নারী ও পুরুষের এই ভিন্নতার পেছনে দুটি বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর কাজ করছে: অ্যানিসগ্যামি এবং ইন্টারনাল গেস্টেশন। অ্যানিসগ্যামি বলতে আমরা বুঝি, নারী ও পুরুষের সেক্স সেলের মধ্যকার ভিন্নতা: শুক্রাণু ও ডিম। শুক্রাণু এবং ডিমের মাধ্যমেই আমরা নারী ও পুরুষের যৌন প্রজনন সংজ্ঞায়িত করি। কিন্তু নারীর ডিম পুরুষের শুক্রাণু থেকে অনেক বেশি প্রিমিয়াম।

একজন পুরুষ একবার বীর্যপাত করলেই যেখানে ২০০ মিলিয়ন স্পার্ম নিঃস্বরণ হয়, সেখানে একজন নারীর ডিমের সংখ্যা জন্মের পর থেকে নির্ধারিত। একজন নারী তার গর্ভাশয়ে জন্মের পর ২-৩ মিলিয়ন ডিম নিয়ে জন্মায় এবং জীবনের শেষের দিকে তার গর্ভাশয়ে অল্পকিছু ডিমই অবশিষ্ট থাকে অথবা তার ডিমের পরিমাণ শেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে, একজন পুরুষ তার একজীবনে প্রায় ০^১২টি ডিম উৎপাদন করে। একজন পুরুষ একবারের বীর্যপাতে যে পরিমাণ শুক্রাণু নিঃস্বরণ করে, নারী যদি একই কাজ করতে চাইতো, তবে কয়েকবারের অর্গ্যাজমেই নিশ্চিত তার সকল ডিম শেষ হয়ে যেত।

তার মানে বুঝতেই পারছেন, নারী খুবই প্রিমিয়াম একটা বস্তু। পুরুষ চাইলেই অসংখ্য নারীকে চুদতে পারে কিন্তু নারী সকল পুরুষকে চোদে না। নারী কাকে তার ডিমের পাসওয়ার্ড দেবে, আর কাকে সে তার ডিমের পাসওয়ার্ড দেবে না, এটা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব ব্যাপার।

আরও একটি ব্যাপার আপনাকে মনে রাখতে হবে, মানব নারী ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে। আজ থেকে ৫০০ মিলিয়ন বছর পূর্বেও ট্রিলোবাইটরা সমুদ্রে তাদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিঃস্বরণ করত, সমুদ্রের পানিতে মিশে থাকা এই ডিম্বাণু ও শুক্রাণুগুলো একে অন্যের সাথে মিশে সন্তান তৈরি হতো। প্রতিবার তারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডিম ও শুক্রাণু নিঃস্বরণ করতে পারত। এটাকে বলে এক্সটারনাল ফার্টিলাইজেশন। এক্সটারনাল ফার্টিলাইজেশনে সন্তান তৈরির জন্য কোনো গর্ভাশয় ছিল না, সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমই ছিল একটি শিশুর গর্ভাশয়, সামুদ্রিক পানিই ছিল একটি ভ্রুণের মাতৃগর্ভ।

কিন্তু যখন ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন বিবর্তিত হলো, সামুদ্রিক গর্ভাশয় নারীর দেহের ভেতর প্রবেশ করে কারণ সমুদ্রের স্রোত, তাপ ও চাপ ছিল দৌদুল্যমান, সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমের ওপর নারীর কোনো কন্ট্রোল ছিল না। তাই সবসময় তার ডিম সঠিকভাবে নিষিক্ত হতো না। নারী তার গর্ভাশয়ের ভেতর সন্তান তৈরি করতে শুরু করে।

সন্তান এখন বাস করে নারীর প্ল্যাসেন্টায় সামুদ্রিক পানিতে নয়। আর ইন্টারনাল গেস্টেশন খুবই ব্যায়বহুল। কারণ এই প্রক্রিয়ায় একজন নারী মিলিয়ন মিলিয়ন ডিম পাড়ে না, সে খুবই অল্প সংখ্যক সন্তান তৈরি করতে পারে, তার দেহের ভেতর, কারণ এখানে স্পেস সীমিত। একটি ট্রিলোবাইট কেবল সমুদ্রে তার ডিম ছেড়ে দেয়, আর অজস্র ট্রিলোবাইটের শুক্রাণুর সাথে তার এই ডিম মিলিত হয়ে অসংখ্য সন্তান তৈরি করে। কিন্তু ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশনের সীমাবদ্ধতা হলো, এখানে মিলিয়ন মিলিয়ন পুরুষ অ্যাকসেস পায় না, একজন নারীর দেহ কেবল একজন পুরুষের শুক্রাণুকেই নির্বাচন করে। একজন নারীর সাথে ১০০০ পুরুষ সেক্স করলেও, সে কেবল একজনের সন্তানই জন্ম দেবে। তার মানে আপনি বুঝতেই পারছেন, ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন নারীকে খুবই প্রিমিয়াম ও সেনসেটিভ করে তুলেছে।

একটি ব্ল্যাকহোল থেকেও এটি বেশি সেনসেটিভ। কারণ নারীর এই সেক্সচুয়াল ভিন্নতার কারণেই আমাদের আজকের সিভিলাইজেশন সৃষ্টি। নারীর এই ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন আর ডিমের লিমিটেশনই পৃথিবীর সকল দার্শনিক, বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক এবং সন্ত্রাসী তৈরি করেছে। আজকের পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে দশ মিলিয়ন ক্রিমিনাল আছে, আর এই দশ মিলিয়ন ক্রিমিনালের ৯০% পুরুষ।

ভাবতে অবাক লাগলেও পৃথিবীর এই ৯০% ক্রিমিনাল তৈরি হয়েছে কেবল মাত্র নারীর একটি বায়োলজিক্যাল ডিজাইনের কারণে। কিন্তু কীভাবে?

আসলে নারীর ডিমের এই দুস্প্রাপ্যতা আর প্রজননের সীমাবদ্ধতার কারণে নারী সকল পুরুষকে তার ওপর অ্যাকসেস দিত না। একটি ১ জিবি সাইজের মেমরিতে যেমন ১০০ জিবি ভিডিও রাখা যায় না, ঠিক তেমনি নারীর ক্ষুদ্র গর্ভাশয়ে শত শত পুরুষের সন্তান তৈরি করা যায় না। আর তাই এই সীমিত স্পেস দখল করার জন্যে পুরুষে পুরুষে লড়াই শুরু হয়েছিল। বিবর্তনের ইতিহাসে মিলিয়ন মিলিয়ন পুরুষ সন্তানহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মে তাদের জিন রেখে যেতে পারেনি। আর এই পদ্ধতিতে নারীর প্রজনন সফলতা বেড়ে যায় কিন্তু পুরুষের প্রজনন সফলতা কমে যায়।

একজন নারীর জীবনে আজ সেক্স পার্টনারের অভাব নেই। আজ যদি একজন পুরুষ ফেসবুকে পোস্ট করে, আমি সেক্স করতে চাই। কোনো নারী তাকে প্রতিক্রিয়া করবে কি না আমার জানা নেই। কিন্তু আমরা এটা খুব ভালো করে জানি যে, ফেসবুকে একজন মেয়ে জাস্ট একটা নরমাল পিকচার পোস্ট করলেও, তার আইডির দিকে হাজার হাজার চোখ ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো তাকিয়ে থাকে কারণ নারীর গর্ভাশয়ের স্পেস লিমিটেড। এজন্য নারীর ডিমের পরিমাণ কম হলেও, তাকে স্পার্ম দেয়ার জন্য পুরুষের অভাব নেই। তাই নারী সফল। আর এতে করে পুরুষের সমাজে দুটি শ্রেণীর তৈরি হয়, জয়ী ও পরাজিত। আমরা জানি যে, পুরুষ একটি বহুগামী জীব। কারণ তার অণ্ডকোষে

ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন স্পার্ম তৈরি হয়। কিন্তু পুরুষ বহুগামী জীব হওয়ার পরও, সে যাদৃচ্ছিকভাবে সেক্স করতে পারেনি। আলফা পুরুষ শত শত নারীর ওপর অধিকার পেলেও, ওমেগা ও বিটা পুরুষ নারীর ওপর অধিকার পায়নি। নারী ওমেগা ও বিটাদের তার লিমিটেড গর্ভাশয় ও ডিমের ওপর অধিকার দেয়নি। আলফাকে শত শত নারী জরায়ু দিয়েছে, কিন্তু ওমেগা ও বিটার সুযোগ ছিল খুবই সসীম। আর এই পদ্ধতিতে, নারী মিলিয়ন মিলিয়ন পুরুষকে জেনেটিক্যালি হত্যা করেছে, তাদের সন্তান সে জন্ম দেয়নি। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল পুরুষের পুরুষে দ্বন্ধ।

একজন পুরুষ শত শত নারী পায় আর অন্যজন একজনও পায় না, এটি পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুলেছিল। আর তীব্র প্রতিযোগীতামূলক পরিবেশই পুরুষের আচার, আচরণ, চিন্তা, কল্পনা এবং সৃষ্টিশীলতাকে পরিচালিত করেছিল। এটাই ছিল পুরুষের মনের জ্বালানি। নারীর ডিমের ওপর দখল নেয়ার জন্য পুরুষ আগ্রাসী ও ইর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তারা একে অন্যের সাথে যুদ্ধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করে। নারীর ডিমের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন পুরুষ আহত ও নিহত হয়। আলফা পুরুষ টিকে থাকে।

সারা পৃথিবীতে আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন পুরুষ ক্রিমিনাল দেখতে পাই কিন্তু আমরা নারী ক্রিমিনাল দেখতে পাই না, কারণ একজন নারী পুরুষের মতো আগ্রাসী নয়। যেখানে একজন সুন্দরী নারীর একটা সিঙ্গেল ফেসবুক পিকচার দেখলেই, হাজার হাজার পুরুষ নারীকে চুদতে রেডি হয়ে যায়, সেখানে নারীর মধ্যে তীব্র কোনো প্রতিযোগিতার কোনো প্রয়োজনই হয় না। এমনকি যদি নারী সফলতার সাথে ১০০০ জন পুরুষকেও আকর্ষণ করে, সে একজনের বেশি সন্তান জন্ম দিতে পারে না।

আর তাই পুরুষের বীর্য পাওয়ার জন্য আমরা নারীর মধ্যে কোনোপ্রকার আগ্রাসন ও যুদ্ধ বিগ্রহ দেখতে পাই না। নারীরা পুরুষের চেয়ে শান্ত, সহনশীল এবং তীব্রভাবে ধার্মিক।[16]

সমগ্র বিশ্বে একটাই কালচার, কালচারের আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই

মাঝেমাঝে কিছু মানুষ মনে করে, মানব প্রবৃত্তি এবং সংস্কৃতি আলাদা ব্যাপার। তারা মনে করে, কালচার ইউনিভার্স্যাল নয়। এক একটি দেশে এক একপ্রকার কালচার কাজ করে। একদিক থেকে এটি সত্যি। আমেরিকার কালচার এবং চাইনিজ কালচার এক বিষয় নয়, আবার মিশরের কালচারের সাথে এগুলোর কোনো মিল নেই। কিন্তু কালচার জিনিসটা আসলে ভিন্ন নয়। আমরা জানি যে, বাইনারীর ব্যাসিক ডিজিট ০ এবং ১ কিন্তু

আপনি ০ থেকে ৯ ডেসিমাল প্লেসের মধ্যে এই দুটি ডিজিট দিয়ে ৯ টি আলাদা আলাদা কোড লিখতে পারবেন। কালচার ব্যাপারটাও আসলে একই। আমরা উপর থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে তারতম্য দেখলেও আসলে সকল সংস্কৃতি একটি ব্যাসিক ডিজিট শেয়ার করে। কালচারাল এনথ্রোপোলজিস্ট মারভিন হ্যারিস একবার একটি বিখ্যাত উপমা ব্যবহার করেছিলেন, কিছু সমাজে মানুষ গরুর মাংস খায় এবং শূকরের মাংসকে রিলিজিয়াস অবজেক্ট হিসেবে পূজা করে। আবার কিছু সমাজে মানুষ ব্যাঙের মাংস খায় কিন্তু গরুকে তারা রিলিজিয়াস অবজেক্ট হিসেবে পূজা করে। অতএব, আমরা এখানে সুস্পষ্টভাবে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, গরু আর ব্যাঙ দুটোই প্রোটিন (যেমনটি কুকুর, তিমি ও বানর) আবার শূকর এবং গরু দুটোই জীবন্ত বস্তু (যেমনটি বুদ্ধ, আল্লাহ ও যীশু)। আর প্রায় বিশ্বের প্রতিটি সমাজ প্রাণীজ প্রোটিন খায় এবং জীবন্ত বস্তুর পূজা করে। বিমূর্ত পর্যায় থেকে দেখলে, এখানে কোনো ব্যতিক্রম নেই এবং পৃথিবীর সকল সংস্কৃতি আসলে একই। মানুষের সংস্কৃতির মধ্যে অসীম ভ্যারিয়েবল নেই। আপনি নাইন ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত ০ এবং ১ এর কম্বিনিশনে আলাদা আলাদা ৯টি বাইনারী কোড তৈরি করতে পারবেন কিন্তু আপনি বাইনারী ডিজিট পরিবর্তন করতে পারবেন না। বাইনারী কোডের বৈচিত্র্যতার যেমন একটি লিমিট আছে, ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতারও লিমিট আছে।

এবার আসুন আর একটি উদাহরণ দেই। পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলে। বাংলা ভাষার সাথে চাইনিজ ভাষার কোনো মিল নেই। আরবি ভাষার সাথে ইংরেজীর কোনো মিল নেই। কিন্তু সারফেস লেভেল থেকে সামঞ্জস্য না থাকলেও, সকল প্রাকৃতির ভাষার মধ্যেই একটি "ডিপ স্ট্র্যাকচার" আছে বলে নোম চমস্কি মনে করেন।

এই সেন্স থেকে, ইংরেজী আর চাইনিজ মোলিকভাবে একই নির্যাস শেয়ার করে, ঠিক যেমনি গরু এবং ব্যাঙ একই প্রোটিন শেয়ার করে। আপনার কী এই বক্তব্যের সাপেক্ষে প্রমাণ প্রয়োজন? জন্মের পর একটি শিশু যে কোনো প্রাকৃতিক ভাষায় কথা বলতে পারবে, যদি তাকে শেখানো হয়। তাদের জেনেটিক মা-বাবা যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন।

যে কোনো শিশু উন্নয়নমূলকভাবে ইংরেজী, চাইনিজ ও আরবী ভাষায় কথা বলতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে এক গ্রুপ শিশু যখন একসাথে বেড়ে ওঠে, তাদের কোনো ভাষা শিক্ষা না দিলেও, তারা একদম পরিপূর্ণ গ্র্যামাটিক্যাল রুলস অনুসরণ করে নিজেরাই নিজের ন্যাচারাল ভাষা আবিষ্কার করে নেয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মানুষের এই ভাষার দক্ষতা অসীম নমনীয়। কোনো মানব শিশু জন্মগত ভাবে নন-ন্যাচারাল ভাষা যেমন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অনুসরণ করে কথা বলতে পারে না, তার পক্ষে প্রাইম নাম্বার দিয়ে ভাষা তৈরি সম্ভব না। অথচ সে কোনোপ্রকার অসঙ্গতিপূর্ণ

নিয়ম অথবা ব্যতিক্রম রুলস অনুসরণ না করেই কত সহজে প্রাকৃতিক ভাষা শিখতে পারে। ইয়েস। উন্নয়নমূলকভাবে যে কোনো মানবশিশু যে কোনো ভাষা শিখতে পারে আর এর কারণ হলো ভাষা বিবর্তনের ফসল, এটি সাম্প্রতিক যুগের কোনো যুক্তিবিদ অথবা কম্পিউটার সায়েন্টিস্টের আবিষ্কার নয়।

পিয়েরে ভ্যান ডেন বার্গ এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, সংস্কৃতি অনন্যভাবে মানুষের অভিযোজনের একটি উপায়, কিন্তু সংস্কৃতি নিজেও বায়োলজিক্যালি বিবর্তিত হয়েছিল। সারফেস লেভেল থেকে ভিন্নতা থাকলেও, পৃথিবীতে কেবল একটাই হিউম্যান কালচার আছে, ঠিক যেমনি প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা দেহ থাকলেও, প্রত্যেকেরই একটা কমন অ্যানাটমি আছে।

আমাদের হাত ও চোখের মতোই আমাদের সংস্কৃতি সেলফিশ জিনেরই একটি প্রোডাক্ট, বায়োলজিক্যালি আমরা খুবই দুর্বল ও ভঙ্গুর প্রাণী। আমাদের সিংহের মতো ফনা ছিল না শিকারকে মোকাবিলা করার জন্য অথবা আমাদের পশম ছিল না শীতলতাকে অতিক্রম করার জন্য। কালচার ছিল একটি ডিফেন্স মেকানিজম, যার মাধ্যমে প্রকৃতি আমাদের প্রোটেক্ট করেছিল, আর এজন্য আমরা এটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলাম এবং এই জ্ঞান আমরা অস্ত্র, কাপড় ও বাসস্থান তৈরির জন্য রেখে গিয়েছিলাম। আমাদের পশমের দরকার হয়নি কারণ আমাদের ছিল কালচার।

প্রতিটি বাঘ ও ভাল্লুকের দেহে পশমের তারতম্য থাকলেও, তাদের সবার দেহে যেমন প্রায় একই পশম উপস্থিত ছিল, সকল মানুষেরই প্রায় একই রকমের কালচার ছিল। ফনা হলো বিশ্বের প্রতিটি বাঘের ইউনিভার্স্যাল বৈশিষ্ট্য। পশম হলো সকল মরু ভাল্লুকের ইউনিভার্স্যাল বৈশিষ্ট্য, আর তাই সংস্কৃতি বিশ্বের সকল মানব সমাজের একটি ইউনিভার্স্যাল বৈশিষ্ট্য। ইয়েস! সংস্কৃতি বিশ্বজনীন।

বিশ্বের সকল সংস্কৃতিতে ক্রাইম প্যাটার্ন একই

পৃথিবীর সকল সংস্কৃতিতে পুরুষরাই সর্বোচ্চ ক্রিমিনাল হয়। কিন্তু কেন? প্রায় ৫০ বছর ধরে, অপরাধবিজ্ঞানীরা বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে অপরাধের একটি কমন প্যাটার্ন শনাক্ত করেছিল। তারা এই প্যাটার্নের নাম রেখেছিল "age-crime curve"। ট্র্যাভিস হিরশি এবং মাইকেল আর. গটফ্রেডসন ১৯৮৩ সালে "Age and Explanation of Crime" নামক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। এই গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বের প্রতিটি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন গঠন এবং সাংস্কৃতিক কন্ডিশন থাকার পরও বয়স ও ক্রাইমের মধ্যে সম্পর্ক একই। তারা দাবি করেন, বিশ্বের প্রতিটি সমাজ, জাতি, লিঙ্গ এবং ঐতিহাসিক পিরিয়ড নির্বিশেষে ক্রাইমে জড়ানোর প্রবণতা এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ একটি পূর্বাভাসযোগ্য ট্র্যাজেক্টরি অনুসরণ করে। এই প্যাটার্ন থেকে দেখা যায়, একজন মানুষ তার বয়সন্ধীতে সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্রিমিনাল আচরণ করে, ক্রিমিনাল আচরণের এই মনোভাব বয়সন্ধীর শেষ থেকে প্রাপ্তবয়সে প্রবেশের সময় বৃদ্ধি পায় এবং ২০-৩০ বছরের মধ্যে ক্রাইম করার প্রবণতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। যদিও এই অখণ্ড "অ্যাজ-ক্রাইম কার্ভ" এর সামান্য বৈচিত্র্যতা আছে, কিন্তু এই কার্ভের ফান্ডামেন্টাল কাঠামো, বিশেষ করে মারাত্মক আন্তর্ব্যক্তিক ক্রাইমের ক্ষেত্রে, অপরাধ বিজ্ঞানে বিস্তৃতভাবে গ্রহণযোগ্য।

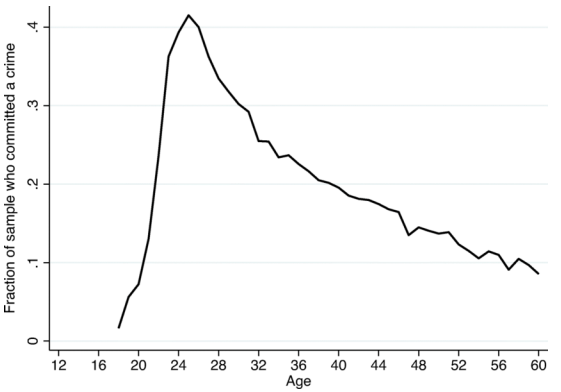

কিন্তু গবেষকরা অপরাধীদের সাথে আইনস্টাইন এবং নিউটনের মতো জিনিয়াসদের ইন্টেলেকচুয়ালিটির একটি সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছিলেন। আমরা বয়স ও ক্রাইমের বক্ররেখা বা কার্ভে দেখতে পাচ্ছি, ক্রাইমের হার বয়সন্ধী থেকে পরিণত বয়সের প্রবেশের প্রারম্ভিক সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ২০ বছর পর থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত এটি নিচের দিকে পতিত হতে থাকে। কিন্তু গবেষকরা আবিষ্কার করলেন, কেবল অপরাধ নয়, একই বয়সে একজন মানুষের ক্রিয়েটিভিটিও সর্বোচ্চ পর্যায়ে হয়ে থাকে। একটি গবেষণায় দেখা যায়, পৃথিবীর বেশিরভাগ কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ম্যাথম্যাটিশিয়ান এবং প্রযুক্তিবিদ ১৮- ৩৫ বছরের মধ্যেই বিস্ফোরিত হয়।

১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সের ভেতর বিশ্বের বড় বড় ক্রিমিনালদের জন্ম হয়। অন্যকথায় আমরা ১৮-৩৫ বছর বয়সের মধ্যেই মানুষের মস্তিষ্কের ভেতর কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ হওয়ার প্রবণতা দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, আলবার্ট আইনস্টাইন তার থিওরি অব রিলেটিভিটি প্রকাশ করেছিল ২৬ বছর বয়সে। ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ কোয়ান্টাম আনসার্টেইনটির ডেভেলপ করেছিল ২৩ বছর বয়সে। পল ডিরাক কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি ডেভেলপ করেছিল ২৬ বছর বয়সে। শ্রডিঙ্গার ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি ডেভেলপ করেছিল ৩৫ বছর বয়সে।

অতএব আমরা দেখতেই পাচ্ছি, অপরাধের বক্ররেখার সাথে ক্রিয়েটিভিটির একটি রিলেশন আছে। অপরাধ যে ডোপামিন ও টেস্টোরনের প্রভাবে পরিচালিত, সৃষ্টিশীলতাও একই ডোপামিন ও টেস্টোস্টেরন দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু কেন? কেন ঠিক এই বয়সে আইনস্টাইন, পল ডিরাক এবং হাইজেনবার্গের মতো জিনিয়াসরা প্রকাশিত হয়? আবার কেনই বা এই বয়সে পাবলো এস্কোবার অথবা জন ডিলিঙ্গারের মতো ভয়াবহ ক্রিমিনালদের জন্ম হয়? উত্তর ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন। আমরা জানি যে, ইন্টারনাল গেস্টেশনের কারণে একজন নারী একটি নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট একটি সন্তান জন্ম দেয়। সে এক হাজার পুরুষের সাথে সেক্স করলেও, এক বছরে তার কেবল একটি সন্তানই জন্ম হয়। তাছাড়া, নারীর ডিমের পরিমাণ কম, আর তাই তার ডিমের ওপর সে কেবল আলফা পুরুষদেরই অনুমোদন দেয়। যেখানে একজন পুরুষ একবার বীর্যপাত করলেই ২০০ মিলিয়ন স্পার্ম নিঃস্বরণ হয়, সেখানে একজন নারী জন্মের সময় মাত্র ৩ মিলিয়ন ডিম নিয়ে জন্মায়। পুরুষের স্পার্মের সংখ্যা কোয়াড্রিলিয়ন কিন্তু নারী ডিমের সংখ্যা লিমিটেড।

আর তাই অল্পবয়সী তরুণদের মধ্যে নারীর কাছে নিজেকে আলফা পুরুষ প্রমাণ করার জন্য প্রতিযোগিতা হয়। বয়সন্ধীকালে এই প্রতিযোগিতার পরিমাণ হয় সর্বোচ্চ। এই বয়সে তাদের মধ্যে তীব্র আগ্রাসন এবং অপরাধ প্রবণতা দেখা যায়।

এক একটি তরুণ যেন এক একটি রেডউড। ক্যালিফোর্নিয়ার জঙ্গলে এক একটি রেডউড বৃক্ষ প্রায় ৩৮০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। কারণ তারা এমন একটি স্থানে বাস করে, যেখানে অসংখ্য রেডউড বৃক্ষ আছে। একটি গাছের ছায়ায় পড়ে অন্য গাছটি সূর্যের আলোর অভাবে মৃত্যুবরণ করে। আর এজন্য রেডউড বৃক্ষ প্রতিযোগী বৃক্ষদের পরাজিত করার জন্য নিজের উচ্চতা বৃদ্ধি করে এবং তারা এত বেশি লম্বা হয় যে একটা সময় তাদের শিকড় থেকে শিখরে রাসায়নিক সিগন্যাল যেতে যেতে অনেক দীর্ঘ সময় লেগে যায়। আর কমিউনিকেশনের অভাবে তাদের মৃত্যু ঘটে। একটি রেডউড বৃক্ষ যেমন প্রতিযোগী বৃক্ষের সাথে সূর্যের আলোর জন্য প্রতিযোগিতা করে সূর্যকে স্পর্শ করতে চায়, মানুষও নারীর ডিমের ওপর অ্যাকসেস নেয়ার জন্য পারমাণবিক বোমা, যুদ্ধ বিমান, মিসাইল এবং ক্ষেপনাস্ত্র আবিষ্কার করে।

তারা রকেট নিয়ে সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ এবং মহাশূন্যে চলে যায়। তারা এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্ব বা এক সময় থেকে অন্য সময়ে প্রবেশের উদ্দেশ্যে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির ইকুয়েশন আবিষ্কার করে।

ক্যালিফোর্নিয়ার জঙ্গলে রেডউড বৃক্ষের সূর্যের আলোর অভাব, তাদের চারপাশের প্রতিযোগী রেডউড তাদের জীবনকে অন্ধকারে ফেলে দেয়, আর মানব সমাজে আলফা পুরুষ ওমেগা ও বিটা পুরুষদের জীবন অন্ধকারে ফেলে দেয়। কিন্তু আফ্রিকার সাভানায় পিস্তল পথবা মিসাইল ছিল না, আজকের বিশ্বে আমাদের কাছে শত শত অস্ত্র আছে, আর তাই বিটা ও ওমেগা পুরুষরাও তথাকথিত আলফা পুরুষকে শর্টগান ঠেকিয়ে তার পজিশন কেড়ে নেয়, সে ড্যাডিতে রূপান্তরিত হয়। আর এই প্রতিযোগী পুরুষদের কন্ট্রোল করার জন্যই বিশ্বে সংবিধান ও আইন তৈরি হয়, ভিডিয়ার, আর্মি ও সেনাবাহিনী তৈরি হয়।

আবার এই সকল আইন শৃঙ্ক্ষলা বাহিনীর মধ্যেও তাদের দক্ষতা, ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভের তীব্র প্রতিযোগিতা চলে, এদের প্রত্যেকেই নারীর ডিম চায়, নারীর গর্ভাশয়ের ওপর দখল নিতে চায়। এভাবে নারীর গর্ভাশয় পৃথিবীতে ১০ মিলিয়ন ক্রিমিনাল এবং ৮.৮ মিলিয়ন গবেষক তৈরি করেছে।

নারীর বুটস ও বুবস পরিচালনা করছে আমাদের এই পৃথিবীর সামগ্রিক সিভিলাইজেশন এবং উৎপাদন করেছে ১৫৬.৬ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের সামগ্রিক জিডিপি। কিন্তু পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার পর, আনুমানিক ৩০-৪০ বছরের মধ্যে ইন্টেলেকচুয়ালিটি ও ক্রাইম দুটোই নিচের দিকে পতিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পল ম্যাকার্টনির মতো একজন প্রাপ্ত বয়স্ক জিনিয়াস গান লেখা ছেড়ে দিয়ে ছবি অংকন শুরু করেছিল, বিলগেটস কম্পিউটার উইজ কিডস থেকে একজন সম্মানিত ব্যাবসায়ী এবং বিশ্বপ্রেমিকে পরিণত হয়েছিল। এমনকি আইনস্টাইন নিজেও তার সকল উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ৪০ বছর পূর্বেই সম্পাদন করেছিল।

২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে, প্রতি ১০০ জন নারীর জন্য ১০১.৪ জন পুরুষ আছে। তারপরও পুরুষে পুরুষে প্রতিযোগিতার শেষ নেই। ১০০ জন পুরুষ ১০০ জন নারী নিয়ে দিব্যি সুখী থাকতে পারত। কিন্তু না। মানুষের মস্তিষ্কের ডিজাইন খুবই জটিল। একজন নারী সে সকল পুরুষের প্রতি কগনিটিভ বায়াসড আক্রান্ত, যারা সামাজিক স্ট্যাটাসসম্পন্ন এবং অধিপত্যবাদী। তারা দুর্বল ও বোকা পুরুষ পছন্দ করে না। নারী চায় হ্যান্ডসাম ও সামাজিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন পুরুষ। তাই একজন নারী ১০০ জন পুরুষের মধ্যে মাত্র একজন পুরুষকেই নির্বাচন করে কারণ তার ডিমের পরিমাণ লিমিটেড। অন্যদিকে পুরুষরা নারীর যোনি জয় করার জন্য, রেডউড বৃক্ষের মতো নিজের উচ্চতা বৃদ্ধি করতে চায়। তারা চেষ্টা করে নারীর মস্তিষ্ক থেকে অন্যান্য পুরুষকে মুছে দিয়ে নিজের নাম লিখে দিতে। এই তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে হাজার হাজার পুরুষ নারীর কাছ থেকে যৌনতার সার্টিফিকেট পেতে ব্যর্থ হয়, আর তাই নারীকে ঝোপের পাশে, রাস্তায় অথবা বাসের কোনো সিটের মধ্যে ফেলে তারা চুদে দেয়। আমাদের সমাজে এটাকে ধর্ষণ বলা হয়।

ধর্ষণের দায়ে পুরুষকে শাস্তি পেতে হয়। ধর্ষণকে একটি সাংস্কৃতিক আচরণ হিসেবে আমাদের সোসাইটিতে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু ধর্ষণের বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, নারীর ইন্টারনাল গেস্টেশন, সসীম ডিম, হ্যান্ডসাম পুরুষের বহুগামী মনোভাব, স্ট্যাটাসসম্পন্ন পুরুষদের নারীর ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য এবং নারীর পক্ষ থেকে তীব্র রিজেকশন ধর্ষকের গড ফাদার।

ধর্ষণের প্রবণতা যদি সাংস্কৃতিক হয়ে থাকে, তবে হ্যাঁ, সেই সংস্কৃতি বায়োলজিক্যাল ডিজাইনের প্যারাডক্স থেকেই তৈরি। যে সকল মানুষের অপরাধ ও সংঘর্ষের প্রতি আকর্ষণ কম, তারা তাদের প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে চ্যানেল করতে পারে। এখানে অন্তর্নিহিত নীতি হলো, ক্রাইম ও জিনিয়াস দুটোই পুরুষের প্রতিযোগিতামূলক আকাঙ্ক্ষার এক একটি এক্সপ্রেসন।

ক্রাইম যদিও একটি সাংঘর্ষিক এবং সম্পদ আত্মসাৎ করার প্রবণতা, জিনিয়াস হলো একটি শান্ত ও সৃষ্টিশীল নির্গমনপথ। বয়সন্ধীর পূর্বে একজন পুরুষ তার প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে প্রজনন সফলতায় ট্র্যান্সলেট করতে পারে না।

যাই হোক, বয়সন্ধী শুরুর সাথে সাথে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের উপযোগ শুরু হয়। যখনই একজন পুরুষ প্রজননক্ষম হয়ে ওঠে, তার প্রতিটি প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ, চুরি অথবা সৃষ্টিশীল প্রতিভা, তার প্রজননগত সফলতা বৃদ্ধি করতে থাকে। বয়সন্ধীর পর একজন পুরুষ যে উপযোগ পায়, সেটা তার সারাজীবনই অক্ষুন্ন থাকে, কারণ একজন মানব পুরুষ তার জীবনের একটি দীর্ঘ সময় প্রজননগতভাবে সক্ষম থাকে।

কেন প্রথম সন্তান জন্মের পর পুরুষের ক্রাইম ও ক্রিয়েটিভিটির প্রবণতা কমে যায়?

আমরা বয়স ও অপরাধের বক্ররেখা থেকে প্রতিযোগিতার লাভ ও লোকসান বুঝতে পারি। বয়সন্ধীর শেষের দিকে অথবা পরিণত বয়সে প্রবেশের প্রথম দিকে, একজন পুরুষ সাংঘর্ষিক, আগ্রাসী, অপরাধপ্রবণ এবং সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে। এই সময় তাদের প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ উপযোগ আছে। কারণ পুরুষদের মধ্যে যারা নিজেকে আলফা প্রমাণ করতে পারবে, তারা এই সময় নারীর মনের পাসওয়ার্ড পায়।

কিন্তু পরিণত বয়সের পর তাদের সৃষ্টিশীলতার হার তুলনামূলক কমে যায়। কারণ এই সময় যদি তারা প্রতিযোগিতা করে, তবে তাদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি রেডউড বৃক্ষ যদি সূর্যের আলোর জন্য প্রতিযোগিতা করতে করতে প্রতিবেশী বৃক্ষ থেকে টপার লেভেলে চলে যায়, তার আর প্রতিযোগিতা করে সময় ও শক্তি অপচয় করার দরকার নেই, এই মুহূর্তে তার জন্য নতুন করে প্রতিযোগিতা করার অর্থই হলো মৃত্যু। সূর্যের কাছে রিচ করার পর, তার আর উচ্চতা বৃদ্ধি করার কী প্রয়োজন?

তার মানে দেখা যাচ্ছে, প্রতিযোগিতা রেডউড বৃক্ষকে তখনই সবচেয়ে বেশি উপযোগিতা দেবে, যখন তারা অন্যান্য বৃক্ষ থেকে পিছিয়ে থাকবে। একবার যখন তারা সূর্যের আলোর নাগাল পেয়ে যায়, তখন তাদের জন্য উচ্চতা বৃদ্ধি উপযোগী নয় বরং এটি ব্যায়বহুল।

এতে করে তাদের ক্ষতিই হবে বড় জোর। কারণ শিকড় থেকে কাণ্ডে রাসায়নিক সিগন্যাল যেতে যেতে গাছটির অনেক টাইম লেগে যাবে (নরম্যালি সময় লাগে প্রায় ৮৭৫ মাইক্রোসেকেন্ড), তার দেহের একটি অংশ অন্য অংশের সাথে সঠিক যোগাযোগ করতে পারবে না। গাছের এক জায়গায় কোনো একটি জীবাণু আক্রমণ করলে, সেখানে কেমিক্যাল সিগন্যাল রিচ করতে টাইম লেগে যাবে বিপুল, গাছটি জীবাণুর বিপক্ষে ইমিউনিটি তৈরি করতে পারবে না।

একজন মানব পিতার কাছে তার সন্তান হলো সূর্যের মতো। সে যখন সূর্যকে পেয়ে যায়, তখন তার জন্য সংঘর্ষ ও অপরাধ সুবিধাজনক নয়, আর এই সময় তার সৃষ্টিশীল কাজের দিকেও সময় দেয়ার দরকার নেই। কারণ এখন যদি সে নারীর জন্য

প্রতিযোগিতা করে, তবে তার মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দেবে, তার সন্তানকে দেখাশুনা করার কোনো মানুষ থাকবে না।

তাই প্রতিযোগিতার উপযোগিতা বয়সন্ধী থেকেই শুরু হয়, যখন একজন পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা শুরু হয়। আর এই সময় একজন পুরুষ অধিক সংখ্যক নারীকে আকর্ষণ করতে পারে। বহুগামী সমাজে, সঙ্গীর জন্য প্রতিযোগিতা না করলে, তাদের প্রজননগত উপযোগ নষ্ট হবে, আর তাই এই ধরনের সমাজে পরিণত বয়সের পূর্বে সঙ্গীর জন্য প্রতিযোগিতা নেগেটিভ বা ব্যায়বহুল নয়।

মূলত, একজন পুরুষ বয়সের কোন পর্যায়ে আগ্রাসী ও সৃষ্টিশীল হবে, এটা নির্ভর করে তার উপযোগ ও ব্যায়ের ওপর। উপযোগ ও ব্যায়ের প্যারামিটারের ওপর ভিত্তি করেই পুরুষের ইন্টেলেকচুয়ালিটি ওঠানামা করে। বয়সন্ধীর সময় প্রতিযোগিতা পজেটিভ কিন্তু সন্তান জন্মের পর পজেটিভ নয়।

আর এজন্যই বিয়ের পর আমরা অধিকাংশ আগ্রাসী ও সৃষ্টিশীল মানুষকে ঠান্ডা ও আনইন্টেলেকচুয়াল হয়ে উঠতে দেখি। সন্তানের জন্মের পর একজন তরুণের রক্ত থেকে হিংস্র কুকুরটি বেরিয়ে যায়। কিন্তু তরুণের রক্তে কুকুরের উপস্থিতি খুবই জরুরী। কারণ এই কুকুরই আমাদের আধুনিক সিভিলাইজেশনের একমাত্র ড্রাইভিং ফোর্স। পুরুষের রক্তের এই হিংস্র কুকুর যদি বের না হতো, একজন পুরুষ নারীর প্রতি চিরকাল ক্রেইজি হয়ে থাকত, তার ক্রিয়েটিভিটি আরও বুস্ট হতো।

একজন সন্তান কেবল একজন পুরুষের প্রজননগত সফলতা বা জেনেটিক রিওয়ার্ডই নয়, একজন শিশু একজন পুরুষের মস্তিষ্কের খুনি। একজন শিশু একজন তরুণের ব্রেন থেকে ক্রিয়েটিভিটি ও আগ্রাসন কমিয়ে দেয়। আর প্রথম সন্তান যদি পুত্র হয়, তবে পুরুষের মস্তিষ্কে একগামিতার প্রতি পক্ষপাত তৈরি হয়, কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে ছেলে সন্তানকে তার সম্পদ ও প্রতিপত্তি দিয়ে যেতে হবে। পুত্র সন্তানের জন্মের অর্থই হলো, পিতার মস্তিষ্ক থেকে ক্রিমিনাল ও সায়েন্টিফিক সত্তা নষ্ট হয়ে যাওয়া। একজন ছেলে পৃথিবীর মিলিয়ন মিলিয়ন আইনস্টাইন ও নিউটনের খুনি।

একজন পুরুষের প্রথম সন্তান যদি একজন নারী হয়, তবে তার মধ্যে বহুগামিতার মনোভাব ট্রিগার হয়। কারণ কন্যা সন্তানের প্রতি তার এই ধরনের কোনো কগনিটিভ বায়াসড নেই। কন্যা সন্তান পিতার মস্তিষ্কের বহুগামিতার সার্কিট অ্যাকটিভেট করে, তার মস্তিষ্কে টেস্টোস্টেরন ও ডোপামিন বুস্ট করে, তার মনের মধ্যে রোম্যান্টিকতা, প্রতিযোগিতা ও আগ্রাসন জীবিত রাখে, আর ডোপামিন হলো ক্রিয়েটিভিটির গাইডিং স্ট্যার।

একজন কন্যা সন্তান পিতার ব্রেনকে চিরকালের জন্য প্রোডাক্টিভ করে তুলতে পারে, তার মস্তিষ্কে নতুন নতুন সঙ্গীর প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে। আবারও একজন নারীই মহাবিশ্বের ফিজিক্স ও ম্যাথম্যাটিক্সের অগ্রদূত। কন্যা সন্তানের জন্ম বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তির জন্য মঙ্গলজনক এবং একইসাথে কন্যা সন্তান পৃথিবীর সকল অপরাধীর গড মাদার।

ফিমেইল চয়েজ

বিলগেটস, আইনস্টাইন অথবা বিশ্বের সাড়ে নয় মিলিয়ন ক্রিমিনাল__ আপনি যার কথাই বলুন না কেন, বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে__ এদের সবাই নারীর চয়েজ থেকেই তৈরি। কিন্তু কেন? কারণ পুরুষের কোনো গর্ভাশয় নেই, পুরুষের কোনো ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন নেই আর তাই পুরুষ জোর করে কখনো কোনো নারীর সাথে সেক্স করতে পারে না। গায়ের জোরে যেমন একটি কম্পিউটারের সিকিউরিটি লক খোলা যায় না অথবা কোনো একটি জটিল পারমাণবিক বোমার কোড ব্রেক করা যায় না, তেমনি গায়ের জোরে নারীর কাছ থেকে কনসেন্ট আদায় করা যায় না।

আমার গর্ভাশয় আছে, আমার ডিম আছে, আমি এটা কাকে দেব অথবা দেব না, এটা আমার চয়েজ। আমার কাছে অসীম সংখ্যক ডিম নেই, আমার কাছে মাত্র ২-৩ মিলিয়ন ডিম আছে, তাই আমি এটা আলফা অথবা বিটাকে দেব এটা আমার চয়েজ। সন্তানের ভ্রুণ আমার প্ল্যাসেন্টায় তৈরি হয়, তোমার প্ল্যাসেন্টায় নয়, তাই আমি তোমার সাথে আমার প্ল্যাসেন্টা শেয়ার করব কি করব না, এটা আমার চয়েজ। শপিং কমপ্লেক্স আমার,আমি প্রোডাক্ট বিক্রি করব কি করব না, এটা আমার চয়েজ। নারীর চয়েজ বায়োলজিক্যাল।

সন্তান আমার স্তন থেকে নিউট্রিয়েন্টস পায়, তাই আমি তোমার ক্রোমোজমকে আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় বাজি রেখে লালন-পালন করব কি করব না, এটা আমার চয়েজ। আপনি যখন চাইবেন, তখনই একজন নারীর সাথে আপনি সেক্স করতে পারবেন না, নারী যখন চাইবে ঠিক তখনই আপনি তার সাথে সেক্স করতে পারবেন।

এটি কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই লিমিটেড নয়। সকল স্তন্যপায়ীর মধ্যেই আমরা এই ট্রেন্ড দেখতে পাই। সেক্সের পাসওয়ার্ড নারীর কাছে, পুরুষের কাছে নয়। পুরুষ নারীকে ধর্ষণ করতে পারে কিন্তু সম্মতি পেতে প্রয়োজন নারীর কাছ থেকে পাসওয়ার্ড আদায়। ফিমেইল চয়েজ যে কতটা ক্ষমতাবান তা খুব সিম্পল একটি থট এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমেই প্রমাণ করা যায়। এমন একটি সোসাইটির কথা চিন্তা করুন, যেখানে নারীর সাথে সেক্স করার জন্য কোনো পাসওয়ার্ড প্রয়োজন নেই, তাহলে কী ঘটবে?

ক্যালিফোর্নিয়ার জঙ্গলের রেডউড বৃক্ষের কথা চিন্তা করুন। যারা সূর্যের আলোর জন্য প্রতিযোগিতা করে। একটি রেডউড বৃক্ষের আকার যদি অন্য রেডউড বৃক্ষ থেকে বড় হয়ে যায়, তবে তার ছায়ার প্রতিবেশী রেডউড বৃক্ষের মৃত্যু হয়। টিকে থাকার স্বার্থে রেডউডরা একে অন্যের সাথে সূর্যের আলোর জন্য প্রতিযোগিতা করে এবং বিশাল উচ্চতাসম্পন্ন একটি গাছে পরিণত হয়। এখন মনে করুন করুন, সূর্য নিজেই ৯৩ মিলিয়ন মাইল দূরের আকাশ থেকে নেমে রেডউড বৃক্ষের কাছাকাছি চলে এসেছে, তাহলে কী ঘটবে? সহজ উত্তর হলো, তারা আর একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করবে না। ২০০-৩০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট বিশ্বের এই দৈত্যাকার বৃক্ষটি নিজের উচ্চতা বৃদ্ধি করবে না। সে ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। কারণ সূর্য যখন তাদের মাথার ওপর, তখন অযথা আর উচ্চতা বৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই, ৩৮০ ফুট উচ্চতার এই রেডউড একটি কচুরিপনায় রূপান্তরিত হবে। এখন মনে করুন, সূর্যটি হলো একজন নারীর মনের পাসওয়ার্ড বা ফিমেইল চয়েজ। আপনাকে এই পাসওয়ার্ড অর্জন করতে হবে। প্রশ্ন হলো, এই পাসওয়ার্ড অর্জন করতে হলে আপনাকে কী করতে হবে?

আপনাকে নারীর মন জয় করতে হবে। রেডউড বৃক্ষের মতো আপনাকেও অন্যান্য মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। পৃথিবীর আট বিলিয়ন মানুষ থেকে আপনাকে ইউনিক হতে হবে, আপনাকে সেরা হতে হবে। আপনার শারীরীক ফিটনেস লাগবে, আপনার মানসিক ফিটনেস লাগবে এবং আপনার সামাজিক স্ট্যাটাস লাগবে। সামাজিক স্ট্যাটাসের জন্য আপনি রকেট তৈরি করবেন, আপনি বিমান তৈরি করবেন, আপনি কম্পিউটার তৈরি করবেন এবং মহাকাশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে স্পেসশিপ তৈরি করবেন।

রেডউডের বৃক্ষের মতোই একজন পুরুষের চিন্তা আর একজন পুরুষের সাথে লড়াই করবে নারীর মনকে স্পর্শ করার জন্য। নারীর মনের সিকিউরিটি লক খোলার জন্য পুরুষ যখন যুদ্ধ করবে, তখন তৈরি হবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, কনসাস রোবট এবং টাইপ-১ সিভিলাইজেশন।

কিন্তু কোনো কারণে পৃথিবীর সকল নারী যদি পুরুষকে তার মনের সিকিউরিটি লক খুলে দেয়, তাহলে? এমন একটি সমাজের কথা চিন্তা করুন, যেখানে ফিমেইল চয়েজ বলতে কোনোকিছু নেই। একজন পুরুষ তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ধারণ করবে, সে কার সাথে সেক্স করবে অথবা কার সাথে সে সেক্স করতে পারবে না। এটি এমন একটি সমাজ, যেখানে সেক্সের ওপর নারীর কোনো কন্ট্রোল নেই, নারীর চাওয়ার কোনো মূল্য নেই। তাহলে কী ঘটবে সে সমাজের সাথে?

সহজ উত্তর হলো, সে সমাজে কিছুই ঘটবে না, তাদের পক্ষে বিমান, রকেট, উড়োজাহাজ, স্পেসশিপ এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটার কিছুই আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না। সেই সমাজের মানুষ অনন্তকাল কেবল নারীকে চুদবে, তাদের এই ইনফিনিট সেক্স কখনোই স্টপ হবে না। আর তাই এই ধরনের সমাজে কোনো সিভিলাইজেশনই তৈরি

হবে না, কারণ এই সমাজে পুরুষের একটাই কাজ আর তা হলো, নারীর বুবস সাক করা, তার ভ্যাজাইনা সাক করা, তার বুটস সাক করা, তাকে পেনিট্রেশন করা, অ্যানাল করা, থ্রিসাম করা এবং গ্রুপ সেক্স করা।

যে সমাজে নারীর কোনো চয়েজ নেই, সে সমাজ এক অনন্ত চোদাচোদির গল্পে পরিণত হবে। এই সমাজের প্রতিটি পুরুষ নারীর যোনির এক একটি ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ায় পরিণত হবে, নারীর যোনি থেকে তাদের পেনিস কোনোভাবেই বের হবে না। এটা আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে, কেন সমকামী পুরুষদের সেক্স পার্টনার অনেক বেশি কারণ তাদের সম্পর্কে কোনো নারী উপস্থিত থাকে না, যে তাদের "না" বলবে।

একজন স্ট্রেইট পুরুষ ১৮ বছর বয়সে উপনীত হতে হতে গড়পড়তা ১৬.৫ জন সেক্স পার্টনার পায়, আর একজন সমকামী পুরুষ পায় ৪২.৮%। বাস্তবিকই, নারীরা পুরুষকে মাঝেমাঝেই "না" বলে। আর এজন্যই পুরুষ মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে নতুন নতুন টেরিটরি আবিষ্কার করছে, যুদ্ধ জিতেছে, সিম্ফোনি রচনা করেছে, বই লিখেছে, সনেট রচনা করেছে, ছবি অংকন করেছে, ক্যাথেড্রাল সিলিং তৈরি করেছে, ফিজিক্সের জটিল জটিল সমীকরণ আবিষ্কার করেছে, রক ব্যান্ডে গান গেয়েছে এবং নতুন কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখেছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল নারীকে ইমপ্রেসড করা, যেন তারা তার সাথে সেক্স করতে পারে।

পৃথিবীতে কোনো সভ্যতা থাকত না, কোনো শিল্প থাকত না, কোনো সাহিত্য থাকত না, কোনো সুর থাকত না, কোনো বিটল থাকত না, কোনো মাইক্রোসফট থাকত না, যদি সেক্স করার চয়েজ পুরুষের হতো। পুরুষ নারীকে ইমপ্রেস করার জন্য সিভিলাইজেশন তৈরি করেছে যেন নারী তাকে একবার "হ্যাঁ" বলে।

নারী হলো পুরুষের সকল কিছুর পেছনে মোলিক যুক্তি। কমেডিয়ান বিল মাহের বিষয়টি খুব চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে, একজন পুরুষ যদি বারে যাওয়ার পর, নিজের চয়েজ অনুযায়ী নারী নির্বাচন করতে পারত, তবে সে বিশ্বের শাসক হয়ে উঠত। কিন্তু একজন নারীর কাছে পুরুষ একটি চুলের থেকেও তুচ্ছ। একজন আকর্ষণীয় সুন্দরী মেয়ের কেবল একটি হাসি অথবা নিতম্বের ঢেউ যে কোনো পুরুষকে মুহূর্তেই ফানুসের মতো ভেঙে দেয়। পুরুষের মতো সফট মাইন্ডেড পারসন পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। অন্যকথায়, যথেষ্ট সুন্দরী একজন নারী বিশ্বের একজন আধিপত্যবাদী শাসক থেকেও বেশি ক্ষমতা রাখে। একজন সুন্দরী নারীর মুখের একটি হাসি, বিল গেটস অথবা ইলন মাস্ক থেকেও ক্ষমতাবান!

নারীর দেহের আকারের সাথে বহুগামিতার সম্পর্ক আছে?

একজন নারী যদি ফেসবুকে তার ছবি পোস্ট করে বলে, আমি প্রেম করতে চাই, তবে শত শত পুরুষ তাকে পজেটিভ রেসপন্স করবে। আর একজন পুরুষ যদি ফেসবুকে ছবি পোস্ট করে বলে, আমি প্রেম করতে চাই, তবে খুব কম নারীই পাওয়া যাবে যে তাকে পজেটিভ রেসপন্স করবে। একজন নারীর পক্ষে একজন পুরুষ পাওয়া যত সহজ, একজন পুরুষের পক্ষে একজন নারী পাওয়া তত সহজ নয়। ১০০ জন পুরুষের জন্য যদি ১০০ জন নারী রাখা হয়, তারপরও একশজন পুরুষের মধ্যে মাত্র ২-১ জন পুরুষই সর্বোচ্চ পরিমাণ সন্তান জন্ম দিতে পারবে, আর অবশিষ্ট পুরুষরা কোনো সন্তানই জন্ম দিতে পারবে না। এর কারণ হলো, প্রতিটি নারী ১০০ জন পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও হ্যান্ডসাম পুরুষকেই সেক্সের জন্য নির্বাচন করবে। আফ্রিকার সাভানায় একজন নারীর সামনে যদি ১০০ জন পুরুষ রাখা হতো, তবে সে তাকেই পছন্দ করতো যার দেহের আকার বড় কারণ বিগবডির পুরুষ তাকে জঙ্গলের হিংস্র নেকড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। হোমো ইরেক্টাসদের সময় একগামিতার বিবর্তনের পর প্রেমিকা ও সন্তানের সিকিউরিটির জন্য একজন উচ্চতাসম্পন্ন পুরুষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উচ্চসম্পন্ন পুরুষের প্রতি নারীর এই কগনিটিভ বায়াসড আমাদের প্রস্তরযুগের মস্তিষ্কে এখনো রয়ে গেছে। আর তাই পুরুষে পুরুষে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে, নিজের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য। যে সকল পুরুষের উচ্চতা ভালো ছিল, তারা শত শত নারীর ডিমের ওপর দখল পেয়েছে, আর যে সকল পুরুষের উচ্চতা খারাপ ছিল নারী তাদের পছন্দ করেনি।

যে সকল পুরুষের উচ্চতা ভালো ছিল, তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনে জয় লাভ করেছে এবং যে সকল পুরুষের উচ্চতা খারাপ ছিল, তারা নারীর মন পায়নি, তাদের জিন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন পুরুষের দেহ বড় করার জন্য সিলেকশন প্রেসার তৈরি করেছিল। অতীতে মনে করা হতো, একজন লম্বা পুরুষ যদি খাটো স্ত্রীকে বিয়ে করে, তবে তাদের ছেলের উচ্চতা বেশি হবে এবং মেয়ের উচ্চতা হবে কম। কিন্তু সাম্প্রতিক একটি গবেষণা বলছে, এই অনুমান ভুল। নতুন এই গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসে, সন্তান পিতা ও মাতা দুজনের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে উচ্চতা অর্জন করে, আর তাই একজন উচ্চতাসম্পন্ন পিতার উচ্চতাসম্পন্ন ছেলে ও মেয়ে দুই জন্ম হতে পারে এবং একজন খাটো মায়ের খাটো ছেলে এবং মেয়ে দুজনই জন্ম নিতে পারে।

মজার ব্যাপার হলো, বহুগামী সমাজে নারীর দেহের আকার দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। নারীর বডি সাইজ ছোট হচ্ছে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছিলাম, পরিবারে পিতা যদি অনুপস্থিত থাকে, কন্যা দ্রুত বয়সন্ধীতে রিচ করে। এছাড়া যে সমাজে

বহুগামিতার প্রেসার বেশি, সেখানে মেয়েদের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে, তারা খুব অল্পবয়সেই বয়সন্ধীতে রিচ করে, বহুগামী সমাজের সাথে অভিযোজিত হওয়ার জন্য।

বহুগামী সমাজে যে সকল নারী দ্রুত বয়সন্ধীতে রিচ করে, তারা প্রলম্বিত বয়সন্ধীর মেয়েদের তুলনায় বেশি উপযোগ পায়। এই সমাজে খুব অল্পবয়সেই যদি একজন মেয়ের বুবস ও বুটস বড় হয়ে ওঠে, তারা কোনো এক সম্পদশালী পুরুষের তৃতীয় স্ত্রী হওয়ার সুযোগ পায়। আর তাই বহুগামী সমাজে, প্রতিযোগী নারীদের সাথে পাল্লা দেয়ার জন্য মেয়েরা অল্পবয়সে সেক্সের উপযোগী হয়। এই প্রক্রিয়ায় বহুগামী সমাজের নারীরা দিন দিন খাটো হয়ে আসছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বহুগামী সমাজের নারীদের আকার ক্রমশ ছোট হয়। এখন প্রশ্ন হলো, যদি আকারে ছোট নারী প্রতিযোগিতামূলক বহুগামী পরিবেশকে রেসপন্স করার জন্য অভিযোজিত হয়ে থাকে, তাদের জিনোমে কী উচ্চতাসম্পন্ন নারীদের তুলনায় বেশি বহুগামী জিন উপস্থিত থাকবে? এই প্রশ্নের উত্তর যদি হয় "হ্যাঁ", তবে অবশ্যই এটি এক্সপেরিমেন্টালি প্রমাণের দাবি রাখে।

কেন বেশিরভাগ সুইসাইড বোম মুসলিমদের পক্ষ থেকে বিস্ফোরিত হয়?

কেন বিশ্বের অধিকাংশ সুইসাইড বোমা মুসলিমরা ফাটায়? এটি একটি বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন। অনেকে মনে করতে পারেন, সুইসাইড বোমার সাথে ধর্ম ও ঈশ্বরের সম্পর্ক আছে। কিন্তু বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান আমাদের বলছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানী সাতাসি কানাজাওয়ার দাবি করেছেন, সুইসাইড বোমার সাথে ধর্ম, রাজনীতি, সংস্কৃতি, জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা ও ভূখণ্ড কোনোকিছুরই সম্পর্ক নেই। তার মতে, মুসলিমরা সুইসাইড বোমা ফাটায়, বিপুল পরিমাণ নারীর সাথে সেক্স করার জন্য অথবা নারীর সাথে সেক্স করতে না পারার ব্যর্থতা থেকে। মুসলিম সমাজের সাথে অন্যান্য সমাজের একটি পার্থক্য হলো এই সমাজ বহুগামী। কিন্তু একজন নারী সকল পুরুষের সাথে বহুগামিতা করে না। একজন ক্ষমতাবান মুসলিম পুরুষ অসংখ্য নারীর সাথে সেক্স করলেও, একজন মুসলিম নারী সকল পুরুষের সাথে সেক্স করতে পারে না। মুসলিম সমাজে নারীর জন্য কেবল একজন পুরুষই নির্ধারিত। এছাড়া বিবর্তনীয়ভাবে একজন নারী কেবল সে সকল পুরুষের প্রতিই কগনিটিভ বায়াসডে আক্রান্ত, যারা ফিজিক্যালি হ্যান্ডসাম অথবা যাদের বিপুল পরিমাণ প্রপার্টি আছে। এজন্য আপনি একজন নারীর সামনে ১০০ জন পুরুষ রাখলেও সে সবার সাথে সেক্স করবে না, সে কেবল তাকেই পছন্দ করবে যে ইকোনোমিক্যালি আলফা। কারণ আমরা জানি, নারীর ডিমের পরিমাণ

খুবই কম, আর এই ডিম সে সকল পুরুষের সাথে শেয়ার করবে না, সে কেবল সিলেক্টিভ কিছু মানুষের সাথেই তার ডিম শেয়ার করার পক্ষপাতী। একটি মুসলিম সমাজে যেখানে একজন ক্ষমতাবান পুরুষ শত শত নারীর ওপর অধিকার পায়, সেখানে অসংখ্য দরিদ্র পুরুষ নারীর ওপর অ্যাকসেস পেতে ব্যর্থ হয়। আর তাই বহুগামিতা এই সমাজে পুরুষে পুরুষে তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে সামাজিকভাবে নিচুস্তরের পুরুষদের ওপর বহুগামী সমাজ তীব্র প্রেসার তৈরি করে।

কারণ এই ধরনের সমাজে একজন প্রভাবশালী পুরুষের জন্য হাজার হাজার ভ্যাজাইনা মুখ খুলে থাকে কিন্তু একজন সাধারণ তরুণের জন্য একটা ভ্যাজাইনাও নেই। তার ওপর এই ধরনের সমাজে নারীকে এত কঠিনভাবে একগামী হতে ফোর্স করা হয় যে, একজন তরুণ তার শারীরীক আকর্ষণ থাকার পরও অন্যের স্ত্রীর সাথে সেক্স করতে পারে না। আর তাই মুসলিম সমাজে তরুণদের জন্য তরুণী নারীর স্টোরেজ কম।

মুসলিম সমাজে ৫০% পুরুষের যদি স্ত্রী থেকে থাকে, তবে ৫০% পুরুষের কোনো স্ত্রী নেই। যদি ২৫% পুরুষের চারটি স্ত্রী থাকে, তবে প্রায় তিন কোয়ার্টার পুরুষের কোনো প্রজনন সুবিধা নেই, এমনকি তাদের জীবন সন্তানহীন অবস্থায় শেষ হয়। আর তাই বহুগামিতা এই সমাজের পুরুষদের ওপর তীব্র প্রেসার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে। প্রাপ্তবয়স্ক ক্ষমতাশালী মানুষের উপদ্রবে তরুণরা সেক্সই করতে পারে না। আর এজন্য তরুণরা নারীকে চোদার জন্য আগ্রাসী ও সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে। কারণ বৃদ্ধদের তুলনায় তাদের ক্ষতির পরিমাণ কম।

প্রায় সকল বহুগামী সমাজে সংঘর্ষ, ক্রাইম, মার্ডার ও ধর্ষণের পরিমাণ বেশি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমতা, জনসংখ্যার ঘনত্ব অথবা গণতন্ত্রের মাত্রা বিচার করার পরও এসকল দেশে হাজার হাজার ক্রাইম সংঘটিত হয়। আপনাকে মনে রাখতে হবে, আমাদের সমগ্র সিভিলাইজেশনের পরিচালক নারীর একটি যোনি। সেক্সকে কেন্দ্র করেই আমাদের সভ্যতার আবর্তন ও বিবর্তন। প্রকৃতিতে সেক্স কত গুরুত্বপূর্ণ তার একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ক্যানিভাল মাকড়সার নাম আপনারা হয়তো জানেন?

ক্যানিভাল মাকড়সা যখন সেক্স করে স্ত্রী মাকড়সা তখন তাকে জীবিত খেয়ে ফেলে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ক্যানিভাল মাকড়সা নিজের সেক্সচুয়াল ইমোশন অবদমন করতে পারে না। কারণ তার ব্রেনকে প্রোগ্রাম করা হয়েছে, তার জিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মে রেখে যাওয়ার জন্য। তার শরীর ডেস্ট্রোয় হয়ে গেলেও কোনো সমস্যা নেই, তার জিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মে স্থানান্তর করতেই হবে। আর তাই ক্যানিভাল মাকড়সা যখন স্ত্রীর পেটে প্রবেশ করে, তখন তার সেক্সচুয়াল ফিলিংস আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সে আরও মজা পায়। আপনি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অধিকারী? আর তাই বিশ্বের সকল সুন্দরী নারী একা আপনিই চুদবেন? আমার অপরাধ? আমি নিজেও তো জিনের একটি ব্লাইন্ড

প্রোগ্রাম! আমারও তো একটি যোনির খুব দরকার! যখন মুসলিম তরুণরা বুঝতে পারে, তাদের জন্য আকর্ষণীয় একজন নারীর যোনি খুবই দুর্লভ, তখন তারা আগ্রাসী ও সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে। তারা ক্যানিভাল মাকড়সার মতো বিমান নিয়ে ঢুকে পড়ে টুইনটাওয়ার অথবা প্যান্টাগন। একটি যোনি আমাদের সিভিলাইজেশনের এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর, আমরা আসলে স্বর্গ, নরক, বাইবেল, গীতা, কোরআন অথবা ইন্টারস্টেলার ট্রাভেল কিছুই চাই না, আমরা একটা যোনি চাই, আমাদের একটা যোনি খুব প্রয়োজন।

Reference Book:

1. "Bonk: The Curious Coupling of Science and Sex" by Mary Roach
2. "Sex at Dawn" by Christopher Ryan and Cacilda Jethá
3. "Come as You Are: The Surprising New Science that Will Transform Your Sex Life" by Emily Nagoski
4. "The Science of Orgasm" by Barry R. Komisaruk, Carlos Beyer-Flores, and Beverly Whipple
5. "The Joy of Sex" by Alex Comfort
6. "The Art of Seduction" by Robert Greene
7. "She Comes First: The Thinking Man's Guide to Pleasuring a Woman" by Ian Kerner
8. "My Secret Garden: Women's Sexual Fantasies" by Nancy Friday
9. "The Guide to Getting It On!" by Paul Joannides
10. "Sex and the Citadel: Intimate Life in a Changing Arab World" by Shereen El Feki
11. "Perv: The Sexual Deviant in All of Us" by Jesse Bering
12. "The Erotic Mind: Unlocking the Inner Sources of Passion and Fulfillment" by Jack Morin
13. "The Invisible Orientation: An Introduction to Asexuality" by Julie Sondra Decker
14. "Sex, Drugs, and Cocoa Puffs: A Low Culture Manifesto" by Chuck Klosterman
15. "The History of Sexuality" by Michel Foucault
16. "Sex and God at Yale: Porn, Political Correctness, and a Good Education Gone Bad" by Nathan Harden
17. "Sexual Intelligence: What We Really Want from Sex—and How to Get It" by Marty Klein
18. "The Hite Report: A Nationwide Study of Female Sexuality" by Shere Hite
19. "The Complete Kama Sutra" by Alain Daniélou
20. "The Sex Myth: The Gap Between Our Fantasies and Reality" by Rachel Hills
21. "The Myth of Sex Addiction" by David J. Ley
22. "Sex Criminals" (comic series) by Matt Fraction and Chip Zdarsky
23. "The Porn Trap: The Essential Guide to Overcoming Problems Caused by Pornography" by Wendy Maltz and Larry Maltz
24. "Dirty Minds: How Our Brains Influence Love, Sex, and Relationships" by Kayt Sukel

25. "The New Naked: The Ultimate Sex Education for Grown-Ups" by Harry Fisch and Karen Moline
26. "The Chemistry Between Us: Love, Sex, and the Science of Attraction" by Larry Young and Brian Alexander
27. "The Pornography Industry: What Everyone Needs to Know" by Shira Tarrant
28. "Sex and the Soul: Juggling Sexuality, Spirituality, Romance, and Religion on America's College Campuses" by Donna Freitas
29. "The Alchemy of Love and Lust" by Theresa Crenshaw
30. "A Billion Wicked Thoughts: What the World's Largest Experiment Reveals about Human Desire" by Ogi Ogas and Sai Gaddam
31. "Sex, Ecology, Spirituality: The Spirit of Evolution" by Ken Wilber
32. "The New Rules of Sex: A Revolutionary 21st-Century Approach to Sexuality, Relationships, and Love" by Catherine Hakim
33. "Opening Up: A Guide to Creating and Sustaining Open Relationships" by Tristan Taormino
34. "The Happy Hooker: My Own Story" by Xaviera Hollander
35. "Sex Matters: How Modern Feminism Lost Touch with Science, Love, and Common Sense" by Mona Charen
36. "The Erotic Silence of the American Wife" by Dalma Heyn
37. "What You Really Really Want: The Smart Girl's Shame-Free Guide to Sex and Safety" by Jaclyn Friedman
38. "The Naked Woman: A Study of the Female Body" by Desmond Morris
39. "The Social Animal: The Hidden Sources of Love, Character, and Achievement" by David Brooks
40. "The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating" by David M. Buss
41. "Sex: A Natural History" by Joann Ellison Rodgers
42. "The Sexual Life of Catherine M." by Catherine Millet
43. "Opening Up: A Guide to Creating and Sustaining Open Relationships" by Tristan Taormino
44. "Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire" by Lisa M. Diamond
45. "The Psychology of Sex and Gender" by Jennifer Katherine Bosson, Joseph Alan Vandello, and Camille E. Buckner
46. "Sexual Intelligence: What We Really Want from Sex—and How to Get It" by Marty Klein
47. "The Porn Trap: The Essential Guide to Overcoming Problems Caused by Pornography" by Wendy Maltz and Larry Maltz
48. "Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson" by Camille Paglia
49. "The Erotic Mind: Unlocking the Inner Sources of Passion and Fulfillment" by Jack Morin
50. "The New Male Sexuality" by Bernie Zilbergeld

51. "The Second Sex" by Simone de Beauvoir

52. "The Feminine Mystique" by Betty Friedan
53. "The Handmaid's Tale" by Margaret Atwood
54. "Gender Trouble" by Judith Butler
55. "The Color Purple" by Alice Walker
56. "Half the Sky" by Nicholas D. Kristof and Sheryl WuDunn
57. "We Should All Be Feminists" by Chimamanda Ngozi Adichie
58. "Men Explain Things to Me" by Rebecca Solnit
59. "Bad Feminist" by Roxane Gay
60. "The Beauty Myth" by Naomi Wolf
61. "Reviving Ophelia" by Mary Pipher
62. "The Bell Jar" by Sylvia Plath
63. "Their Eyes Were Watching God" by Zora Neale Hurston
64. "The Vagina Monologues" by Eve Ensler
65. "The Power" by Naomi Alderman
66. "Sister Outsider" by Audre Lorde
67. "Stone Butch Blues" by Leslie Feinberg
68. "The Joy of Sex" by Alex Comfort
69. "The Female Brain" by Louann Brizendine
70. "Delusions of Gender" by Cordelia Fine
71. "The Argonauts" by Maggie Nelson
72. "The Feminine Mystique" by Betty Friedan
73. "The Women's Room" by Marilyn French
74. "Women Who Run With the Wolves" by Clarissa Pinkola Estés
75. "Herland" by Charlotte Perkins Gilman
76. "The Immortal Life of Henrietta Lacks" by Rebecca Skloot
77. "My Life on the Road" by Gloria Steinem
78. "The God of Small Things" by Arundhati Roy
79. "The Hite Report" by Shere Hite
80. "Gender Outlaw" by Kate Bornstein
81. "The Female Eunuch" by Germaine Greer
82. "The Argonauts" by Maggie Nelson
83. "Against Our Will" by Susan Brownmiller
84. "Eichmann in Jerusalem" by Hannah Arendt
85. "The Art of Loving" by Erich Fromm
86. "Sexing the Body" by Anne Fausto-Sterling
87. "The Sexual Politics of Meat" by Carol J. Adams
88. "Whipping Girl" by Julia Serano
89. "The Ethical Slut" by Dossie Easton and Janet W. Hardy
90. "Beyond the Gender Binary" by Alok Vaid-Menon
91. "The History of Sexuality" by Michel Foucault

92. "The Other Boleyn Girl" by Philippa Gregory

93. "The Birth of the Pill" by Jonathan Eig
94. "Intercourse" by Andrea Dworkin
95. "The Well of Loneliness" by Radclyffe Hall
96. "The Five Love Languages" by Gary Chapman
97. "Sex at Dawn" by Christopher Ryan and Cacilda Jethá
98. "The Invisible Sex" by J.M. Adovasio, Olga Soffer, and Jake Page
99. "The Female Brain" by Louann Brizendine
100. "The Anatomy of Love" by Helen Fishe
101. "The Selfish Gene" by Richard Dawkins
102. "Why We Get Sick: The New Science of Darwinian Medicine" by Randolph M. Nesse and George C. Williams
103. "The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature" by Matt Ridley
104. "The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature" by Steven Pinker
105. "The Moral Animal: Why We Are the Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology" by Robert Wright
106. "How the Mind Works" by Steven Pinker
107. "Sperm Wars: Infidelity, Sexual Conflict, and Other Bedroom Battles" by Robin Baker
108. "Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind" by David Buss
109. "The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating" by David M. Buss
110. "The Origins of Virtue: Human Instincts and the Evolution of Cooperation" by Matt Ridley
111. "Evolutionary Psychology: A Critical Introduction" by Louise Barrett, Robin Dunbar, and John Lycett
112. "The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture" by Jerome H. Barkow, Leda Cosmides, and John Tooby
113. "Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People" by Joan Roughgarden
114. "The Evolution of Everything: How New Ideas Emerge" by Matt Ridley
115. "The Evolution of Beauty: How Darwin's Forgotten Theory of Mate
116. Choice Shapes the Animal World — and Us" by Richard O. Prum
117. "Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life" by Daniel C. Dennett
118. "The Evolution of God" by Robert Wright
119. "The Descent of Man" by Charles Darwin
120. "Evolutionary Psychology as Maladapted Psychology" by Robert L. Trivers
121. "The Handbook of Evolutionary Psychology" edited by David M. Buss

122. "The Ant and the Peacock: Altruism and Sexual Selection from Darwin to Today" by Helena Cronin

123. "The Social Conquest of Earth" by Edward O. Wilson
124. "The Human Instinct: How We Evolved to Have Reason, Consciousness, and Free Will" by Kenneth R. Miller
125. "Darwin's Cathedral: Evolution, Religion, and the Nature of Society" by David Sloan Wilson
126. "The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution" by Francis Fukuyama
127. "The 10,000 Year Explosion: How Civilization Accelerated Human Evolution" by Gregory Cochran and Henry Harpending
128. "Evolutionary Psychiatry: A New Beginning" by Anthony Stevens
129. "Darwin's Unfinished Symphony: How Culture Made the Human Mind" by Kevin N. Laland
130. "Evolutionary Psychology and the Propositional-attitudes: Two Mechanist Manifestos" by Jerry Fodor and Massimo Piattelli-Palmarini
131. "The Ancestor's Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Evolution" by Richard Dawkins
132. "The Pleistocene Coalition: Progress in the Study of the Ice Age Mind" edited by James H. Chatters
133. "The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature" by Geoffrey Miller
134. "The Rational Animal: How Evolution Made Us Smarter Than We Think" by Douglas T. Kenrick and Vladas Griskevicius
135. "Evolutionary Forensic Psychology: Darwinian Foundations of Crime and Law" by Joshua Duntley and Todd K. Shackelford
136. "Human Evolutionary Psychology" by Louise Barrett, John Dunbar, and Robin Dunbar
137. "The Evolution of Childhood: Relationships, Emotion, Mind" by Melvin Konner
138. "Evolution and the Human Mind: Modularity, Language, and Meta-Cognition" by Peter Carruthers
139. "Evolutionary Psychology: A Beginner's Guide" by Robin Dunbar
140. "Sex, Murder, and the Meaning of Life: A Psychologist Investigates How Evolution, Cognition, and Complexity are Revolutionizing our View of Human Nature" by Douglas T. Kenrick
141. "Evolutionary Perspectives on Human Sexual Psychology and Behavior" edited by Todd K. Shackelford and Ranald D. Hansen
142. "The Evolution of Language" by W. Tecumseh Fitch
143. "The Genial Gene: Deconstructing Darwinian Selfishness" by Joan Roughgarden

144. "The Paleolithic Prescription: A Program of Diet & Exercise and a Design for Living" by S. Boyd Eaton, Marjorie Shostak, and Melvin Konner

145. "The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal" by Jared Diamond
146. "Evolution and Human Behavior: Darwinian Perspectives on Human Nature" by John Cartwright
147. "Darwinian Populations and Natural Selection" by Peter Godfrey-Smith
148. "The Darwin Economy: Liberty, Competition, and the Common Good" by Robert H. Frank
149. "The Evolution of Complexity by Means of Natural Selection" by John Maynard Smith
150. "Evolutionary Origins and Early Development of Number Processing" edited by David C. Geary, Daniel B. Berch, and Robert Ochsendorf
151. "Evolutionary Cognitive Neuroscience" by Steven M. Platek, Julian Paul Keenan, and Todd K. Shackelford
152. "Evolutionary Psychiatry: A New Beginning" by Anthony Stevens
153. "Sex, Murder, and the Meaning of Life: A Psychologist Investigates How Evolution, Cognition, and Complexity are Revolutionizing our View of Human Nature" by Douglas T. Kenrick
154. "The Paleolithic Prescription: A Program of Diet & Exercise and a Design for Living" by S. Boyd Eaton, Marjorie Shostak, and Melvin Konner
155. "Evolution and Human Behavior: Darwinian Perspectives on Human Nature" by John Cartwright
156. "The Descent of Woman: The Classic Study of Evolution" by Elaine Morgan
157. "The Moral Animal: Evolutionary Psychology and Everyday Life" by Robert Wright
158. "The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies, and Serial Killers Can Teach Us About Success" by Kevin Dutton
159. "The Evolution of Everything: How Ideas Emerge" by Matt Ridley
160. "Darwin's Ghosts: The Secret History of Evolution" by Rebecca Stott
161. "Darwin's Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design" by Stephen C. Meyer
162. "Evolutionary Biology of Aging" edited by Michael R. Rose
163. "The New Evolution Diet: What Our Paleolithic Ancestors Can Teach Us about Weight Loss, Fitness, and Aging" by Arthur De Vany